শ্রীচৈতন্যদেব

'শ্রীচৈতন্যের প্রেম,' 'গৌড়ীয়-সাহিত্য,' 'গৌড়ীয়-গৌরব,' 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব'
'গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস,' 'দ্বাদশ আলোয়ার,' 'সরস্বতী-জয়শ্রী,' 'সরস্বতী-
সংলাপ', 'শ্রীভুবনেশ্বর,' 'শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ,' 'বৈষ্ণব-সাহিত্যে
'রস-তত্ত্ব', 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ', 'পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর,' 'গীতি-
সাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ', ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ', 'শ্রীভক্তি-
বিনোদ বাণীবৈভব', 'শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা,' উপাখ্যানে
উপদেশ', শ্রীল ভক্তিসুধাকর,' 'অবতারী ও অবতার,'
'সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়, 'শ্রীক্ষেত্র,' 'অচিন্ত্য-
ভেদাভেদবাদ, 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব-শাস্ত্রে গুরুতত্ত্ব',
মহামন্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা এবং 'গৌড়ীয়'-
এর প্রবীণ সম্পাদক

মহামহোপদেশক

শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-

বিরচিত

প্রকাশক—সেক্রেটারী, গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড)

বাগবাজার, কলিকাতা-৩

পুনর্মুদ্রণ

শ্রীগৌরাবির্ভাব ফাল্গুনী ১৮ গোবিন্দ ৪৮৭ শ্রীগৌরাব্দ, ৪ চৈত্র ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ

১৮ মার্চ ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা-৩

২। শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, চটক-পর্বত, গৌরবাটসাহী, পোঃ পুরী উড়িষ্যা।

৩। শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া

৪। শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ, এলাহাবাদ।

৫। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ৪৫ হনুমান রোড, নিউ দিল্লী।

৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর লক্ষ্ণৌ।

মুদ্রাকর—শ্রীঅরবিন্দ দে, ডি. আর. ডি ইম্প্রেসন, কলিকাতা-১৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের নিবেদন

যাঁহার কৃপায় বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সব
প্রচারিত হইতেছে, তাঁহারই কৃপাশীর্বাদে শ্রী
শ্রীচৈতন্যদেব'-গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। 'শ্রীচৈ
পারায়ণের ন্যায় শ্রীচৈতন্যের নিজ-জনের কৃপা সম্বল করিয়া সাত দিনের মধ্যে এই গ্রন্থের রচনা ও মুদ্রণকার্য সমাপ্ত করিতে হইয়াছে। সাধারণ ব্যক্তিগণও যাহাতে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও শিক্ষার দিগ্‌দর্শন পাইতে পারেন, সে বিষয়ে যথাসাধ্য দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থ-রচনার চেষ্টা করা হইয়াছে।

'শ্রীচৈতন্যভাগবত,' 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', শ্রীমুরারি গুপ্তের সংস্কৃত কড়চা, শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল', 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক', শ্রীল রূপ ও শ্রীল রঘুনাথের 'স্তবমালা' ও 'স্তবাবলী', শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-স্মরণমঙ্গল-স্তোত্র' ও অন্যান্য গ্রন্থ, বিশেষভাবে মদীয় আচার্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের 'গৌড়ীয় ভাষ্য', 'অনুভাষ্য', 'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা', 'সজ্জনতোষণী', 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত তথ্যসমূহ ও প্রবন্ধাবলী এবং তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম হইতে শ্রুত সিদ্ধান্তবাণী 'শ্রীচৈতন্যদেব'-গ্রন্থ-রচনার মূল উপকরণ।

সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যচরিত্র-আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। প্রথম শ্রেণী ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য; দ্বিতীয় শ্রেণী শ্রীচৈতন্যের চরিত্রকে তাঁহাদের যথেচ্ছ চিন্তা ও ভাবধারার ছাঁচে ঢালিয়া গড়িবার (?) জন্য বা প্রতিকূল সমালোচনার জন্য এবং তৃতীয় শ্রেণী আত্মমঙ্গল ও আনুষঙ্গিকভাবে পর-

মঙ্গলের জন্য শ্রীচৈতন্যচরিত্র আলোচনা করিয়া থাকেন। আমরা শ্রী-চৈতন্যদেবের কথা যে মহাপুরুষের শ্রীপাদপদ্ম হইতে শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়াছি, তাঁহার আদর্শ আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিয়াছে যে, অচৈতন্য চিন্তাস্রোতে ও আচার-প্রচারে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র আলোচনা করা যায় না। তাঁহার আদর্শ আমাদিগকে আরও জানাইয়াছে—শ্রীচৈতন্যের চরিত্র আলোচনা করিয়া প্রকৃত লাভবান হইতে হইলে বা শ্রীচৈতন্যকে বুঝিতে হইলে শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত।

কৃষ্ণলীলা, গৌরলীলা সে ক'রে বর্ণন।
গৌরপাদপদ্ম যা'র হয় প্রাণধন ॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য ক'র সঙ্গ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ ॥

আধুনিক কালে অনেক দেশীয় ও বিদেশীয় মনীষী তাঁহাদের নিজ-নিজ স্বাধীন-চিন্তার দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রের (?) পরিমাপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'কামারের দোকানে দধি পাওয়া যায় না।'—এ কথা প্রবাদের মধ্যে প্রচারিত থাকিলেও আমরা অনেক সময়ই জাগতিক মনীষা ও প্রতিভার মনোহারী দোকানে পারমার্থিক সন্দেশ ক্রয় করিতে ধাবিত হই। সহজ ও সুখপাঠ্য ভাষা, ভাবোচ্ছ্বাসের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ, ইন্দ্রিয়গম্য ঐতিহাসিকতা বা প্রত্নতত্ত্ব এবং মনোমুগ্ধকর কিংবদন্তী-সমূহ মেকি হইলেও আমাদের অনেকের হৃদয়ের উপরে যাদু বিস্তার করে।

শ্রীধাম-নবদ্বীপ, শ্রীগৌরজন্ম-তিথি
৩০ গোবিন্দ, ৪৫০ শ্রীগৌরাব্দ
২৪ ফাল্গুন, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ
৮ মার্চ, ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ

শ্রীশ্রীগুরুগৌড়ীয়সেবা-সংরত-
জনগণ-কৃপাভিলাষী
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকারের নিবেদন

বর্তমান সংস্করণে গ্রন্থটি পরিবর্ধিত, পরিবর্তিত ও গ্রন্থের বহু স্থানে পুনর্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের আয়তনও প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে পঞ্চষষ্টি (৬৫টি) সংখ্যক আলেখ্য সংযোজিত হইয়াছে। এই সকল আলেখ্যের অধিকাংশই দুষ্প্রাপ্য ও প্রত্যেকটি শ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতি ও শিক্ষার সহিত বিজড়িত। গ্রন্থকার গুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যদেবের পদাঙ্কিত বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়া যে সকল আলোকচিত্র গ্রহণ ও আলেখ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইল।

এই গ্রন্থটি শ্রীধাম-মায়াপুর-ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ উক্ত বিদ্যায়তনের পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্ধারণ করিয়াছেন। শিক্ষিত-সমাজে এই গ্রন্থটি বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে।

গ্রন্থে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষিত হইলে পারমার্থিক পাঠকগণ তাহা নিজগুণে ক্ষমা ও সংশোধন করিয়া গ্রন্থের সার গ্রহণ করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

শ্রীধাম-মায়াপুর
শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহতিথি
১৫ বামন, ৪৫৩ শ্রীগৌরাব্দ
২ আষাঢ়, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ
১৭ জুন, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবকৃপাকণাপ্রার্থী
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

তৃতীয় সংস্করণে গ্রন্থকারের নিবেদন

শ্রীচৈতন্যদেব অহৈতুকী কৃপা বিস্তার করিয়া এই বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বঙ্গের আদিম সাহিত্য তাঁহারই শ্রীচরণার্চন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনও বঙ্গদেশের বহু শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত ও শিক্ষা-সম্বন্ধে অনেক কল্পিত, ভ্রান্ত ও বিকৃত মত পোষণ করেন, কেহ কেহ বা তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বা উদাসীন। বঙ্গদেশের কয়েকজন প্রথিতনামা সাহিত্যিক কতকগুলি অপ্রামাণিক কল্পিত পুঁথির প্রমাণ ও কল্পনাবলে শ্রীচৈতন্যদেবকে যেরূপ চিত্রে চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে ঐতিহাসিক সত্যও বিলুপ্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইলেই কুবল-কথা-সাহিত্যের পাঠক-সম্প্রদায়ের শিরঃপীড়া উদিত হয়; কাজেই একদিকে যেরূপ ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ, অপর দিকে তাঁহার প্রকৃত শিক্ষা ও সিদ্ধান্তের বিষয়েও সম্পূর্ণ উদাসীনতা আমাদিগকে প্রগতির নামে অধোগতি অর্থাৎ অচৈতন্যরাজ্যেই প্রবেশ করাইতেছে।

জড়-প্রগতি ও প্রভুত্ব-কামনার অনিবার্য-ফলরূপে বিশ্ব-সংঘর্ষ ও নানাপ্রকার জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হইতেছে। জড়কামের প্রগতি কখনও ব্যক্তিগত শান্তিও আনয়ন করিতে পারে না, বিশ্ব-শান্তি ত' দূরের কথা। আবার চৈতন্যদেবের দোহাই দিয়া যাহারা প্রেমের নামে কামের উপাসক, তাহারা অধিকতর জগদ্বঞ্চক। তর্কযুগের এই বিপদের সময়ে শ্রীচৈতন্যের নিজজনগণ এই পৃথিবীতে শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-মৃতধারা বর্ষণ করিয়া আসিতেছেন। 'উপনিষৎ' ও 'ব্রহ্মসূত্রে' যে গভীর

তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় তাহার পরিপূর্ণ সার-ভাগ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ পুরাণ, বিংশতি ধর্মশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, ষড়্‌দর্শন ও তন্ত্র-শাস্ত্রে যে-সকল কল্যাণকর সদুপদেশ আছে, তাহা সমস্তই তাত্ত্বিকরূপে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষার মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। বিদেশীয় ধর্মশিক্ষায় ও স্বদেশীয় প্রচলিত ধর্মসমূহে যে-কিছু সদ্বস্তু আছে, স্বদেশীয়, বিদেশীয়—কোন শাস্ত্রেই যাহা পাওয়া যায় না, তাহাও শ্রীচৈতন্যদেবের পরিপূর্ণ শিক্ষায় পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা একধারে সরল ও গম্ভীর। সরল,—যেহেতু নিরক্ষর মানবের পক্ষেও যে ধর্ম স্বাভাবিক, তাহা ইহাতে আছে; গম্ভীর,—যেহেতু তর্কবিচার ও শাস্ত্রজ্ঞানে পারঙ্গত পরম পণ্ডিতদিগেরও যাহাতে পরমোপকার হয়, এরূপ পরমধর্ম আছে। গৃহস্থ ও বৈরাগী, বালক-বৃদ্ধ-যুবা, স্ত্রী-পুরুষ, জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই শ্রীচৈতন্যদেবের আচরণ ও শিক্ষা হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল বরণ করিতে পারেন। যে কোন ব্যক্তি নিরপেক্ষ ও সরল হইতে পারিলে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্মকে নিত্য সার্বজনীন চিৎসমন্বয়বিধানকারী পরমধর্মরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

> শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
> বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

—শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৮।১৫

এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত তাঁহার প্রত্যেক লীলা ও চরিত্রের মধ্য দিয়া যথাসাধ্য সাধারণের উপযোগী করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তর্ক ও বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষের যুগে প্রকৃত পরা শান্তির পিপাসু ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যদেবের বিমল প্রেমধর্মের আলোচনা করিয়া কৃতকৃতার্থ হউন,—ইহাই আমাদের সাবিনয় নিবেদন। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাসমূহে

গ্রথিত হইলে প্রকৃত বিশ্বপ্রেমের বিস্তার হইবে— অতি আনুষঙ্গিকরূপেই সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্বের অমানিশার অবসান হইবে—প্রকৃত জগন্মঙ্গলের আবির্ভাব হইবে।

'শ্রীচৈতন্যদেব'-গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইবার ছয়মাস পরেই নিঃশেষিত হয় এবং তাহার প্রাপ্তির জন্য বহু লোকের আর্তি উপস্থিত হয়, কিন্তু এই ব্যয়সাধ্য গ্রন্থ প্রকাশ করিতে কিছু সময় অতিবাহিত হইলেও সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকগণের উৎকণ্ঠা বিলুপ্ত হয় নাই। এই গ্রন্থটি বালক ও বৃদ্ধ, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক—উভয় সমাজেই সমাদৃত হইয়াছে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ কৃপাপূর্বক এই গ্রন্থটীকে তাঁহাদের বিদ্যায়তনের পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ধারিত করিয়াছেন। বঙ্গদেশের বহু বিদ্যায়তনের পাঠাগারেও এই গ্রন্থটী বিশেষ আদৃত হইয়াছে। কয়েকটি সংবাদপত্রেও এই গ্রন্থের প্রশস্তি প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্তমান সংস্করণে গ্রন্থের অনেক স্থান পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে, বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের দার্শনিক "অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত" ও তাঁহার 'প্রেমধর্ম' সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দুইটী পৃথক্ পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বঙ্গদেশের দুইটী প্রাচীনতম মানচিত্র—যাহা গৌড়ীয় মিশনের কর্তৃপক্ষ 'লণ্ডন্' হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, উহার আলোকচিত্র উক্ত সম্প্রদায়ের পরিচালক-সমিতির সৌজন্যে আমরা প্রাপ্ত হইয়া উহার দুইটি ব্লক করাইয়া এই গ্রন্থে মুদ্রিত করিতে পারিয়াছি। এজন্য উক্ত পরিচালক-সমিতিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীধাম-মায়াপুর, শ্রীভৈমী-একাদশী
২৬ মাধব, ৪৫৪ শ্রীগৌরাব্দ
২৯ মাঘ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ
৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবকৃপাবিন্দু-প্রার্থী
শ্রীসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ

"মহাপ্রভুর উপকার সকল দেশে—সকল পাত্রে—সকল কালে সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার। এ' উপকার কোন দেশ-বিশেষের উপকার, অন্যদেশের অপকার নহে; এ' উপকার সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপকার। সুতরাং সংকীর্ণ, সাম্প্রদায়িক, নশ্বর উপকারের প্রস্তাব মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর ভক্তগণ কখনও করেন না। মহাপ্রভুর উপকার কোনদিন কাহারও 'মন্দ' প্রসব করে না। তাই মহাপ্রভুর দয়া 'অমন্দোদয়া দয়া'—তাই মহাপ্রভু মহাবদান্য—তাই মহাপ্রভুর ভক্তগণ 'মহা-মহা-বদান্য'। এ-সকল গল্পের কথা নয়, কাব্য-সাহিত্যের কথা নয়,—সব-চেয়ে বড় সত্যকথা।"

—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ

জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো
জয়তি জয়তি কীর্তিস্তস্য দিত্যা পবিত্রা।
জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য বিশ্বেশমূর্ত-
জয়তি জয়তি নৃত্যং তস্য সর্বপ্রিয়াণাম্ ॥

বিষয়-সূচী

পরিশিষ্ট

আলেখ্য-সূচী

আলেখ্য পত্রাঙ্ক

গ্রন্থাদি-তালিকা

['শ্রীচৈতন্যদেব'-গ্রন্থ-সঙ্কলনকালে অন্বয়ভাবে গ্রন্থোপকরণরূপে গৃহীত এবং ব্যতিরেকভাবে আলোচিত গ্রন্থ ও পুস্তকাদির অসম্পূর্ণ-তালিকা]

১। অণুভাষ্যম্—(শ্রীমন্মধ্বাচার্য-বিরচিত, শ্রীমৎপুরীদাস-গোস্বামি-সম্পাদিত); ২। অণুভাষ্যম্—(শ্রীবল্লভাচার্যবিরচিত ; কাশী বিদ্যাবিলাস-প্রেস্, ১৯০৭); ৩। অদ্বৈতসিদ্ধিঃ—(রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সংস্করণ) ; ৪। অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ—(নির্ণয়সাগর প্রেস্) ; ৫। আম্নায়সূত্রম—(শ্রীল-ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃত) ; ৬। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া—(ভেলেন্‌টিন্-কৃত, ১৭২৬ খৃঃ; Valentyn's "East India," 1726); ৭। উপদেশামৃত—(শ্রীল-রূপগোস্বামীপাদকৃত, শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায় কর্তৃক প্রকাশিত) ; ৮। এনালস্ অব্ ভাণ্ডার কর ওরিএণ্ট্যাল্ রিসার্চ্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ ("Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute," 1933) ; ৯। এ হিষ্টরি অব্ ইণ্ডিয়ান্ ফিলছফি [৩য় ও ৪র্থ খণ্ড] ("A History of Indian Philosophy," Vol. III & IV)—ডক্টর্ সুরেন্দ্র নাথ দাশ-গুপ্তকৃত ; ১০। কল্যাণকল্পতরু—(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ) ; ১১। কায়স্থ-কৌস্তুভ—(রাজা রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, ১২৫২ বঙ্গাব্দ) , ১২। (শ্রী) কৃষ্ণকর্ণামৃতম্—(শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্পাদিত); ১৩। (শ্রী) কৃষ্ণ-ভজনামৃতম্—(শ্রীল-নরহরি-সরকার-ঠাকুরকৃত, শ্রীমৎপুরীদাস-গোস্বামি-সম্পাদিত) ; ১৪। (শ্রীশ্রী) কৃষ্ণসন্দর্ভ—(শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সং ও প্রাণগোপাল গোস্বামী [illegible] ; ১৫। ক্যাল্‌কাটা রিভিউ, ১৮৪৬ খৃঃ ("Calcutta Review," 1846); ১৬। (শ্রী)গোবিন্দভাষ্যম্—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকৃত, শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সং) ; ১৭। গৌড়ীয়—(সাপ্তাহিক

পত্র ১ম—২৪শ বর্ষ, গ্রন্থকার-সম্পাদিত) ; ১৮। (শ্রীশ্রী) গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সাহিত্য—(শ্রীমদ্‌হরিদাস দাস-কৃত); ১৯। (শ্রী) গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ—(শ্রীমদ্‌-গোবিন্দদেব-কৃত, শ্রীশ্রীল-ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীঠাকুর-সম্পাদিত) ; ২০ (শ্রীশ্রী) গৌরগণোদ্দেশদীপিকা (বহরমপুর সং); ২১ ; । (শ্রী) চৈতন্যদেব এণ্ড্ দি মধ্বাচার্য সেক্ট্ ("Sri Chaitanyadeva and the Madhva-charya Sect") [প্রবন্ধ]—রায় বাহাদুর অমরনাথ রায়-লিখিত ; ২২। চৈতন্য এণ্ড্ শ্রীমধ্ব [প্রবন্ধ]—("Chaitanya and Sri Madhva" by Roy Bahadur Amarnath Roy B A. in the 'Journal of the Assam Research Society,' April, 1935) ; ২৩। (শ্রী) চৈতন্য-চন্দ্রামৃতম্—(শ্রীগৌড়ীয়মঠ সং) ; ২৪। (শ্রী) চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকম্—(নির্ণয়সাগর প্রেস্ সং) ; ২৫। (শ্রীশ্রী) চৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীগোস্বামিপাদ, শ্রীমাখনলাল দাস ভাগবতভূষণ (সন ১৩১৫) ও শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ ৩য় সং; ২৬। (শ্রীশ্রী) চৈতন্যচরিতামৃতম্—(শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা, অমৃত-বাজার সং); ২৭। (শ্রী) চৈতন্যচরিতের উপাদান—(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ; ২৮। শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যম্—(বহরমপুর সং); ২৯। (শ্রীশ্রী) চৈতন্যভাগবত—(শ্রীগৌড়ীয়মঠ সং ও অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সং) ; ৩০। (শ্রী) চৈতন্যমঙ্গল—(শ্রীলোচনদাস ঠাকুর-কৃত, বঙ্গবাসী সং ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ সং) ; ৩১। চৈতন্য-মুভ্‌মেন্ট্—("Chaitanya Movement"—Kennedy, 1925) ; ৩২। (শ্রী) চৈতন্যশিক্ষামৃত—(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ) ; ৩৩। (শ্রীশ্রী) জগন্নাথবল্লভ-নাটকম্—(শ্রীমৎপুরীদাস-মহাশয়-সম্পাদিত) ; ৩৪। জৈবধর্ম—(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ; ৩৫। (শ্রীশ্রী) তত্ত্বসন্দর্ভঃ—(শ্রীমৎপুরীদাস-মহাশয়-সম্পাদিত) ; ৩৬। তত্ত্বার্থদীপ-নিবন্ধঃ—(শ্রীপুরুষোত্তমজীর টীকা-সহ,

শ্রীবল্লভাচার্য-কৃত ; চৌখাম্বা, কাশী) ; ৩৭। দশমূলশিক্ষা—(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ) ; ৩৮। দি পোষ্ট্ মধ্ব পিরিয়ড্ [প্রবন্ধ]—("The Post Madhva Period" by Prof. B. N. Krishnamurti Sharma in 'Annalas of the Bhandarkar Oriental Research Institute,' Vol. XIX, Part IV, 1939) ; ৩৯। নদীয়া গেজেটীয়ার ("Nadia Gazetteer") ; ৪০। (শ্রীশ্রী) নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য—(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ) ; ৪১। নিম্বার্ক-দর্শন—(ডক্‌টর্ রমা চৌধুরী, কলিকাতা) ; ৪২। শ্রীনৃসিংহপূর্বতাপনী—(Asiatic Society of Bengal) ; ৪৩। ন্যায়-পরিচয়—(মঃ মঃ ফণীভূষণ তর্কবাগীশ) ; ৪৪। (শ্রীশ্রী) পদ্যাবলী—(শ্রীল-রূপগোস্বামিপাদ-কৃতা, শ্রীমৎপুরীদাস-মহাশয় সং) ; ৪৫। (শ্রীশ্রী) পরমাত্মসন্দর্ভঃ—(শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সং) ; ৪৬। পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনম্ (কুম্ভকোণম্-সং) ; ৪৭। প্রমেয়রত্নাবলী—(শ্রীল-বলদেব-কৃতা, শ্রী-গৌড়ীয়মঠ সং) ; ৪৮। প্রমেয়রত্নার্ণবঃ—(শ্রীবালকৃষ্ণ-ভট্ট-বিরচিত ; চৌখাম্বা, কাশী ; জানুয়ারী, ১৯০৬) ; ৪৯। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—(পুঁথি ; রাজসাহী বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি) ; ৫০। (শ্রীশ্রী) প্রীতি-সন্দর্ভঃ—(শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সং ও প্রাণগোপাল গোস্বামী সং) , ৫১। ব্রহ্মসংহিতা—(শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-সম্পাদিতা) ; ৫২। (শ্রী) ভক্তিরত্নাকর—(শ্রীগৌড়ীয়মঠ সং) ; ৫৩। (শ্রী) ভক্তিরত্নাবলী—(শ্রীবিষ্ণুপুরীকৃতা, বঙ্গবাসী সং) , ৫৪। (শ্রীশ্রী) ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুঃ—(শ্রীশ্রীজীবপাদ, শ্রীমুকুন্দদাস ও শ্রীচক্রবর্তী টীকা-সহ—শ্রীহরিদাস দাস-কৃত সং) ; ৫৫। (শ্রীশ্রী) ভক্তিসন্দর্ভঃ—(শ্রীগৌড়ীয়-মঠ সং) ; ৫৬। (শ্রীশ্রী) ভগবৎসন্দর্ভঃ—(শ্রীমৎপুরীদাস-মহাশয় সম্পাদিত) ; ৫৭। (শ্রীমদ্) ভগবদ্গীতা—(শ্রীশ্রীধর, শ্রীচক্রবর্তী, শ্রীবলদেব টীকা-সহ—শ্রীগৌড়ীয়মঠ সং) ৫৮। (শ্রীমদ্) ভাগবতম্

—(বঙ্গবাসী সংস্করণ, শ্রীমৎপুরীদাস-মহাশয়-সম্পাদিত পকেট্ সং সূচীসহ ও বহরমপুর সং) ; ৫৯। (শ্রী) ভাগবত-তাৎপর্য-নির্ণয়ঃ—(শ্রীমধ্বাচার্যকৃত, কুম্ভঘোণম্ সং) ; ৬০। ভাবার্থ-দীপিকা—(শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতা, শ্রীমৎপুরীদাস-মহাশয় সং) , ৬১। ভারতবর্ষ (মাসিক পত্র) [১৩৩২ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র ও ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ] ; ৬২। ভাষ্যপ্রকাশঃ—(শ্রীপুরুষোত্তমজী-বিরচিত, সটীক . চৌখাম্বা, কাশী) ; ৬৩। ভাস্কর-ভাষ্যম্—(বিদ্যাবিলাস প্রেস, কাশী) ; ৬৪। মধ্ব-ইনফ্লুএন্‌স্ অন্ বেঙ্গল বৈষ্ণবিজম্ [প্রবন্ধ]—("Madhva Influence on Bengal Vaishnavism" by Prof. B. N. Krishnamurti Sharma in 'Indian Culture,' Vol. IV, No. I) , ৬৫। মধ্বাচার্য এণ্ড্ হিজ্ মেসেজ্ টু দি ওয়ারল্‌ড্—("Madhvacharya and His Message to the world" by M. R. Gopalachary,) ; ৬৬। (শ্রীমন্) মহাপ্রভুর শিক্ষা—(ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ-বিরচিতা) ; ৬৭। মাধুর্যকাদম্বিনী—(শ্রীল-বিশ্বনাথকৃতা ; শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সং) ; ৬৮। মায়াবাদ—(মঃ মঃ প্রমথনাথ তর্কভূষণ-লিখিত ; বিশ্বভারতী সং) ; ৬৯। যতীন্দ্র-মত-দীপিকা—(শ্রীরামানুজীয় শ্রীনিবাসাচার্যকৃতা ; বেঙ্কটেশ্বর প্রেস্) ; ৭০। লাইফ্ এণ্ড্ টিচিংস্ অব্ শ্রীমধ্বাচার্য—("Life and Teachings of Sri Madhvacharya" by C. M. Padmanavachari) ; ৭১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য [ষষ্ঠ সং]—(দীনেশচন্দ্র সেন) ; ৭২। বঙ্গীয় মহাকোষ—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ) ; ৭৩। বঙ্গীয় শব্দকোষ—(হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ; ৭৪। (শ্রী) বল্লভ-দিগ্বিজয়ঃ—(শ্রীযদুনাথজী-কৃত ; নির্ণয়সাগর প্রেস্) ৭৫। বাঙ্গালার ইতিহাস [২য় ভাগ]—(রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) ; ৭৬। বাংলার বৈষ্ণব-ধর্ম—(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অধর মুখার্জি বক্তৃতা ; মঃ মঃ প্রমথনাথ

তর্কভূষণ) ; ৭৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [২য় সং]—(ডাঃ সুকুমার সেন) ; ৭৮। বিংশোত্তর-শতোপনিষৎ—(নির্ণয়সাগর প্রেস্) ; ৭৯। (শ্রীশ্রী) বিদগ্ধমাধব-নাটকম্—(শ্রীমৎপুরীদাস-মহাশয় সং) ; ৮০। (শ্রী) বিষ্ণুপুরাণম্—(শ্রীশ্রীধর-স্বামিকৃত 'আত্মপ্রকাশ' টীকা-সহিত ; বঙ্গবাসী সং) ; ৮১। (শ্রী) বিষ্ণু-স্বামিন্ এণ্ড্ বল্লভাচার্য [প্রবন্ধ]—("Vishnu-swamin and Vallabhachary" by G. H. Bhatt M.A. in the 'Proceedings and Transactions of the seventh All India Oriental Conference', Baroda, 1933) ; ৮২। বৃহদ্‌বঙ্গ—(ডক্টর্ দীনেশচন্দ্র সেন) ; ৮৩। (শ্রীশ্রী) বৃহদ্‌ভাগবতামৃতম্—(শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সং ও শ্রীমৎপুরীদাস-মহাশয় সং) ; ৮৪। (শ্রীশ্রী) বৃহদ্‌বৈষ্ণব-তোষণী—(শ্রীমৎপুরীদাস-মহাশয়-সম্পাদিতা) ; ৮৫। বেদান্ত-দর্শন [অদ্বৈতবাদ]—(ডক্টর্ আশুতোষ শাস্ত্রী) ; ৮৬। বেদান্ত-দর্শন [বিশ্ব-ভারতী সং]—(ডক্টর্ রমা চৌধুরী) ; ৮৭। বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস [১ম—৩য় খণ্ড]—(প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী) ; ৮৮। বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভম্—(শ্রীনিম্বার্ক-ভাষ্য, শ্রীতারাকিশোর-চৌধুরী সং ; ৮৯। বেদান্তস্যমন্তকঃ—(শ্রীল বলদেব-কৃত ; শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সং) ; ৯০। বৈষ্ণব ফেইত্ এণ্ড্ মুভ্‌মেন্ট্—("Vaishnav-faith and movemnt"—Dr. S. K. De.) ; ৯১। বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি —(শ্রীশ্রীল-ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামিপ্রভুপাদ-সম্পাদিতা) ; ৯২। (শ্রী) ব্যাসযোগি-চরিতম্—("The life of Sri Vyasaraya" by poet Somarnath with a Historical Introduction in English by B. Venkata Rao B. A.) ; ৯৩। শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা—(বসুমতী সং ও রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সং) ; ৯৪। শব্দকল্পদ্রুমঃ—(রাজা রাধাকান্ত দেব) ; ৯৫। শারীরকভাষ্যম্—(শ্রীশঙ্করাচার্য-কৃত, কালীবর বেদান্তবাগীশ সং) ; ৯৬। শুদ্ধাদ্বৈত-

মার্ত্তণ্ডঃ—(গোস্বামি-শ্রীগিরিধরজী-বিরচিত ও শ্রীরামকৃষ্ণভট্ট-বিরচিত-'প্রকাশ'-আখ্য ব্যাখ্যাসমন্বিত ; চৌখাম্বা, কাশী, জানুয়ারী, ১৯০৬) ; ৯৭। শ্রীক্ষেত্র [২য় সং]—গ্রন্থকার-সম্পাদিত ; ৯৮। শ্রীভাষ্যম্—(শ্রীরামানুজাচার্যকৃত, বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ সং) ; ৯৯। (শ্রীশ্রী) শ্রুতিরত্নমালা—(শ্রীল-নারায়ণদাস-ভক্তিসুধাকর-কৃতা) ; ১০০। (শ্রীশ্রী) সংক্ষেপ-ভাগবতামৃতম্—(অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সং ও শ্রীমৎপুরীদাস-মহাশয় সং) ; ১০১। (শ্রীশ্রী সজ্জনতোষণী [পত্রিকা]—(শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর) ; ১০২। সটীক হিন্দী ভক্তমাল—(নাভাদাসকৃত ; নবলকিশোর প্রেস্, লক্ষ্ণৌ, ১৯১৩) ; ১০৩। সর্বদর্শন-সংগ্রহঃ—(নির্ণয়সাগর প্রেস্ সং) ; ১০৪। সর্বমূলম্—(শ্রীমধ্বাচার্যকৃত ; কুম্ভ-ঘোণম্ সং) ১০৫। সর্বসম্বাদিনী—(শ্রীশ্রীমজ্জীবগোস্বামিপাদকৃতা ; বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ সং) ; ১০৬। সারার্থদর্শিনী—(শ্রীবিশ্বনাথকৃতা, শ্রীগৌড়ীয়মঠ সং) ; ১০৭। সিদ্ধান্তরত্নম্—(শ্রীবলদেব-কৃত, শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সং) ; ১০৮। (শ্রীশ্রী) স্তবামৃতলহরী—(শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তি-কৃতা ; দেবকীনন্দন প্রেস, শ্রীবৃন্দাবন) ; ১০৯। (শ্রীশ্রী) স্তবাবলী—(শ্রীল-রঘুনাথদাসগোস্বামিকৃতা ; শ্রীমৎপুরীদাস-মহাশয় সং) ; ১১০। (শ্রীশ্রী) হরিনামামৃত-ব্যাকরণম্—(শ্রীমৎপুরীদাস-মহাশয় সং) ; ১১১। (শ্রীশ্রী) হরিভক্তিবিলাসঃ—(শ্রীমৎপুরীদাস-মহাশয় সং) ; ১১২। হাণ্টারস্ ষ্টেটিষ্টিকেল্ একাউণ্ট্ অব্ বেঙ্গল [প্রথম খণ্ড]—("Hunter's Statistical Account of Bengal", Vol. I) ; ১১৩। হিষ্টরি অব্ ইংলণ্ড্—("History of England" by Ramsay Muir) ; ১১৪। হিষ্টরি অব্ ইণ্ডিয়া—("Oxford History of India" by V. A. Smith) ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাঙ্কেতিকচিহ্নের পরিচয়

অঃ = অন্ত্যলীলা ; অন্ত্যখণ্ড ; অঙ্ক ; অধ্যায়

অঃ প্রঃ ভাঃ = (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের) অমৃতপ্রবাহভাষ্য

অনু = অনুচ্ছেদ

আঃ = আদিলীলা ; আদিখণ্ড

কৃঃ বিঃ = শ্রীকৃষ্ণবিজয়

কৃঃ সঃ = শ্রীশ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ

কৈঃ লীঃ = কৈশোর-লীলা

গীঃ = শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

গৌঃ গৌঃ গ্রঃ সং = গৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুটিকা-সংস্করণ

গৌঃ ভাঃ = (শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের) গৌড়ীয়ভাষ্য

চৈঃ চঃ = শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

চৈঃ চঃ নাঃ = শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকম্

চৈঃ ভাঃ = শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

চৈঃ মঃ = শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল

চৈঃ চঃ মহাকাব্য = শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যম্

তঃ সঃ = শ্রীশ্রীতত্ত্বসন্দর্ভঃ

দঃ = দক্ষিণ-বিভাগঃ

পঃ = পরিচ্ছেদ ; শ্রীপদ্যাবলী

পাঃ টীঃ = পাদটীকা

পূঃ = পূর্ব-বিভাগঃ

ব্রঃ সূঃ = শ্রীব্রহ্মসূত্রম্

ভঃ রঃ = শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর

ভঃ রঃ সিঃ = শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ

ভঃ সঃ = শ্রীশ্রীভক্তিসন্দর্ভ

ভগঃ সঃ = শ্রীশ্রীভগবৎ-সন্দর্ভ

ভাঃ = শ্রীমদ্ভাগবতম্

মঃ = মধ্যলীলা ; মধ্যখণ্ড

বিঃ মাঃ নাঃ = শ্রীশ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটকম্

সঃ = সম্পাদক

হঃ ভঃ বিঃ = শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ



শ্রীধা[illegible]য়াপুরে শ্রীশ্রীগৌ[illegible]ন্মস্থানে শ্রীমন্দির

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যদেব

প্রথম পরিচ্ছেদ

সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা

শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হন। তখন পাঠান-লোদীবংশের প্রবল প্রতাপ। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে বহ্‌লোল্ লোদী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ভারতবর্ষে প্রথম পাঠান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে বহ্‌লোলের পর তাঁহার পুত্র সিকন্দর্ লোদী রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিকন্দরের রাজত্বকালেই শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে তাঁহার বাল্যলীলা, অধ্যাপন-লীলা ও পরে কাঁটোয়ায় সন্ন্যাস-লীলা প্রকাশ করিয়া পুরী গমন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের তিন বৎসর পর সিকন্দর্ শাহ, দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া

১৫১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আটাশ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। তাহার পর সিকন্দরের পুত্র ইব্রাহিম্ লোদী রাজ-সিংহাসন লাভ করেন। ইতঃপূর্বেই শ্রীমথুরার রম্য দেবমন্দিরসমূহ বিধর্মি-রাজগণের *ধর্মোন্মত্ততার তাণ্ডব-নৃত্যে বিধ্বস্ত (?) হইয়াছিল*। তখন শ্রীচৈতন্য কখনও পুরীতে অবস্থান এবং কখনও বা দাক্ষিণাত্য, বঙ্গ ও শ্রীব্রজমণ্ডলের নানাস্থানে পরিব্রাজকরূপে নাম-প্রেম প্রচার করিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পুরীতে অবস্থানকালের শেষ-ভাগে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ হয় (১৫২৬ খৃষ্টাব্দের ২১ শে এপ্রিল)। মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য যে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, উহার শিখা ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক গগনে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের সময় বাঙ্গালার সুলতান ছিলেন—জলাল্-উদ্দীন্ ফতেশাহ্ (খৃষ্টাব্দ ১৪৮২—৮৬), ফিরোজশাহ্ (১৪৮৬—৮৯), তৎপরে নাসিরউদ্দীন্ মহমূদশাহ্ (১৪৮৯—৯০), তৎপরে মজঃফর্শাহ্ (১৪৯০—৯৩), তৎপরে আলাউদ্দীন হোসেন্ শাহ্ (১৪৯৩—১৫১৯), তৎপরে নস্রৎ শাহ্ (১৫১৯—৩২), তৎপরে আলাউদ্দীন ফিরোজ্ শাহ্ (১৫৩২), তৎপরে (গিয়াস্ উদ্দীন্) মহ্মূদ্ শাহ্ (১৫৩২—৩৮), তৎপরে হুমায়ূন্।

উড়িষ্যায় তখন সূর্যবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্রীপুরুষোত্তমদেব * উড়িষ্যার

* এই শ্রীপুরুষোত্তমদেবই সাক্ষি-গোপাল-শ্রীবিগ্রহকে 'বিদ্যানগর' হইতে 'কটকে' আনিয়া স্থাপন করেন। —চৈঃ চঃ ৫মঃ পঃ ১১৯—১৩৩ সংখ্যা।

রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপরে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব ১৪৯৭—১৫৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উড়িষ্যা শাসন করেন। এই সময় বাঙ্গালার স্থলতান হোসেন শাহের প্রবল প্রতাপ। শ্রীচৈতন্য-দেবের আবির্ভাবের প্রায় এগার বৎসর পরে শ্রীপ্রতাপরুদ্র উড়িষ্যার রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পরও প্রায় ছয় বৎসর উড়িষ্যার রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই বঙ্গদেশ অরাজকতার রঙ্গভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম-ভাগে (১৪১৪) রাজা গণেশ ইলিয়াস্ শাহের বংশধরগণকে বিতাড়িত করিয়া বঙ্গের রাজ-সিংহাসন অধিকার করেন। রাজা গণেশের পুত্র যদু পিতৃসিংহাসনে বসিবার পর মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করেন এবং জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহ্ নামে পরিচিত হন। রাজ্যের ওমরাহ্গণ তখন যদুর পুত্র আহম্মদ্ শাহকে হত্যা করিয়া ইলিয়াস্ শাহের এক বংশধরকে বঙ্গের সিংহাসনে স্থাপন করেন। ইহার পর অর্থাৎ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হাব্শী-ক্রীতদাসগণ বঙ্গদেশে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। স্থলতান রুকন্উদ্দীন্ বার্বক্ শাহ্ আফ্রিকা হইতে হাব্শী খোজাগণকে আনয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব-পর্যন্ত অর্থাৎ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইলিয়াস্ শাহের বংশধরগণ নানাপ্রকার বিদ্রোহ ও নরহত্যার তাণ্ডব-নৃত্যের মধ্যে পুনরায় বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। মুসলমান-নরপতিগণ অবরোধ

রক্ষার জন্য হাব্শী ক্লীব ক্রীতদাসদিগকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। সময় সময় ক্রীতদাসগণ রাজার পরম বিশ্বাসভাজন হইয়া, পরে বিশ্বাসহন্তা ও প্রভুহন্তা হইয়া পড়িত। বঙ্গদেশে তখন কাপট্য, ষড়যন্ত্র, ব্যভিচার, নরহত্যা, নরপতিহত্যা, ধর্ম্মবিদ্বেষ ও অরাজকতা যে ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। অরাজকতায় অস্থির হইয়া বঙ্গদেশের হিন্দু সামাজিকগণ ও মুসলমান আমীরগণ অবশেষে আলাউদ্দীন্ হোসেন্ শাহকে বাদশাহ বলিয়া নির্বাচন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত উক্ত হোসেন্ শাহের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল।

বাদ্শাহ্ হোসেনশাহ্ তদানীন্তন যশোহরের অন্তর্গত ফতেয়াবাদের অধিবাসী ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণের কুলে আবির্ভূত শ্রীসনাতনকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর * পদে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে 'সাকরমল্লিক' (সাকর্—গম্ভীরার্থ-বাক্যের রচয়িতা ; মল্লিক্—জ্ঞানবৃদ্ধ অথবা কূটনৈতিকশ্রেষ্ঠ, চতুর-শিরোমণি) ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরূপকে 'দবির্খাস্'†(প্রাইভেট্ সেক্রেটারী) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। শ্রীসনাতনের ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত হাজীপুরে (পাটনার অপর পারে)‡বাদ্শাহের জন্য ঘোটক ক্রয় করিবার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবল্লভ (শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদত্ত নাম শ্রীঅনুপম—শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভুর পিতৃদেব) গৌড়ের টাকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন।

---

* চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৩—২৩, † চৈঃ ভাঃ আঃ ১।১৭১ ও চৈঃ চঃ মঃ ১।১৭৫ ;
‡ চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩৮।

বাদশাহ্ হোসেন্ শাহের উড়িষ্যা ও কামরূপ অভিযানের অমানুষিক অত্যাচার দেখিয়া দবির্খাস্ ও সাকর্ মল্লিক্ বিশেষ ব্যথিত হন। হোসেন্ শাহ্ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া উড়িষ্যার দেবমন্দিরসমূহ নষ্ট করিয়াছিলেন। * কথিত হয়, এই হোসেন্ শাহের শিক্ষক (?) মৌলানা সিরাজুদ্দিন্ বা চাঁদকাজী তখন নবদ্বীপের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। † তিনি প্রথমে নিমাইর প্রবর্তিত সংকীর্তনের বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহের নিকটবর্তী জনৈক নাগরিকের কীর্তনের খোল ভাঙ্গিয়া দেন। কাজীর এলাকায় বাস করিয়া যদি কেহ হরি-কীর্তন করেন, তবে তাহাকে দণ্ডিত ও জাতিভ্রষ্ট করা হইবে,—কাজী এই হুকুম জারি করেন। ‡ তখন প্রতাপরুদ্রের রাজ্য উড়িষ্যা হইতে বঙ্গদেশে বা বঙ্গদেশ হইতে উড়িষ্যায় গমনাগমন বিপজ্জনক ছিল। পিছল্‌দা § পর্যন্ত মুসলমান রাজার অধিকার

* চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।৬৭।

† "To Baira belongs the little town of Mayapur (near the Burdwan boundary) where I am told the tomb exits of one Maulana Sirajuddin, who is said to have been the teacher of Hussain Sha, king of Beugal." (Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. 1, P. 367)

‡ চৈঃ চঃ আঃ ১৭।১৭৮।

§ পিছল্‌দা—বর্তমান তমলুক সহরের দক্ষিণে ১৪ মাইল দূরে নরঘাট। ঐ স্থানে কংসাবতী নদীর শেষাংশ 'হল্‌দী' নাম লইয়া পূর্বমুখে প্রবাহিত। উহা পার হইয়া দুই মাইল দক্ষিণে 'পিছল্‌দা' নামক ক্ষুদ্র গ্রাম। পূর্বে রূপনারায়ণ ও কংসাবতীর মোহানা গঙ্গার 'শতমুখী' নামক বিস্তৃত সাগরগামী জলরাশির সহিত একত্র মিলিত থাকায় পূর্বপার্শ্বস্থিত ছত্রভোগ হইতে জলযানে পার হইয়া মেদিনীপুর জেলান্তর্গত

ছিল। যাহাতে এক রাজার প্রজা বা এক রাজ্যের লোক আর এক রাজ্যে প্রবেশ করিতে না পারে,—এজন্য স্থানে স্থানে শূল পাতিয়া রাখা হইয়াছিল।

হোসেন্ খান সুবুদ্ধিরায়ের সাহায্যে গৌড়ের সিংহাসন লাভ করিয়া 'শাহ্' উপাধি প্রাপ্ত হ'ন। হোসেন্ পূর্বে সুবুদ্ধিরায়ের অধীনে কর্মচারী ছিলেন এবং কোন কারণে সুবুদ্ধিরায়ের দ্বারা দণ্ডিত হইয়াছিলেন। গৌড়ের সিংহাসন লাভ করিবার পর বেগমের প্ররোচনায় সুবুদ্ধিরায়কে জাতিভ্রষ্ট করেন। * সুবুদ্ধিরায় পরে শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় ধন্যাতিধন্য হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের পুরীতে অবস্থান-কালে ও তাঁহার অপ্রকটের প্রায় পনর বৎসর পূর্বে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে হোসেন্ শাহ্ মৃত্যুমুখে পতিত হন। †

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বাহ্মনি রাজ্যের অত্যন্ত দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছিল। বিজাপুর বিজয়নগরের সহিত বিবাদে রত ছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন,—এই যুগের বিবরণে পাওয়া যায়, —কেবল হত্যা, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের বীভৎস ইতিহাস।

তাৎকালিক যবনাধিকারের সীমা পিছল্‌দায় আসা যাইত। বর্তমানে ৪০০ বৎসর-মধ্যে নদীর মুখগুলি লোকালয়ে ও কৃষিযোগ্য হওয়ায় ঐ মোহানা উক্ত গ্রাম হইতে প্রায় ৮।১০ মাইল দূরবর্তী হইয়াছে। এক্ষণে তমলুক সহর হইতে মোটরযোগে হল্‌দীর পারে ১৬ মাইল গেলেই ঐ গ্রামে যাওয়া যায়। ঐ স্থানের প্রাচীন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্তি এখনও পার্শ্ববর্তী কাসিমপুর গ্রামে পূজিত হইতেছেন।

* চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৮০—৮৬, † রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (২য় ভাগ), ২৬৪-৬৫ পৃঃ।

মেবারের রাজপুত-রাজ্য—যাহা হিন্দুর শৌর্য, বীর্য, আভিজাত্য ও স্বাধীনতার উদয়গিরি বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, তথায়ও অশান্তির ঘোর অন্ধকার প্রবেশ করিয়াছিল। ১৪৩৩ হইতে ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে মেবারের বিখ্যাত মহারাণা কুম্ভ মুসলমান সুলতানদিগকে পুনঃপুনঃ যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অবশেষে নিজের পুত্রের হস্তেই প্রাণ হারাইয়াছিলেন। কুম্ভের পৌত্র 'সমরশত-বিজয়ী' রাণা সংগ্রামসিংহ (১৫০৮—১৫২৭ খৃঃ) ভারতবর্ষকে অহিন্দুগণের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত করিয়া হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা পোষণ করিতেছিলেন। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে যখন বাবরের দ্বারা ইব্রাহিম লোদী পরাজিত হইলেন, তখন রাণা ভাবিয়াছিলেন যে, ঐ নবাগত মোগলের বিরুদ্ধে সমস্ত রাজপুত-প্রধানকে সম্মিলিত করিয়া তাঁহার পরিকল্পনা সফল করিবেন; কিন্তু তিনি ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে ফতেপুরসিক্রীর নিকট খানুয়ার যুদ্ধে বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—পার্থিব স্বাধীনতার স্বপ্ন চপলার ন্যায় চঞ্চল। তখন শ্রীচৈতন্যদেব পরিব্রাজক-লীলার অভিনয় করিয়া নীলাচলে, দাক্ষিণাত্যে, কখনও বা বঙ্গে, কখনও বৃন্দাবনে পরা শান্তির উৎস শ্রীকৃষ্ণ-নাম-প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিতেছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা

অনেকের ধারণা, অর্থ থাকিলেই সব হয়—সুখ, শান্তি, ধর্ম, সকলের মূলই অর্থ। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব, পর ও সমসাময়িক বঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা এই ধারণাকে সমর্থন করিতে পারে নাই। শ্রীচৈতন্যের প্রকটের পূর্বে বঙ্গদেশের অধিকাংশ লোকের অবস্থা সচ্ছল ছিল।

আফ্রিকার পরিব্রাজক ইবন্ বতুতা, মহম্মদ্ তোগ্লকের আমলে (১৩২৫ খৃষ্টাব্দে) বঙ্গদেশের দ্রব্যমূল্যের একটি তালিকা রাখিয়া গিয়াছেন। তখন বর্তমান কালের প্রতিমণ ধান্য দুই আনায়, ঘৃত প্রতিমণ এক টাকা সাত আনায়, চিনি প্রতিমণ এক টাকা সাত আনায়, তিল-তৈল প্রতিমণ সাড়ে এগার আনায়, পনর গজ উত্তম কাপড় দুই টাকায় ও একটি দুগ্ধবতী গাভী তিন টাকায় পাওয়া যাইত। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অনেক পরে নবাব শায়েস্তা খাঁর যুগেও এক টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় হইবার কথা আমরা প্রবাদের ন্যায় এখনও উল্লেখ করিয়া থাকি। সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিকতর সুলভ যুগ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে ও সমসাময়িক যুগে স্বপ্নের কথা ছিল না, তথাপি সেই সময়ের আর্থিক উন্নতাবস্থা নানাপ্রকারে বিপৎসঙ্কুল ছিল।

লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ দম্ভ ও প্রতিযোগিতামূলে পুতুলের বিবাহ, পালিত কুকুর-বিড়ালের বিবাহ, পুত্রকন্যার বিবাহ বা মনসা-পূজা প্রভৃতিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। * ব্যবহারিকতা ও লৌকিকতাতেই তাঁহাদের অর্থ নিযুক্ত হইত। লক্ষ্মীর শুভদৃষ্টির মধ্যে বাস করিয়াও তাঁহারা সর্বদাই ভয়, অশান্তি ও উদ্বেগের মধ্যে থাকিতেন।

কেহ কেহ তখন মৃত্তিকার অভ্যন্তরে অর্থরাশি প্রোথিত করিয়া রাখিতেন। তথাপি একদিকে রাজা, আর একদিকে দস্যু-তস্করের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়া একরূপ অসম্ভব ছিল। অর্থ দূরে থাকুক, তখন পতিব্রতার সতীত্ব, মানীর আভিজাত্য ও মান লইয়া নিরাপদে বাস করাও কঠিন হইয়াছিল। স্বেচ্ছাচারী রাজার যথেচ্ছাচারিতার যূপকাষ্ঠে ঐ সকল ধন, রত্ন, স্ত্রী, সম্মান যে-কোন সময়ে বলি দিবার জন্য সকলকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইত। ইতিহাসের বহু বহু ঘটনা এবিষয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে।

* রমা-দৃষ্টিপাতে সবলোক সুখে বসে। ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে॥
দম্ভ করি' বিষহরি পূজে কোন জন। পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র-কন্যার বিভায়। এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥
—চৈঃ ভাঃ আঃ ২।৬২, ৬৫, ৬৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিদ্যা ও সাহিত্য-চর্চা

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে ও তৎকালে বিদ্যা ও সাহিত্য-চর্চার বিশেষ সমাদর ছিল। তখন বঙ্গদেশ, বিশেষতঃ নবদ্বীপ বিদ্যা ও সাহিত্য-সাধনার প্রধান পীঠস্থান হইয়া উঠিয়াছিল। নবদ্বীপের ঘরে ঘরে পণ্ডিত ও 'পড়ুয়া' (ছাত্র) বাস করিতেন। বালকও ভট্টাচার্য-পণ্ডিতের সহিত বিচার-যুদ্ধে প্রতিযোগী হইত। ঘট-পটের বিচার লইয়া কালক্ষেপ করাই মহা-গৌরবের কার্য বলিয়া বিবেচিত হইত। নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার জন্য নানাদেশ হইতে লোক আসিতেন। নবদ্বীপের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত না করিলে কেহই সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ বলিয়া প্রতিষ্ঠা পাইতেন না। নবদ্বীপে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের ন্যায় প্রবীণ বৈয়াকরণ, শ্রীগদাধর পণ্ডিত ও শ্রীমুরারিগুপ্তের ন্যায় নৈয়ায়িক ও কবি, শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের ন্যায় বৈদান্তিক এবং তৎপূর্বে লক্ষ্মণসেনের সভা-বিভূষণ শ্রীজয়দেবের ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এই সময়ের নবদ্বীপের এইরূপ একটি চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন,—

ত্রিবিধ-বয়সে একজাতি লক্ষ-লক্ষ।
সরস্বতী-প্রসাদে সবেই মহা-দক্ষ॥
সবে মহা-অধ্যাপক করি' গর্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য-সনে কক্ষা করে॥

নানা-দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে 'বিদ্যারস' পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ-কোটি অধ্যাপক,—নাহিক নিশ্চয়॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম করে।
শ্রোতার সহিত যম-পাশে ডুবি' মরে॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ২।৫৮-৬১, ৬৮

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক লেখক শ্রীকবিকর্ণপূরও এই সময়ের সামাজিক ইতিহাস এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

অভ্যাসাদ্য উপাধি-জাত্যনুমিতি-ব্যাপ্ত্যাদি-শব্দাবলে-
র্জন্মারভ্য সুদূর-দূরভগবদ্বার্ত্তাপ্রসঙ্গা অমী।
যে যত্রাধিক কল্পনাকুশলিনস্তে তত্র বিদ্বত্তমাঃ
স্বীয়ং কল্পনমেব শাস্ত্রমিতি যে জানন্ত্যহো তার্কিকাঃ॥

—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক ২য় অঃ, ৪র্থ সংখ্যা

তার্কিকগণ অভ্যাসবলে জন্মকাল হইতে কেবল 'জাতি', 'অনুমিতি', 'উপাধি', 'ব্যাপ্তি' প্রভৃতি শব্দের আলাপ করিতেছেন; ভগবৎ-কথা-প্রসঙ্গ ইহাদের নিকট হইতে অতি দূরে পলায়ন করিয়াছে। যিনি যত অধিক কল্পনা-নিপুণ, তিনি তত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত। ইহারা নিজ-নিজ কল্পনাকেই শাস্ত্র মনে করিয়া থাকেন।

তদানীন্তন সাহিত্য-ভাণ্ডারের দ্বারোদ্ঘাটন করিলে যোগি-পাল-ভোগিপাল-মহীপালের গীত, মনসার গান, শীতলামঙ্গল, মঙ্গলচণ্ডী-বিষহরির পাঁচালী, শিবের ছড়া, ডাকপুরুষ ও খনার

বচন প্রভৃতি গ্রাম্য ও লৌকিক সাহিত্য-সম্ভারই অধিকভাবে দৃষ্টিপথে পতিত হয়। মহাভারত ও রামায়ণের সাহিত্যকেও নানাপ্রকার কল্পনা, তত্ত্ববিরোধ ও রসাভাস-দোষের তূলিকার সংযোগে মূল রামায়ণ ও মহাভারতের বর্ণনা হইতে পৃথক্ করিয়া লৌকিক-সাহিত্যের ন্যায়ই আমোদ-প্রমোদের উপযোগী করা হইয়াছিল। সুসাহিত্যের এইরূপ দুর্ভিক্ষের দিনে নব-বসন্তের প্রফুল্ল প্রভাতের প্রাক্কালে পিক-পক্ষীর অস্পষ্ট কাকলীর ন্যায় মধুর-কোমলকান্ত-পদাবলীর ঝঙ্কারে শ্রীজয়দেব, শ্রীগুণরাজ খান্ প্রভৃতি অতিমর্ত্য সাহিত্যিকগণ শ্রীগৌরচন্দ্রের আগমনী-গীতি গান করিবার জন্য বঙ্গের সাহিত্য-রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। কুলীনগ্রামবাসী শ্রীমালাধর বসু ১৪৭৩—৭৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রায় তের বৎসর পূর্বে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ—'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া ১৪৮০—৮১ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে সমাপ্ত করেন * এবং গৌড়াধিপতিদ্বারা 'গুণরাজ খান' উপাধিতে ভূষিত হ'ন। † প্রসিদ্ধ গৌড়েশ্বর 'হোসেনশাহ্' গৌড়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিবার

---

* তেরশ' পচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভণ।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥
—কৃঃ বিঃ ১০০তম গীত, ২২১ পৃঃ—গৌঃ গৌঃ গ্রঃ সং

† গুণ নাহি, অধম মুঞি, নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম—'গুণরাজ খান্'॥
—কৃঃ বিঃ ১০০তম গীত, ২২২ পৃঃ—গৌঃ গৌঃ গ্রঃ সং

পূর্বেই 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থ-রচনা সমাপ্ত হয়। সুতরাং উক্ত গ্রন্থের ভণিতায় ব্যবহৃত গৌড়েশ্বর-প্রদত্ত 'গুণরাজ খান্' উপাধি অন্য কোনও পূর্ববর্তী গৌড়েশ্বর প্রদত্ত হইবে। কেহ কেহ বলেন,—ঐ সময় গৌড়ের সিংহাসনে শমস্উদ্দীন ইউসফ্ শাহ্ (১৪৭৪—৮২) বিরাজিত ছিলেন। তিনিই শ্রীমালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান্' উপাধি প্রদান করেন।* আবার কাহারও মতে ঐ গৌড়েশ্বর—সুলতান রুক্নুদ্দীন্ বার্বক্ শাহ্ (১৪৫৯—১৪৭৪)। †

শ্রীচৈতন্যদেব যখন গৌড়ে রামকেলিতে গমন করেন, তখন তাঁহার ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হইয়া হোসেন্ শাহ্ শ্রীচৈতন্যকে 'সাক্ষাৎ ভগবান' বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সামাজিক অবস্থা

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে ও তাঁহার সমসাময়িক যুগে সমাজের মেরুদণ্ড বর্ণাশ্রমের অবস্থা নানাভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়াছিল। শ্রীকবিকর্ণপূর, ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামি-প্রভু এই সময়ের যে সামাজিক চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন,

---

* ডাঃ মহম্মদ্ শহীদুল্লাহ, † ডাঃ সুকুমার সেন-প্রণীত 'বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস', ২য় সং, ১০৭ পৃঃ।

তাহা হইতে জানা যায় যে, সমাজের মধ্যে তখন কলির 'ভবিষ্য আচার প্রবেশ' করিয়াছিল। সামাজিক ব্রাহ্মণগণ সূত্রমাত্র-চিহ্ন ধারণ করিয়া কেবল দান-গ্রহণ-কার্যে ব্যস্ত ছিলেন, ক্ষত্রিয়গণ প্রজা-রক্ষায় অসমর্থ হইয়া কেবল 'রাজা' উপাধি-মাত্র সম্বল করিয়াছিলেন, বৈশ্যগণ বৌদ্ধ বা নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছিলেন, শূদ্রগণও ব্রহ্মবৃত্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

চারিবর্ণের ন্যায় চারি আশ্রমেরও অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। বিবাহে অক্ষম হইয়াই লোকে 'ব্রহ্মচারী' অভিমান করিতেছিল, গৃহস্থগণ অন্যান্য আশ্রমীর প্রতি যথোচিত কর্তব্য-পালনে বিমুখ হইয়া নানাপ্রকার অধর্মের সহিত স্ত্রী-পুত্রাদির উদর-ভরণে ব্যস্ত ছিল। 'বানপ্রস্থ' শব্দটি কেবল নামে-মাত্র শুনা যাইতেছিল। "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ"—অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসরের পরে বনে গমন করিবে,—এই কথা কেবল পুঁথিগত হইয়া রহিয়াছিল, সন্ন্যাসীর অভিমান করিয়া কতকগুলি লোক সন্ন্যাসের পবিত্র বেষের অপব্যবহার করিতেছিল, উহাকে জীবিকার্জনের যন্ত্র করিয়া তুলিয়াছিল। কেবল পরস্পরের মধ্যে বিদ্যাকুলের অহঙ্কার, বিষয়-সুখভোগের প্রতিযোগিতা, মদ্য-মাংস-দ্বারা অবৈদিক দেবতাগণের পূজাদি-আড়ম্বর প্রদর্শন করিয়া লোকসমূহ আত্মগৌরব অনুভব করিতেছিল। হরিনদী-গ্রামের 'দুর্জন ব্রাহ্মণ' (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৬৭), 'পাষণ্ডি-প্রধান' গোপাল চাপাল (চৈঃ চঃ আঃ ১৭।৩৭), 'আরিন্দা ব্রাহ্মণ' * গোপাল চক্রবর্তী

* আরিন্দা —পত্র ও রাজকর বাহক-পেয়াদা।

(চৈঃ চঃ অঃ ৩।১৮৮), ব্রহ্মবন্ধু রামচন্দ্র খান্ (চৈঃ চঃ অঃ ৩।১০১) প্রভৃতি তদানীন্তন কয়েকটি সমাজ-নায়কের চিত্র অঙ্কন করিয়া ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু তদানীন্তন বহির্মুখ বর্ণাশ্রম ও সমাজের অবস্থা দেখাইয়াছেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত নবদ্বীপে নিজের ঘরে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্তন করিতেন, তাহা তদানীন্তন তথাকথিত হিন্দু-সামাজিকগণের অসহনীয় হইয়াছিল,—

'কেন বা কৃষ্ণের নৃত্য, কেন বা কীর্তন ?
কারে বা বৈষ্ণব বলি, কিংবা সংকীর্তন ।'
কিছু নাহি জানে লোক ধন-পুত্র-আশে ।
সকল পাষণ্ডী মেলি' বৈষ্ণবেরে হাসে ॥
চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ-ঘরে ।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে ॥
শুনিয়া পাষণ্ডী বলে,—"হইল প্রমাদ ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ ॥
মহা-তীব্র নরপতি যবন ইহার ।
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার ॥"
কেহ বলে,—"এ ব্রাহ্মণে এই গ্রাম হৈতে ।
ঘর ভাঙ্গি' ঘুচাইয়া ফেলাইমু স্রোতে ॥
এ বামুনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল ।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল ॥"

—চৈঃ ভাঃ আঃ ২।১০৯-১১৫

তদানীন্তন হিন্দু-সমাজ উচ্চ কীর্তনের বিরোধী ছিল। হরি-কীর্তনকারী পারমার্থিক বৈষ্ণবগণ সর্বক্ষণ কর্মী স্মার্ত-সমাজের উপহাস ও নির্যাতনের পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন—

সর্বদিকে বিষ্ণুভক্তি-শূন্য সর্বজন।
উদ্দেশো না জানে কেহ কেমন কীর্ত্তন॥
কোথাও নাহিক বিষ্ণুভক্তির প্রকাশ।
বৈষ্ণবেরে সবেই করয়ে পরিহাস॥
আপনা আপনি সব সাধুগণ মেলি'।
গায়েন শ্রীকৃষ্ণনাম দিয়া করতালি॥
তাহাতেও দুষ্টগণ মহা-ক্রোধ করে'।
পাষণ্ডী পাষণ্ডী মেলি' বল্‌গিয়াই মরে॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৫২-২৫৫

সমাজ তখন উচ্চ হরিকীর্তনকারী বিশ্ব-বন্ধুগণকে বিশ্ববৈরী মনে করিয়া তাঁহাদের প্রতি নানাপ্রকার কটুবাক্য প্রয়োগ করিত। কোন কোন সামাজিক ব্যক্তি ভক্তগণের উচ্চ কীর্তনের ফলে দেশে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ আশঙ্কা পর্যন্ত করিতেন!—

"এ বামনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ!
ইহা সবা' হৈতে হ'বে দুর্ভিক্ষ-প্রকাশ॥
এ বামুনগুলা সব মাগিয়া খাইতে।
ভাবুক-কীর্তন করি' নানা ছল পাতে'॥
গোসাঞির শয়ন বরিষা চারি মাস।
ইহাতে কি যুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক?

নিদ্রা-ভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞি।
দুর্ভিক্ষ করিবে দেশে,—ইথে দ্বিধা নাই॥"
কেহ বলে,—"যদি ধান্য কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এ-গুলারে ধরি' কিলাইমু ঘাড়ে॥"

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৫৬-২৬০

বহির্মুখ সমাজের নিকট হরিকীর্তন সার্বকালিক কৃত্য বলিয়া গণ্য হইত না। কোন বিশেষ দিনে ব্যবহারিক গতানুগতিক-রীতি অনুসারে কোন কোন স্থানে প্রাণহীন হরিকীর্তন অন্যান্য কাম্যকর্মের অনুষ্ঠানের ন্যায়ই অনুষ্ঠিত হইত,—

কেহ বলে,—"একাদশী-নিশি-জাগরণে।
করিবে গোবিন্দ-নাম করি' উচ্চারণে॥
প্রতিদিন উচ্চারণ করিয়া কি কাজ?"
এইরূপে বলে যত মধ্যস্থ সমাজ॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৬১-২৬২

হিন্দু-সামাজিকগণ শুদ্ধভক্তের উচ্চকীর্তন ও নৃত্যকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতেও দ্বিধা বোধ করিতেন না; জ্ঞানযোগ পরিত্যাগ করিয়া উদ্ধতের (?) ন্যায় হরি-কীর্তনে নৃত্য ও অকৃত্রিম ভাবোদয়কে 'ভণ্ডামি' মনে করিতেন,—

শুনিলেই কীর্তন, করয়ে পরিহাস।
কেহ বলে,—"সব পেট পুষিবার আশ॥"
কেহ বলে,—"জ্ঞান-যোগ এড়িয়া বিচার।
উদ্ধতের প্রায়-নৃত্য,—এ কোন্ ব্যভার?"
কেহ বলে,—"কত বা পড়িলুঁ ভাগবত।
নাচিব, কান্দিব,—হেন না দেখিলুঁ পথ॥

শ্রীবাস-পণ্ডিত চারি ভাইর লাগিয়া।
নিদ্রা নাহি যাই, ভাই! ভোজন করিয়া॥
ধীরে-ধীরে 'কৃষ্ণ' বলিলে কি পুণ্য নহে?
নাচিলে, গাইলে, ডাক ছাড়িলে কি হয়ে?"

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১১।৫৩-৫৭

নদীয়ার লোক অনেক সময় উচ্চকীর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন,—

"আমি—'ব্রহ্ম', আমাতেই বৈসে নিরঞ্জন।
দাস-প্রভু-ভেদ বা করয়ে কি কারণ?"
সংসারি-সকল বলে,—"মাগিয়া খাইতে।
ডাকিয়া বলয়ে 'হরি' লোক জানাইতে॥"
"এ-গুলার ঘর-দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া।"
—এই যুক্তি করে সব-নদীয়া মিলিয়া॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।১১-১৩

সমাজ তখন ধন-পুত্র-বিদ্যারসে ও নানা-জড়বিলাসে মত্ত ছিল। পারমার্থিক বৈষ্ণব দেখিলেই সামাজিকগণ নানাপ্রকার বিদ্রূপাত্মক ছড়া আবৃত্তি করিত এবং অধিকাংশ ব্যক্তিই মনে করিত,—'দুনিয়ার লোকের ন্যায় যতি, তপস্বীও দুইদিন পরে মরিয়া যাইবে; অতএব ভোগ করিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য। যাঁহারা সংসারে দোলা ও গাড়ী-ঘোড়ায় চড়িতে পারেন, যাঁহাদের অগ্রপশ্চাৎ দশ-বিশ জন লোক গমন করে, তাঁহারাই মহা-পুণ্যবান্ ও ধার্মিক! যে ধর্মের আচরণে নিজের দারিদ্র্য-দুঃখ ও দেশের দুর্ভিক্ষ বিদূরিত না হয়, দেশের ও দশের

সুখ-সুবিধা না হয়, তাহা ধর্মের মধ্যেই গণ্য নহে! উচ্চকীর্তনের দ্বারা ভগবানের শান্তিভঙ্গ হয়, সুতরাং তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া জগতে দুর্ভিক্ষ ও নানাপ্রকার অসুবিধা প্রেরণ করেন!'

জগৎ প্রমত্ত—ধন-পুত্র-বিদ্যা-রসে।
বৈষ্ণব দেখিলে মাত্র সবে উপহাসে' ॥
আর্যা-তরজা পড়ে সবে বৈষ্ণব দেখিয়া।
"যতি, সতী, তপস্বীও যাইবে মরিয়া ॥
তা'রে বলি—'সুকৃতি' যে দোলা-ঘোড়া চড়ে।
দশ-বিশ জন যা'র আগে পাছে রড়ে ॥
এত যে, গোসাঞি, ভাবে করহ ক্রন্দন।
তবু ত' দারিদ্র্য-দুঃখ না হয় খণ্ডন!
ঘন-ঘন 'হরি হরি' বলি' ছাড় ডাক।
ক্রুদ্ধ হয় গোসাঞি শুনিলে বড় ডাক ॥"

—চৈঃ ভাঃ আঃ ৭।১৭-২১

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরেও নবদ্বীপের তথাকথিত হিন্দুগণ অহিন্দু কাজীর নিকট নিমাইর উচ্চকীর্তনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। "নিমাই গয়া হইতে ফিরিয়া অভিনব উচ্চকীর্ত্তন প্রচার করিয়া 'হিন্দুর ধর্ম' নষ্ট করিয়া দিতেছেন, নাগরিকগণকে 'পাগল' করিয়া তুলিতেছেন, হরি-কীর্তনের দ্বারা রাত্রিতে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতেছেন এবং নানা-ভাবে শান্তিভঙ্গ করিতেছেন।"—ইহা কাজীর নিকট জানাইয়া নিমাইকে নবদ্বীপ হইতে বহিষ্কৃত করিবার যুক্তি দিয়াছিলেন,—

হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ-সাত আইল ॥
আসি' কহে,—"হিন্দুর ধর্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি।
যে-কীর্তন প্রবর্তাইল, কভু শুনি নাই ॥
মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি করি' জাগরণ।
তা'তে নৃত্য, গীত, বাদ্য—যোগ্য আচরণ ॥
পূর্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত ॥
উচ্চ করি' গায় গীত, দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ-করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥
না জানি, কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে, গায়।
হাসে, কান্দে, পড়ে, উঠে, গড়াগড়ি যায় ॥
নগরিয়া পাগল কৈল সদা সংকীর্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, করি জাগরণ ॥
'নিমাঞি' নাম ছাড়ি' এবে বোলায় 'গৌরহরি'
হিন্দুর ধর্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি' ॥
কৃষ্ণের কীর্তন করে' নীচ বাড়-বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥
হিন্দুশাস্ত্রে 'ঈশ্বর'-নাম—মহামন্ত্র জানি।
সর্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য হয় হানি ॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি, সব তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তা'রে করহ বর্জন ॥"

—চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২০৩-২১৩

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ধর্মজগতের অবস্থা

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে পারমার্থিক-ধর্মজগতের অবস্থা নানাপ্রকার কাল্পনিক-ধর্ম ও কাপট্যের আবরণে আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ব্যবহারই পরমার্থের স্থান অধিকার করিয়াছিল। তখন ভারতের অন্যান্য স্থানে যে-কিছু পারমার্থিক ধর্মের আলোচনা ছিল, তাহাও প্রবল অসদ্ধর্মের মতবাদ-সমূহের সহিত সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া শুদ্ধতা-সংরক্ষণে অসমর্থ ও ক্ষীণজীবী হইয়া পড়িয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে শ্রীযামুনাচার্য ও শ্রীরামানুজাচার্য যে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা পরে রামানন্দি-শাখায় প্রবাহিত হইলে তাহাতে অলক্ষিতভাবে 'মায়াবাদ' প্রবেশ করিয়াছিল; এমন কি, পরবর্তিকালের শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের আচার-প্রচারের মধ্যেও স্মার্ত-আচারের ন্যূনাধিক আদর ও পারমার্থিকগণের প্রতি জাতিবুদ্ধি-প্রভৃতির বিচার লক্ষিত হইয়াছিল। শ্রীরামানুজের পূর্ববর্তী আচার্য 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ'-প্রচারক দেবতনু শ্রীবিষ্ণুস্বামী যে ধর্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাও লিঙ্গায়েৎ-সম্প্রদায়ের সহিত সঙ্ঘর্ষের ফলে কতকটা বিদ্ধাদ্বৈতবাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। আচার্য শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবাদ-প্রচারের জয়স্তম্ভ-স্বরূপ 'সর্বজ্ঞ-সূক্ত'-নামক বেদান্তভাষ্যও কালক্রমে কেবলাদ্বৈতবাদের ভাষ্যগ্রন্থে

পর্যবসিত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, শুদ্ধভক্ত্যেকরক্ষক শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদকে 'মায়াবাদী' বলিয়া প্রচারেরও যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল। শ্রীমন্মধ্বাচার্য যে 'দ্বৈতবাদ' প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাও তত্ত্ববাদি-শাখায় কিঞ্চিৎ অন্যরূপ ধারণ করিয়াছিল।

শ্রীকবিকর্ণপূর তাঁহার 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে' শ্রীচৈতন্য-দেবের আবির্ভাবের পূর্বে ধর্মজগতের অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণন করিয়া, তৎকালে পারমার্থিক-ধর্মের পরিবর্তে ধর্মধ্বজিতা ও কপট-বৈরাগ্য কিরূপ নাট্য-পোষাক গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন,—

> জিহ্বাগ্রেণ ললাট-চন্দ্রজ-সুধাস্যন্দাধ্বরোধে মহ-
> দ্দাক্ষ্যং ব্যঞ্জয়তো নিমীল্য নয়নে বদ্ধাসনং ধ্যায়তঃ।
> অস্যোপাত্তনদীতটস্য কিময়ং ভঙ্গঃ সমাধেরভূৎ
> পানীয়াহরণপ্রবৃত্ততরুণী-শঙ্খস্বনাকর্ণনৈঃ॥
> তদিদমুদরভরণায় কেবলং নাট্যমেতস্য।

—চৈঃ চঃ নাঃ ২য় অঃ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

এই ব্যক্তি নদীতটে যোগাসনে বসিয়া নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়া ধ্যানপরায়ণ ছিলেন এবং আজ্ঞাচক্রস্থ চন্দ্রজাত সুধাক্ষরণের পথ জিহ্বাগ্রদ্বারা অবরোধ করিতে মহাদক্ষতা দেখাইতেছিলেন; হঠাৎ জলগ্রহণে আগতা কোন যুবতীর শঙ্খ-বলয়ের ঝনৎকারে কি উঁহার সমাধি-ভঙ্গ হইল!

অতএব ঐ ব্যক্তির যোগক্রিয়ার এইরূপ প্রদর্শনী কেবল উদরভরণের অভিনয়।

তখন পুণ্যকামী লোকের তীর্থযাত্রায় প্রতি আদর ছিল। কিন্তু ইহা অনেক সময়ই শ্রীহরিকথায় রুচি-উৎপাদন ও সাধুসঙ্গ-লাভের উদ্দেশ্যে না হইয়া দেশভ্রমণরূপ কাম-কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্যই অনুষ্ঠিত হইত। কে কতবার আকুমারিকা-হিমাচল ভ্রমণ করিয়াছেন, কে কয়বার বদ্রীনারায়ণ গমন করিয়াছেন, কে কত তীর্থে স্নান-দান করিয়াছেন, ইহা লইয়াই পুণ্যকামিগণ বৃথা গর্ব করিতেন।

গঙ্গা-দ্বার-গয়া-প্রয়াগ-মথুরা-বারাণসী-পুষ্কর-
শ্রীরঙ্গোত্তরকোশলা-বদরিকা-সেতু-প্রভাসাদিকাম্।
অব্দেনৈব পরিক্রমৈস্ত্রিচতুরৈস্তীর্থাবলীং পর্যট-
ন্নব্দানাং কতি বা শতানি গমিতান্যস্মাদৃশানেতু কঃ॥

—চৈঃ চঃ নাঃ ২য় অঃ, ৭ম সংখ্যা

আমি গঙ্গা, হরিদ্বার, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, কাশী, পুষ্কর, শ্রীরঙ্গম্, অযোধ্যা, বদরিকা, সেতুবন্ধ ও প্রভাসাদি তীর্থসমূহ প্রতিবৎসর তিন-চারিবার করিয়া পর্যটন করিতে করিতে এ-পর্যন্ত কত শত বৎসর কাটাইলাম, আমাদের ন্যায় মহা-পুরুষকে কে চিনিতে পারে?

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে শ্রীরামানন্দ তাঁহার ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।* তিনি শ্রীশ্রীসীতা-রামের উপাসনা প্রচার এবং 'জমায়েৎ বা 'রামায়েৎ' সম্প্রদায় করেন। তাঁহার মত শ্রীরামানুজ-

* নাভাদাসের হিন্দী 'ভক্তমালে'র টীকাকার 'বার্তিকপ্রকাশে'র রচয়িতা ১৩০০ খৃষ্টাব্দের মাঘমাসের কৃষ্ণা সপ্তমীতে প্রয়াগে শ্রীরামানন্দের আবির্ভাবের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে,— শ্রীরামানন্দ ১৪৮ বৎসর জীবিত ছিলেন। কভু হয়

সম্প্রদায়ের মত হইতে কতকটা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-অনুসারে তিনি ভগবৎপ্রসাদে ও ভগবানের সেবকের মধ্যে স্পর্শদোষ-বিচার ও জাতিবুদ্ধি করিতেন না বটে, কিন্তু তাঁহার প্রচারের মধ্যে চরমে ভগবানে লীন হইয়া যাইবার ন্যূনাধিক বিচারই দেখিতে পাওয়া যায়।* বস্তুতঃ, শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্মে ভগবানে লীন অর্থাৎ তাঁহার নিত্য-সেবা হইতে বঞ্চিত হইবার কোন কথা বিন্দুমাত্রও স্থান পায় নাই।

শ্রীরামানন্দের বারজন প্রধান শিষ্যের মধ্যে কবীর একজন। ইনি বস্ত্রবয়নকারী কোন মুসলমানের পুত্র ছিলেন। তিনিও চরমে নির্বিশেষ-মতই স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। † তাৎকালিক রাজনৈতিক অবস্থা দেখিয়া তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাবস্থাপনের জন্য 'হিন্দু ও মুসলমানের একই ঈশ্বর'—এই মত প্রচার করেন।

কেহ কেহ বলেন,—কবীরের মতবাদের উপরই নানক পঞ্চদশ শতাব্দীতে 'শিখ্'-সম্প্রদায় ‡ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মমত হইতে কিছু কিছু নৈতিক উপদেশ

সাহেবের মতে,—রামানন্দ ১৪২৫ অথবা ১৪৩০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

* অনেকে শ্রীরামানন্দকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলিবার পরিবর্তে প্রচ্ছন্ন অদ্বৈতবাদী বলিবারই পক্ষপাতী। ফর্কুহর্ সাহেব প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণেরও এই মত।

† আধুনিক রামানন্দিগণ দুইজন কবীরের কথা বলেন। তাঁহাদের মতে নির্বিশেষ-বাদী কবীর, কবীরপন্থিদলের প্রবর্তক এবং পূর্ববর্তী মূল-কবীর বা রাম-কবীরই শ্রীরামানন্দের শিষ্য।

‡ 'শিখ'-শব্দের অর্থ—শিষ্য। নানক লাহোরের নিকটবর্তী 'তালবন্দী' গ্রামে (বর্তমান 'নানাকানা'তে) জন্মগ্রহণ করেন

সংগ্রহ করিয়া উভয়ের সংমিশ্রণে একটী রাজনৈতিক ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ভারতের তদানীন্তন রাজনৈতিক সঙ্ঘর্ষ ও বিদ্বেষের দিনে নানকের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্বেই নানকের অভ্যুদয়-কাল।

রামানন্দ ও কবীর প্রধানতঃ উত্তর ভারতে এবং নানক পাঞ্জাবে তাঁহাদের ধর্মমত প্রচার করেন। যেই সময় সনাতন-ধর্ম-ক্ষেত্র ভারতবর্ষ রাজনৈতিক সমরানলে ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় হিন্দু ও মুসলমানের বিদ্বেষভাবকে সাময়িক-ভাবে প্রশমিত করিবার লৌকিক উদ্দেশ্যে তদনুযায়ী ধর্ম-মতবাদ প্রচারিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু রামানন্দ, কবীর বা নানকের আপাত উদার-ধর্মের যাদু মন্ত্রের প্রভাবেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতি-স্থাপনের চেষ্টা চিরস্থায়ী হয় নাই। শিখ্-সম্প্রদায়ের পঞ্চম গুরু অর্জুন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলে তাঁহাদের প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক ধর্মকে তাঁহারা আর তখন গুপ্ত রাখিতে চাহিলেন না। অর্জুনের পুত্র হরগোবিন্দ শিখ্‌দিগকে রীতিমত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। নবম গুরু তেগ্‌বাহাদুর স্বধর্মের জন্য শির দিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র গুরুগোবিন্দ সিংহের শিক্ষায় শিখেরা দুর্ধর্ষ সামরিক জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে শিখ্‌দিগের শেষ গুরু গুরুগোবিন্দ আততায়ীর হস্তে নিহত হ'ন।

যখন ভারতের অন্যান্য স্থান রাজনৈতিক-ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তখনও বঙ্গদেশেও উহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।

তখকার ধর্মের অবস্থার চিত্র ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের তুলিকায় এইরূপ অঙ্কিত দেখিতে পাই,—

ধর্ম-কর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
যেবা ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, মিশ্র সব।
তাঁহারাও না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব॥

শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম করে'।
শ্রোতার সহিত যম-পাশে ডুবি' মরে॥
না বাখানে 'যুগধর্ম' কৃষ্ণের কীর্তন।
দোষ বিনা গুণ কা'রো না করে' কথন॥

যেবা সব—বিরক্ত-তপস্বি-অভিমানী।
তাঁ'-সবার মুখেহ নাহিক হরিধ্বনি॥
অতিবড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
'গোবিন্দ', 'পুণ্ডরীকাক্ষ'-নাম উচ্চারয়॥

গীতা-ভাগবত যে-যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তার জিহ্বায়॥
বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণ-নাম।
নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান॥

সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা, কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য-মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে'॥

নিরবধি নৃত্য-গীত-বাদ্য-কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম-মঙ্গল॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ২।৬৪, ৬৭-৭২, ৭৫, ৮৬-৮৮

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীচৈতন্য-পার্ষদবৃন্দের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া * শ্রীনিত্যানন্দ-শিষ্য শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এবং শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীশিবানন্দ-সেনের শ্রীমুখে শ্রবণ, শ্রীচৈতন্যদেবকে সাক্ষাদ্‌ভাবে দর্শন ও তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়া 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটক'-রচয়িতা শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামী সমসাময়িক

---

* অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্য-চরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১।৮০, ১৭।১৪৪

অন্তর্যামি রূপে বলরাম ভগবান্।
আজ্ঞা কৈলা চৈতন্যের গাইতে আখ্যান॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ২।৩৪২

বেদগুহ্য চৈতন্য-চরিত্র কেবা জানে?
তাই লিখি, যাহা শুনিয়াছি ভক্ত-স্থানে॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১।৮৪

অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ-সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু না কর' সর্ব্বথা॥
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ-সকল কথা।
সত্য সত্য সত্য, ইথে নাহিক অন্যথা॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১৬৫, অঃ ৯।৮১

নিত্যানন্দ-প্রভু-মুখে বৈষ্ণবের তথ্য।
কিছু কিছু শুনিলাম সবার মাহাত্ম্য॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ২০।১৫৬

যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি
গদাধর-শ্রীমুখের কথা কিছু লিখি॥

—চৈঃ ভাঃ অঃ ১০।৮৪

ভারতের ও বঙ্গের এই-সকল প্রামাণিক ইতিহাস নিরপেক্ষ-ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু, এই-সকল নিরপেক্ষ সত্য কথা তাৎকালিক এক সম্প্রদায়ের উপর কালিমা আরোপ করে মনে করিয়া তাঁহাদের আধুনিক বংশধরগণ নানাপ্রকার স্বকপোল-কল্পিত মত ও যুক্তির দ্বারা প্রকৃত ইতিহাসকে বিপর্যয় করিতে চাহেন। তাঁহারা নিঃস্বার্থ ও নির্মৎসর বৈষ্ণব ঐতিহাসিকগণের নিরপেক্ষ-মত-বর্ণনার প্রতি লোকের শ্রদ্ধাকে শ্লথ করিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন,—"বাঙ্গালীর কৃষ্ণভক্তি স্বাভাবিক। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মধ্যে বিষ্ণু-নামোচ্চারণপূর্বক আচমন, বিষ্ণুপূজা, বিষ্ণুধ্যান, শালগ্রাম-তুলসী-সেবা, গীতা-ভাগবত-ব্যাখ্যা প্রভৃতি সদাচার আবহমান কাল হইতে প্রচলিত। ইহার কোন দিনই ব্যাঘাত হয় নাই।"

পঞ্চোপাসক বা কর্মজড় স্মার্তগণের এরূপ গতানুগতিক-সদাচার, বিষ্ণুপূজা, বিষ্ণুধ্যান-প্রভৃতিকে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বিষয়ে অজ্ঞ জনসাধারণ 'ভক্তি' বলিয়া মনে করিতে পারেন; কিন্তু, সুপ্রাচীন আলোয়ারগণ, শ্রীরামানুজাচার্যাদি আচার্যগণ, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীসনাতন-শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণ কেহই ঐরূপ আচারকে 'শুদ্ধভক্তি' বলেন নাই। কেবল যে অনির্বচনীয় 'প্রেমভক্তি' চিরকালই সুদুর্লভ,—এই বিচারেই পঞ্চোপাসক কর্মজড় বা মায়াবাদিগণের ভক্তির অভিনয়কে ভাগবতগণ 'ছলভক্তি', 'বিদ্ধা ভক্তি', 'প্রচ্ছন্ন-নাস্তিকতা', 'কাপট্য' বলিয়া নিরাস করিয়াছেন, তাহা নহে; পরন্তু তাঁহাদের ঐরূপ

ভক্তিতে (?) চরম প্রাপ্য বা উপেয়রূপে নির্বিশেষ-মুক্তি লক্ষিত হওয়ায়, তাঁহাদের ভক্তির অভিনয়কে 'অভক্তি'ই বলিয়াছেন।

তা'র মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান ॥

—চৈঃ চঃ আঃ ১।৯২

কর্ম্মজড়গণের সন্ধ্যাবন্দনাদি, শালগ্রাম-পূজা, তুলসীতে জল-প্রদান, গীতা-ভাগবত-পাঠ, 'গোবিন্দ'-'পুণ্ডরীকাক্ষ'-নামোচ্চারণ, 'তারকব্রহ্ম' নাম-জপ, নববিধ-ভক্তি-যাজনের অভিনয়, পরিক্রমা, স্তবপাঠ, বিষ্ণুতীর্থ-ভ্রমণাদি—সকলই মুক্তিবাঞ্ছা বা নির্বিশেষ-গতি-লাভের ইচ্ছামূলে, কিংবা দেবান্তরে স্বতন্ত্রেশ্বর-বুদ্ধিমূলে অনুষ্ঠিত। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য বলিয়াছেন,—

ভক্তির স্বরূপ, আর 'বিষয়', 'আশ্রয়'।
মায়াবাদী অনিত্য বলিয়া সব কয় ॥
ধিক্ তা'র কৃষ্ণসেবা শ্রবণ-কীর্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন ॥

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

মৌন-ব্রত-শ্রুত-তপোঽধ্যয়নং স্বধর্ম-
ব্যাখ্যা-রহোজপ-সমাধয় আপবর্গ্যাঃ।
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্তা ভবন্ত্যত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্ ॥

হে মহাপুরুষ! মুক্তির সাধন মৌন, ব্রত, শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা, বেদপাঠ, স্বধর্মপালন, শাস্ত্রব্যাখ্যা, নির্জনবাস, জপ ও সমাধি এই

দশবিধ উপায় অজিতেন্দ্রিয়গণের জীবিকার্জনের সহায় হইতে পারে ; কিন্তু দম্ভের ফল অনিশ্চিত বলিয়া দাম্ভিকগণের পক্ষে উহারা জীবিকার্জনের সহায়ক হইবে কিনা, এ-বিষয়ে সন্দেহ আছে।

'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' নির্বিশেষবাদী, হৈতুক ও মীমাংসক অর্থাৎ কর্মজড় স্মার্তকগণকে ভক্তিবহির্মুখ বলিয়াছেন এবং যেরূপ চৌরের নিকট হইতে মহা-নিধিকে রক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ ইহাদের নিকট হইতেও কৃষ্ণভক্তি-মহানিধিকে গোপনে রক্ষা করিবার উপদেশ দিয়াছেন।*

"বাঙ্গালীর কৃষ্ণভক্তি স্বাভাবিক, সুতরাং বঙ্গদেশে কোন-কালে 'কৃষ্ণনাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার'—এইরূপ অবস্থা ছিল না।"—এইরূপ যাঁহাদের যুক্তি, তাঁহারা ভাবপ্রবণতাকেই 'ভক্তি' বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন।

ফল্গুবৈরাগ্যনির্দগ্ধাঃ শুষ্কজ্ঞানাশ্চ হৈতুকাঃ।
মীমাংসকা বিশেষেণ ভক্ত্যাস্বাদ-বহির্মুখাঃ॥
ইত্যেষ ভক্তিরসিকৈশ্চৌরাদিব মহানিধিঃ।
জরন্মীমাংসকাদ্রক্ষ্যঃ কৃষ্ণভক্তিরসঃ সদা॥

—ভঃ রঃ সিঃ দঃ ৫ম লহরী, ১২৯-১৩০

* ফল্গুবৈরাগ্যে যাহাদের চিত্ত দগ্ধ হইয়াছে, যাহারা শুষ্কজ্ঞানী, যাহারা কেবল তর্কে নিষ্ঠাবান্, যাহারা কর্মমীমাংসক এবং যাহারা দ্বৈতমাত্র-মিথ্যাবাদী, জ্ঞানমীমাংসক, তাহারা বিশেষভাবে ভক্তির আস্বাদনে পরাঙ্মুখ। ভক্তিরসিক মহাজন চোর হইতে মহারত্ন-গোপনের ন্যায় ইহাদের নিকট হইতে কৃষ্ণভক্তিরস রক্ষা করিবেন, বিশেষতঃ জরন্মীমাংসক হইতে সর্বদা সুগোপন করিবেন।

ভগবদ্‌ভক্তি বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, উৎকলবাসী বা ভারতবাসী, ইংরেজ, জার্মান-প্রভৃতি কোন জাতি-বিশেষের স্বাভাবিক সম্পত্তি নহে। ভক্তি—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। ভক্তি—'ভগবৎ-প্রেমবিলাসরূপা'। এ-জন্য হ্লাদিনীর দূত মহতের কৃপা ও সঙ্গ ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে ভক্তির উদয় হয় না। পরা ভক্তিতে স্বসুখ-বাসনা না থাকিলেও সর্বদা সুখ বর্তমান থাকে। এই সুখ কেবল প্রিয়পাত্রের সুখানুভব হইতে জাত। ভক্তি ভগবৎপ্রেমের 'বিলাসরূপা' বলিয়া সিদ্ধগণও শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধনরূপা ভক্তির অনুশীলন ত্যাগ করেন না বা করিতে পারেন না।

ভাবপ্রবণতা বাঙ্গালীর স্বাভাবিক; রজোভাব পাশ্চাত্ত্য-দেশবাসীর স্বাভাবিক,—ইহা বলা যাইতে পারে; কিন্তু 'ভক্তি' কোনও জাতি বা বংশবিশেষের স্বাভাবিক ধর্ম, ইহা বলা যাইতে পারে না।

'বাঙ্গালীর কৃষ্ণভক্তি স্বাভাবিক।' যদি ইহা ঐতিহাসিক সত্য হয়, তবে এখনই বা সেই স্বভাবের ব্যতিক্রম হয় কেন? এখন কৃষ্ণভক্তির পরিবর্তে ভক্তি-উৎসাদনের (?) চেষ্টা, ভক্তি-সদাচারের পরিবর্তে যথেচ্ছাচারিতা কি সর্বত্র দৃষ্ট হইতেছে না?

আর যদি 'বাঙ্গালীর কৃষ্ণভক্তি স্বাভাবিক' বলিয়াই শ্রীচৈতন্যদেব বাঙ্গালীর দেশে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তবে গীতার "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি" শ্লোক নিরর্থক হয়। প্রত্যেক বাঙ্গালী, বা অধিকাংশ বাঙ্গালীই তখন স্বভাবতঃ

কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, বা ভক্তিতে রুচিবিশিষ্ট ছিলেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণও নিত্য বিষ্ণুপূজাদি করিতেন ; শ্রীচৈতন্যদেব কেবল ইঁহাদের সহিত লীলা-বিলাস করিতে আসিয়াছিলেন ! এই জন্যই বুঝি, তাঁহাকে পড়ুয়া-পাষণ্ডিগণের অত্যাচারে নবদ্বীপ হইতে সন্ন্যাস লইয়া বাঙ্গালা-দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র বিচরণ ও অবস্থান করিতে হইয়াছিল ! আর, বাঙ্গালী হিন্দুগণ কাজীর নিকট অভিযোগ করিয়া নিমাইকে নদীয়া হইতে বহিষ্কৃত করাইবার চেষ্টা করাইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্কীর্তনের মৃদঙ্গ বিধর্মিদ্বারা ভাঙ্গাইয়াছিলেন ! শ্রীশ্রীবাসাদি পণ্ডিতের ঘর-দ্বার গঙ্গায় ফেলিয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছিল ! আর, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিত প্রভৃতি আচার্যগণ মনের কথা বলিবার বা কৃষ্ণভক্তি-কথা কীর্তন করিবার একজন লোকও প্রাপ্ত হ'ন নাই, বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন ?

ব্যবসায়ী কথক, পাঠক যে ভাগবত-পাঠের অভিনয় করেন, যে বিষ্ণুমন্ত্র দান বা ভক্তি ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, উহাকেও শ্রীমদ্ভাগবত 'ভক্তি' বলেন নাই ; উহা ভক্তির চরণে অপরাধ ! 'শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া খাইবার' জন্য শালগ্রামের পূজার অভিনয়—অর্থ, প্রতিষ্ঠা বা পার্থিব শান্তি-লাভের আশায় ভাগবত-পাঠ বা ভক্তি-ব্যাখ্যার অভিনয়—ভক্তি-ব্যাখ্যা নহে।

শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ও দেবানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপে ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন এবং তিনি পরম 'জ্ঞানবান্, তপস্বী, আজন্ম

উদাসীন ও ভাগবতের মহা-অধ্যাপক' বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন ; তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভু দেবানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যার অভিনয়ের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন ; কেন-না, দেবানন্দ মোক্ষাভিলাষী ও শিষ্যগণের বৈষ্ণবাপরাধের (শ্রীশ্রীবাস-পণ্ডিতের প্রতি অপরাধের) গৌণ-সমর্থক ছিলেন।

রামদাস বিশ্বাস পরম রামভক্ত, সর্বশাস্ত্রে প্রবীণ ও মহাপ্রভুর পার্ষদ পট্টনায়ক-গোষ্ঠীদিগের 'কাব্যপ্রকাশে'র অধ্যাপক ছিলেন। বৈষ্ণবের সেবার প্রতিও তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল ; তথাপি রামদাসের অন্তরে মুমুক্ষা থাকায় মহাপ্রভু রামদাসের বিদ্ধা ভক্তিকে কিছুতেই 'ভক্তি' বলেন নাই। বঙ্গদেশীয় বিপ্র-কবি শ্রীচৈতন্যদেবকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীজগন্নাথদেবের প্রশংসা (?) করিয়াই তাঁহার নাটকের 'নান্দী'-শ্লোক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামিপ্রভু উহাকে 'ভক্তি' বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

কেহ কেহ বলেন,—"শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেও মহামান্য শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের টীকানুসারে নবদ্বীপের বহু পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করিতেন এবং শ্রীজয়দেবের 'গীত-গোবিন্দে'র পদাবলীও গান করিতেন। অনেক টোলে 'গীত-গোবিন্দে'র পঠন-পাঠন হইত।"

টোলে বা সাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, বা জনসভায় 'শ্রীগীত-গোবিন্দে'র ন্যায় অপ্রাকৃত ভজন-গ্রন্থের পঠন-পাঠন 'ভক্তি'-পদবাচ্য হওয়া দূরে থাকুক্, ভক্তির চরণে অমার্জনীয় অপরাধ ;

কেন-না, টোলে ঐ-সকল গ্রন্থ প্রাকৃতকাব্য-শিক্ষাদান বা সাধারণ সভাসমিতিতে প্রাকৃত কাব্যরস-আস্বাদনের নিমিত্তই পঠিত বা কীর্তিত হয়! কোন অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি, বিশেষতঃ নির্বিশেষ-বাদী শ্রীগীতগোবিন্দ-পাঠের অধিকারী নহেন। কেবল অনুস্বার-বিসর্গের পাণ্ডিত্য থাকিলেই শ্রীগীতগোবিন্দ বা শ্রীমদ্ভাগবতের 'রাস-পঞ্চাধ্যায়ে'র অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করা যায় না। ঐরূপ পাঠের অভিনয় ভক্তির স্থানে অমার্জনীয় অপরাধ, ভক্তি ত' নহেই। কর্মজড়-স্মার্তগণ শ্রাদ্ধসভায় রাস-পঞ্চাধ্যায় পাঠ (?) করেন; ইহা যে কতটা অভক্তি, তাহা দেহ-গেহাসক্ত শোকাচ্ছন্ন শূদ্র-প্রকৃতি অত্যন্ত অপরাধী কর্মজড়গণ বুঝিতে পারিবে না। এজন্য শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ ঐরূপ কার্যকে অভক্তির পরাকাষ্ঠা বলিয়া জানেন। হাটে-বাজারে 'রাই-কানুর গান', স্ত্রী-পুত্র-ভরণ-পোষণার্থ বা প্রতিষ্ঠা-লাভের আশায় পুরাণ-পাঠের বা কথকতার অভিনয় প্রভৃতি—যাহা দেবল ও অর্থকামী পুরোহিত গণের বৃত্তির ন্যায় বঙ্গদেশে পঞ্চোপাসক-সমাজে বা কর্মজড়স্মার্ত-সমাজে চলিয়া আসিয়াছে এবং যাহার অনুকরণ করিয়া লৌকিক গোস্বামিগণ (?) পুরাণ-পাঠ ও কথকতার ব্যবসায় খুলিয়াছেন; ঐ-সকল ভক্তিদেবীর চরণে অমার্জনীয় অপরাধ। এই সকল ভক্তির অভিনয় হইতে স্পষ্ট নাস্তিকতা অনেক ভাল; কারণ, তদ্দ্বারা লোকসমাজের অভক্তিকে 'ভক্তি' বলিয়া ভ্রম হয় না। অতএব শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন যে তদানীন্তন নবদ্বীপের লোককে ভক্তি-বহির্মুখ বলিয়াছেন, ইহা সর্বতোভাবে সমীচীন ও সত্য।

ভগবদ্ভক্তগণ যাত্রার দলের 'নারদ'কে ভক্তরাজ 'শ্রীনারদ' বলেন না এবং তাহার ভক্তির অভিনয়কেও 'ভক্তি' বলেন না। অন্যাভিলাষী, কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, নির্বিশেষবাদী, কর্মজড়-স্মার্ত, পঞ্চোপাসক, আউল, বাউল, কর্তাভজা প্রভৃতি অপ-সম্প্রদায়ী ব্যক্তিগণের ভক্তির অভিনয় 'যাত্রার দলের নারদে'র ভক্তির অভিনয়ের ন্যায়; সুতরাং তাহা সম্পূর্ণ অভক্তি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও শুদ্ধভক্তি-রাজ্যের মূল-মহাজন শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভু কর্মী, জ্ঞানী ও মুমুক্ষুদিগের ভক্তির সাধারণ সদাচার-পালনের অভিনয় দূরে থাকুক্—অশ্রু, কম্প, পুলকাদির অভিনয়কেও 'প্রতিবিম্ব-রত্যাভাস' † বলিয়া গর্হণ

*　　*　　*　　*

† মুমুক্ষুপ্রভৃতীনাংক্ষেদ্ভবেদেষা রতির্ন হি।
বিমুক্তাখিলতর্ষৈর্যা মুক্তৈরপি বিমৃগ্যতে।
যা কৃষ্ণেনাতিগোপ্যাশু ভজদ্ভ্যোঽপি ন দীয়তে॥
সা ভুক্তিমুক্তিকামত্বাচ্ছুদ্ধাং ভক্তিমকুর্বতাম।
হৃদয়ে সম্ভবত্যেষাং কথং ভাগবতী রতিঃ?
কিন্তু বালচমৎকারকারী তচ্চিহ্নবীক্ষয়া।
অভিজ্ঞেন সুবোধোঽয়ং রত্যাভাসঃ প্রকীর্তিতঃ॥

ভঃ রঃ সিঃ পূঃ, ৩ লহরী, ৪১—৪৪ (গৌঃ গোঃ [illegible])

[অন্তঃকরণের স্নিগ্ধতাই রতির লক্ষণ।] মুমুক্ষু প্রভৃতিতে যদি ঐ রতির সদৃশ অবস্থাবিশেষ দৃষ্টও হয়, তথাপি তাহাকে 'রতি'-পদবাচ্য করিতে হইবে না। মুক্ত-শিরোমণিগণ নিখিলকামনা বিসর্জন করত যে রতির অন্বেষণ করেন, শ্রীকৃষ্ণও যাহাকে অতি গোপনে রাখেন এবং ভজনপরায়ণ জনগণকেও যাহা শীঘ্র দান করেন না—ভুক্তি ও মুক্তির কামনাহেতু জ্ঞানকর্মাদির অমিশ্র বিশুদ্ধভক্তিতে অনধিকারী কর্মী ও জ্ঞানীদের হৃদয়ে কি প্রকারে সেই ভাগবতী রতির উদয়ের সম্ভাবনা হয়? [রতি

করিয়াছেন। অতএব উহা কখনও 'ভক্তি' বা 'রতি' নহে। শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—"ঐ-সকল অভিনয় দেখিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিগণ চমৎকৃত হইতে পারে ; কিন্তু অভিজ্ঞগণ বিমোহিত হ'ন না।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সমসাময়িক পৃথিবী

শুধু ভারতের নহে, তখনকার পৃথিবীর ইতিহাস—এক সঙ্ঘর্ষময় যুগের ইতিহাস। তখন **'Wars of the Roses'** এ পাশ্চাত্য মধ্যযুগের অবসানকাল উপস্থিত হইয়াছে। নানাপ্রকার পৌরযুদ্ধ ও বৈদেশিক সঙ্ঘর্ষে পাশ্চাত্যদেশের প্রত্যেক জাতি ও সমাজ ন্যূনাধিক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতেই বর্তমান যুগের সূচনা হইল ; এই জন্যই পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০৩ খৃষ্টাব্দকে **"The Beginning of the Modern Age"** বলিয়াছেন। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে সপ্তম হেনরী ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার এক বৎসর পরেই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-কাল। এই

নিরুপাধি হইলেই মুখ্য ; আর উপাধি থাকিলে রত্যাভাস হয়।] যৎসামান্য পুলকাশ্রুরূপ ঐ রতিচিহ্ন দর্শন করিয়া অনভিজ্ঞ ব্যক্তির চমৎকার হয় বটে ; কিন্তু অভিজ্ঞ সুবোধগণ তাহাকে 'রত্যাভাস' বলিয়া কীর্তন করেন।

সময় হইতেই সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যজগতেরও "**Renaissance**" বা নূতন জন্মের সূচনা হইতেছিল। *

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ঠিক পরের বৎসরই অর্থাৎ ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে সরাসর জলপথে ভারতবর্ষে আসিবার জন্য পাশ্চাত্যজাতির প্রবল স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছিল। ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে 'বার্থলোমিউ দিয়াজ্'-নামক জনৈক নাবিক 'উত্তমাশা'-অন্তরীপে পৌঁছিয়াছিলেন। তখন হইতে ভারতবর্ষে আগমনের জলপথ উন্মুক্ত হইল। ক্রমে ক্রমে আরও কএকজন নাবিক ভারতবর্ষের পথ আবিষ্কারের চেষ্টা করিলেন, অবশেষে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ-নাবিক 'ভাস্কোদাগামা' কালিকট্-বন্দরে পৌঁছিলেন। তখন শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপ-লীলায় দ্বাদশ-বর্ষ-বয়স্ক বালক।

কে জানে, এই জলপথ-আবিষ্কারের গৌণ উদ্দেশ্য অনেক কিছু থাকিলেও নবদ্বীপ-সুধাকরের নাম-প্রেম-প্রচারের দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সহিত যোগসূত্র-রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ইহাতে অন্তর্নিহিত ছিল কি না? পাশ্চাত্যের বণিক্ ভারতবর্ষের প্রাকৃত ধনরত্নে লাভবান্ হইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তখন কে জানিত, ভারতের অদ্বিতীয় অপ্রাকৃত ধন পরমার্থের বাণী

* While Henry VII was struggling with his difficulties, a series of explorations had suddenly multiplied the area of the world, and opened new horizons. * * * Even more important than the discoveries as a sign of the coming of a new era was the Renaissance which first began seriously to affect the life and thought of England in the time of Henry VII.—Ramsay Muir.

তাঁহাদিগকে অধিকতর লাভবান্ করিবে? তখন কে জানিত, ভারতের এই জলপথ আবিষ্কৃত হওয়ায় একদিন শ্রীচৈতন্যের নামহট্টের ব্রাজকবিপণির প্রেমের পসরা-সহ প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্যে বিশ্বমঙ্গল-অভিযান হইবে?

সপ্তম হেন্‌রীর সময়ে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক নবাভ্যুদয় বা নবজাগরণের যুগে ইংলণ্ডের 'অক্সফোর্ড'-বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যাচর্চা ও সাহিত্যসাধনায় নবভাবে গঠিত হইয়াছিল। এ দিকে ঠিক সেই সময়ে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবেও ভারতের অক্স্‌ফোর্ড বা প্রধানতম সারস্বত-তীর্থ নবদ্বীপে* পরা বিদ্যা, ভক্তি-সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্প-সাধনার এক নবযুগের দ্বারোদ্ঘাটন হইয়াছিল। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্য-দেশে যখন **'Utopia'** (**No-where**)-নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া আদর্শ পার্থিব সমাজের কাল্পনিক চিত্র প্রচার করিতেছিল, সেই সময় ও তৎপূর্বেই শ্রীচৈতন্যদেব ঐকান্তিক পরমার্থের অনুগমনকারী আদর্শ-সমাজের বাস্তব-চিত্র বঙ্গদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে মার্টিন্ লুথার্ † পোপের যথেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পতাকা উড্ডীন করিয়া পাশ্চাত্য জগতে

† ** Thus a great part of Europe, including England, was full of explosives only waiting for a spark; the spark came from Martin Luther, a friar professor of Wittenberg in Saxony, who in 1517 nailed to the door of the church there a number of Theses, challenging the right of the Pope to sell indulgences, or exemptions from penance. A fierce controversy arose which was swiftly spread by the new invention of the printing press.—Ramsay Muir.

খৃষ্টধর্মের এক সংস্কারযুগের উদ্বোধন করিলেন। এই সময়ে তদ্দেশে মুদ্রাযন্ত্রের নূতন আবিষ্কার হইয়াছিল। এই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব ভারতবর্ষে কর্মজড়-স্মার্তবাদ ও নানাপ্রকার মতবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী বাণী প্রচার করিয়াছিলেন; তিনি মার্টিন্ লুথার্ বা জগতের অন্যান্য ধর্ম-সংস্কারকের ন্যায় সংস্কারকের ব্রত গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বাঙ্গালাদেশের ঐতিহাসিকগণ এবং অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিগণও শ্রীচৈতন্যদেবকে 'সংস্কারক' বলিয়া অমার্জনীয় ভ্রম করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তিনি সংস্কারক নহেন, তিনি সনাতন-ভাগবত-ধর্মের **পুনঃ-সংস্থাপক, বিকাশক ও পরিশিষ্ট-প্রকাশকের অভিনয় করিয়াও স্বয়ং বিকসিত সনাতন-ধর্মের অধিদেবতা।** শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে, কিংবা তাঁহার পরবর্তী আচার্য গোস্বামি-গণের সময়ে, কিংবা তৎপরবর্তী যুগের শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ-শ্রীরসিকানন্দের সময়ে, কিংবা তাহারও পরবর্তী যুগের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠাকুর ও গৌড়ীয় বেদান্ত-ভাষ্যকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের সময়ে বঙ্গদেশে মুদ্রা-যন্ত্রের প্রচলন হয় নাই। ভারতে বা তদন্তর্গত বঙ্গদেশে মুদ্র-যন্ত্রের বিস্তার হইবার পর বর্তমান যুগে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার পুনঃ-সংস্থাপক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মুদ্রাযন্ত্রকে ভক্তি-প্রচার-কার্যে বিশেষভাবে নিযুক্ত করেন। 'শ্রীচৈতন্যগীতা', 'শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত', 'শ্রীভাগবত-স্পিচ্', 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা', 'শ্রীকল্যাণ-কল্পতরু', 'শ্রীসজ্জনতোষণী'-পত্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ ও সাময়িক

পত্র, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে প্রচার করেন। তাঁহার সংস্থাপিত 'শ্রীচৈতন্য-যন্ত্রালয়' হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের আরও অনেক শিক্ষাগ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রচারিত হয়। শ্রীগুণরাজ খাঁর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', 'শ্রীসজ্জনতোষণী'র দ্বিতীয়বর্ষের শেষাংশ, 'শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ', 'শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম', 'প্রেম-প্রদীপ' (২য় সংস্করণ), 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' (১ম সংস্করণ) ইত্যাদি শ্রীচৈতন্য-যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হয়।


শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে পাশ্চাত্য-দেশে নবযুগ ও সভ্য-সুশাসন-পদ্ধতির সূচনা, ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের জলপথের সন্ধান, ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধ আমেরিকার আবিষ্কার, ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের জলপথের সম্পূর্ণভাবে নির্ণয় ও তৎসঙ্গে মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তনদ্বারা পৃথিবীর সর্বত্র ধর্মের নবজাগরণ অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর সহিত পারমার্থিক যোগসূত্র-সংস্থাপনের সুযোগ প্রদান করিয়া বঙ্গের ভাগ্যাকাশে যে বিশ্ব-স্নিগ্ধকারী অতি-মর্ত্য চন্দ্র উদিত হইয়াছিলেন, তিনিই শ্রীচৈতন্যদেব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নবদ্বীপ

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবদ্বীপ সেনবংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। এখনও এইস্থানে বল্লালসেনের স্মৃতিচিহ্নরূপে 'বল্লালদীঘি'-নামক একটি বিস্তৃত দীঘি এবং উহার উত্তরদিকে 'বল্লালঢিপি'-নামক বল্লালসেনের বিপুল প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মালদহের প্রাচীন 'গৌড়'-নগর হইতে সেনবংশীয় রাজগণ তাঁহাদের রাজসিংহাসন এই নবদ্বীপে আনয়ন করায় এই স্থানকে 'গৌড়ভূমি'ও বলা হয়। সেন-রাজগণের অধঃপতনের পর নবদ্বীপ মুসলমান-রাজগণের হস্তগত হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে (১৪৯৮—১৫১১) বাঙ্গালার স্বাধীন নৃপতি আলাউদ্দীন্ সৈয়দ হোসেন্ শাহের নিয়োগমতে শাসনাদি-পরিচালনের জন্য ফৌজদার্ মৌলানা সিরাজুদ্দীন্ চাঁদকাজী এই নবদ্বীপেই অবস্থান করিতেন।

প্রাচীন নবদ্বীপের 'বেলপুকুরিয়া'-পল্লীর কিয়দংশ বর্তমান 'বামনপুকুর'-নামক পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। এই বামনপুকুরেই চাঁদকাজীর সমাধি ও তাঁহার গৃহের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে।

"Nabadwip is a very ancient city and is reported to have been founded in 1063 A.D. by one of the Sen kings of Bengal. In the '*Aini Akbari*' it is noted that in the time af Laksman Sen Nadia was the capital of Bengal."—(Nadia Gazetteer).



বল্লালসেনের প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ

অর্থাৎ নবদ্বীপ একটী প্রাচীন নগর এবং ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে সেনবংশীয় কোন নৃপতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। 'আইন-ই-আকবরী'তে বর্ণিত আছে যে, লক্ষ্মণসেনের সময় নদীয়া বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল।

"Nadia was founded by Laksman Sen in 1063." (Hunter's Statistical Account—p. 142)

অর্থাৎ নদীয়া লক্ষ্মণসেনের দ্বারা ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।



মৌলানা সিরাজুদ্দিন চাঁদকাজীর সমাধি বামনপুকুর (শ্রীমায়াপুর)

"The earliest that we know of Nadia is that in 1203 was the capital of Bengal." (Calcutta Review 1846, p. 398.)

অর্থাৎ নদীয়া-সম্বন্ধে আমরা সর্বপ্রাথমিক যে বিবরণ পাই, তাহা হইতে জানা যায়, ঐ নগরী ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল,—ইত্যাদি বহু প্রমাণ প্রাচীন নবদ্বীপকেই সেন-বংশীয় রাজগণের রাজধানী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে।

গঙ্গার পূর্বতীরে প্রাচীন নবদ্বীপ

এই নবদ্বীপ-নগর গঙ্গার পূর্বকূলে অবস্থিত বলিয়া প্রাচীন কাল হইতে বিখ্যাত রহিয়াছে। যথা, ঊর্ধ্বাম্নায়-মহাতন্ত্রে—"বর্ত্ততে হ নবদ্বীপে নিত্যধাম্নি মহেশ্বরি। **ভাগীরথীতটে পূর্বে মায়াপুরন্তু** গোকুলম্॥", "গৌড়দেশে **পূর্বশৈলে** করিল উদয়।" (চৈঃ চঃ আঃ ১।৮৬), "নদীয়া **উদয়গিরি,** পূর্ণচন্দ্র গৌর-হরি, কৃপা করি' হইল উদয়।" (চৈঃ চঃ আঃ ১৩।৯৮), "শ্রীসুরধুনীর **পূর্বতীরে,** অন্তর্দ্বীপাদিক চতুষ্টয় শোভা করে। জাহ্নবীর পশ্চিম কূলেতে, কোল-দ্বীপাদিক পঞ্চ বিখ্যাত জগতে॥" (ঠাকুর শ্রীনরহরি)। পরবর্তী বিবরণ-সমূহও তাহাই সমর্থন করে।

"It was on the east of the *Bhagirath* and on the west of *Jalangi*." (Hunter's Statistical Account—p. 142.)

অর্থাৎ নবদ্বীপ-নগর ভাগীরথীর পূর্বতীরে এবং জলাঙ্গীর (খড়িয়ার) পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

এই প্রাচীন নবদ্বীপ-নগর সম্প্রতি 'নবদ্বীপ'-নামে পরিচিত না হইয়া 'বামনপুকুর', 'বেলপুকুর', 'শ্রীমায়াপুর', 'বল্লালদীঘি', 'শ্রীনাথপুর', 'ভারুইডাঙ্গা', 'টোটা' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে-স্থলে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীমুরারিগুপ্তের স্থান প্রভৃতি অবস্থিত ছিল, তাহাই সম্প্রতি 'শ্রীধাম-মায়াপুর'-নামে খ্যাত। গঙ্গার বিভিন্ন গর্ভের পরিবর্তনে নবদ্বীপ-নগরের শ্রীগৌরজন্মভিটা ও তৎসংলগ্ন স্থান ব্যতীত অধিকাংশই জলমগ্ন হইয়াছিল। সুতরাং উহার অধিবাসিগণের অনেকেই নিকটবর্তী স্থানে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হ'ন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র দ্বারকা-নগরীতেও এক-মাত্র শ্রীকৃষ্ণ-গৃহ ব্যতীত অন্যান্য স্থান সমুদ্রমগ্ন হইবার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৩১।২৩) শ্রুত হয়।

বিভিন্ন সময়ের নবদ্বীপ

মহাপ্রভুর সময়ের 'কুলিয়া'-গ্রামে বা 'পাহাড়পুরে'ই আধুনিক 'নবদ্বীপ-সহর' বসিয়াছে এবং সেই স্থানেই বর্তমান 'নবদ্বীপ-মিউ-নিসিপ্যালিটি' স্থাপিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় **অষ্টাদশ শতাব্দীতে** নবদ্বীপ-নগর কুলিয়াদহ বা কালিয়দহের বর্তমান চড়ায় অবস্থিত ছিল। খৃষ্টীয় **সপ্তদশ শতাব্দীর** নদীয়া-নগরী বর্তমান 'নিদয়া', 'শঙ্করপুর', 'রুদ্রপাড়া' প্রভৃতি স্থানে লক্ষিত হয়। গঙ্গার গতির এই পরিবর্তন এবং প্রাচীন নদীয়ার বসতির এইরূপ পরিবর্তন 'হিষ্ট্রি অব্ নদীয়া-রিভার্স্', সুবা-বাঙ্গালার ম্যাপ্, রেণেলের ম্যাপ্,

ব্লকম্যানের ম্যাপ্ প্রভৃতি আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে অর্থাৎ **ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত** শ্রীমন্-মহাপ্রভুর সময়ের নবদ্বীপ-নগর শ্রীমায়াপুর, বল্লালদীঘি, বামনপুকুর, শ্রীনাথপুর, ভারুইডাঙ্গা, গঙ্গানগর, সিমুলিয়া, রুদ্রপাড়া, তারণবাস, করিয়াটী, রামজীবনপুর প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত ছিল। তখন বর্তমান বামনপুকুর-পল্লীর নাম 'বেলপুকুর' ছিল, পরে 'মেঘার চড়া'য় প্রাচীন 'বিল্বপুষ্করিণী'-গ্রাম স্থানান্তরিত হওয়ায় উহা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান 'বামনপুকুর' নাম লাভ করিয়াছে। জমিদারী সেরেস্তার প্রাচীন কাগজ-পত্রাদি হইতে এই বিষয় বিশেষভাবে জানিতে পারা যায়।

লণ্ডনের 'বৃটিশ মিউজিয়ম্ ও য়্যাড্মিরাল্টি' ভবনে সংরক্ষিত দুইটি মানচিত্র জলাঙ্গী নদীর উত্তরাংশে ও ভাগীরথীর পূর্বাংশে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত নবদ্বীপের তাৎকালিক স্থিতি-সংস্থানের সাক্ষ্য অবিসংবাদিতভাবে প্রদান করিতেছে।

প্রথমোক্ত মানচিত্রটি ভেন্‌ডেন্-ব্রুক্-কৃত (**Mattheus Vanden Broucke**)। ইনি ১৬৫৮ হইতে ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ওলন্দাজ (**Dutch**) বণিগ্‌গণের নেতা ছিলেন। ব্রুকের ম্যাপের প্রথম সংস্করণ বর্তমানে পাওয়া যায় না। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বেলেন্টিনের 'ইস্ট্ ইণ্ডিয়া' (**Valentyn's 'East India'**)-নামক পুস্তকের পঞ্চম খণ্ডে ভেন্‌ডেন্ ব্রুকের একটি ম্যাপ্ সংযুক্ত আছে। ঐ ম্যাপ্‌টির একটি ফটোগ্রাফ্ 'গৌড়ীয় মিশন' ব্রিটিশ মিউজিয়ম্ হইতে বহু অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করেন।



মেথ্‌জ্‌ ভেন্‌ ডেন্‌ ব্রুক্‌-কৃত বঙ্গের প্রাচীনতম মানচিত্রের কিয়দংশ (১৬৫৮—১৬৬৪ খৃঃ)



জন্ থর্ণটন্-কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্গের সুপ্রাচীন মানচিত্র ([illegible] খৃঃ)

১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র কর্মচারিগণ জলপথনির্দেশসহ একটি ম্যাপ্ প্রস্তুত করেন এবং জন্ থর্ণটন্-কর্তৃক উহা প্রথম প্রকাশিত হয়। লণ্ডনের নৌসেনা-বিভাগের বড় আফিসে (British Admiraltyতে) 'ইংলিশ্ পাইলট্' নামক পুস্তকের মধ্যে ঐ ম্যাপ্‌টি আছে। উহারও একখানি ফটোগ্রাফ্ উক্ত 'গৌড়ীয় মিশনে'র প্রযত্নে আনীত হইয়াছিল। 'গৌড়ীয় মিশনের' সৌজন্যে ও অনুমত্যনুসারে উক্ত মানচিত্র হইতে আবশ্যক অংশ মুদ্রিত হইল। ইহা হইতে দেখা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীতেও উত্তর-দক্ষিণ-বাহিনী গঙ্গা ও তাহার পূর্বপারে 'নদীয়া' বিরাজিত রহিয়াছে।

নবদ্বীপ কি ?

সাধারণ লোকের ধারণা হইতে পারে যে, কোন একটি বিশেষ নগর বা স্থানের নামই বোধ হয় 'নবদ্বীপ', অথবা 'নবদ্বীপ' বলিতে নূতন দ্বীপ বা উপনিবেশ-বিশেষ ; বস্তুতঃ তাহা নহে। নয়টি দ্বীপ লইয়া নবদ্বীপ গঠিত ; এই নবদ্বীপের মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগ্রাম বা পল্লী অবস্থিত ছিল। নয়টি দ্বীপের চারিটি দ্বীপ ভাগীরথীর পূর্ব পারে এবং পাঁচটি ভাগীরথীর পশ্চিম পারে অবস্থিত ছিল। পূর্ব পারের চারিটি দ্বীপের নাম —(১) অন্তর্দ্বীপ, (২) সীমন্তদ্বীপ, (৩) গোদ্রুমদ্বীপ ও (৪) মধ্যদ্বীপ ; পশ্চিম পারের পাঁচটি দ্বীপের নাম—(১)

কোলদ্বীপ, (২) ঋতুদ্বীপ, (৩) জহ্নুদ্বীপ, (৪) মোদদ্রুম-দ্বীপ ও (৫) রুদ্রদ্বীপ * ।—(শ্রীভক্তিরত্নাকর, ১২শ তরঙ্গ)

শ্রীল ঘনশ্যাম দাসের (নামান্তর শ্রীনরহরি চক্রবর্তীর) 'শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা'-নামক গ্রন্থেও এই সমস্ত দ্বীপের বিষয় উল্লিখিত আছে, যথা,—

নদীয়া পৃথক্ গ্রাম নয়। নব-দ্বীপ নব-দ্বীপ-বেষ্টিত যে হয় ॥
নব-দ্বীপে নবদ্বীপ-গ্রাম। পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় এক গ্রাম ॥

নবদ্বীপের মধ্যে এত অধিক গ্রাম ছিল যে, শ্রীমায়াপুরে যাইতে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে লোকের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া 'শ্রীমায়াপুরে' পৌঁছিতে হইয়াছিল। সাধারণতঃ 'নবদ্বীপ' নামই তখন সর্বসাধারণে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ ছিল।

নবদ্বীপ-মধ্যে গ্রাম-নাম বহু হয়।
লোকে জিজ্ঞাসিয়া মায়াপুরে প্রবেশয় ॥

—শ্রীভঃ রঃ, ৮ম তরঙ্গ

'মায়াপুর' নাম

শ্রীনিবাসাচার্য-প্রভুর পরিক্রমা-কালে নবদ্বীপের অনেক গ্রামই লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং অনেক গ্রামের নাম লুপ্ত ও নানাভাবে বিকৃত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-স্থান শ্রীমায়াপুর গ্রামের নামও সাধারণ অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারা বিকৃত ও সাধারণের অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছিল। 'শ্রীভক্তি-রত্নাকরে' শ্রীনরহরি চক্রবর্তি-ঠাকুর বলিতেছেন,—

* পদ্মা-গঙ্গা-প্রবাহের পরিবর্তনে রুদ্রদ্বীপের অবস্থান পূর্বদিকে হয়।

যৈছে কলি বৃদ্ধ, তৈছে নামের ব্যত্যয়।
তথাপি সে-সব নাম অনুভব হয়॥
কথোকাল পরে কথোগ্রাম লুপ্ত হৈল।
কথোগ্রাম-নাম লোকে অস্তব্যস্ত কৈল॥

—শ্রী ভঃ রঃ, ১২শ তরঙ্গ

১১৯৯ সালের হুদ্দাবন্দী কাগজে 'শ্রীমায়াপুর' গ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

বঙ্গাব্দ ১২৫২ সালের ১লা আশ্বিন তারিখে আন্দুলের রাজা রাজেন্দ্রনাথ মিত্র-কর্তৃক প্রকাশিত, নবদ্বীপ ও বহু স্থানের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-মণ্ডলীর স্বাক্ষর-সমন্বিত পত্রিকাযুক্ত 'কায়স্থকৌস্তভ'-নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,—

"এই (সেনবংশীয়) রাজা নব উত্থাপিত দ্বীপে রাজধানী করিলেন। গঙ্গাদেবী 'মায়ায়াং' এই নগর সবতীর্থময় সর্ববিদ্যালয় হইয়াছিল, এইজন্য ইহার এক নাম—'মায়াপুর'। 'মায়াপুরে মহেশানি বারমেকং শচীসুতঃ' ইতি উর্ধ্বাম্নায়-তন্ত্রে।"

—কায়স্থকৌস্তভ, ৯৮ পৃঃ

"লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপের রাজা হইলেন।"

—কায়স্থকৌস্তভ,১২৪ পৃঃ

"নবদ্বীপ গঙ্গাবেষ্টিত স্থানে রাজধানী ও নগর নির্মাণ করিলেন, ইহার এক নাম 'মায়াপুর' শাস্ত্রে কহিয়াছেন।"

—কায়স্থকৌস্তভ, ১২৩ পৃঃ

"অবতীর্ণো ভবিষ্যামি কলৌ নিজগণৈঃ সহ। শচীগর্ভে নবদ্বীপে স্বর্ধুনী-পরিবারিতে॥" (অনন্ত-সংহিতা, ৫৭ অধ্যায়)

—কায়স্থকৌস্তভ, ১২৪ ও ১৩০ পৃঃ

হাণ্টার্ সাহেব লিখিয়াছেন,—

"Nadia (Nabadwip), ancient Capital of Nadia District and the residence of Laxman Sen. * * Here in the end of the 15th century was born the great reformer Chaitanya." (Hunter's Imperial Gazetteer, 1880).

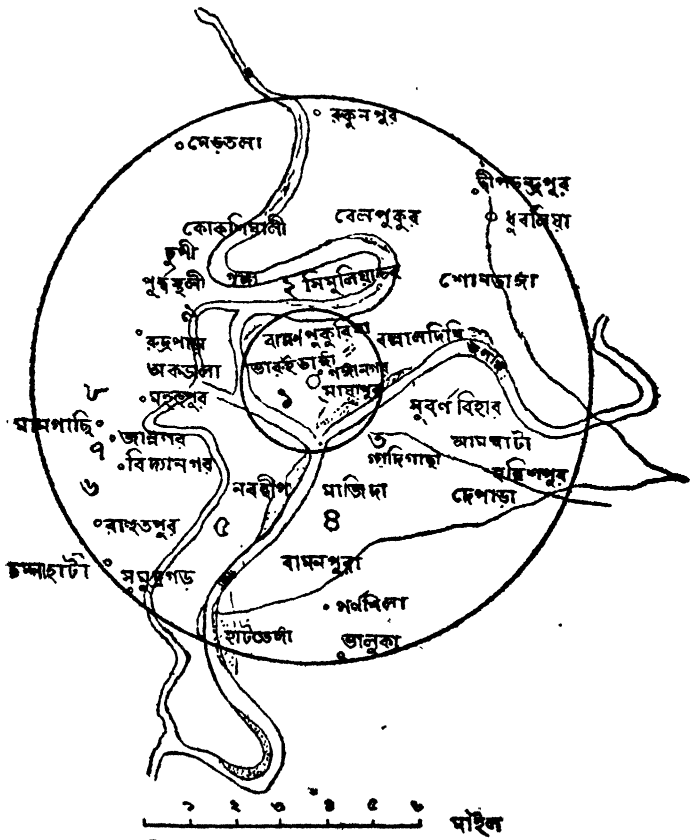
"Statistical Account of Bengal, Vol. I" নামক পুস্তকের ৩৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"To Baira belongs the little town of Mayapur (near the Burdwan boundary) where I am told the tomb exists of one Maulana Sirajuddin who is said to have been the teacher of Husain Sha, King of Bengal (1494—1552)."

"বয়রার নিকটে 'মায়াপুর'-নামক একটি ছোট নগর (বর্ধমান জেলার সীমান্তের সন্নিহিত প্রদেশে) অবস্থিত। এই স্থানে মৌলানা সিরাজুদ্দীনের কবরের অবস্থানের বিষয় আমি শ্রুত হইয়াছি। মৌলানা সিরাজুদ্দীন্ বঙ্গের বাদশাহ্ (১৪৯৪—১৫২২) হোসেন-শাহের শিক্ষক বলিয়া কথিত।"

স্যর্ উইলিয়ম্ হাণ্টার্ও বলিয়াছেন,—

"Nadia, at the time of its foundation was situated right on the banks of Bhagirathi. * * * It used formerly to run behind the Ballaldighi and the palace ; but it has now dwindled in the part into an isolated Khal. It now runs to the east of the ruins of the palace." (Statistical Account of Bengal, Vol. I., p. 142)

শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের মানচিত্র-নিদর্শন



পরিমাপ ২ ইঞ্চি ১ যোজন (৮ মাইল)

"১। অন্তর্দ্বীপ—পদ্মের কর্ণিকা—গঙ্গার পূর্বপারে। ইহার মধ্যস্থলে শ্রীমায়াপুর, যথায় শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহ, মহাযোগপীঠ।*

---

* অন্তর্দ্বীপের যে অংশ গঙ্গার পশ্চিমভাগে পড়িয়াছে, সেই স্থান 'বৃন্দাবন'। তথায় রাসস্থলী, ধীরসমীর ও বহুতর কুঞ্জ আছে।

২। সীমন্তদ্বীপ—গ্রাম নষ্ট হইয়াছে, ছাড়ি-গঙ্গার দক্ষিণ ধারে সীমলী দেবীর (সীমন্তিনী) পূজা হয়। রুকুণপুর পর্যন্ত এই দ্বীপের অন্তর্গত। শরডাঙ্গা (শবরডেঙ্গা) ও বিশ্রামস্থল ইহার দক্ষিণভাগ।

৩। গোদ্রুমদ্বীপ—গাদিগাছা; সুবর্ণবিহার, নৃসিংহক্ষেত্র, হরিহর-ক্ষেত্র, অলকানন্দাতীরে কাশীধাম ইহার অন্তর্গত।

৪। মধ্যদ্বীপ—মাজিদা; ভালুকা, পর্ণশিলা, হাটডেঙ্গা ইহার দক্ষিণে।

৫। কোলদ্বীপ—কুলিয়া-পাহাড়; সমুদ্রগড় প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত।

৬। ঋতুদ্বীপ—রাহুতপুর; বিদ্যানগর ইহার অন্তর্গত।

৭। জহ্নুদ্বীপ—জান্নগর।

৮। মোদদ্রুমদ্বীপ—মাউগাছি; অর্কটীলা (সূর্যক্ষেত্র-আকৃডালা), মহৎপুর (মাতাপুর), পাণ্ডব-নিবাস ইহার অন্তর্গত।

৯। রুদ্রদ্বীপ—রুদ্রপাড়া; শঙ্করপুর, পূর্বস্থলী, চুপী, কঙ্কশালী, মেড়তলা ইহার অন্তর্গত।

এই গ্রন্থে যে ক্ষুদ্র মানচিত্র সন্নিবিষ্ট হইল, তাহা রাজাজ্ঞাক্রমে মানবিজ্ঞান-সম্মত মানচিত্র হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। অতএব পরিশুদ্ধ বলিয়া জানিতে, হইবে। মানচিত্রের ক্ষুদ্রাকার-প্রযুক্ত কেবল মুখ্যস্থান-সকলের নাম দেওয়া গেল।”

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীনবদ্বীপধামকে কেহ কেহ পঞ্চ যোজন অথবা ষোড়শ-ক্রোশ-পরিমিত বলিয়া নির্দেশ করেন। সেই 'শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলে'র মধ্যস্থলে শ্রীমায়াপুর, তথায় ভগবদ্‌গৃহ (শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রালয়) বিরাজিত।

এই শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরজন্মস্থলী মহাযোগপীঠ নিত্য বিরাজিত।

নবদ্বীপ-মধ্যে '**মায়াপুর**'-নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে 'যোগপীঠ মায়াপুর'॥

—শ্রী ভঃ রঃ, ১২শ তরঙ্গ

শ্রীগৌরজন্মস্থান শ্রীমায়াপুর অভিন্ন-শ্রীমথুরাপুরী এবং বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌর-নারায়ণ মহাবৈকুণ্ঠে যে জন্মলীলা প্রকাশ করেন নাই, শ্রীনবদ্বীপে ভক্তবাৎসল্য-বশতঃ অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথকে আনন্দ প্রদান করিবার জন্য সেই জন্মলীলা প্রকট করিয়া তাঁহার নিত্য পুত্ররূপে আবির্ভূত হ'ন এবং মহা-ঔদার্য-লীলা আবিষ্কার করেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আবির্ভাব

মধুকর মিশ্র-নামক এক পাশ্চাত্ত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ কোন কারণে শ্রীহট্টে আগমন করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। মধুকর মিশ্রের মধ্যম পুত্র উপেন্দ্র মিশ্র। তিনি বৈষ্ণব, পণ্ডিত ও বহু সদ্‌গুণান্বিত ছিলেন। এই উপেন্দ্র মিশ্রের সপ্ত পুত্র—কংসারি, পরমানন্দ, জগন্নাথ, সর্বেশ্বর, পদ্মনাভ, জনার্দন ও ত্রিলোকনাথ। উপেন্দ্র মিশ্রের তৃতীয় পুত্র শ্রীজগন্নাথ অধ্যয়নের নিমিত্ত শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন এবং তথায় 'পুরন্দর' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মিশ্র পুরন্দর নবদ্বীপেই নীলাম্বর চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীশচীদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া গঙ্গা-তীরে বাস করিবার অভিলাষে নবদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীমায়াপুরে বাসস্থান নির্মাণ করেন।

শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তীর পূর্বনিবাস ছিল—ফরিদপুর জেলার 'মগ্‌ডোবা' গ্রামে। ইনি গঙ্গাতীরে বাসের জন্য নবদ্বীপে আগমন করেন। ইনি কাজী-পাড়ায় বাসস্থান নির্মাণ করায় কাজীসাহেব প্রবীণ চক্রবর্তী মহাশয়কে গ্রাম-সম্বন্ধে 'চাচা' (খুড়া) বলিয়া ডাকিতেন।

শচীদেবীর একে একে আটটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়া সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। অবশেষে তাঁহার 'শ্রীবিশ্বরূপ' নামে নবম পুত্র-সন্তান আবির্ভূত হ'ন।



সন ১৩৪১, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে শ্রীধাম-নবদ্বীপ মায়াপুর-যোগপীঠের নূতন নির্মিত শ্রীমন্দিরের ভিত্তি-খননকালে এই চতুর্ভুজ 'অধোক্ষজ' শ্রীবিষ্ণুমূর্তি ও তৎসহ কতিপয় ভগ্ন মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই শ্রীবিগ্রহ শ্রীল জগন্নাথ মিশ্রের গৃহদেবতা বলিয়া কথিত।

৮৯২ বঙ্গাব্দের ২৩শে ফাল্গুন * শনিবার নব-বসন্ত-পূর্ণিমা—শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা, সন্ধ্যার প্রাক্কাল।

পূর্ণচন্দ্র প্রতিবৎসরই এই দিন তাঁহার অমল-ধবল-স্নিগ্ধ অংশুমালায় বিশ্বকে স্নান করাইবার জন্য সগর্বে উদিত হইয়া থাকেন; কিন্তু আজ যেন জগতের চন্দ্রের পূর্ণতা, স্নিগ্ধতা, শুভ্রতা, উদারতা, বদান্যতা, কবিত্ব, সাহিত্য, ছন্দঃ—সমস্তই কোন অদ্বিতীয় অতিমর্ত্য চন্দ্রের নিকট তিরস্কৃত। ভূলোকের চন্দ্রের পূর্ণতা গোলোকের চন্দ্রের পূর্ণতার নিকট পরাভূত—বুঝি, এইরূপ বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার জন্য সকলঙ্ক জগচ্চন্দ্র

* **৮৯২ বঙ্গাব্দ,** ১৪০৭ শকাব্দ, **১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ,** ১৫৪২ সংবৎ, **২৩ ফাল্গুন, শনিবার।** ঐ দিন পূর্ণিমা-তিথির ৪০ দণ্ড ১৩ পল অবস্থিতি ছিল; মতান্তরে উহা প্রায় ৪২ দণ্ড। **পূর্বফল্গুনী নক্ষত্রের** মান ৫০ দণ্ড ৩৭ পল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-কাল—সূর্যোদয় হইতে ২৮ দণ্ড ৪৫ পল পরে। সেই দিন দিবামান প্রায় ২৯ দণ্ড ছিল। সুতরাং **সন্ধ্যার প্রাক্কালে ৫টা ৫২ মিনিটে (নবদ্বীপের সময়)** শ্রীগৌরহরির আবির্ভাব। ইংরেজী মতে 'জুলিয়ান্ ক্যালেণ্ডার্' অনুসারে গণনায় ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী এবং অধুনা প্রচলিত 'গ্রেগরিয়ান্ ক্যালেণ্ডার্' অনুসারে. ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব।

প্রভুর আবির্ভাব-কালে সিংহলগ্ন ও সিংহরাশি; রবি, বুধ ও রাহু (মূল ত্রিকোণে) কুম্ভস্থ; বৃহস্পতি স্বগৃহে উচ্চপ্রায় মঙ্গলসহ ধনুতে; শনি উচ্চপ্রায় বৃশ্চিকস্থ; শুক্র উচ্চপ্রায় মেষস্থ; চন্দ্র ও কেতু (মূল ত্রিকোণে) সিংহলগ্নস্থ ছিল। ঐ লগ্ন রবির ক্ষেত্র, চন্দ্রের হোরা, মঙ্গলের দ্রেক্কাণ, শুক্রের নবাংশ, শুক্রের দ্বাদশাংশ ও বুধের ত্রিংশাংশ—এইরূপ শুভ ষড়্‌বর্গযুক্ত। নবমপতি মঙ্গল, দশমপতি শুক্র ও সপ্তমপতি শনি উচ্চপ্রায়, বৃহস্পতি স্বস্থ হইয়া ধর্মস্থানগত শুক্রকে পূর্ণভাবে দৃষ্টি করিতেছেন; মঙ্গল ও বৃহস্পতির পঞ্চমে শুভযোগ, লগ্নে বৃহস্পতির পূর্ণদৃষ্টি ছিল।

শ্রীগৌরচন্দ্রের আবির্ভাবে রাহুগ্রস্ত * হইয়া পড়িল ! বিশ্বের চতুর্দিকে 'হরি বল', 'হরি বল' কলরব উঠিল—কর্ম-কোলাহল স্তব্ধ হইল ! দিগ্‌বধূগণ কৃষ্ণকীর্তনধ্বনি শুনিয়া হাসিয়া নাচিয়া উঠিল ! এমন সময়ে সিংহলগ্নে, সিংহরাশিতে শ্রীশচীগর্ভসিন্ধু হইতে শ্রীমায়াপুর-পূর্ণশশী উদিত হইলেন—অচৈতন্য বিশ্বে চৈতন্যের সঞ্চার হইল—মায়া-মরুতে অমৃতমন্দাকিনী প্রবাহিতা হইল। অবিরল-ধারায় হরিকীর্তন-সুধাসঞ্জীবনী বর্ষিত হওয়ায় বিশ্বের হরিকীর্তন-দুর্ভিক্ষ-দুঃখ বিদূরিত হইল। শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য ও ঠাকুর শ্রীহরিদাস আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন। সর্বত্রই ভক্ত-গণের আনন্দ-নৃত্য হইতে থাকিল। নর-নারীগণ বিবিধ বিচিত্র-উপহারের সহিত মিশ্র-ভবনে আগমন করিয়া শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রকে দর্শন করিতে লাগিলেন। সরস্বতী, সাবিত্রী, শচী, গৌরী, রুদ্রাণী, অরুন্ধতী প্রভৃতি দেবাঙ্গনাগণ নারীবেশে এবং সিদ্ধ-গন্ধর্ব-চারণ

* ঐ দিবস চন্দ্রগ্রহণ আংশিকভাবে হইয়াছিল। গ্রহণের প্রাক্কালে 'উপচ্ছায়া-স্পর্শে' চন্দ্রের মালিন্য উপস্থিত হইলে শাস্ত্রে সমুদয় পুণ্যকর্ম বা শ্রীহরিসঙ্কীর্তন করিবার বিধান আছে। ঐ 'উপচ্ছায়া-গ্রহণ' দুই তিন ঘণ্টা পূর্বেও হইয়া থাকে। বিগত বর্ষের (১৩৫৫) পঞ্জিকায় ১০ই বৈশাখ চন্দ্রগ্রহণের গ্রাসমান ০.০২৮ ও কেবল ৩৮ মিনিট কাল কলিকাতায় প্রকৃত গ্রহণের স্থিতিকাল হইলেও স্পর্শের প্রায় দু'ঘণ্টা পূর্বে উপচ্ছায়া-প্রবেশ এবং মোক্ষের প্রায় দুই ঘণ্টা পরে উপচ্ছায়ার ত্যাগ হইয়াছিল।

কোন এক অর্বাচীন লেখক শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের নামে আরোপিত এক শ্লোক হইতে দেখাইয়াছেন যে, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময়ে সন্ধ্যাকালে চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। সুতরাং শ্রীচক্রবর্তী ঠাকুর জ্যোতিষশাস্ত্রে অজ্ঞ ছিলেন !!

ও দেবগণ নর-বেশে প্রচ্ছন্নভাবে মিশ্র-ভবনে আগমন করিয়া নবদ্বীপচন্দ্রের সম্বর্ধনা করিলেন। আচার্যরত্ন চন্দ্রশেখর ও পণ্ডিত শ্রীশ্রীবাস মিশ্র-নন্দনের জাতকর্ম-সংস্কার সমাধান করিলেন। জগন্নাথমিশ্র আনন্দভরে সকলকে যথাযোগ্য দ্রব্য দান করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য-পত্নী শ্রীসীতাঠাকুরাণী শ্রীনবদ্বীপেন্দুকে দেখিবার জন্য শ্রীধাম-শান্তিপুর হইতে শ্রীমায়াপুরে শ্রীশচীগৃহে আগমন করিলেন। শ্রীশ্রীবাস-গৃহিণী শ্রীমালিনীদেবী ও শ্রীচন্দ্রশেখর-পত্নী অবিলম্বে বিবিধ উপায়নসহ শ্রীশচীগৃহে উপস্থিত হইয়া শ্রীশচীনন্দনকে দর্শন করিলেন।

বস্তুতঃ অর্বাচীন লেখকই জ্যোতিষশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কারণ, প্রথমতঃ শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের নামে আরোপিত শ্লোকটীর প্রামাণিকতা কতদূর, তাহা বিচার্য। 'বংশীলীলামৃত'—নামক কোন গ্রন্থ শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুরের রচিত বলিয়া বিদ্বৎসমাজে প্রচলিত নাই। দ্বিতীয়তঃ ঐ শ্লোকাংশ প্রামাণিক বলিয়া ধরিলেও "পূর্ণেন্দৌ রাহুণা গ্রস্তে"—এই বাক্যে অগ্রে রাহুগ্রাস ও পরে শ্রীগৌরচন্দ্রের উদয় না বুঝাইয়া সমকালেই বুঝায়। তাহাতেও উপচ্ছায়া-গ্রহণ পূর্বেই হইয়াছিল এবং সেই 'উপচ্ছায়া-গ্রহণে'র আরম্ভকাল হইতে শাস্ত্রীয় বিধানানুযায়ী শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনারম্ভ হইয়াছিল।

শ্রীমুরারিগুপ্ত, শ্রীকবিকর্ণপূর ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর বর্ণনা অর্বাচীন লেখক অপেক্ষা চক্রবর্তী ঠাকুর অনেক অধিকবার উপলব্ধি করিয়া পাঠ করিয়াছেন। সুতরাং অর্বাচীন লেখকের শ্রীমুরারিগুপ্ত, শ্রীকবিকর্ণপূর ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর শ্লোক ও পদ উদ্ধার করিয়া মহামহোপাধ্যায় চক্রবর্ত্তিপাদকে অজ্ঞ প্রমাণ করা 'আকাশে মুষ্ট্যাঘাতে'র ন্যায় বাল-চাপল্য।

নবম পরিচ্ছেদ

নিমাইর বাল্য-লীলা

অতিমর্ত্ত্য বৎসল-রস

শ্রীশচী ও শ্রীজগন্নাথের হৃদয়ানন্দ বর্ধন করিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র শশি-কলার ন্যায় বর্ধিত হইতে লাগিলেন। শ্রীগৌরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীসঙ্কর্ষণের অবতার শ্রীবিশ্বরূপ শ্রীগৌরহরিকে কোলে করিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। স্নেহ-বিবশ আত্মীয়স্বজন শ্রীগৌর-গোপালকে 'বিষ্ণুরক্ষা', 'দেবীরক্ষা', 'অপরাজিতা-স্তোত্র', 'নৃসিংহ-মন্ত্রাদি'-দ্বারা রক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্রতা দেখাইয়া বাৎসল্য-প্রীতির পরিচয় প্রদান করিলেন। পাড়া-প্রতিবেশিগণ সর্বক্ষণই বালককে বেষ্টন করিয়া থাকিতেন। বালক ক্রন্দন করিতে থাকিলে স্ত্রীগণ নানাভাবে বালককে ক্রন্দন হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু তাঁহাদের কোন চেষ্টাই ফলবতী হইত না। তখন কেবলমাত্র উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিলেই বালক নীরব হইতেন—

পরম সঙ্কেত এই সবে বুঝিলেন।
কান্দিলেই হরিনাম সবেই লয়েন॥

—শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ৪।৯

'নিষ্ক্রমণ'-সংস্কার উপলক্ষ্যে শ্রীশচীদেবী আত্মীয়-স্বজন-পরিবেষ্টিতা হইয়া বাদ্য-গীতাদির সহিত গঙ্গাস্নান, গঙ্গাপূজা, ষষ্ঠীপূজা ও যথাবিধি সর্বদেবতার পূজা করিলেন। প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী

স্বয়ংভগবানের স্নেহময়ী মাতৃদেবীর বিবিধদেবতার-পূজা—তাঁহার বাৎসল্য-প্রীতির পরিচয়ই প্রদান করিতেছে। মায়ামুগ্ধ বদ্ধজীব সন্তানের পার্থিব মঙ্গল-কামনায় ঐহিক-ফলদাত্রী দেবতার পূজা করেন। সেই আসক্তি যখন মর্ত্য সন্তানের প্রতি না হইয়া অদ্বিতীয় অতিমর্ত্য সন্তানের প্রতি প্রকাশিত হয় এবং সেই অতিমর্ত্য আসক্তিতে বদ্ধ হইয়া অভীষ্টবস্তুর সুখকামনার জন্য ভক্ত যে সকল ক্রিয়া করেন, তাহা বাহ্যদৃষ্টিতে প্রাকৃত ক্রিয়ার ন্যায় আপাত দেখা গেলেও উহার নিষ্ঠা ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রীভগবানে আসক্ত হইয়া তাঁহার সুখোল্লাসের জন্য যে-সকল ক্রিয়া, তাহাই 'ভক্তি' বা 'প্রীতি'। উহা শ্রীভগবানেরই সেবা, দেবদেবী সেই সেবার যন্ত্রমাত্র।

কোন কোন দিন চারিমাসের বালক শ্রীগৌরগোপাল মাতা-পিতার অনুপস্থিতি-কালে গৃহের যাবতীয় সামগ্রী ভূতলে বিক্ষিপ্ত করিবার পর জননীর আগমন বুঝিতে পারিয়াই শয্যার উপরে যাইয়া শায়িত অবস্থায় রোদন করিতে থাকিতেন। শ্রীশচীমাতা হরিধ্বনি-দ্বারা বালকের ক্রন্দন নিবৃত্তি করিয়া গৃহের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিতা হইতেন। বৎসলপ্রেমের স্বভাববশতঃ শ্রীজগন্নাথদেব-প্রভৃতি বৎসল-রসিকগণ চারিমাসের বালকের পক্ষে ঐরূপ কার্য সম্ভব নহে জানিয়া, নিশ্চয়ই কোন দানব রক্ষামন্ত্রে সংরক্ষিত শিশুর বিঘ্ন করিতে অসমর্থ হইয়া গৃহসামগ্রীর অপচয়-সাধনের দ্বারা স্বীয় ক্রোধ চরিতার্থ করিয়াছে, এরূপ স্থির করিতেন। শ্রীশচীদেবী গৃহমধ্যে পুত্রের চরণচিহ্নের ন্যায় দুই

একটী পদচিহ্ন লক্ষ্য করিতেন। ঐ চিহ্নগুলি শ্রীশালগ্রাম-শিলাতে অধিষ্ঠিত বালগোপালেরই পদচিহ্ন বলিয়া তাঁহাদের মনে হইল। বৎসল-প্রেমের স্বভাব-বশতঃ এরূপ ভ্রান্তি হইত।

পণ্ডিতবর শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও শ্রীগৌর-প্রীতিপরায়ণা ললনাগণ নামকরণ-উৎসবের নির্দিষ্ট দিবসে শ্রীশচী-ভবনে উপস্থিত হইলেন। শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গণনা করিয়া দেখিলেন যে, এই নবীন বালকে অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের লক্ষণ-সমূহ পূর্ণভাবে বিরাজিত। ইনি সমগ্র বিশ্ব অনন্তকাল ভরণ-পোষণ করিবেন জানিতে পারিয়া চক্রবর্ত্তি-প্রবর তাঁহার হৃদয় হইতে এই বালকের 'বিশ্বম্ভর'* নাম প্রকাশিত করিলেন। কেহ কেহ বলেন—নিম্ব-বৃক্ষের নিম্নে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব হওয়ায় শ্রীশচীদেবী পুত্রকে আদর করিয়া 'নিমাই' নামে ডাকিতেন। নিমাই পরবর্ত্তিকালে 'গৌরসুন্দর', 'গৌরাঙ্গ', 'গৌরহরি', 'মহাপ্রভু' ও সন্ন্যাস-লীলার পরে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' প্রভৃতি নামে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন,—বালকের আবির্ভাবে সর্ব্বদেশ প্রফুল্লিত, সর্ব্বদুঃখ বিদূরিত, জগৎ-শস্য-ক্ষেত্রে ভক্তিকাদম্বিনীধারা বর্ষিত ও হরি-কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হইয়াছিল, বলিয়াই পণ্ডিতগণ 'বিশ্বম্ভর' নাম রাখিয়াছিলেন। বাৎসল্য-রস-বিবশা শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী

* 'সর্ব্বলোকে করিবে এই ধারণ-পোষণ।

বিশ্বম্ভর নাম ইহার, এই ত' কারণ॥

—শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১৪।১৯

শ্রীসীতা দেবী বালকের চিরায়ুঃ কামনা করিয়া যমের মুখে তিক্তবোধক নিম্ব হইতে 'নিমাই' নাম রাখিলেন। *

রুচি-পরীক্ষা

নিমাইর নামকরণ-কালে প্রচলিত প্রথা-অনুসারে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুত্রের রুচি-পরীক্ষার জন্য বালকের নিকট পুঁথি, খই, ধান, কড়ি, সোণা, রূপা প্রভৃতি অনেক কিছু দ্রব্য রাখিলেন। বালক সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া 'শ্রীমদ্ভাগবত'-পুঁথি আলিঙ্গন করিলেন। ইহার দ্বারা শিশুকালেই নিমাই জগৎকে শিক্ষা দিলেন,—পার্থিব দ্রব্যজাত সমস্তই অনিত্য—শ্রীমদ্ভাগবতই নিত্যবস্তু, শিশুকাল হইতে ভাগবতী কথায় রুচি হইলেই জীবগণ প্রকৃতসম্পৎশালী হইতে পারে। প্রহ্লাদও শিশুকালে তাঁহার সমবয়স্ক ও সমপাঠী বালকগণকে এই শিক্ষা দিয়াছিলেন।

'শেষদেব'

ক্রমে নিমাই 'হামাগুড়ি' দিতে শিখিলেন। একদিন হামাগুড়ি দিতে-দিতে গৃহের একস্থানে একটি বৃহৎ সর্পকে দেখিতে পাইয়া বালক কুণ্ডলীকৃত সর্পের উপর শয়ন করিয়া শেষশায়ীর লীলা প্রকট করিলেন। বাৎসল্য-প্রেমময়ী শচীমাতা-প্রমুখ মাতৃস্থানীয়া

---

* ডাকিনী-শাখিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল 'নিমাই'॥

—শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১৩।১১৭

ইহান [illegible] জ্যেষ্ঠ কন্যা-পুত্র নাই।
শেষ যে [illegible] তাঁর নাম সে 'নিমাই'॥

—শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ৪।৪৫

ললনাগণ ব্যস্ত হইয়া 'গরুড়', 'গরুড়' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন এবং বালকের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সর্পরূপী অনন্তদেব সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। হামাগুড়ি দিয়াই নিমাই একাকী গৃহের বাহিরে গমন করিতেন। লোকে বালকের রূপ-লাবণ্য-দর্শনে মোহিত হইয়া বালককে সন্দেশ, কদলী-প্রভৃতি প্রদান করিতেন। নিমাই সেই-সকল উত্তম দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া হরিকীর্ত্তনকারিণী নবদ্বীপ ললনাগণকে পারিতোষিক প্রসাদ-স্বরূপ উহা বিলাইয়া দিতেন, কখনও বা কোন প্রতিবেশী গৃহস্থের গৃহে গমন করিয়া গৃহস্থের অজ্ঞাতসারে দধি, দুগ্ধ ও অন্নাদি ভক্ষণ করিতেন, কাহারও গৃহ-সামগ্রী ভগ্ন করিয়া সেই স্থান হইতে গোপনে পলায়ন করিতেন। বালকের মুখচন্দ্র-দর্শন-মাত্র সকলেই তাঁহাদের ব্যথা ও অভিযোগ ভুলিয়া যাইতেন।

দুইজন চোর ও নিমাই

একদিন নিমাইর দেহে সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার দেখিয়া দুই-জন চোর ঐ সকল চুরি করিবার যুক্তি করিল। নিমাই যখন একাকী পথে বেড়াইতেছিলেন, তখন ঐ দুই চোর নিমাইকে খুব আদর ও অত্যন্ত পরিচিত আত্মীয়ের ভাণ করিয়া কোলে তুলিয়া লইল এবং বালককে তাঁহারই গৃহে লইয়া যাইতেছে বলিয়া কোন নির্জন-স্থানে লইয়া যাইবার উদ্যম করিল। নিমাইর কোন্ অলঙ্কার, কে চুরি করিবে, তাহা লইয়া চোর দুইটী

পরস্পর অনেক জল্পনা-কল্পনা করিতে থাকিল। তাহাদের মধ্যে একজন নিমাইকে সন্দেশ খাইতে দিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিল; আর একজন 'এই তোমার ঘরে আসিলাম' বলিয়া বালককে প্রবোধ দিল। এদিকে নিমাইর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া চোর দুইটি তাহাদের স্ব-স্ব গন্তব্য পথ ভুলিয়া গেল এবং অবশেষে তাহাদের নিজের ঘর মনে করিয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ঘরেই উপস্থিত হইল। নিমাইকে স্কন্ধ হইতে নামাইবা-মাত্রই নিমাই পিতার কোলে গিয়া উঠিলেন; চোর দুইটি তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়া ভয়ে কে কোথায় পলাইবে, সেই পথ খুঁজিতে লাগিল এবং একটি সামান্য বালক তাহাদিগকে কিরূপ বঞ্চনা করিয়াছে, তাহা পরস্পর মনে-মনে চিন্তা করিতে লাগিল। বালক নিমাই চোরের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া তাহাদেরও মঙ্গল বিধান করিলেন। চোর দুইটি শ্রীগৌরনারায়ণকে স্কন্ধে ধারণ করিয়া ও সন্দেশ ভোজন করাইয়া অজ্ঞাতসারে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় করিল।

মৃত্তিকা-ভক্ষণ ও দার্শনিক উত্তর

একদিন শ্রীশচীদেবী নিমাইকে ভোজনার্থ 'খই, সন্দেশ' প্রদান করিয়া গৃহকর্মে চলিয়া গেলে বালক খই-সন্দেশের পরিবর্তে কতকগুলি মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন; শচী ইহা দেখিয়া বালকের মুখ হইতে মাটিগুলি কাড়িয়া লইলেন। শিশু নিমাই মাতাকে দার্শনিক উত্তর প্রদান করিয়া বলিলেন,—

"খই, সন্দেশ, অন্ন-প্রভৃতি পার্থিব দ্রব্যের সহিত মৃত্তিকার কোন ভেদ নাই; কারণ উহারা সকলই মৃত্তিকার বিকার। জীবের দেহ, জীবের খাদ্য—সমস্তই মাটি।" ইহা শুনিয়া শ্রীশচীদেবী বলিলেন,—"জগতের সকল জিনিষ মাটির বিকার হইলেও মাটি ও উহার বিকারের মধ্যে অনুকূল ও প্রতিকূল দ্রব্যের বিচার আছে। মাটির বিকার অন্ন ভক্ষণ করিলে দেহে পুষ্টি হয়, কিন্তু মাটি ভক্ষণ করিলে দেহ অসুস্থ ও বিনষ্ট হয়। মাটির বিকার ঘটের মধ্যে জল আনয়ন করা যায়, কিন্তু মাটির 'পিণ্ডে' জল আনিতে গেলে সমস্ত জল উহার মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া পড়ে।" মাতার এই উত্তর শুনিয়া নিমাই আনন্দিত হইলেন এবং ইহার দ্বারা শুষ্কজ্ঞানবাদিগণের একদেশী বিচার পরিত্যাগ করিয়া 'শুদ্ধা ভক্তির সার্বদেশিক অনুকূল-প্রতিকূল-বিচার-গ্রহণই কর্তব্য'—এই শিক্ষা দিলেন।

তৈর্থিক বিপ্র

একদিন জনৈক গোপালভক্ত তীর্থপর্যটক ব্রাহ্মণ শ্রীমায়াপুরে মিশ্রের গৃহে অতিথি হইলে বৈষ্ণব-সেবাপরায়ণ শ্রীজগন্নাথ মিশ্র সেই বিপ্রকে রন্ধন-সামগ্রী প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ রন্ধন করিয়া ধ্যানে শ্রীগোপালকে ভোগ প্রদান করিতে উদ্যত হইলে বালক নিমাই আসিয়া ব্রাহ্মণের সেই অন্ন ভোজন করিতে লাগিলেন। সেই অন্ন পরিত্যাগ করিয়া অতিথি ব্রাহ্মণ মিশ্রের অনুরোধে দ্বিতীয়বার ভোগ রন্ধন করিলেন। বিপ্রের

ধ্যানে ভোগ-নিবেদন-কালে দ্বিতীয়বারও সেইরূপ ঘটনাই ঘটল। শ্রীবিশ্বরূপের অনুরোধে তৈথিক বিপ্র তৃতীয়বার রন্ধন করিলেন। এবার বালককে বিশেষ সতর্কতার সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল বালক নিদ্রিত থাকিবার অভিনয় দেখাইলেন। এদিকে রাত্রিও অধিক হইল। শ্রীগৌরহরির ইচ্ছায় নিদ্রাদেবী সকলেরই নয়ন-কোণে অতিথি হইলে তাঁহারা সেই নিদ্রাদেবীর সৎকারেই ব্যস্ত হইয়া তৈথিক অতিথির কথা ভুলিয়া গেলেন। এমন সময় তৈর্থিক বিপ্র পুনরায় ধ্যানে গোপালকে পক্কান্ন নিবেদন করিতে উদ্যত হইলে নিমাই তৃতীয়-বার হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া পূর্ববৎ বিপ্রের নিবেদিত অন্ন ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ দৈবহতের ন্যায় হাহাকার করিতে থাকিলে নিমাই বিপ্রের নিকট চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ রূপ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"হে বিপ্র! তুমি আমার নিত্য সেবক; আমি যখন ব্রজে নন্দদুলালরূপে লীলা প্রকাশ করিয়াছিলাম, তখনও তোমার এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। এবারও তোমার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তোমাকে দেখা দিলাম।" তখন ব্রাহ্মণ নিজ ইষ্টদেবকে দর্শন করিয়া মহা প্রেমাবিষ্ট হইলেন এবং আপনাকে ধন্য মানিয়া প্রভুর ভুক্তাবশেষ-প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। মহাপ্রভু তৈথিক বিপ্রকে এই গুপ্ত-লীলাটি সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

নিমাইর বিদ্যারম্ভ ও চাঞ্চল্য

শ্রীজগন্নাথমিশ্র নিমাইর 'হাতে খড়ি', 'কর্ণবেধ' ও 'চূড়াকরণ-সংস্কার' সমাপন করিলেন। দৃষ্টিমাত্রেই নিমাই সমস্ত অক্ষর লিখিয়া যাইতেন। দুই তিন দিনে সমস্ত ফলা ও বানান আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন এবং 'রাম', কৃষ্ণ', 'মুরারি' 'মুকুন্দ', 'বনমালী' —এই সকল কৃষ্ণনাম লিখিতে লাগিলেন। নিমাই যখন মধুর-স্বরে 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ' উচ্চারণ করিতেন, তখন সকলের প্রাণ কাড়িয়া লইতেন। শ্রীগৌরগোপাল কখনও আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষী, কখনও বা চন্দ্র ও তারাসমূহকে আনিয়া দিবার জন্য মাতা-পিতার নিকট আবদার করিতেন এবং ঐ সকল জিনিষ না পাইলে অত্যন্ত কাঁদিতে থাকিতেন। তখন হরিনাম-কীর্তন ব্যতীত বালককে অপর কিছুতেই শান্ত করা যাইত না।

শ্রীমায়াপুরে মিশ্রভবন হইতে প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বদিকে শ্রীজগদীশ ও শ্রীহিরণ পণ্ডিতের গৃহ। কোনও এক একাদশী-তিথিতে তাঁহাদের গৃহে বিষ্ণুর ভোগ প্রস্তুত হইতেছিল। নিমাই সেই নৈবেদ্য ভোজন করিবার ইচ্ছায় শ্রীজগন্নাথমিশ্রকে হিরণ্য-জগদীশের গৃহে তাহা আনয়ন করিবার জন্য পাঠাইলেন। হিরণ্য-জগদীশ মিশ্রের মুখে বালকের এইরূপ প্রার্থনা শুনিয়া

বিশেষ আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—"অদ্য একাদশী, আর আমাদের গৃহে বিষ্ণু-নৈবেদ্য প্রস্তুত হইতেছে,—এই কথা শিশু কিরূপেই বা জানিল? অবশ্যই এই বালকে কোনও বৈষ্ণবশক্তি আছে।" তাঁহারা এইরূপ বিচার করিয়া সেই নৈবেদ্য বালকের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। শিশুর পক্ষে এত দূরের সংবাদ অবগত হওয়া অসম্ভব, কিন্তু অন্তর্যামী নিমাই ভক্তের নিকট আত্ম-প্রকাশ করিবার জন্য এবং একাদশী-দিবসে একমাত্র ভগবানই অন্নাদি-উপকরণ ভোগরূপে গ্রহণের অধিকারী, তাহা সকলকে জানাইবার নিমিত্ত ঐরূপ এক কৌশল অবলম্বন করিলেন।

নিমাইর চঞ্চলতা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। বয়স্যগণের সহিত পরিহাস ও কলহ এবং মধ্যাহ্নে গঙ্গাস্নানের সময় জলকেলি ইত্যাদি নানাপ্রকার চঞ্চলতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। নিমাই সমবয়স্ক বালকদিগকে লইয়া পাড়াপড়শীর ঘরে চুরি করিয়া বিবিধ দ্রব্য ভক্ষণ করিতেন এবং শিশুগণকে প্রহার করিতেন। শিশুগণ শ্রীশচীমাতার নিকটে অভিযোগ করিলে শ্রীশচীমাতা অপ্রাকৃত বৎসলরসে মুগ্ধা হইয়া পরমেশ্বর পুত্রকে প্রাকৃত বালকের ন্যায় তিরস্কার করিতেন। তখন নিমাই ক্রুদ্ধ হইয়া ঘরের সমস্ত দ্রব্য ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন। নিমাই কখনও স্বহস্তে মাতাকে প্রহার করিতেন; আবার শ্রীশচীমাতাকে মূর্ছিতা দেখিয়া ক্রন্দনও করিতেন। প্রতিবেশী মহিলাগণ 'নারিকেল আনিয়া দিলে মাতা সুস্থ হইবেন' বলিলে, সকলকে বিস্ময়রসে মগ্ন করিয়া বালক বাহিরে যাইয়া নারিকেল আনিয়া

দিতেন। এক-দিকে নদীয়ার পুরুষগণ যেরূপ জগন্নাথমিশ্রের নিকট প্রত্যহই নিমাইর দুর্ব্যবহারের নানাপ্রকার অভিযোগ আনয়ন করিতে লাগিল, অপর দিকে বালিকাগণও নিমাইর নানাপ্রকার চাপল্যের কথা শ্রীশচীমাতার কর্ণগোচর করিল।

কুমারীগণ গঙ্গাস্নান করিয়া ঘাটে বসিয়া গঙ্গাপূজা করিতেন। তখন বালক নিমাই কুমারীগণের নিকট আসিয়া বলিতেন,—"তোমরা গঙ্গা ও দুর্গার পূজা কর কেন? আমার পূজা কর। যে বর চাও, আমি দিব। গঙ্গা দুর্গা ত' আমার দাসী, শিব ত' আমার ভৃত্য।"—এই বলিয়া বালকরূপী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরি নিজেই কুমারীগণের পূজার উপকরণ চন্দন, পুষ্পমালা-প্রভৃতি ধারণ করিতেন এবং সন্দেশ, চাউল, কলা-প্রভৃতি কাড়িয়া খাইতেন এবং বলিতেন, "তোমাদিগকে বর দিতেছি,—তোমাদিগের পরমসুন্দর, পণ্ডিত, ধনবান, যুবক ও রসিক পতি হইবে এবং তোমাদের দীর্ঘায়ুঃ ও সাত-সাত পুত্র হইবে।" বর শুনিয়া কুমারীগণ বাহিরে রোষাভাস দেখাইলেও অন্তরে সন্তোষই লাভ করিতেন। কোন কুমারী নিমাইর ভয়ে দেবতার নৈবেদ্য লইয়া পলাইতে উদ্যতা হইলে চঞ্চল নিমাই তাহাকে ডাকিয়া বলিতেন,—"তোমার বৃদ্ধ স্বামী হইবে, আর বহু সতিনী হইবে।" কুমারীগণ নিমাইকে দেবাবিষ্ট পুরুষ মনে করিয়া তখন তাঁহাকে সকল নৈবেদ্য প্রদান করিতেন।

শ্রীশচীদেবীর নিকট নিমাইর বিরুদ্ধে অভিযোগ আসিত; তিনি সকলকে মিষ্টবাক্যের দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করিতেন।

একদিন শ্রীজগন্নাথমিশ্র নিমাইর ঐরূপ উপদ্রবের কথা শুনিয়া পুত্রকে উপযুক্ত শাস্তি-প্রদানের জন্য মধ্যাহ্নকালে গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইলেন। চতুর নিমাই ক্রুদ্ধ পিতার আগমন জানিতে পারিয়াই অন্য পথে গৃহে পলাইয়া গেলেন এবং বয়স্যগণকে বলিয়া গেলেন, যদি মিশ্র-মহাশয় আসিয়া তাহার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে যেন তাহারা মিশ্রকে 'অদ্য নিমাই গঙ্গা-স্নানে আসে নাই' বলিয়া ফিরাইয়া দেয়। গঙ্গার ঘাটে নিমাইকে না দেখিয়া শ্রীজগন্নাথমিশ্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, নিমাই অস্নাত অবস্থায় সর্বাঙ্গে মসীবিন্দুলিপ্ত হইয়া বসিয়া আছেন। মিশ্র বাৎসল্য-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বালকের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন না। নিমাইকে অভিযোগকারী ব্যক্তি-গণের কথা জানাইলে নিমাই বলিলেন—"আমি গঙ্গাস্নানে না গেলেও যখন তাহারা আমার সম্বন্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে, তখন আমি সত্যই সত্যই তাহাদের উপর উপদ্রব আরম্ভ করিব।" এইরূপ চাতুরী করিয়া নিমাই পুনরায় গঙ্গাস্নানে চলিলেন। এদিকে শ্রীশচী-জগন্নাথ মনে-মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"এ অদ্ভুত বালক কে? এ কি নন্দদুলালই গুপ্তভাবে আমাদের গৃহে আসিয়াছেন!"

একাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীঅদ্বৈত-সভা ও শ্রীবিশ্বরূপের সন্ন্যাস

শ্রীশান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের বাড়ী ছিল। তিনি শ্রীনবদ্বীপে শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাস-পণ্ডিতের গৃহের উত্তরে কিছু দূরে একটি টোল খুলিয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরির প্রকটের পূর্বে এই স্থানে তিনি ভগবানের আবির্ভাবের জন্য জল-তুলসীদ্বারা শ্রীনারায়ণের আরাধনা করিতেন এবং হুঙ্কার করিয়া ভগবানের নিকট সমস্ত জগতের বিমুখতার কথা জানাইতেন। সেই স্থানেই ঠাকুর শ্রীহরিদাস, শ্রী শ্রীবাসপণ্ডিত, শ্রীগঙ্গাদাস, শ্রীশুক্লাম্বর, শ্রীচন্দ্রশেখর, শ্রীমুরারিগুপ্ত-প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ মিলিত হইয়া ভগবানের কথা আলোচনা করিতেন।

শ্রীবিশ্বম্ভরের অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ বাল্যকাল হইতেই সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। তিনি সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সর্বগুণে গুণী ছিলেন। সমস্ত সংসার জাগতিক কথায় মত্ত, সকলের হৃদয়েই ভগবান্ ও ভগবানের ভক্তের প্রতি ন্যূনাধিক বিমুখতার ভাব এমন কি, যাঁহারা গীতা-ভাগবতাদি পড়াইতেন, তাঁহাদেরও আন্তরিক হরিভক্তির অভাব দেখিয়া তিনি আর লোকমুখ দর্শন করিবেন না,—এইরূপ বিচার করিলেন এবং অন্তরে অন্তরে সংসার-ত্যাগের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে

গঙ্গাস্নান করিয়াই তিনি 'অদ্বৈত-সভায় আসিতেন এবং শাস্ত্র হইতে হরিভক্তির ব্যাখ্যা শ্রবণ ও কীর্তন করিতেন। ভোজনের বেলা অতিক্রান্ত দেখিয়া শ্রীশচী প্রায়ই বিশ্বরূপকে ডাকিয়া আনিবার জন্য নিমাইকে অদ্বৈত-সভায় পাঠাইয়া দিতেন। নিমাইর অলৌকিক রূপ-লাবণ্য দেখিয়া সভাস্থ বৈষ্ণব-মণ্ডলীর চিত্ত মুগ্ধ হইত। বিশ্বরূপ গৃহে আসিয়া ভগবৎপ্রসাদ সম্মান করিয়াই আবার অদ্বৈত-সভায় চলিয়া যাইতেন। গৃহে গমন করিলেও তিনি কোন প্রকার গৃহ-ব্যবহার করিতেন না; যতক্ষণ বাড়ী থাকিতেন, ততক্ষণ বিষ্ণুগৃহের মধ্যেই অবস্থান করিতেন। মাতা-পিতা বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন শুনিয়া বিশ্বরূপ অন্তরে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া **'শঙ্করারণ্য'** নামে খ্যাত হইলেন।

শ্রীবিশ্বরূপের সন্ন্যাসে শ্রীশ্রীশচী-জগন্নাথ বাৎসল্য রসের স্বভাববশতঃ অত্যন্ত বিরহবিধুর হইলে, নিমাই মাতা-পিতাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,— 'দাদা সন্ন্যাসলীলা প্রকাশ করিয়া উত্তম কার্যই করিয়াছেন। ইহাতে মাতৃপিতৃকুলের উদ্ধার হইয়াছে। আমি তোমাদিগের সেবা করিব।"

একদিন নিমাই শ্রীবিষ্ণু-নৈবেদ্যের তাম্বূল ভোজন করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রীশচী জগন্নাথ নিমাইকে সুস্থ করিবার পর, নিমাই মাতা-পিতার নিকট একটি অপূর্ব-কাহিনী বলিলেন,—"দাদা আমাকে এস্থান হইতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার আদেশ করিয়াছিলেন।

আমি বলিলাম, 'আমার মাতাপিতা অনাথ, আমি বালক, আমি সন্ন্যাসের কি জানি? গৃহস্থ হইয়া মাতা-পিতার সেবা করিলে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সন্তুষ্ট হইবেন।' আমার এই কথা শুনিয়া দাদা আমাকে পুনরায় এস্থানে পাঠাইয়া দিলেন এবং 'মাতাকে কোটি কোটি নমস্কার জানাইবে' বলিলেন।"

ইহার দ্বারা শ্রীনিমাই তাঁহার ভাবী সন্ন্যাসলীলাবিষ্কারের ইঙ্গিত দিয়াছিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

উপনয়ন ও শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন

বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিবার পরে নিমাইর চাঞ্চল্য হ্রাস পাইল। এবার তিনি পাঠে মনোযোগ প্রকাশ করিলেন। শ্রীজগন্নাথ-মিশ্র কিন্তু বালকের চাঞ্চল্য-নিবৃত্তি ও পাঠে মনোনিবেশের কথা শুনিয়াও অন্তরে উৎফুল্ল হইতে পারিলেন না; কারণ তাঁহার আশঙ্কা হইল,—বিশ্বরূপ শাস্ত্র পড়িয়া সংসারের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, কি জানি, নিমাইও পাছে লেখা-পড়া শিখিয়া অগ্রজেরই অনুসরণ করে। এইজন্য মিশ্র নিমাইর পাঠ বন্ধ করাইলেন। নিমাই আবার প্রবল-বেগে ঔদ্ধত্য ও চাপল্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদিন নিমাই গৃহের বাহিরে বিষ্ণুর নৈবেদ্য-রন্ধনের পরিত্যক্ত আবর্জনা-লিপ্ত মৃৎপাত্রসমূহের উপর গিয়া বসিয়া রহিলেন শ্রীশচীমাতা এইকথা জানিতে পারিয়া বালককে সেই অপবিত্র স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্নানাদি করিবার জন্য অনুরোধ করিলে বালক নিমাই মাতাকে জানাইলেন,—"মূর্খ আমি কি প্রকারেই বা ভাল-মন্দ, শুচি অশুচি বিচার করিব? অপবিত্র স্থানে আমি কখনও অবস্থান করি না। যে-স্থানে আমার অবস্থান, সে-স্থানেই সকল পুণ্যস্থান, গঙ্গা-যমুনাদি সকল তীর্থের অধিষ্ঠান হয়। শ্রীভগবানে বিমুখ হইয়া জীব কাল্পনিক শুচি ও অশুচির বিচার করে, আর লৌকিক বা বৈদিক মতে কোন বস্তুর যদি অশুদ্ধতাও হয়, তাহাও আমার স্পর্শে পরম বিশুদ্ধ হইয়া যায়। যে মৃদ্ভাণ্ডে তুমি বিষ্ণুর নৈবেদ্য রন্ধন করিয়াছ, সেই বিষ্ণুসম্বন্ধ-যুক্ত বস্তু কখনই অশুদ্ধ হইতে পারে না; বরং ঐ-সকলের প্রভাবে অন্য স্থান ও বস্তু শুদ্ধ হইয়া যায়।" বাল্য-ভাবে শ্রীগৌর-গোপাল সমস্ত তত্ত্বসার সহাস্যবদনে বলিলেন। তথাপি বাৎসল্য-রসে মগ্না হইয়া শ্রীশচীদেবী শ্রীনিমাইকে অপবিত্র স্থান হইতে আসিয়া স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং ইহা মিশ্রের কর্ণ-গোচর হইলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেন, ইহাও জানাইলেন।

নিমাই মাতাকে বলিলেন যদি তাঁহাকে পড়িতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে কিছুতেই তিনি ঐ স্থান ত্যাগ করিবেন না। নিমাইর ঐ কথা শুনিয়া পাড়া-প্রতিবেশিগণ শ্রীশচীদেবীকে মন্দ

বলিতে লাগিলেন। "সাধারণতঃ শিশুগণই পড়িতে চাহে না; মাতা-পিতা বালককে নানাভাবে পাঠে মনোযোগী করায়, আর এখানে মাতাপিতা ঠিক বিপরীত ব্যবস্থা করিতেছেন! বোধ হয়, কোন শত্রুর কুবুদ্ধিতে শ্রীশ্রীশচী-জগন্নাথের এইরূপ মতিভ্রম হইয়াছে।" প্রতিবেশিগণের এইরূপ উক্তি ও অপবিত্রস্থান ত্যাগ করিবার অনুরোধ সত্ত্বেও বালক সে স্থানেই বসিয়া রহিলেন। তখন শ্রীশচীমাতা শিশুকে ধরিয়া লইয়া আসিলেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র তখন সেইস্থানে উপস্থিত হইলে প্রতিবেশিগণ তাঁহাকে নিজ বালকের পাঠের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন মিশ্র সকলের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন।

শুভদিনে শুভলগ্নে শ্রীগৌরসুন্দরের উপনয়ন হইল। শ্রীঅনন্ত-দেব যজ্ঞসূত্ররূপে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইলেন। নিমাই বামন-রূপে সকলের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে নিমাই অধ্যয়ন করিতে গেলেন। শ্রীগঙ্গাদাস তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে নিমাইকে সর্বশ্রেষ্ঠ মেধাবী ও বিচক্ষণ দেখিতে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। শ্রীগঙ্গাদাসের শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীমুরারি গুপ্ত, কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দ-প্রভৃতি যে-সকল ছাত্র প্রধান ও বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহাদিগকেও নিমাই নানাপ্রকার 'ফাঁকি' জিজ্ঞাসা করিয়া অপদস্থ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। গঙ্গার ঘাটে গিয়া নিমাই প্রত্যহই অন্যান্য ছাত্রগণের সহিত তর্ক করিতেন। সূত্রব্যাখ্যার সময় নিজে যাহা স্থাপন করিতেন,

তাহাই স্বয়ং খণ্ডন ও পুনঃ সংস্থাপন করিয়া ছাত্রগণের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন।

একদিন নিমাই মাতার শ্রীচরণ ধারণ করিয়া প্রণামপূর্বক বলিলেন—"মা! আমাকে একটি দান দিতে হইবে। তুমি শ্রীএকাদশীতে অন্ন ভোজন করিবে না।" সেই হইতে শ্রীশচীমাতা নিয়মিতভাবে শ্রীএকাদশী পালন করিতে লাগিলেন।

শ্রীগঙ্গা অনেক দিন যাবৎ শ্রীযমুনার ভাগ্য বাঞ্ছা করিতেছিলেন। বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগৌরহরি শ্রীগঙ্গাদেবীর সেই অভিলাষ পূর্ণ করিতে থাকিলেন। শ্রীনিমাই প্রত্যহ গঙ্গাস্নান, যথাবিধি শ্রীবিষ্ণুপূজা, শ্রীতুলসীকে জলপ্রদান ও শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া গৃহের মধ্যে নির্জন স্থানে অধ্যয়ন ও সূত্রের টিপ্পনী প্রভৃতি প্রণয়ন করিতেন। শ্রীজগন্নাথ মিশ্র এই সকল দেখিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ পাইতেন এবং বাৎসল্য-প্রেমের স্বভাববশতঃ নিজ পুত্রের কল্যাণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানাইতেন। তিনি ঐশ্বর্যগন্ধহীন বাৎসল্যপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া বুঝিতে পারিতেন না যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

একদিন শ্রীজগন্নাথ মিশ্র স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন,—শ্রীনিমাই অভিনব সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য-প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গে সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণনামে হাস্য, নৃত্য ও ক্রন্দন করিতেছেন; কখনও বা নিমাই শ্রীবিষ্ণুর সিংহাসনে উঠিয়া সকলের মস্তকে শ্রীচরণ প্রদান করিতেছেন; চতুর্মুখ, পঞ্চমুখ, সহস্রমুখ দেবতাগণ "জয় শ্রীশচীনন্দন" বলিয়া চতুর্দিকে তাঁহার

স্তুতি গান করিতেছেন; কখনও বা শ্রীনিমাই নগরে-নগরে শ্রীহরি-নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন; আর কোটি-কোটি লোক শ্রীনিমাইর পশ্চাতে ধাবিত হইতেছেন; কখনও বা অপরূপ পরিব্রাজকবেশে শ্রীনিমাই ভক্তগণের সঙ্গে মহারঙ্গে নীলাচলে গমন করিতেছেন।

এই স্বপ্ন দেখিয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্র অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। শ্রীনিমাই নিশ্চয়ই গৃহ ত্যাগ করিবেন—এই ধারণা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। শ্রীশচীদেবী মিশ্রকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "নিমাই যেরূপ লেখা পড়ায় মনোনিবেশ করিয়াছে, তাহাতে সে গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যাইবে না।" কিছুকাল পরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের অন্তর্ধান হইল। শ্রীদশরথের বিজয়ে (ভক্ত-বিরহে) শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ ক্রন্দন করিয়াছিলেন, শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের তিরোধানেও শ্রীনিমাই তদ্রূপ ক্রন্দন করিলেন। নিমাই শ্রীশচীমাতাকে বহুবিধ সান্ত্বনা-বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন; বলিলেন, "মা! আমি তোমাকে ব্রহ্মা-মহেশ্বরেরও সুদুর্লভ বস্তু প্রদান করিব, তুমি কোনও চিন্তা করিও না।"

একদিন গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় শ্রীশচীদেবীর নিকট গঙ্গাপূজার জন্য তৈল, আমলকী, মালা, চন্দন-প্রভৃতি উপায়ন চাহিলেন। শ্রীশচী নিমাইকে একটুকু অপেক্ষা করিতে বলায় নিমাই ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহের যাবতীয় দ্রব্য, এমন কি, ঘর-দ্বার চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিলেন, কেবলমাত্র জননীর অঙ্গে হাত তুলিলেন না। সমস্ত বস্তু ভাঙ্গিয়া ফেলিবার পর নিমাই

মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। শ্রীশচীদেবী গন্ধমাল্যাদি সংগ্রহ করিয়া নিমাইর গঙ্গাপূজার আয়োজন করিয়া দিলেন। শ্রীযশোদাদেবী যেরূপ গোকুলে শ্রীবালকৃষ্ণের সমস্ত চঞ্চলতা সহ্য করিতেন, সেরূপ শ্রীশচীদেবীও নবদ্বীপে শ্রীগৌর-গোপালের সকল চপলতা সহ্য করিতে লাগিলেন। নিমাই গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাপূজা করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং ভোজনাদি-কার্য সমাপন করিলেন। তখন শ্রীশচীমাতা পুত্রকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"তুমি পিতৃহীন বালক, গৃহ-সামগ্রী এইরূপে নষ্ট করিয়া তোমার কি লাভ হইবে? কল্য কি খাইবে,—এমন কোন সম্বল আমাদের গৃহে নাই, এতদবস্থায় গৃহের দ্রব্যাদি নষ্ট করা কি উচিত?"

নিমাই জননীকে বলিলেন,—"বিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণই সকলের পালক। তাঁহার দাসের পক্ষে আহারের চিন্তা নিষ্প্রয়োজন।" ইহা বলিয়া নিমাই অধ্যয়নের জন্য বাহিরে গমন করিলেন এবং গৃহে ফিরিয়া জননীর হাতে দুই তোলা স্বর্ণ প্রদান করিয়া বলিলেন,—"কৃষ্ণ এই সম্বল পাঠাইয়া দিয়াছেন, ইহা ভাঙ্গাইয়া তোমার ব্যয় নির্বাহ কর।" শ্রীশচীদেবী লক্ষ্য করিতেছিলেন—যখনই গৃহে অর্থের অভাব হয়, তখনই নিমাই কোথা হইতে স্বর্ণ লইয়া আসেন। শ্রীশচীদেবী ইহাতে ভীতা হইলেন—কি জানি, পাছে কোন প্রমাদ ঘটে! দশ-পাঁচ জনকে দেখাইয়া শ্রীশচীদেবী সেই সুবর্ণখণ্ডগুলিকে ভাঙ্গাইয়া ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি সংগ্রহ করিতেন।

শ্রীনিমাই ব্রহ্মচারিবেশে কপালে ঊর্ধ্ব তিলক অঙ্কিত করিয়া প্রত্যহ শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট পড়িতে যাইতেন এবং ছাত্রগণের মধ্যে সূত্রের এইরূপ নূতন নূতন ব্যাখ্যা করিতেন যে, শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিমাইকে ছাত্রগণের মধ্যে সর্বপ্রধান আসন প্রদান করিয়া মধ্যস্থলে বসাইতেন। এই সময় স্নান, ভোজন, ভ্রমণ—সকল কার্যেই নিমাই শাস্ত্রচর্চা ব্যতীত আর কিছু করিতেন না।

প্রাতঃসন্ধ্যা শেষ করিয়াই শ্রীনিমাই ছাত্রগণের সহিত শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের সভায় পড়িতে বসিতেন এবং শাস্ত্রের বিচার লইয়া বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ করিতেন। যে-সকল ছাত্র নিমাইর অনুগত না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে অধ্যয়ন করিত, নিমাই তাহাদিগের পাঠের নানা দোষ দেখাইতেন। শ্রীমুরারিগুপ্ত নিমাইর অনুগত হইয়া পাঠ করেন না, দেখিয়া একদিন শ্রীনিমাই শ্রীমুরারিকে বলিলেন,—"মুরারি! তুমি বৈদ্য, লতা-পাতা-ঘাঁটাই তোমার সাজে; ব্যাকরণ অত্যন্ত কঠিন শাস্ত্র, ইহাতে কফ, পিত্ত বা অজীর্ণ-রোগের ব্যবস্থা নাই, তুমি নিজে-নিজে ইহা কি বুঝিবে? যাও, গিয়া রোগীর চিকিৎসা কর।"

সময় সময় শ্রীমুরারিগুপ্ত মৌন থাকিতেন, কখনও বা শ্রীনিমাইর বাক্যের প্রতিবাদ করিতে যাইতেন। কিন্তু শেষে নিমাইর সহিত পারিয়া উঠিতেন না। তখন মনে-মনে বুঝিতেন —'নিমাই সাধারণ মনুষ্য নহেন, নিশ্চয়ই কোন অতিমর্ত্য পুরুষ জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন।' শ্রীমুরারিগুপ্ত এইরূপে

পরাজিত হইয়া নিমাইর আনুগত্যে অধ্যয়ন করিতে স্বীকৃত হইলেন।

ষোড়শবৎসর-বয়স্ক যুবক শ্রীনিমাইর শাস্ত্রে অদ্ভুত পারদর্শিতা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। নবদ্বীপবাসী শ্রীমুকুন্দসঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে নিমাই তাঁহার একটি বিদ্যা-চতুষ্পাঠী খুলিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। তখন 'হয়-ব্যাখ্যা নয় করা, নয়-ব্যাখ্যা হয় করা,' আর অন্যান্য অধ্যাপকগণের শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব প্রমাণিত করা এবং তাঁহাদিগকে বিচার-যুদ্ধে আহ্বান করাই নিমাইর কার্য পড়িয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীনিমাইর প্রথম বিবাহ

শ্রীনবদ্বীপে শ্রীবল্লভাচার্য-নামে জনকতুল্য একজন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার কন্যা শ্রীলক্ষ্মী ও মূর্তিমতী শ্রীলক্ষ্মী-স্বরূপিণী ছিলেন। শ্রীবল্লভাচার্য কন্যাকে উপযুক্ত বরের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য চিন্তিত ছিলেন। একদিন লক্ষ্মী গঙ্গাস্নানে গমন করেন; দৈবক্রমে গঙ্গার ঘাটে শ্রীলক্ষ্মীর সহিত শ্রীনিমাইর সাক্ষাৎকার হইলে তাঁহারা উভয়েই মনে-মনে একে অন্যকে অঙ্গীকার করিলেন।

এদিকে সেই দিনই শ্রীবনমালী আচার্য-নামক নবদ্বীপবাসী এক ঘটক যেন দৈব-প্রেরিত হইয়াই শ্রীশচীদেবীর নিকট গমন করিয়া শ্রীবল্লভাচার্যের কন্যার সহিত শ্রীনিমাইর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। শ্রীশচীদেবী বলিলেন,—"আমার নিমাই পিতৃহীন বালক, আগে বাঁচিয়া থাকিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করুক, পরে তাহার বিবাহের চিন্তা করা যাইবে।" শ্রীশচীর কথায় নিরাশ হইয়া শ্রীবনমালী ঘটক চলিয়া গেলেন। দৈবাৎ পথে শ্রীনিমাইর সহিত ঘটকের সাক্ষাৎকার হইল। ঘটক মহাশয় শ্রীনিমাইর বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য তাঁহার মাতার নিকট গিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীশচীদেবী সেই প্রস্তাব বিশেষ গ্রাহ্য করেন নাই—এই কথা ঘটক মহাশয় নিমাইকে জানাইলেন। নিমাই তখন গৃহে ফিরিয়া হাসিতে হাসিতে মাতাকে বলিলেন,—"মা! তুমি আচার্যকে ভাল করিয়া সম্ভাষণ কর নাই কেন?" বনমালী ঘটকের প্রস্তাবিত বিবাহে নিমাইর সম্মতি আছে—এই ইঙ্গিত পাইয়া শ্রীশচীদেবী তৎপর দিবস ঘটক মহাশয়কে পুনরায় ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং শীঘ্রই শুভ-বিবাহ সম্পন্ন করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শ্রীবনমালী আচার্যও শ্রীবল্লভাচার্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ সম্বন্ধ স্থির করিলেন। শ্রীবল্লভাচার্য তখন ঘটক মহাশয়কে বলিলেন যে, তিনি অতি দরিদ্র, পাঁচটী হরিতকীমাত্র দিয়া শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের পুত্ররত্নের হস্তে তাঁহার কন্যা সম্প্রদান করিবেন; জামাতাকে তাঁহার অন্য যৌতুক-প্রদানের ক্ষমতা নাই।

বিবাহের শুভদিন স্থির হইল। বিবাহের পূর্বদিন শ্রীনিমাইর অধিবাস-ক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হইল। পরদিবস শুভ গোধূলি-লগ্নে যাত্রা করিয়া শ্রীনিমাই শ্রীবল্লভাচার্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং যথাবিধি শ্রীলক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

পরদিবস সন্ধ্যাকালে শ্রীনিমাই শ্রীলক্ষ্মীর সহিত দোলায় চড়িয়া নিজ-গৃহে ফিরিলেন। শ্রীশচীমাতা মহা-লক্ষ্মী পুত্রবধূকে বরণ করিয়া গৃহে আনিলেন। তদবধি শ্রীশচীদেবী নিজ-গৃহে অনেক অলৌকিক দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। কখনও ঘরের বাহিরে অদ্ভুত জ্যোতিঃ, কখনও নিমাইর পার্শ্বে অগ্নিশিখা দর্শন করিলেন এবং কখনও বা গৃহের সর্বত্র পদ্মের গন্ধ পাইতে লাগিলেন। 'শ্রীনিমাই ও শ্রীলক্ষ্মীদেবী মনুষ্য নহেন—বৈকুণ্ঠের শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শ্রীনবদ্বীপে শ্রীলক্ষ্মী-গৌরনারায়ণরূপে অবতীর্ণ।'—শ্রীশচীদেবীর অন্তরে এইরূপ ভাব উদিত হইতে লাগিল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

আত্ম-প্রকাশের ভবিষ্যদ্‌বাণী

শ্রীনিমাই পণ্ডিত অধ্যয়ন-রসে মত্ত হইয়া ছাত্রগণের সহিত নবদ্বীপে ভ্রমণ করিতেন। শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত ব্যতীত নবদ্বীপে অন্য কোন পণ্ডিতই শ্রীনিমাইর ব্যাখ্যার তাৎপর্য সম্যক্ বুঝিতে পারিতেন না। নদীয়ার নাগরিকগণ তাঁহাদের স্ব-স্ব চিত্তবৃত্তি-অনুসারে শ্রীনিমাইকে নানারূপে দর্শন করিতে লাগিলেন। পাষণ্ড-প্রকৃতির লোকগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ যম, রমণীগণ মদন এবং পণ্ডিতগণ বৃহস্পতিরূপে অনুভব করিলেন। এদিকে বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু-ভক্তিহীন জগতে কবে আবার শুদ্ধ-ভক্তি প্রকাশিত হইবে, সেই আশায় কোনরূপে প্রাণ-ধারণ করিতেছিলেন। বিদ্যা-চর্চার সর্বপ্রধান কেন্দ্র শ্রীনবদ্বীপে বিদ্যালাভের জন্য সকল দেশ হইতেই লোক আগমন করিতেন। চট্টগ্রামবাসী অনেক বৈষ্ণব সেই সময় গঙ্গাবাস ও অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতেন। অপরাহ্নকালে ভাগবতগণ সকলেই শ্রীঅদ্বৈত-সভায় আসিয়া মিলিতেন। শ্রীমুকুন্দদত্তের শ্রীহরিকীর্তনে বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে আনন্দের প্রবাহ ছুটিত। শ্রীনিমাইও তজ্জন্য শ্রীমুকুন্দের প্রতি অন্তরে অত্যন্ত প্রীতিবিশিষ্ট ছিলেন। শ্রীমুকুন্দকে দেখিলেই শ্রীনিমাই ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন, তখন

উভয়ের মধ্যে উহা লইয়া প্রেমের দ্বন্দ্ব চলিত। শ্রীশ্রীবাসাদি বয়োজ্যেষ্ঠ ভক্তগণকেও শ্রীনিমাই ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতে ছাড়িতেন না। শ্রীনিমাইর ভয়ে সকলেই তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন। এদিকে ভক্তগণ কৃষ্ণকথা ব্যতীত আর কিছুই শুনিতে ভালবাসিতেন না, আর নিমাইও ন্যায়ের ফাঁকি ব্যতীত তাঁহাদিগকে আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিতেন না।

একদিন শ্রীনিমাই পণ্ডিত ছাত্রগণের সহিত রাজপথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় শ্রীমুকুন্দও গঙ্গাস্নানে চলিয়াছিলেন। শ্রীনিমাইকে দেখিয়াই শ্রীমুকুন্দ লুকাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু শ্রীনিমাই শ্রীমুকুন্দের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সঙ্গী শ্রীগোবিন্দের নিকট এরূপ বলিলেন,—"বুঝিয়াছি, মুকুন্দ কেন পলাইতেছে। মুকুন্দ মনে করে যে, আমার সহিত দেখা হইলে বহির্মুখ-ব্যক্তির সম্ভাষণ হইয়া যাইবে! মুকুন্দের হৃদয়ের ভাব যে, সে নিজে বৈষ্ণব-শাস্ত্র পাঠ করে, আর আমি ব্যাকরণের পাঁজি, বৃত্তি, টীকা-প্রভৃতি জাগতিক শাস্ত্র পাঠ করি! আর বেশীদিন নয়, শীঘ্রই সে দেখিতে পাইবে,—আমি কত বড় বৈষ্ণব হই! আমি পৃথিবীর মধ্যে এত বড় বৈষ্ণব হইব যে, ব্রহ্মা-শিবাদি বৈষ্ণবগণ আমার দ্বারে গড়াগড়ি যাইবেন। যাহারা এখন আমাকে দেখিয়া পলাইতেছে, তাহারাই তখন কোটিকণ্ঠে আমার গুণ গান করিবে।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বর পুরীপাদ

‘ভক্তি-রসের আদি-সূত্রধার’ * ও ‘ভক্তিরস-কল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর’ † সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবসন্ন্যাসি-শিরোমণি শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পূর্ব-গুরু। ইঁহারই শিষ্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীপরমানন্দপুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দপুরী, শ্রীরঙ্গপুরী, শ্রীকেশবপুরী, শ্রীকৃষ্ণানন্দপুরী, শ্রীসুখানন্দপুরী, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় প্রভৃতি। সাক্ষাৎ বিষ্ণুতত্ত্ব ও ভগবান্ হইয়াও জীব-শিক্ষার জন্য শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বর্ণনানুসারে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে বার বৎসর বয়সে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তীর্থ-পর্যটনে বহির্গত হইয়া আট বৎসর-কাল যাবৎ ভারতের যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর প্রিয় শিষ্য—শ্রীঈশ্বরপুরী। ইনি ‘হালি-সহরে’র নিকটবর্তী ‘কুমারহট্টে’ ব্রাহ্মণ-বংশে আবির্ভূত হ’ন।

শ্রীনিমাই পণ্ডিত যখন নবদ্বীপে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার

* চৈঃ ভাঃ আঃ ৯।১৬০, † চৈঃ চঃ আঃ ৯।১০ ও ৮।৩৪

লীলা করিতেছিলেন, তখন একদিন ছদ্মবেশে শ্রীঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আসিয়া 'অদ্বৈত-সভায়' উঠিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য শ্রীঈশ্বরপুরীর অপূর্ব তেজঃ দেখিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী বলিয়া জানিতে পারিলেন। শ্রীমুকুন্দ তখন অদ্বৈত-সভায় একটি কৃষ্ণকীর্তন আরম্ভ করিলেন। শ্রীঈশ্বরপুরীর অঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমের অপূর্ব অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকারসমূহ প্রকাশিত হইল। পরে সকলেই এই প্রেমিক সন্ন্যাসীকে 'ঈশ্বরপুরী' বলিয়া জানিতে পারিলেন।

একদিন শ্রীনিমাই পণ্ডিত অধ্যাপনা করিয়া গৃহে ফিরিতে-ছিলেন, এমন সময় দৈবাৎ পথিমধ্যে ঈশ্বরপুরীর সহিত নিমাইর সাক্ষাৎকার হইল। শ্রীপাদ শ্রীঈশ্বরপুরী নিমাইর অপূর্বকান্তি দেখিয়া তাঁহার পরিচয় ও তাঁহার অধ্যাপিত শাস্ত্রের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীনিমাই শ্রীঈশ্বরপুরীকে নিজ-গৃহে ভিক্ষা করাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন এবং মহা-সমাদরে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। শ্রীশচীমাতা শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য রন্ধন করিয়া শ্রীঈশ্বরপুরীকে ভিক্ষা করাইলেন। শ্রীনিমাইর সহিত শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ বলিতে বলিতে শ্রীপুরীপাদ প্রেমে বিহ্বল হইলেন। নবদ্বীপে শ্রীগোপীনাথ আচার্যের গৃহে শ্রীপুরীপাদ কএক মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। শিশুকাল হইতেই পরমবিরক্ত শ্রীগদাধর পণ্ডিতের প্রেমের লক্ষণসমূহ দেখিয়া শ্রীঈশ্বরপুরী শ্রীগদাধরের প্রতি বড়ই স্নেহযুক্ত হইলেন এবং শ্রীগদাধরকে শ্রীপুরীপাদ তাঁহার স্ব-রচিত **'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত'**-পুঁথি পড়াইলেন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সমাপ্ত করিয়া প্রত্যহ

সন্ধ্যাকালে শ্রীনিমাই শ্রীঈশ্বপুরীকে নমস্কার করিবার জন্য শ্রীগোপীনাথের গৃহে যাইতেন। একদিন শ্রীঈশ্বরপুরী শ্রীনিমাই পণ্ডিতকে **'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত'** পুঁথির রচনায় কোথায়ও কোন দোষ আছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। শ্রীনিমাই পণ্ডিত বলিলেন,—"যে গ্রন্থ ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তের রচিত, তাহাতে কোন দোষ থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তি তাহাতে দোষ দর্শন করে, তাহারই দোষ, সে ব্যক্তিই অপরাধী ও মূর্খ। শুদ্ধভক্তের কবিত্ব যে-কোনরূপই হউক না কেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হ'ন। শ্রীকৃষ্ণের যাহাতে সন্তোষ, তাহাই সম্পূর্ণ নির্দোষ। ভক্তের বাক্যে ব্যাকরণাদি-ঘটিত কোন-প্রকার দোষ ভক্তিবশ ভাবগ্রাহী ভগবান্ গ্রহণ করেন না। এমন কোন্ দুঃসাহসী ব্যক্তি আছে, যে ঈশ্বরপুরীর ন্যায় মহাভাগবতের ভগবৎকথা-বর্ণনের মধ্যে দোষ ধরিতে সমর্থ হইবে?"

তথাপি শ্রীঈশ্বরপুরী স্বীয় গ্রন্থের সমালোচনার জন্য শ্রীনিমাই পণ্ডিতকে প্রত্যহই পুনঃ-পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এইভাবে শ্রীঈশ্বরপুরী শ্রীনিমাইর সহিত প্রত্যহ দুই চারি দণ্ড নানা-প্রকার বিচার করিতেন। একদিন শ্রীপুরী-পাদের রচিত একটি শ্লোক শুনিয়া নিমাই পণ্ডিত রঙ্গচ্ছলে জানাইলেন যে, ঐ শ্লোকস্থিত ধাতুটি 'আত্মনেপদী' না হইয়া 'পরস্মৈপদী' হইলেই ঠিক্ হয়। পরে আর একদিন শ্রীনিমাই শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট আসিলে পুরীপাদ নিমাইকে কহিলেন,—"তুমি যে ধাতুটি আত্মনেপদী বলিয়া স্বীকার কর নাই, আমি

কিন্তু উহাকে আত্মনেপদী-রূপেই সাধিয়াছি।” প্রভুও ভৃত্যের জয়-প্রদর্শন ও মহিমা-বর্ধনের জন্য তাহাতে আর কোন দোষারোপ করিলেন না। শ্রীঈশ্বরপুরী তীর্থ-পর্যটন করিবার উদ্দেশ্যে নবদ্বীপ হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শ্রীনিমাইর নগর-ভ্রমণ

সশিষ্য শ্রীনিমাই যথেচ্ছভাবে নগর-ভ্রমণ করিতেন। একদিন পথে শ্রীমুকুন্দের সহিত দৈবাৎ দেখা হইলে শ্রীনিমাই শ্রীমুকুন্দকে দূরে-দূরে থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন এবং তৎসঙ্গে জানাইয়া দেন যে, তাঁহার প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত শ্রীমুকুন্দের পরিত্রাণ নাই। শ্রীমুকুন্দ মনে করিয়াছিলেন, শ্রীনিমাইর কেবল ব্যাকরণ-শাস্ত্রেই অধিকার আছে, তাই শ্রীমুকুন্দ শ্রীনিমাইকে অলঙ্কার-শাস্ত্রের কতকগুলি কূট-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া নিরুত্তর করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু শ্রীনিমাই শ্রীমুকুন্দের সমস্ত কবিত্ব সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া তাহাতে নানাপ্রকার আলঙ্কারিক দোষ প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমুকুন্দ শ্রীনিমাইর চরণধূলি গ্রহণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—

মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা !
হেন শাস্ত্র নাহিক, অভ্যাস নাহি যথা ॥
—চৈঃ ভাঃ আঃ ১২।১৮

যাঁহারা মনে করেন, শ্রীনিমাই কেবল ব্যাকরণ-শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন, শ্রীমুকুন্দ তাঁহাদের সেই ভ্রান্ত ধারণা নিরাস করিয়াছেন।

আর একদিন শ্রীগদাধর পণ্ডিতের সহিত শ্রীনিমাইর সাক্ষাৎকার হইল। শ্রীনিমাই শ্রীগদাধরকে মুক্তির লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীগদাধর ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুযায়ী শ্রীনিমাই পণ্ডিতের নিকট মুক্তির লক্ষণ বর্ণন করিলে শ্রীনিমাই তাহাতে নানাপ্রকার দোষ প্রদর্শন করিলেন। "আত্যন্তিক দুঃখনাশই মুক্তির লক্ষণ"—শ্রীগদাধরের এই উক্তিকে নিমাই খণ্ডন করিলেন।

প্রত্যহ অপরাহ্ণে গঙ্গাতীরে বসিয়া শ্রীনিমাই ছাত্রগণের নিকট শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন। বৈষ্ণবগণও শ্রীনিমাইর শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনিয়া আনন্দিত হইতেন; কিন্তু তাঁহারা মনে-মনে ভাবিতেন,—শ্রীনিমাইর ন্যায় বিদ্বান্ ব্যক্তির কৃষ্ণভক্তি হইলেই সমস্ত সফল হইত। ভাগবতগণ "নিমাইর কৃষ্ণে মতি হউক"—অন্তরে অন্তরে সর্বদা এইরূপ প্রার্থনা করিতেন। কেহ বা প্রেমের স্বভাব-বশতঃ "নিমাইর কৃষ্ণভক্তি-লাভ হউক"—এইরূপ আশীর্বাদও করিতেন। প্রেমের এমনই স্বভাব, তাহাতে ভক্ত প্রেমাস্পদকে ঐশ্বর্যময় প্রভু-ভাবে না দেখিয়া পাল্যভাবে অনুভব করেন। নতুবা, যিনি স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও শ্রেষ্ঠকৃষ্ণভক্তের বেশে একদিন জগতে কৃষ্ণভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রকাশ করিবেন,

তাঁহাকেও "কৃষ্ণভক্তি-লাভ হউক" বলিয়া আশীর্বাদ করিবার রহস্য কি ? শ্রীশ্রীবাসাদি ভাগবতগণকে দেখিলেই শ্রীনিমাই নমস্কার করিতেন এবং ভক্তের আশীর্বাদ-ফলেই যে কৃষ্ণভক্তি সম্ভব, তাহা সকলকে জানাইতেন। বিধর্মিগণও শ্রীনিমাইকে একবার দর্শন করিলে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিত না।

একবার শ্রীনিমাই বায়ু-ব্যাধিচ্ছলে প্রেমভক্তির সাত্ত্বিক-বিকারসমূহ প্রকাশ করিলেন। তখন প্রেমস্বভাব বন্ধু-বান্ধবগণ শ্রীনিমাইর মস্তকে নানাবিধ পাকতৈল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। এই সময় শ্রীনিমাই কোন-কোন দিন আস্ফালন ও হুঙ্কারের সহিত নিজের স্বরূপ ও তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন।

শ্রীনিমাই দ্বিপ্রহরে শিষ্যগণের সহিত গঙ্গায় জলক্রীড়া করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন, শ্রীকৃষ্ণের পূজা, শ্রীতুলসীকে জলপ্রদান ও শ্রীতুলসীপরিক্রমা করিয়া শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর প্রদত্ত অন্ন ভোজন করিতেন; কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় অধ্যাপনার জন্য গমন এবং নগরে আসিয়া নাগরিকগণের সহিত সহাস্য সম্ভাষণ ও বিবিধ কৌতুক-বিলাসাদি করিতেন।

কোনদিন শ্রীনিমাই তন্তুবায়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া বস্ত্র যাচ্ঞা করিয়া ঐ-সকল দ্রব্য বিনামূল্যে গ্রহণ করিতেন। কোন দিন বা তিনি গোপগৃহে উপস্থিত হইয়া গোপগণকে দধি-দুগ্ধ আনিতে বলিতেন। গোপগণও নিমাইকে 'মামা' বলিয়া সম্ভাষণ ও নানাবিধ রহস্য করিয়া বিনামূল্যে প্রচুর দধি-দুগ্ধাদি

প্রদান করিতেন। শ্রীনিমাই পরিহাসচ্ছলে তাঁহাদের নিকট নিজতত্ত্ব প্রকাশ করিতেন। কোনও দিন গন্ধবণিকের গৃহ হইতে নানাবিধ দিব্যগন্ধ, কোনও দিন মালাকারের গৃহ হইতে নানাপ্রকার পুষ্পমাল্য, কোন দিন বা তাম্বূলীর গৃহ হইতে বিনামূল্যে তাম্বূলাদি গ্রহণ করিয়া শ্রীনিমাই তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিতেন। সকলে শ্রীনিমাইর অনুপম রূপদর্শনে মুগ্ধ হইয়া বিনামূল্যেই তাঁহাকে যাবতীয় বস্তু প্রদান করিতে পারিলে আপনাদিগকে ধন্যাতিধন্য মনে করিতেন। কোনও দিন শঙ্খ-বণিকের গৃহে উপস্থিত হইলে বণিক্ শ্রীগৌরনারায়ণের হস্তে শঙ্খ প্রদান করিয়া প্রণাম করিতেন, তৎপরিবর্তে কোন মূল্য চাহিতেন না।

একদিন শ্রীনিমাই কোনও এক দৈবজ্ঞের (জ্যোতিষীর) গৃহে উপস্থিত হইয়া স্বীয় পূর্ব-জন্মের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। দৈবজ্ঞ গোপাল-মন্ত্র জপ করিয়া গণনা করিতে উদ্যত হইবা-মাত্র বিবিধ ঈশ্বরতত্ত্ব ও অদ্ভুত রূপ-রাশি দর্শন করিতে লাগিলেন; ঐ সকল অদ্ভুত অতিমর্ত্য রূপ দেখিতে দেখিতে দৈবজ্ঞ সম্মুখস্থ শ্রীগৌরাঙ্গকে পুনঃ-পুনঃ ধ্যান করিতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের মায়ার প্রভাবে তাঁহাকে বুঝিতে পারিলেন না; পরমবিস্মিত হইয়া মনে করিলেন,—বোধ হয়, কোন মহামন্ত্রবিৎ অথবা কোন দেবতা তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মণ-বেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন।

একদিন শ্রীনিমাই খোলাবেচা-ব্রাহ্মণ শ্রীধরের গৃহে গমন

করিলেন। শ্রীশ্রীধর লোকচক্ষে অত্যন্ত দরিদ্র, তাঁহার পরিধানে শতচ্ছিদ্র বস্ত্র, তিনি জীর্ণশীর্ণ পর্ণকুটীরে বাস করেন, ঘরে তৈজসপত্র কিছুই নাই, সামান্য লৌহ-পাত্রে জল পান করেন, থোড-কলা-মোচা-প্রভৃতি সামান্য বস্তু বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পা'ন, তাহার দ্বারাই অতিশ্রদ্ধার সহিত ভগবানের সামান্য নৈবেদ্য সংগ্রহ করেন।

শ্রীনিমাই শ্রীধরের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি শ্রীলক্ষ্মীকান্তের সেবা কর, অথচ তোমার এই প্রকার দারিদ্র্য কেন? আর লোকে চণ্ডী, বিষহরি-প্রভৃতি দেবতাগণের পূজা করিয়া সাংসারিক কত উন্নতি করিতেছে!" উত্তরে শ্রীশ্রীধর বলিলেন,—"রাজা রম্যপ্রাসাদে বাস, উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন ও দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া যেরূপভাবে কাল কাটাইতেছেন, পক্ষিগণ বৃক্ষের উপরে কুলায় বাঁধিয়া ও নানাস্থান হইতে আহৃত যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য ভোজন করিয়াও তদ্রূপই কাল কাটাইতেছে। সকলেই নিজ-নিজ কর্মফল ভোগ করিতেছে।" শ্রীনিমাই বলিলেন,—"তোমার অনেক গুপ্তধন আছে, তুমি তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছ—দেখি, কতদিন লুকাইয়া রাখিতে পার, শীঘ্রই লোকের নিকট উহা প্রকাশ করিয়া দিব।" এইরূপে

রত্ন ঘরে থাকে, রাজা দিব্য খায়, পরে'।
পক্ষিগণ থাকে, দেখ, বৃক্ষের উপরে ॥
কাল পুনঃ সবার সমান হই' যায়।
সবে নিজ-কর্ম ভুঞ্জে ঈশ্বর-ইচ্ছায় ॥

—চৈঃ ভাঃ আ: ১২।১৮৯-১৯০

শ্রীনিমাই শ্রীশ্রীধরের সহিত রহস্যচ্ছলে ভক্তের মাহাত্ম্য উদ্‌ঘাটন করিতেন এবং শ্রীশ্রীধরের নিকট হইতে প্রত্যহ বিনামূল্যে থোড়-কলা-মূলা প্রভৃতি আদায় করিতেন।

একদিন আকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া শ্রীনিমাইর শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্রের ভাবের উদ্দীপনা হইল এবং সেইভাবে অপূর্ব্ব মুরলীধ্বনি করিতে লাগিলেন। একমাত্র শ্রীশচীমাতা ব্যতীত আর কেহই সেই মুরলীধ্বনি শুনিতে পাইলেন না। শ্রীশচীদেবী ঐ মধুর ধ্বনি শুনিতে পাইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইলেন,—শ্রীনিমাই বিষ্ণুমন্দিরের দ্বারে বসিয়া আছেন। শ্রীশচী সেখানে আসিয়া আর সেই বংশীধ্বনি শুনিতে পাইলেন না; কিন্তু দেখিলেন, পুত্রের বক্ষে সাক্ষাৎ চন্দ্রমণ্ডল শোভা পাইতেছে।

একদিন শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত পথে শ্রীনিমাইকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন,—"নিমাই! তুমি এখনও শ্রীকৃষ্ণভজনে মনোনিবেশ না করিয়া কেন বৃথা কাল কাটাইতেছ? রাত্রিদিন পড়িয়া ও পড়াইয়া তোমার কি লাভ হইবে? লোকে কৃষ্ণভক্তি জানিবার জন্যই পড়া-শুনা করে; যদি সেই কৃষ্ণভক্তিই না হইল, তাহা হইলে সেইরূপ নিষ্ফলা বিদ্যায় কি লাভ? অতএব আর বৃথা কাল নষ্ট করিও না।" শ্রীনিমাই নিজ-ভক্তের মুখে এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—"পণ্ডিত! তুমি ভক্ত, তোমার কৃপায় আমার নিশ্চয়ই কৃষ্ণভজন হইবে।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

দিগ্বিজয়ি-জয়

যখন শ্রীনিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপে অধ্যাপকগণের মুকুটমণি হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তখন সরস্বতীর বরপ্রাপ্ত এক দিগ্বিজয়ী মহাপণ্ডিত সকল দেশের পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে জয় করিয়া পণ্ডিত-সমাজের প্রধান কেন্দ্র নবদ্বীপের পণ্ডিতগণকে জয় করিতে আসিলেন। দিগ্বিজয়ীর সঙ্গে ছিল—হস্তী, অশ্ব ও বহু শিষ্য। দিগ্বিজয়ী সগর্বে আসিয়া পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী এইরূপ এক মহা-দিগ্বিজয়ীর আগমনের সংবাদ পাইয়া অতিশয় চঞ্চল ও চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন।

এদিকে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের ছাত্রগণ এই সংবাদ শ্রীনিমাইর নিকট জ্ঞাপন করিলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন,—'দর্পহারী ভগবান্ অহঙ্কারীর দর্প চিরদিনই হরণ করেন। ফলবান্ বৃক্ষ ও গুণবান্ জন চিরকালই বিনীত। হৈহয়, নহুষ, বেণ, বাণ, নরক, রাবণ প্রভৃতি নৃপগণ মহাদিগ্বিজয়ী বলিয়া অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়াছিল। অবশেষে ভগবান্ তাহাদের সকল গর্ব চূর্ণ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে নবাগত এই দিগ্বিজয়ীর অহঙ্কারও ভগবানই অচিরে চূর্ণ করিবেন।"—ইহা বলিয়া শ্রীনিমাই পণ্ডিত

সেইদিন সন্ধ্যাকালে ছাত্রগণের সহিত গঙ্গাতীরে বসিয়া দিগ্বিজয়ীর উদ্ধারের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। সেইদিন ছিল—পূর্ণিমা-তিথি ; নিশার প্রাক্কালেই দিগ্বিজয়ী শ্রীনিমাই পণ্ডিতের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীনিমাইর ছাত্রগণের নিকট হইতে অত্যদ্ভুত তেজঃকান্তিবিশিষ্ট শ্রীনিমাই পণ্ডিতের পরিচয় জ্ঞাত হইয়া দিগ্বিজয়ী নিমাইকে সম্ভাষণ করিলেন। শ্রীনিমাই দিগ্বিজয়ীকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন,—"শুনিয়াছি, আপনি কাব্যশাস্ত্রে অতুলনীয় পণ্ডিত। যদি আপনি পাপনাশিনী গঙ্গার মহিমা বর্ণন করেন, তবে তাহা শুনিয়া সকলের পাপ-তাপ দূর হইতে পারে।" শ্রীনিমাইর এই কথা শুনিবামাত্রই দিগ্বিজয়ী তৎক্ষণাৎ যুগপৎ শতমেঘ-গর্জন-ধ্বনির ন্যায় গম্ভীরস্বরে গঙ্গা-মহিমাত্মক শ্লোক অতি দ্রুতবেগে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সকলেই দিগ্বিজয়ীর ঐরূপ কবিত্ব-শক্তি দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইলেন। দিগ্বিজয়ী এক প্রহরকাল ঐরূপ অনর্গল শ্লোক উচ্চারণ করিয়া বিরত হইলে শ্রীনিমাই ঐ স্তবের মধ্য হইতে একটি পূর্ণ শ্লোক * উচ্চারণ করিয়া দিগ্বিজয়ীকে তাহা ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী ইহাতে বিস্মিত হইয়া শ্রীনিমাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি এতক্ষণ ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় শ্লোক পড়িয়া

* দিগ্বিজয়ীর রচিত শ্লোকটি এই :—

"মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তি-সুভগা।
দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা।"

গিয়াছি, আপনি কিরূপে উহার মধ্য হইতে এই শ্লোকটি স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন ?"

শ্রীনিমাই পণ্ডিত বলিলেন,—"আপনি যেরূপ দেবতার বরে শ্রেষ্ঠ কবি হইয়াছেন, তদ্রূপ কেহ শ্রুতিধরও হইতে পারেন।" শ্রীনিমাই পণ্ডিত দিগ্বিজয়ি-কৃত উক্ত শ্লোকের দোষ-গুণ বিচার করিতে বলিলে দিগ্বিজয়ী স্বকৃত শ্লোকের সমস্ত গুণই বর্ণনা করিলেন। তখন শ্রীনিমাই পণ্ডিত দিগ্বিজয়ীকে বলিলেন,— "যদি আপনি অসন্তুষ্ট না হ'ন, তবে আপনার কবিত্বের সম্বন্ধে কিছু বিচার করিতেছি,—আপনার উচ্চারিত শ্লোকটিতে 'অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ' (বা 'বিধেয়াবিমর্শ')-নামক দোষ দুইটী, 'বিরুদ্ধমতি' (বা 'বিরুদ্ধমতিকৃৎ')-নামক দোষ একটি, 'ভগ্নক্রম' (বা 'ভগ্ন-প্রক্রমতা')-নামক দোষ একটি, 'পুনরাত্ত' (বা 'সমাপ্তপুনরাত্ততা') -নামক দোষ একটি—সর্বসমেত এই পাঁচটী দোষ হইয়াছে। ইহাতে 'অনুপ্রাস' ও 'পুনরুক্তবদাভাস'—এই দুইটী শব্দালঙ্কার এবং 'উপমা,' 'বিরোধাভাস' ও 'অনুমান'—এই তিনটী অর্থালঙ্কার —সর্বসমেত এই পাঁচটী অলঙ্কার আছে। শ্লোকস্থ এই পঞ্চদোষ ও পঞ্চ-অলঙ্কারের বিচার ক্রমশঃ বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

(১) 'ইদং' (এই)—এই 'উদ্দেশ্য'-অংশ বা 'অনুবাদ'-পদটী 'মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ' (গঙ্গার মহত্ত্ব)—এই মূল 'বিধেয়'-অংশের

অর্থাৎ শ্রীগঙ্গাদেবীর এই মহত্ত্ব সর্বদা নিশ্চিতরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে যে, ইনি শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল হইতে উৎপত্তি-লাভের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীর ন্যায় ইঁহার চরণ সুর-নরগণ-কর্তৃক পূজিত হ'ন এবং ইনি ভবানীভর্তার (শ্রীশিবের) মস্তকে ধৃত হইয়া অদ্ভুত-গুণশালিনী হইয়াছেন।

পূর্বে উক্ত না হইয়া পরে উক্ত হওয়ায় 'অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ' দোষ ঘটিয়াছে। 'অনুবাদ' বা জ্ঞাত বস্তুর কথা পূর্বে উল্লেখ না করিয়া তৎসম্বন্ধীয় অজ্ঞাত বিষয় বা 'বিধেয়ে'র কথা পূর্বে বলিলে বাক্যের অর্থ-বোধে বাধা জন্মে। (২) 'দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব' (দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীর ন্যায়)—এই পদের সমাসে বিধেয়-বাচক 'দ্বিতীয়' শব্দের পরে অনুবাদ-বাচক 'শ্রীলক্ষ্মী' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ইহাতে 'অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ' দোষ ত' হইয়াছেই, অধিকন্তু সমাস করায় অর্থ গৌণ হইয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত শ্রীগঙ্গার তুল্যতা-বোধক বিবক্ষিত অর্থও বিনষ্ট হইয়াছে। (৩) 'ভবানী' শব্দে ভব-পত্নী বা শিব-পত্নী সতীকে বুঝায়। সুতরাং 'ভবানীভর্তা' পদে শিবকে বুঝাইলেও 'শিব-পত্নীর ভর্তা' অর্থাৎ শিব-পত্নী ভবানীর শিব-ব্যতীতও অপর একজন স্বামী আছেন—এইরূপ বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল অর্থ ব্যঞ্জিত হওয়ায় 'বিরুদ্ধমতিকৃৎ' নামক দোষ হইয়াছে। (৪) শ্লোকের চতুর্থপাদে 'ভবানীভর্তুর্যা শিরসি বিভবতি' (যিনি মহাদেবের মস্তকে বিরাজিত আছেন)—এই স্থলে 'বিভবতি' ক্রিয়াপদের উল্লেখেই বাক্য-সমাপ্তি হইয়াছে; বাক্য-সমাপ্তির পরে আবার 'অদ্ভুতগুণা' (অদ্ভুত-গুণশালিনী)—এই বিশেষণ-পদের প্রয়োগ করায় 'সমাপ্তপুনরাত্ততা'-নামক দোষ হইয়াছে। (৫) শ্লোকের প্রথম-পাদে 'ত' এর অনুপ্রাস, তৃতীয়-পাদে 'র' এর অনুপ্রাস এবং চতুর্থ-পাদে 'ভ' এর অনুপ্রাস আছে, কিন্তু দ্বিতীয়-পাদে কোন অনুপ্রাস না থাকায় শ্লোকের আদ্যন্ত একরূপ হয় নাই। সুতরাং

ইহাতে 'ভগ্নক্রম' নামে দোষ হইয়াছে। শ্লোকে এই পাঁচটী দোষ আছে।

এখন পঞ্চ-অলঙ্কারের বিচার শ্রবণ করুন। (১) শ্লোকের প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ—এই তিন পাদে 'অনুপ্রাস' অলঙ্কার আছে। (২) 'শ্রী' শব্দের একটী অর্থ 'লক্ষ্মী'। সুতরাং 'শ্রীলক্ষ্মী' বলিলে এক লক্ষ্মী-শব্দই যেন পুনরুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বস্তুতঃ ইহা পুনরুক্তি নহে। এ-স্থলে 'পুনরুক্তবদাভাস' নামক অলঙ্কার হইয়াছে। (৩) 'দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব' পদে উপমান লক্ষ্মীতে এবং উপমেয় গঙ্গায় অর্চনীয়স্বরূপ সমান-ধর্মের সম্বন্ধ থাকায় 'উপমা'-লঙ্কার হইল। (৪) সাধারণতঃ গঙ্গাতেই (জলেই) কমল জন্মে, কখনও কমল হইতে গঙ্গার (জলের) উৎপত্তি হয় না। শ্লোকস্থ 'এষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণ-কমলোৎপত্তি-সুভগা' (শ্রীবিষ্ণুর চরণ-কমল হইতে উৎপন্না বলিয়া এই গঙ্গা সৌভাগ্যবতী)—এই বাক্যে সাধারণ নিয়মের সঙ্গে বিরোধ মনে হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এস্থলে কোনও বিরোধ নাই; কারণ, ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে শ্রীবিষ্ণুর চরণ-কমল হইতে গঙ্গার জন্ম সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে 'বিরোধাভাস' অলঙ্কার হইয়াছে। (৫) শ্রীবিষ্ণুপাদোৎপত্তি-রূপ সাধনদ্বারা গঙ্গার মহত্ত্বরূপ সাধ্যবস্তুর সাধনে 'অনুমান' অলঙ্কার হইয়াছে।

এইভাবে যদিও এই শ্লোকটীতে পাঁচটী অলঙ্কার দেখা যাইতেছে, তথাপি পূর্বকথিত পাঁচটী দোষ থাকায় সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে। কারণ, ভরতমুনি বলেন,—

'রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ চেদ্বিভূষিতম্।
স্যাদ্‌বপুঃ সুন্দরমপি শিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্॥'

নানাভূষণে ভূষিত সুন্দর দেহ একমাত্র শ্বেতকুষ্ঠের দ্বারা দূষিত হইলে যেরূপ অনাদৃত হয়, তদ্রূপ কাব্য নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়াও উহাতে একটিমাত্র দোষ থাকিলে অনাদৃত হইয়া থাকে।"

অতঃপর দিগ্বিজয়ীর সমস্ত প্রতিভা ম্লান হইয়া পড়িল। শ্রীনিমাইর শিষ্যগণ হাস্য করিতে উদ্যত হইলে শ্রীনিমাই তাহাতে বাধা দিলেন এবং দিগ্বিজয়ীকে নানাভাবে আশ্বস্ত ও উৎসাহিত করিয়া সেই রাত্রির জন্য বিশ্রাম করিতে ও রাত্রিতে গ্রন্থাদি দেখিয়া পুনরায় পরদিন আসিতে বলিলেন।

দিগ্বিজয়ী অন্তরে অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, ষড়্‌দর্শনের অসামান্য পণ্ডিতকেও তিনি পরাজিত করিয়াছেন; কিন্তু আজ দৈবদুর্বিপাকবশতঃ শেষকালে শিশুশাস্ত্র-ব্যাকরণের একজন তরুণ অধ্যাপকের নিকট তাঁহাকে পরাভূত হইতে হইল। ইহার রহস্য কি? হয় ত' বা শ্রীসরস্বতী-দেবীর চরণেই তাঁহার কোন প্রকার অপরাধ ঘটিয়া থাকিবে—এই ভাবিয়া সরস্বতী-মন্ত্র জপ করিতে করিতে সেই কবি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন,—শ্রীসরস্বতীদেবী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীনিমাই পণ্ডিতের স্বরূপ বর্ণন-পূর্বক বলিতেছেন,—"শ্রীনিমাই ঠাকুর পৃথিবীর পণ্ডিত নহেন, ইনি সর্বশক্তিমান্ স্বয়ং ভগবান্; আমি তাঁহারই স্বরূপশক্তি

পরা বিদ্যার ছায়াশক্তি। এতদিনে তোমার মন্ত্রজপের ফল-লাভ হইয়াছে, তুমি অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডনাথের দর্শন পাইয়াছ, তুমি শীঘ্রই শ্রীনিমাইর চরণে ক্ষমা প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণ কর।"

দিগ্বিজয়ী নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়াই শ্রীনিমাইর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ও সরস্বতীদেবীর উপদেশ জানাইলেন। শ্রীনিমাই দিগ্বিজয়ীকে বেদের কথিত পরা বিদ্যার কথা জানাইলেন,—**ভক্তিই পরা বিদ্যা,** ভক্তিলাভই বিদ্যার অবধি। পরা বিদ্যা লাভ করিলে জীব তৃণাদপি সুনীচ হ'ন। পরবিদ্যাবধূর জীবনই শ্রীহরিনাম। রাজার রাজ্যসুখ, যোগীর যোগসুখ, জ্ঞানীর ব্রহ্মসুখ বা মুক্তিসুখ—সকলই পরা বিদ্যার নিকট অতি তুচ্ছ।

শ্রীনিমাই পণ্ডিত দিগ্বিজয়ীকে জয় করিলে নবদ্বীপের পণ্ডিত-গণ শ্রীনিমাইকে '**বাদিসিংহ**' পদবীতে ভূষিত করিতে ইচ্ছা করিলেন। দেশ-বিদেশে শ্রীনিমাইর কীর্তি বিঘোষিত হইল।

এই দিগ্বিজয়ীকে কেহ কেহ নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গাঙ্গুল্যভট্টের শিষ্য 'কেশবভট্ট', আবার কেহ বা ইহাকে 'কেশব কাশ্মীরী' বলিয়া নির্দেশ করেন। 'নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ে'র প্রধান গাদি 'সলিমাবাদে' ঐ সম্প্রদায়ের শিষ্য-পরম্পরার বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়,—গোপীনাথভট্টের শিষ্য কেশবভট্ট, কেশবভট্টের শিষ্য গাঙ্গুল্যভট্ট ও গাঙ্গুল্যভট্টের শিষ্য 'কেশব কাশ্মীরী'। 'শ্রীভক্তি-রত্নাকরে' গাঙ্গুল্যভট্টের স্থানে 'গোকুলভট্ট'-নাম দেখা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপালভট্ট,

গোস্বামী ‘শ্রীহরিভক্তিবিলাস’ ও উহার ‘দিগদর্শিনী’ টীকায় ‘ক্রমদীপিকা’র লেখক কেশবভট্টের নাম করিয়াছেন। পরবর্তি-কালে এই কেশবভট্টকে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে,—অনেকে এইরূপ বিচার করেন। পূর্বে ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুরই নিকট উপদেশ ও আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন। *

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

নিমাইর পূর্ববঙ্গ-বিজয় ও লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্ধান

শ্রীনিমাই তাঁহার গার্হস্থ্য-লীলায় জীবজগৎকে আদর্শ গৃহস্থ-ধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন। গৃহস্থ-ব্যক্তি গৃহের নিত্যপ্রভু শ্রীবিষ্ণুর বিধিমত পূজানুষ্ঠান করিবেন। তিনি শ্রীভগবানের প্রসাদ, বস্ত্র-প্রভৃতি উপকরণ অতিথি, বৈষ্ণব-অভ্যাগত ও সন্ন্যাসিগণকে বিতরণ করিবেন। ব্রাহ্মণ অযাচিত প্রতিগ্রহধর্ম স্বীকার করিলেও সমস্ত ভোজ্য-সামগ্রী, অর্থ, বস্ত্রাদি মুক্তহস্তে সৎপাত্রে ও দীন-দুঃখীকে দান করিবেন। অতিথিসম্মান, বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর সম্মান গৃহস্থের অপরিহার্য কর্তব্য; গৃহস্থ নিজপত্নীকে

* বিশেষ জানিতে হইলে ‘গৌড়ীয়’ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা (১৩৩৪ সাল) ৩-৫ পৃষ্ঠা ও শ্রীচৈতন্যভাগবতের ‘গৌড়ীয়ভাষ্য’ আঃ ৯৩।১৯ সংখ্যা আলোচ্য।

কখনও নিজের ভোগ-সুখে নিযুক্ত না করিয়া অতিথিগণের ও ভগবদ্ভক্ত সন্ন্যাসিগণের ভিক্ষার উপযোগী বিষ্ণুনৈবেদ্য-রন্ধনে ও বিষ্ণুসেবা-কার্যে নিযুক্ত করিবেন। গৃহস্থ যদি অত্যন্ত দরিদ্র হ'ন, তথাপি তৃণ, জল, আসন অথবা মধুর বাক্যের দ্বারা অতিথি-পূজা করিবেন। অতিথি-সেবা গৃহস্থ-মাত্রেরই পরমধর্ম।

প্রভু সে পরম-ব্যয়ী ঈশ্বর-ব্যভার।
দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার॥
দুঃখীরে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি'।
অন্ন, বস্ত্র, কড়ি-পাতি দেন গৌরহরি॥
নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে।
যা'র যেন যোগ্য প্রভু দেন সবাকারে॥

* * *

তবে লক্ষ্মীদেবী গিয়া পরম-সন্তোষে।
রান্ধেন বিশেষ, তবে প্রভু আসি' বৈসে॥
সন্ন্যাসিগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া।
তুষ্ট করি' পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া॥

* * *

গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম।
"অতিথির সেবা—গৃহস্থের মূল কর্ম॥
গৃহস্থ হইয়া অতিথি-সেবা না করে'।
পশু-পক্ষী হইতে 'অধম' বলি তা'রে॥"

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪শ অঃ

স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, জানিয়া শ্রীব্রহ্মা-শিব-শুক-ব্যাস-নারদাদি

ভিক্ষুকের বেশে ভগবৎপ্রসাদ-প্রাপ্তির লালসায় শ্রীমায়াপুরে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের গৃহে আগমন করিতেন।

আদর্শ কুলবধূ শ্রীলক্ষ্মীদেবী অরুণোদয়ের পূর্বেই বিষ্ণুগৃহের যাবতীয় কার্য, শ্রীবিষ্ণুপূজার সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত ও শ্রীতুলসীর সেবা করিতেন। শ্রীতুলসীর সেবা অপেক্ষা শ্বশ্রূমাতা শ্রীশচীদেবীর সেবায় শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সর্বদাই অধিক মনোযোগ ছিল।

কিছুকাল পরে শ্রীনিমাই পণ্ডিত অর্থ-সংগ্রহের ব্যপদেশে ছাত্রগণের সহিত পূর্ববঙ্গে গমন করিয়া পদ্মানদীর তীরে অবস্থান করিলেন। শ্রীনিমাইর পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া সেই স্থানে অসংখ্য ছাত্র শ্রীনিমাইর নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্বদেশে শুভবিজয় হইয়াছিল বলিয়াই আজও পূর্ববঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা শ্রীচৈতন্যের সংকীর্তনে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। তবে মধ্যে মধ্যে কতকগুলি পাষণ্ড-প্রকৃতির ব্যক্তি উদরভরণের সুবিধার জন্য আপনাদিগকে অবতার বলিয়া প্রচার-পূর্বক দেশবাসীর সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব ব্যতীত কলিকালে আর কোন ভগবদবতার নাই। রাঢ়দেশেও কতকগুলি লোক আপনাকে 'অবতার' বলিয়া জাহির করিয়াছে। *

শ্রীনিমাই পণ্ডিত যখন পূর্ববঙ্গে অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীগৌর-নারায়ণের বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া পতির পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে অন্তর্হিতা হ'ন।

শ্রীনিমাই পণ্ডিতের পূর্ববঙ্গে অবস্থান-কালে তথায় শ্রীতপন

---

* চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।৮২-৮৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

মিশ্র নামে এক মহাসৌভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই ব্রাহ্মণ নানালোকের নিকট ধর্মের নানাপ্রকার উপদেশ শুনিয়াছিলেন, কিন্তু জীবের পক্ষে কোন্‌টি সর্বাপেক্ষা পরম-মঙ্গলজনক সাধন ও সাধ্য (প্রয়োজন), তাহা নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া অতিশয় উদ্বেগে কালযাপন করেন; এমন সময় একদিন রাত্রিশেষে এক শুভ স্বপ্ন দর্শন করেন। তাহাতে তিনি এক দিব্যপুরুষকর্তৃক শ্রীনিমাই পণ্ডিতের নিকট গমন করিবার আদেশ প্রাপ্ত হ'ন। তপনমিশ্র শ্রীনিমাই পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলে, শ্রীনিমাই বলিলেন,—"তুমি অনুক্ষণ,—

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।'

এই ষোলনাম-বত্রিশ-অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র নির্বন্ধসহকারে গ্রহণ কর। ইহাই সর্বদেশ-কাল-পাত্রের একমাত্র সাধন ও প্রয়োজন। কপট-পরিত্যাগপূর্বক ঐকান্তিক হইয়া আর্তির সহিত এই নামের ভজন করিবে?"

শ্রীতপনমিশ্র শ্রীনিমাই পণ্ডিতের অনুগমন করিবার অনুমতি চাহিলেন। তাহাতে তিনি মিশ্রকে বলিলেন,—"তুমি শীঘ্র কাশী যাও, কাশীতে তোমার সহিত আমার পুনরায় মিলন হইবে।"

শ্রীনিমাই পণ্ডিত পূর্ববঙ্গ হইতে অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন-পূর্বক জননীর নিকট সমস্ত অর্থ সমর্পণ করিলেন। অনেক পাঠার্থী তাঁহার সহিত পূর্ববঙ্গ হইতে নবদ্বীপে আসিলেন।

গৃহে আসিয়া পণ্ডিত গৃহলক্ষ্মীর অন্তর্ধানের কথা শ্রবণ করিয়া মাতাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—

—"মাতা, দুঃখ ভাব' কি কারণে ?
ভবিতব্য যে আছে, সে খণ্ডিবে কেমনে ?
এইমত কাল-গতি, কেহ কারো নহে।
অতএব, 'সংসার অনিত্য' বেদে কহে ॥
ঈশ্বরের অধীন সে সকল-সংসার
সংযোগ-বিয়োগ কে করিতে পারে আর ?
অতএব যে হইল ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
হইল সে কার্য, আর দুঃখ কেনে তায় ?
স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি।
তাঁ'র বড় আর কে-বা আছে ভাগ্যবতী ?"

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৮৩-১৮৭

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

সদাচার-শিক্ষাদান

শ্রীনিমাই পণ্ডিত যখন মুকুন্দ-সঞ্জয়ের গৃহে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া অধ্যাপনা করিতেন, তখন যদি কোন ছাত্র কপালে ঊর্ধ্ব পুণ্ড্র * তিলক না দিয়া পড়িতে আসিতেন, প্রভু তাঁহাকে এইরূপ লজ্জা দিতেন যে, ঐ ছাত্র দ্বিতীয়বার আর তিলক না দিয়া

* বৈষ্ণবের কপালে যে ঊর্ধ্ব তিলক, উহার অপর নাম—'শ্রীহরিমন্দির'।

পড়িতে আসিতে পারিতেন না। শ্রীনিমাই পণ্ডিত বলিতেন,—"যে ব্রাহ্মণের কপালে তিলক নাই, বেদ সেই কপালকে শ্মশান-তুল্য বলিয়াছেন।" এই বলিয়া প্রভু ঐ ছাত্রকে পুনরায় তিলক-ধারণ করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিবার জন্য গৃহে পাঠাইয়া দিতেন। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্।
দ্রষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্মশানসদৃশং ভবেৎ ॥
শঙ্খচক্রোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাদি রহিতং ব্রাহ্মণাধমম্।
গর্দ্দভন্তু সমারোপ্য রাজা রাষ্ট্রাৎ প্রবাসয়েৎ ॥

—হঃ ভঃ বিঃ, ৪।১৮২, ২৪৮, গৌঃ গৌঃ গ্রঃ সং

ঊর্দ্ধ্ব পুণ্ড্র অর্থাৎ কপাল, উদর, বক্ষঃ, কণ্ঠ, দক্ষিণ-কুক্ষি, দক্ষিণ-বাহু, দক্ষিণ-স্কন্ধ, বাম-কুক্ষি, বাম-বাহু, বাম-স্কন্ধ, গ্রীবা ও কটি—এই দ্বাদশ স্থানে গোপীচন্দনাদির দ্বারা অঙ্কিত ঊর্দ্ধ্বমুখ শ্রীহরি-মন্দির-তিলক যেই মনুষ্য-শরীরে না থাকে, তাহা শ্মশানতুল্য, অতএব দর্শনযোগ্য নহে। শঙ্খ-চক্রাদি তিলক-চিহ্ন ও ঊর্দ্ধ্ব-পুণ্ড্রহীন ব্রাহ্মণাধমকে রাজা গর্দ্দভে আরোহণ করাইয়া তাঁহার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করাইয়া দিবেন।

আমরা ত' স্বাদেশিকতার কতই বড়াই করি; কিন্তু এই বঙ্গদেশেই অধ্যাপক ও ছাত্রগণের যে বেদ-সম্মত সদাচার অবশ্য পালনীয় ছিল, তাহাও এখন আমাদের নিকট লজ্জার বিষয় হইয়াছে! শিখা, তিলক, কণ্ঠে তুলসীমালিকা-ধারণ আধুনিক সভ্য-সমাজে যেন অসভ্যতার লক্ষণ ও উপহাসের বস্তু

হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—না হয়, উহা সাম্প্রদায়িকতার লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে ! ঐ সকল পরিত্যাগ করিয়া বেদবিরোধীর স্বেচ্ছাচারিতা বরণ করাই কি উদারতা ও সার্বজনীনতার আদর্শ ? অথবা সকলই কালের প্রভাব !

শ্রীনিমাই পণ্ডিতের ছাত্রগণ বাড়ী হইতে পুনরায় তিলক ধারণ করিয়া আসিলে তবে পণ্ডিতের নিকট পুনরায় পড়িবার অধিকার পাইতেন।

শ্রীনিমাই পণ্ডিত সকলের সহিতই নানারূপ হাস্যপরিহাস করিতেন,—বিশেষতঃ শ্রীহট্টবাসিগণের শব্দের উচ্চারণ লইয়া বেশ একটুকু রঙ্গরস করিতেন। কেবল পরস্ত্রীর সঙ্গে শ্রীনিমাই কোনপ্রকার হাস্যপরিহাস করিতেন না, তিনি পরস্ত্রীকে দৃষ্টিকোণেও দেখিতেন না। তিনি যে কেবল সন্ন্যাসলীলা প্রকাশ করিবার পরই পরস্ত্রী-সম্ভাষণে সাবধান ছিলেন, তাহা নহে ; গার্হস্থ্যলীলা-কালেও তিনি স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক ছিলেন। তিনি স্বীয় আচরণের দ্বারা এই আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন। ঠাকুর শ্রীমদ্বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

এই মতে চাপল্য করেন সবা' সনে।
সবে স্ত্রী-মাত্র না দেখেন দৃষ্টি-কোণে ॥
'স্ত্রী' হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণও না করিলা,— বিদিত সংসারে।
অতএব যত মহামহিম সকলে।
'গৌরাঙ্গ-নাগর' হেন স্তব নাহি বলে ॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।২৮-৩০

এতৎপ্রসঙ্গে সুবিজ্ঞ ভক্তিসিদ্ধান্তবিদ্ ব্যক্তিগণের জন্য কএকটী কথা বলা আবশ্যক। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্। তিনি সমস্ত প্রকৃতিরই নিত্যপতি। তিনি জীবশিক্ষার জন্য যে লীলা করিয়াছেন, তাহা জীবের অবশ্য পালনীয়, কিন্তু সেই বিধিদ্বারা বিভুচৈতন্য ভগবানকে বন্ধন করা যায় না। এজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

বিদ্যা-সৌন্দর্য-সদ্বেশ-**সম্ভোগ**,-নৃত্যকীর্তনৈঃ।
প্রেম-নাম-প্রদানৈশ্চ গৌরো দীব্যতি যৌবনে॥

—চৈঃ চঃ আঃ ১৭।৪

বিদ্যা, সৌন্দর্য, সুন্দরবেশ, **সম্ভোগ**, নৃত্য, কীর্তন, প্রেম-নাম-প্রদান লইয়া শ্রীগৌরসুন্দর যৌবনে লীলাবিলাস করিয়াছেন।

অণুচৈতন্য জীবের পক্ষে সম্ভোগ বন্ধনের কারণ; কিন্তু বিভু-চৈতন্য পরমেশ্বরের উহাই নিত্যস্বভাব। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীনিমাই পণ্ডিতের রূপ-বর্ণন-প্রসঙ্গে বিভিন্ন দ্রষ্টার বিভিন্নরূপে দর্শনের কথা বর্ণন করিয়াছেন,—

যতেক 'প্রকৃতি' দেখে মদন-সমান।
'পাষণ্ডী' দেখয়ে যেন যম বিদ্যমান॥
'পণ্ডিত' সকল দেখে যেন বৃহস্পতি।
এইমত দেখে সবে, যার যেন মতি॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১১।১০-১১

ইহাই শ্রীভগবানের ভগবত্তা। শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীবলদেবের সহিত কংস-রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখনও বিভিন্ন দ্রষ্টা বিভিন্নভাবে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন।

স্বয়ং **শ্রীল** ঠাকুর বৃন্দাবনও একাধিকবার বলিয়াছেন,—

বিশ্বম্ভর-মূর্তি যেন **মদন-সমান**।
দিব্য গন্ধ-মাল্য, দিব্য বাস-পরিধান ॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ৩।১৮২

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, **স্বয়ং** ভগবান্ শ্রীগৌরহরিতে সম্ভোগরস-বিগ্রহত্ব অবশ্যই আছে; নতুবা তাঁহার ভগবত্তা নিরর্থক হয়। নবদ্বীপবাসিনী প্রকৃতিগণও শ্রীগৌরহরিকে কোটিকন্দর্প-সুন্দর সম্ভোগরস-বিগ্রহরূপে দর্শন করিতে পারেন; কিন্তু **শ্রীগৌরলীলার বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রীগৌরহরি তাঁহার ব্রজলীলার শ্যামরূপের ন্যায় অপরের ঐরূপ দর্শনের বা সম্ভাষণের কোন প্রত্যুত্তর** (response) **প্রদান করেন নাই**। শ্রীস্বরূপ-রামরায়ের কথিত 'রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত' শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের আরাধনাই—শ্রীশ্রীগৌরলীলার পরম বৈশিষ্ট্য।

বিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীনিমাই পণ্ডিতের দ্বিতীয়বার বিবাহ

শ্রীনিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপে শ্রীমুকুন্দ-সঞ্জয়ের গৃহে অধ্যাপনার কার্যে নিযুক্ত আছেন, প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর-পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন, আবার অপরাহ্ণ হইতে অর্দ্ধরাত্র-পর্যন্ত পাঠ আলোচনা করিয়া থাকেন। ছাত্রগণ একবৎসর-কাল শ্রীনিমাইর নিকট অধ্যয়ন করিয়াই সিদ্ধান্তে পণ্ডিত হ'ন।

এদিকে শ্রীশচীমাতা পুত্রের দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। শ্রীনবদ্বীপে শ্রীসনাতন মিশ্র-নামক এক পরম বিষ্ণুভক্ত, পরোপকারী, অতিথিসেবা-পরায়ণ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার অবস্থাও স্বচ্ছল ছিল; তাঁহার পদবী ছিল—'রাজপণ্ডিত'। শ্রীকাশীনাথ পণ্ডিতকে ঘটক করিয়া শ্রীশচীমাতা শ্রীসনাতন মিশ্রের পরমা ভক্তিমতী কন্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শ্রীনিমাইর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিলেন। শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান্ নামে এক ধনাঢ্য সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পণ্ডিতের এই বিবাহের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিলেন। শুভদিনে শুভলগ্নে মহা-সমারোহের সহিত অধিবাস-উৎসব সম্পন্ন হইল। শ্রীনিমাইপণ্ডিত একটি সুসজ্জিত দোলায় চড়িয়া গোধূলি-লগ্নে রাজপণ্ডিতের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিবাহের শোভাযাত্রা অতুলনীয় হইয়াছিল। পরম সমারোহের

সহিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ-স্বরূপ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গের বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। একমাত্র শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি কামনা করিয়া শ্রীসনাতনমিশ্র শ্রীনিমাই পণ্ডিতের হস্তে দুহিতাকে অর্পণ ও জামাতাকে বহুবিধ যৌতুক প্রদান করিলেন। পরদিন অপরাহ্নে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত দোলায় আরোহণ করিয়া শ্রীনিমাই পণ্ডিত পুষ্পবৃষ্টি ও গীত-বাদ্য-নৃত্যাদির সহিত নিজ-গৃহে শুভ-বিজয় করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীগয়া-যাত্রা

একদিকে শ্রীনিমাই পণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপে অধ্যাপকের লীলা প্রকাশ করিতেছিলেন, অপর দিকে নবদ্বীপে ভক্তিবিরোধী নানা-প্রকার মতবাদ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল। কতকগুলি লোক শ্রীভগবানের সেবার কথা কাণে শুনিতেই পারিত না। তাহারা অযথা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করিত। *

আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে বিচার করিয়া

* চতুর্দ্দিকে পাষণ্ড বাড়য়ে গুরুতর।
'ভক্তিযোগ' নাম হইল শুনিতে দুষ্কর॥
নিরবধি বৈষ্ণব-সবেরে দুষ্টগণে।
নিন্দা করি' বুলে, তাহা শুনেন আপনে॥

—চৈ: ভা: আ: ১৭।৫, ৮

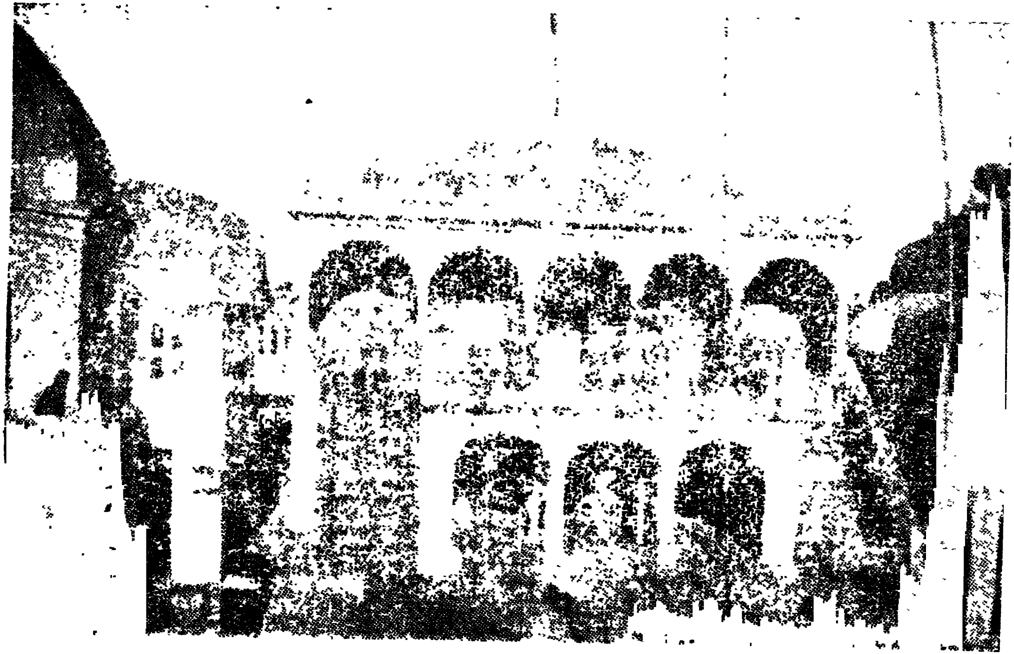
শ্রীনিমাই পণ্ডিত পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-কার্য-সম্পাদনের ছলে বহু-শিষ্য-সঙ্গে শ্রীগয়া-যাত্রার অভিনয় করিলেন। পণ্ডিতের এই গয়া-যাত্রার গূঢ় উদ্দেশ্য সাধারণ লোকে বুঝিতে পারিল না।

পথে যাইতে যাইতে শ্রীনিমাই নানাপ্রকার পশু-পক্ষীর কৌতুক ও স্বচ্ছন্দবিহার দেখিয়া সঙ্গের লোকদিগকে জানাইলেন,—

লোভ-মোহ কাম-ক্রোধে মত্ত পশুগণ।
কৃষ্ণ না ভজিলে এইমত সবজন॥
সঙ্গিগণে হাসিয়া বুঝান ভগবান্।
যে বুদ্ধি পশুতে, সে মানুষে বিদ্যমান॥
কৃষ্ণজ্ঞান নাহি মাত্র পশুর শরীরে।
মনুষ্যে না ভজে কৃষ্ণ—'পশু' বলি তাঁরে॥

—চৈঃ মঃ আঃ, কৈঃ লীঃ—গয়াযাত্রা ২৫-২৭

শ্রীনিমাই চলিতে চলিতে 'চির'-নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় স্নানাহ্নিক করিয়া 'মন্দার'-পর্বতে আসিলেন। যেমন, শ্রীমথুরায়—'শ্রীকেশব', শ্রীনীলাচলে—'শ্রীপুরুষোত্তম', শ্রীপ্রয়াগে—'শ্রীবেণীমাধব'; কেরলদেশ, দাক্ষিণাত্য ও আনন্দারণ্যে—'শ্রীবাসুদেব', 'শ্রীপদ্মনাভ' ও 'শ্রীজনার্দন'; শ্রীবিষ্ণুকাঞ্চীতে—'শ্রীবরদরাজ-বিষ্ণু', শ্রীমায়াপুরে (শ্রীহরিদ্বার ও শ্রীধাম-মায়ার-নবদ্বীপে)—'শ্রীহরি'; তেমনি শ্রীমন্দারে—'শ্রীমধুসূদন'। পণ্ডিত শ্রীনিমাই এই স্থানে ১৪২৭ শকাব্দায় বা ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে আগমন করিয়াছিলেন। তখন পর্বতের নিম্নে শ্রীমধুসূদন-শ্রীবিগ্রহ অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মাঙ্কিত এই পুণ্যতম স্থানের



শ্রীমন্দারে শ্রী.মধুসূদনদেবের বর্তমান শ্রীমন্দির



শ্রীগৌরপাদাঙ্কিত শ্রীমন্দারপর্বত ও উপত্যকা ; পর্বতপাদপ্রদেশে দক্ষিণে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরপাদপদ্মের শ্রীমন্দির, তৎপার্শ্বে শ্রীমধুসূদনদেবের পুরাতন শ্রীমন্দির ও ভগ্নাবশেষ।

স্মৃতিপূজার জন্য তথায় শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজ গোলোকগত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ইংরেজী ১৯২৯ সালের ১৫ই অক্টোবর 'শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ' স্থাপন করিয়া ইহার উপর একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীনিমাই পণ্ডিত গয়াভিমুখে আসিবার কালে লোকানুকরণে দেহে জ্বর প্রকাশ করিয়া এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের পাদোদক-পানে স্বীয় জ্বর-মুক্তির অভিনয় করিলেন। শ্রীনিমাইর এই লীলার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধারণ লোক জানিতে পারিল না। ব্রাহ্মণের পাদোদকের দ্বারা জীবের ত্রিতাপজ্বালা নষ্ট হয় এবং বৈষ্ণবের পাদোদকের দ্বারা জীবের কৃষ্ণপ্রেম-লাভ হয়,—এই শিক্ষা-প্রদানই ছিল শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য; আবার সাধারণ লোক যাহাতে তাঁহাকে সামান্য মনুষ্যমাত্র জ্ঞান করিয়া তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে না পারে—ইহাও ছিল তাঁহার অপর এক উদ্দেশ্য। কারণ, তিনি 'প্রচ্ছন্ন অবতারী'। ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিয়া তৎপ্রসঙ্গে শ্রীনিমাই পণ্ডিত বলিলেন,—

কৃষ্ণ না ভজিলে 'দ্বিজ নহে কদাচিত।
পুরাণ-প্রমাণ এই শিক্ষা আছে নীত॥
চণ্ডালোঽপি মুনেঃ শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥ *

—চৈঃ মঃ আঃ, কৈঃ লীঃ—গয়াযাত্রা ৫১-৫২

---

* বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ চণ্ডালকুলোদ্ভূত ব্যক্তিও ব্রাহ্মণ-মুনি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু বিষ্ণুভক্তিশূন্য ব্রাহ্মণ চণ্ডাল অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনও মহাপ্রভুর এই বিপ্র-পাদোদক-পানের রহস্য এইরূপ বলিয়াছেন,—

যে তাহান দাস্য-পদ ভাবে নিরন্তর।
তাহান অবশ্য দাস্য করেন ঈশ্বর॥
অতএব নাম তাঁর 'সেবক-বৎসল'।
আপনে হারিয়ে বাড়ায়েন ভৃত্য-বল॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।২৫-২৬

শ্রীনিমাই শিষ্যগণ-সহ ক্রমশঃ 'পুন্‌পুন্' তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে 'পুনপুন্' নদী প্রবাহিতা। ইহা পাটনার ঠিক্ পরবর্ত্তী 'পুনপুন্' ষ্টেশনের নিকট অবস্থিত।

পুন্‌পুন্ তীর্থে আসিয়া শ্রীনিমাই পিতৃদেব-পূজা করিলেন এবং তৎপরে গয়ায় আসিলেন। গয়ায় ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ও পিতৃপূজা করিয়া 'চক্রবেড়' তীর্থে শ্রীগদাধরের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিলেন। এস্থানে ব্রাহ্মণগণের মুখে শ্রীগদাধরের শ্রীচরণ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া শ্রীনিমাই প্রেমের সাত্ত্বিক-বিকারসমূহ প্রকাশ করিলেন। এতদিনে মহাপ্রভু জগতের নিকট আত্ম-প্রকাশ করিলেন। এতদিন ভক্তগণও নিমাইকে পণ্ডিত বলিয়া জানিতেন, তাঁহার 'ফাঁকি'-জিজ্ঞাসার ভয়ে দূরে-দূরে পলাইয়া থাকিতেন, এতাবৎ-কাল মহাপ্রভু জগতে প্রেমভক্তি-প্রদানের লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু গয়ায় আসিয়া মহাপ্রভু তাঁহার প্রেমভক্তির উৎস-উদ্‌ঘাটনের প্রথম সূচনা করিলেন। বেগবতী গঙ্গোত্রীধারার ন্যায় শ্রীনিমাইর নয়ন হইতে প্রেমাশ্রু-গঙ্গা প্রবাহিত হইতে লাগিল। দৈবযোগে

সেই স্থানে শ্রীঈশ্বরপুরীর সহিত শ্রীনিমাইর সাক্ষাৎকার হওয়ায় উভয়ের দর্শনে উভয়ের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের প্রবল তরঙ্গ প্রবাহিত হইল। মহাপ্রভু তাঁহার গয়াযাত্রার মূল-উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া কহিলেন,—

প্রভু বলে,—"গয়া-যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেহ,—যা'রে পিণ্ড দেয়, তরে' সেই জন॥
তোমা' দেখিলেই মাত্র কোটি-পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ববন্ধ পায় বিমোচন॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান॥
সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে॥
'কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত-রস পান।
আমারে করাও তুমি'—এই চাহি দান॥"

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।৫০-৫৫

শ্রীনিমাই পণ্ডিত বিশ্বকে জানাইলেন যে, সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থফল—'সাধুসঙ্গ'। যতকাল মানবের ভাগ্যে সদ্‌গুরুর দর্শনলাভ না হয়, যতদিন না জীব সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া ভগবানের সেবা-মাধুরী উপলব্ধি করিতে পারে, ততদিনই তাহাদের গয়া-শ্রাদ্ধ, তীর্থস্নান, লৌকিক-পূজা-পার্বণ, দান-ধ্যানাদি বেদবিহিত সৎকর্মে অধিকার—ততদিনই ঐ কার্যের জন্য রুচি ও প্রয়োজনীয়তা

উপলব্ধ হয়। গয়ায় পিণ্ড দান করিলে যাঁহার উদ্দেশ্যে পিণ্ড দান করা হয়, কেবল তাঁহারই সাময়িক ক্লেশ-শান্তি হয়; কিন্তু বৈষ্ণব, গুরু ও সাধুর দর্শন-মাত্রই কোটি কোটি পিতৃপুরুষ উদ্ধার লাভ করেন। অতএব মহতের শ্রীপাদপদ্মের সহিত তীর্থ সমান নহে। মহতের শ্রীপাদপদ্ম-রেণুর এত বল যে, তাহা শ্রীকৃষ্ণপাদ-পদ্মের প্রেমামৃত-রস পান করাইতে পারেন।

যে-কাল পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যদেব জগতে আবির্ভূত হইয়া সার্ব-ভৌম-ধর্ম শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্তন-প্রচারলীলা প্রকট করেন নাই, সে-কাল পর্যন্তই সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণাদিতে স্নান-দানাদি পুণ্য কর্মকে লোকে বহুমানন করিতেন। যে-কাল পর্যন্ত শ্রীনিমাই পণ্ডিত শ্রীঈশ্বরপুরীর ন্যায় কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ মহতের নিকট আত্ম-সমর্পণ করি-বার লীলা প্রদর্শন না করিয়াছিলেন, সে-কাল পর্যন্তই তিনি গয়া শ্রাদ্ধাদি কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা লোককে জানাইয়াছিলেন। যাঁহারা একান্তভাবে মহতের পদাশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-প্রীতিকে পরম প্রয়োজনরূপে অনুভব করেন, তাঁহাদের আর পৃথগ্‌ভাবে গয়াশ্রাদ্ধ বা পিণ্ড-প্রদানের আবশ্যকতা থাকে না, —ইহাই মহাপ্রভুর শিক্ষা। * কিন্তু শরণাগতের অনুকরণে অধিকার বিপর্যয় করিলে 'ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ' হইতে হয়, ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য।

* এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্তনং স্মরণং প্রভোঃ।
কুর্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে।
—হঃ ভঃ বিঃ ২০শ বিলাসের উপসংহারধৃত-'বিষ্ণুরহস্য'-বাক্য

শ্রীনিমাই পণ্ডিত শ্রাদ্ধাদি-কার্য সমাপন করিয়া নিজের বাসায় ফিরিয়া আসিলেন এবং স্বহস্তে রন্ধন করিলেন। এমন সময় কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট শ্রীঈশ্বরপুরীপাদও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীনিমাই যে অন্ন পাক করিয়াছিলেন, উহার সমস্তই শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে ভিক্ষা করাইবার জন্য স্বহস্তে পরিবেশন করিলেন।

একদিন একান্তে শ্রীনিমাই পণ্ডিত শ্রীপুরীপাদের নিকট অত্যন্ত দীনতার সহিত মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা করায় শ্রীপুরীপাদ সানন্দে শ্রীনিমাই পণ্ডিতকে দশাক্ষর-মন্ত্র-দীক্ষা প্রদান করিলেন। শ্রীনিমাই পণ্ডিত শ্রীঈশ্বরপুরীকে পরিক্রমণ করিয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ এবং কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিলেন। সর্ব-জগতের গুরু লোকশিক্ষার জন্য গুরু-পদাশ্রয়ের লীলা প্রকাশ করিলেন। মহতের চরণাশ্রয় করিয়া সর্বাত্মা সমর্পণ না করিলে কেহই কোন দিন পরমার্থ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না, ইহা শিক্ষা দিবার জন্যই সর্বজগদ্‌গুরুর গুরু শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের গুরু-গ্রহণ-লীলা-প্রকাশ।

শ্রীনিমাই পণ্ডিত শ্রীঈশ্বরপুরীর সহিত কিছুকাল গয়ায় অবস্থান করিলেন। অবশেষে আত্মপ্রকাশের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। দিনে-দিনে তাঁহার প্রেমভক্তির সাত্ত্বিক-বিকারসমূহ প্রকাশিত হইতে লাগিল। একদিন তিনি নির্জনে বসিয়া ইষ্টমন্ত্র ধ্যান করিবার কালে কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া "কৃষ্ণ রে! বাপ রে! আমার জীবন-সর্বস্ব হরি, তুমি আমার প্রাণ চুরি করিয়া

কোথায় লুকাইলে ?"—এইরূপে আত্মনাদ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরম গম্ভীর শ্রীনিমাই পণ্ডিত অতিশয় বিহ্বল হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন—উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছেন! সঙ্গের ছাত্রগণ আসিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিবার জন্য কতই-না চেষ্টা করিলেন, কিন্তু—

প্রভু বলে,—"তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
মুই আর না যাইমু সংসার-ভিতরে॥
মথুরা দেখিতে মুই চলিমু সর্বথা।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা॥"

—শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।১২৩-১২৪

ছাত্রগণ কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত পণ্ডিতকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণবিরহিণী গোপীর ভাবে মগ্ন নিমাই কোন কথায়ই সোয়াস্তি পাইলেন না. অবশেষে একদিন রাত্রিশেষে গভীর কৃষ্ণবিরহে উন্মত্ত হইয়া মথুরার দিকে ধাইয়া চলিলেন, উচ্চৈঃস্বরে "কৃষ্ণ রে! বাপ রে মোর! তোমাকে কোথায় পাইব?" —এইরূপ উচ্চারণ করিতে করিতে ছুটিলেন। কিয়দ্দূর যাইতেই এক আকাশবাণী হইল,—

*   *   *

এখনে মথুরা, না যাইবা দ্বিজমণি!
যাইবার কাল আছে, যাইবা তখনে।
নবদ্বীপে নিজ-গৃহে চলহ এখনে॥
তুমি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ লোক নিস্তারিতে।
অবতীর্ণ হইয়াছ সবার সহিতে।

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডময় করিয়া কীর্তন।
জগতেরে বিলাইবা প্রেমভক্তি-ধন॥
সেবক আমরা, তবু চাহি কহিবার।
অতএব কহিলাঙ চরণে তোমার॥

— চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।১২৯-১৩২, ১৩৫

আকাশবাণী জানাইয়া দিল—নিমাইর এখনও গৃহত্যাগের কাল উপস্থিত হয় নাই। সম্প্রতি কিছুকাল তাঁহার জন্মভূমি শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলেই প্রেমভক্তি বিতরণ করা আবশ্যক। আকাশ-বাণী শুনিয়া শ্রীনিমাই পণ্ডিত নিবৃত্ত হইলেন এবং বাসস্থানে ফিরিয়া শ্রীঈশ্বরপুরীর আজ্ঞা-গ্রহণপূর্বক ছাত্রগণের সহিত শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

অদ্ভুত ভাবান্তর

'গয়া' হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীনিমাই পণ্ডিত সকলের নিকট গয়ার বিবরণ বর্ণন করিতে লাগিলেন। নির্জনে শ্রীমান্ পণ্ডিতাদি কএকজন নবদ্বীপবাসী অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট গয়াধামের শ্রীবিষ্ণু-পাদ-তীর্থের কথা উচ্চারণ করিতেই শ্রীনিমাইর দেহে অপূর্ব প্রেমের বিকার প্রকাশিত হইল। ভক্তগণ শ্রীনিমাইর সেই প্রেম-বিকার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

শ্রীনিমাই পণ্ডিত বাহ্যদশা লাভ করিয়া শ্রীমান্ পণ্ডিত প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আজ তোমরা নিজ নিজ গৃহে গমন কর। কল্য প্রাতঃকালে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে আসিও সেই স্থানেই তোমাদের নিকট আমার দুঃখের কথা জানাইব।"

পরদিন প্রত্যূষে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের বহির্বাটীতে শ্রীগদাধর, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীরামাই ও শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ পরস্পর কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে পুষ্প চয়ন করিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীশ্রীমান্ পণ্ডিতও তথায় উপস্থিত হইয়া হাসিতে হাসিতে বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীনিমাই পণ্ডিতের অত্যদ্ভুত ভাবান্তরের কথা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীশ্রীমানের এই কথা শুনিয়া সকলেই মহানন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলিন। প্রথমেই শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন,—

"গোত্রং নো বর্ধতাম্।
গোত্র বাড়াউন কৃষ্ণ আমা সবাকার'।"

—চৈঃ চঃ মঃ ১।৭৩-৭৪

তখন,—

"তথাস্তু তথাস্তু" বলে ভাগবতগণ।
"সবেই ভজুক কৃষ্ণচন্দ্রের চরণ॥"

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১।৭৬

শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে শ্রীশ্রীমান্ পণ্ডিত, শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীগদাধর পণ্ডিত ও শ্রীসদাশিব প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ সম্মিলিত হইলেন। শ্রীনিমাই পণ্ডিত ইঁহাদের নিকট ভগবদ্বিরহে উদ্দীপ্ত হইয়া "কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ! তুমি দেখা দিয়া

কোথা লুকা'লে!"—এইরূপ বলিতে বলিতে মূর্ছিত হইলেন। ভক্তগণও তখন প্রেমানন্দে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছুকাল পরে বিশ্বম্ভর বাহ্যদশা প্রকাশ করিয়া আবার উচ্চৈস্বরে এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন,—

"কৃষ্ণ রে, প্রভু রে, মোর কোন্ দিকে গেলা?"

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১।৯১

কাঁদিতে কাঁদিতে আবার ভূমিতে পতিত হইলেন, ভক্তগণও তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উচ্চকীর্তন-রোল ও প্রেমক্রন্দনে শ্রীশুক্লাম্বরের গৃহ মুখরিত হইল।

শ্রীশচীমাতা পুত্রের এই ভাব দেখিয়া বাৎসল্য-প্রেমের স্বভাব-বশতঃ অন্তরে আশঙ্কিতা হইলেন এবং পুত্রের মঙ্গলের জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। সময় সময় শ্রীশচী মাতা পুত্রবধূকে আনিয়া পুত্রের নিকট বসাইতেন, কিন্তু কৃষ্ণ-বিরহে উন্মত্তপ্রায় শ্রীনিমাই সেদিকে দৃষ্টিপাতও করিতেন না। * কেবল সর্বক্ষণ 'কোথা কৃষ্ণ,' 'কোথা কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন ও হুঙ্কার করিতেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ভয়ে পলাইয়া যাইতেন, শ্রীশচীদেবীও ভয় পাইতেন। কৃষ্ণবিরহ-বিধুর নিমাইর রাত্রিতে নিদ্রা ছিল না, কখনও উঠিতেন, কখনও বসিতেন, কখনও ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতেন। কিন্তু বাহিরের লোক দেখিলে তিনি নিজের অন্তরের ভাব গোপন করিতেন।

---

* লক্ষ্মীরে আনিঞা পুত্র-সমীপে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়॥

চৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৩৭

একদিন প্রাতঃকালে শ্রীনিমাই পণ্ডিত গঙ্গা-স্নান করিয়া আসিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার পূর্ব্বের ছাত্রগণ পাঠ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ছাত্রগণের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে শ্রীনিমাই পণ্ডিত পড়াইতে বসিলেন. ছাত্রগণ 'হরি' বলিয়া পুঁথি খুলিলেন। ইহাতে পণ্ডিত অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ; হরিনাম শুনিয়াই তাঁহার 'বাহ্যজ্ঞান' লোপ পাইল। শ্রীনিমাই পণ্ডিত আবিষ্ট হইয়া সূত্র, বৃত্তি, টীকায় কেবল হরিনাম ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণনাম ছাড়া আর কোথাও কিছু নাই—

প্রভু বলে,—"সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্ব্বশাস্ত্রে 'কৃষ্ণ' বই না বলয়ে আন॥
হর্ত্তা. কর্ত্তা, পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ ভব-আদি, সব—কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি' যে আর বাখানে।
বৃথা জন্ম যায় তা'র অসত্য-বচনে॥
আগম-বেদান্ত-আদি যত দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে 'কৃষ্ণপদে ভক্তিধন'॥
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥

* * *

কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি' যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্রমর্ম নাহি জানে॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম, অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে॥

পড়িঞা-শুনিঞা লোক গেল ছারে-খারে ।
কৃষ্ণ-মহামহোৎসবে বঞ্চিলা তাহারে ॥”

—চৈঃ ভাঃ মঃ, ১ম অঃ

শ্রীনিমাই পণ্ডিত ছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আজ আমি কিরূপ সূত্র-ব্যাখ্যা করিলাম ?” ছাত্রগণ বলিলেন,—“আপনার ব্যাখ্যা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, আপনি প্রত্যেক শব্দকেই কৃষ্ণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, ইহার তাৎপর্য কি ? পণ্ডিত বলিলেন,—“আজ পুঁথি বাঁধিয়া রাখ, চল, গঙ্গাস্নানে যাই।” গঙ্গাস্নান করিয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, শ্রীতুলসীকে জল দিলেন, যথাবিধি শ্রীগোবিন্দপূজা করিলেন, তুলসীমঞ্জরীসহ শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করিয়া প্রসাদ সেবন করিলেন ।

শ্রীশচীমাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—“নিমাই ! তুমি আজ কি পুঁথি পড়িলে ?” নিমাই তদুত্তরে বলিলেন,—

* * —“আজ পড়িলাঙ কৃষ্ণনাম ।
সত্য কৃষ্ণ চরণ কমল গুণধাম ॥
সত্য কৃষ্ণ-নাম-গুণ শ্রবণ-কীর্তন ।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে-যে জন ॥
সেই শাস্ত্র সত্য—কৃষ্ণভক্তি কহে যা'য় ।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায় ॥”

—চৈ ভাঃ মঃ ১।১৯৩-১৯৫

ভগবদবতার শ্রীকপিলদেব যেইরূপ মাতা শ্রীদেবহূতিকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীনিমাই পণ্ডিতও স্বীয়-জননীকে ভাগবত-ধর্মের কথা উপদেশ করিলেন, জীবের জন্ম-

মরণমালা ও গর্ভবাস-দুঃখের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন, কৃষ্ণসেবা-ব্যতীত মঙ্গলের আর উপায় নাই,—

জগতের পিতা—কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম-জন্ম তাপ ॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১।২০২

শ্রীনিমাই পণ্ডিত আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে অহর্নিশ কৃষ্ণ-ভিন্ন অন্য কোন কথা শুনেন না, বা বলেন না। ছাত্রগণ প্রত্যুষে তাঁহার নিকট পড়িবার জন্য আসেন, কিন্তু পড়াইতে বসিয়া পণ্ডিতের মুখে 'কৃষ্ণ'-শব্দ-ব্যতীত আর কিছুই আসে না,—

"সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ" * —বলে শিষ্যগণ।
প্রভু বলে,—"সর্ব-বর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ ॥"
শিষ্য বলে,—"বর্ণ সিদ্ধ হইল কেমনে ?"
প্রভু বলে,—"কৃষ্ণ-দৃষ্টিপাতের কারণে ॥" †
শিষ্য বলে,—"পণ্ডিত, উচিত ব্যাখ্যা কর'।"
প্রভু বলে,—"সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ সোঙর ॥

* 'কলাপ' বা 'কাতন্ত্র'-ব্যাকরণের প্রথম সূত্রে—"সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ" অর্থাৎ স্বর ও ব্যঞ্জন-বর্ণের পাঠক্রম—চিরপ্রসিদ্ধ। প্রভুর ছাত্রগণ কলাপ-ব্যাকরণের প্রথম সূত্র উচ্চারণপূর্বক বলিতে লাগিলেন যে, বর্ণপাঠ-রীতি ত' সুপ্রসিদ্ধ ? তদুত্তরে প্রভু বলিলেন যে, সকল বর্ণ নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-মুক্ত চিন্ময়ী পরমুখ্যা বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে শ্রীনারায়ণকেই প্রতিপাদন করেন। —গৌঃ ভাঃ

† ছাত্রগণের বর্ণসিদ্ধির কারণ-জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রভু বলিলেন যে, বাচ্য বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের নিরীক্ষণ-হেতু, অর্থাৎ কৃষ্ণের [illegible] পূর্ণ-শুদ্ধ-নিত্য-মুক্ত-বাচক; ব্যঞ্জক বা সূচক অথবা দ্যোতক হওয়ায় প্রত্যেক বর্ণই সিদ্ধ।—ঐ

কৃষ্ণের ভজন কহি—'সম্যক্ আম্নায়'* ।
আদি-মধ্য অন্তে কৃষ্ণ-ভজন বুঝায় ॥"

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১।২৫২-২৫৫

শ্রীনিমাই পণ্ডিতের এই ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার ছাত্রগণ হাসিতে লাগিলেন ; কেহ বা বলিলেন,—"বায়ুর প্রকোপ-বশতঃ পণ্ডিত এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন।" একদিন ছাত্রগণ শ্রীনিমাইর অধ্যাপক শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট গিয়া শ্রীনিমাইর ঐরূপ বিকৃত-ব্যাখ্যা (?) -সম্বন্ধে অভিযোগ করিলেন। উপাধ্যায় শ্রীগঙ্গাদাস বৈকালে শ্রীনিমাইকে ছাত্রগণের দ্বারা ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন,—"নিমাই, তুমি শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্তীর ন্যায় পণ্ডিতের দৌহিত্র, মিশ্র-পুরন্দরের ন্যায় পিতার পুত্র, তোমার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়েই পাণ্ডিত্যগৌরবে বিভূষিত। শুনিতে পাইতেছি,—তুমি আজকাল লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছ, ভালমত অধ্যাপনা করিতেছ না ! অধ্যয়ন ছাড়িয়া দিলেই কি ভক্তি হয় ? তোমার বাপ ও মাতামহ কি ভক্ত নহেন ? আমার মাথা খাও, তুমি পাগলামি ছাড়িয়া এখন হইতে ভাল করিয়া শাস্ত্র পড়াও।"

শ্রীনিমাই শ্রীগঙ্গাদাসকে বলিলেন,—"আপনার শ্রীচরণের কৃপায় নবদ্বীপে এমন কেহ নাই,—যিনি আমার সহিত তর্কে জয়ী

* 'সম্যক্ আম্নায়',—"আম্নায়ঃ উপা[illegible]ম্ ; আম্নায়তে সম্যগ্-ভ্যস্যতে মুনিভিরসৌ, আম্নায়স্তত্র উপ[illegible]নাঃ[illegible]মঃ 'বেদঃ', সমাম্নায়ঃ।" ভাঃ ১০।৪৭।৩৩' শ্লোকে 'সমাম্নায়'-[illegible] কৃত্বা টীকায় — 'সমাম্নায়ো বেদঃ।"—গৌঃ ভাঃ

হইতে পারেন ! আমি যাহা খণ্ডন করি, দেখি ত' এই নবদ্বীপে এমন কে আছেন,—যিনি তাহা স্থাপন করিতে পারেন ! আমি নগরের মধ্যে বসিয়া সকলের সম্মুখে অধ্যাপনা করিব, দেখি, কাহার শক্তি আছে—আমার ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে পারে !"

গঙ্গাতীরে জনৈক পৌরবাসীর গৃহে বসিয়া শ্রীনিমাই পণ্ডিত এইরূপে নিজের ব্যাখ্যার গৌরব ও আত্মশ্লাঘা করিতেন। একদিন শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠক শ্রীরত্নগর্ভ আচার্য শ্রীমদ্ভাগবতের দশম-স্কন্ধ হইতে যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণপত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণের রূপ-দর্শনের শ্লোকটী পড়িতেছিলেন। শ্রীনিমাই পণ্ডিতের কর্ণে সেই শ্লোক প্রবিষ্ট হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলেন, পরে বাহ্যদশা লাভ করিয়া তিনি ছাত্রগণের সহিত গঙ্গাতীরে গেলেন। পরদিন প্রাতে শ্রীনিমাই পণ্ডিত আবার ছাত্রগণকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ছাত্রগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ধাতু কাহাকে বলে ?" পণ্ডিত বলিলেন,—"কৃষ্ণের শক্তিই ধাতু, দেখি কাহার শক্তি আছে, আমার এই অর্থ খণ্ডন করিতে পারে ?" ইহা বলিয়া শ্রীনিমাই পণ্ডিত ছাত্রগণকে নানাপ্রকার সদুপদেশ দিতে লাগিলেন। দশদিন ধরিয়া এইরূপে ব্যাকরণের প্রত্যেক সূত্রের কৃষ্ণপর-ব্যাখ্যা করিয়া শেষে ছাত্রদিগকে চিরবিদায় দিয়া বলিলেন,—"তোমরা আমার নিকট আর পড়িতে আসিও না, আমার কৃষ্ণব্যতীত অন্য কোন কথা-স্ফূর্তি হয় না ; তোমাদের যাঁহার নিকট সুবিধা হয়, তাঁহার নিকট গিয়া অধ্যয়ন কর।" ইহা বলিয়া শ্রীনিমাই অশ্রুপূর্ণ-নয়নে পুঁথিতে 'ডোরি' বন্ধন

করিলেন এবং সর্বশেষে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিবার জন্য সকলকে চরম উপদেশ দান করিলেন।

শ্রীগৌরহরি ছাত্রগণকে বলিলেন,—

"পড়িলাঙ, শুনিলাঙ যত দিন ধরি'।
কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর' পরিপূর্ণ করি'।"

চৈঃ ভাঃ মঃ ১।৪০৫

তখন ছাত্রগণ শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন কি, ও কি ভাবে তাহা করিতে হয়, জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীশচীনন্দন শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন-রীতি শিক্ষা দিলেন,—

"হরে হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।"

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১।৪০৭

এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ছাত্রগণকে লইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া সঙ্কীর্ত্তন, নৃত্য ও মহাপ্রেমাবেশে সাত্ত্বিক-বিকারসমূহ প্রকাশ করিলেন। ইহাতে কোন কোন বিশেষ সৌভাগ্যবান্ ছাত্র অর্থকরী বিদ্যার অনুশীলন ত্যাগ করিয়া পরমার্থকরী বিদ্যা বা ভক্তিপথ গ্রহণ করিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর ব্যাকরণের প্রত্যেক-সূত্রকে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ-নামপর করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, লোকে যাহাতে সেইরূপ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ব্যাকরণ পড়িতে-পড়িতেও শ্রীকৃষ্ণ-নামের অনুশীলন করিতে পারে, তজ্জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ **"শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ"** রচনা করিয়াছেন। ইহাতে ব্যাকরণের প্রত্যেক-সূত্র হরিনামপর করিয়া গ্রথিত হইয়াছে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

বৈষ্ণব-সেবা-শিক্ষাদান

শ্রীনিমাই পণ্ডিত জড়বিদ্যার অনুশীলন—জড়বিদ্যা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার লীলা পরিত্যাগ করিয়া পরবিদ্যা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি-অনুশীলনের আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। ভগবদ্ভক্তের সেবা-ব্যতীত কাহারও ভক্তিবিদ্যা-লাভ হয় না,—ইহা জানাইবার জন্য তিনি ভগবান্ হইয়াও ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং ভক্তের সেবা করিতে লাগিলেন। এখন হইতে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত-প্রভৃতি বৈষ্ণবগণকে দেখিলেই শ্রীনিমাই পণ্ডিত তাঁহাদিগকে নমস্কার ও তাঁহাদের নিকট কৃপা প্রার্থনা করেন। যখন বৈষ্ণবগণ গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে আসিতেন, তখন শ্রীগৌরসুন্দর অতি যত্নে কাহারও কাপড়ের জল নিঙ্ড়াইয়া দিতেন, কাহারও হাতে ধুতিবস্ত্র তুলিয়া দিতেন, কাহাকেও বা গঙ্গা-মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া দিতেন, আবার কাহারও বা ফুলের সাজি বহন করিয়া বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতেন।*

"কৃষ্ণ ভজিবার যাঁর আছে অভিলাস।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয় দাস॥"

—চৈঃ ভাঃ মঃ ২।৫৫

* চৈঃ ভাঃ মঃ ২।৪৪-৪৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ভক্তগণ শ্রীগৌরসুন্দরের বৈষ্ণব-ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট বহুদিনের সঞ্চিত মনের ব্যথা খুলিয়া বলিতেন,—

"এই নবদ্বীপে, বাপ! যত অধ্যাপক।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে সবে হয় 'বক'!"

চৈঃ ভাঃ মঃ ২।৬৬

কখনও কখনও শ্রীগৌরসুন্দর অভক্ত-সম্প্রদায়ের দৌরাত্ম্যের কথা শুনিয়া—

"সংহারিমু সব" বলি' করয়ে হুঙ্কার।
"মুঞি সেই, মুঞি সেই" বলে বারে-বার॥

চৈঃ ভাঃ মঃ ২।৮৬

শ্রীশচীমাতা শ্রীগৌরসুন্দরের এই-সকল ভাব দেখিয়া তাঁহার বায়ুব্যাধি হইয়াছে মনে করিতে লাগিলেন। তখন নানা-লোকে নানাপ্রকার ঔষধের ব্যবস্থাও দিতে লাগিলেন। পুত্রবৎসলা সরলা শ্রীশচীমাতা শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতকে ডাকাইয়া তাঁহার পরামর্শ লইতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত আসিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, প্রভুর দেহে কৃষ্ণপ্রেমের বিকার প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীবাসের কথায় শ্রীশচীমাতা আশ্বস্তা হইলেন বটে, কিন্তু পুত্র পাছে কৃষ্ণভক্ত হইয়া সংসার পরিত্যাগ করে—এই চিন্তাই অপ্রাকৃত-বাৎসল্যরস-মুগ্ধা শ্রীশচীমাতার হৃদয় অধিকার করিল।

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমায়াপুরে 'অদ্বৈত-ভবনে' শ্রীল অদ্বৈতাচার্যকে দেখিতে গেলেন; দেখিলেন—আচার্য দুই বাহু তুলিয়া হুঙ্কার করিয়া গঙ্গাজল-

তুলসীদ্বারা কৃষ্ণের পূজা করিতেছেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে দেখিবামাত্র মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর মহাপ্রেমাবেশে মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। আচার্য স্বীয় ভক্তিযোগের প্রভাবে প্রচ্ছন্নাবতারী শ্রীগৌরহরিকে চিনিতে পারিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য পূজার উপকরণ লইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ পূজা করিতে করিতে 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়'—মন্ত্র-শ্লোকটী পুনঃ-পুনঃ সানন্দে পাঠ করিতে লাগিলেন। শ্রীগদাধর শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে এইরূপ স্তুতি করিতে দেখিয়া জিহ্বা কামড়াইয়া আচার্যকে বলিলেন,—"বালকের প্রতি আপনার এরূপ ব্যবহার যোগ্য নহে।" শ্রীমদাচার্য বলিলেন,—"গদাধর, তুমি কএকদিন পরেই এই বালককে জানিতে পারিবে—ইনি কে?" শ্রীগৌরসুন্দর বাহ্যদশা লাভ করিবার পর আত্মগোপন করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের স্তুতি আরম্ভ করিলেন এবং ভাবাবিষ্ট আচার্যের পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য বলিলেন,—"বিশ্বম্ভর! সকল বৈষ্ণবেরই ইচ্ছা যে, তাঁহারা তোমার সহিত একসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন করেন, শ্রীকৃষ্ণকথা-রসে কাল যাপন করেন এবং সর্বক্ষণ তোমার দর্শন লাভ করেন।" শ্রীগৌরহরি আচার্যের বাক্যে সম্মত হইলেন।

এদিকে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীগৌরহরির ভক্ত-বাৎসল্য পরীক্ষা করিবার জন্য গোপনে শান্তিপুরে নিজগৃহে গমন করিলেন।

মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন করিতেন; প্রভুর প্রেমাবেশ-দর্শনে সন্দিগ্ধ ব্যক্তিরও হৃদয়ে প্রভুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া উপলব্ধি হইত। বিভিন্ন ভক্ত স্ব-স্ব বিভিন্ন রস-অনুযায়ী

প্রভুকে অনুভব করিতে লাগিলেন। বাহ্যদশায় মহাপ্রভু ভক্ত-গণের গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে'র শ্লোক কীর্তন করিতেন,—

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি, হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো, হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥

—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, ৪১

তোমার দর্শন বিনে, অধন্য এই রাত্রি-দিনে,
এই কাল না যায় কাটন।
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপা করি' দেহ' দরশন॥

—চৈঃ চঃ মঃ ২।৬৯

শ্রীবিশ্বম্ভর অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট নিজের কৃষ্ণবিচ্ছেদ-দুঃখ অত্যন্ত দৈন্যের সহিত নিবেদন করিতেন। গোপীভাবে বিভাবিত হইয়া গয়া হইতে ফিরিবার সময় কানাই-নাটশালায় তিনি কিরূপ এক অপূর্ব তমাল-শ্যামল সুন্দর-কিশোর মুরলীবদন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া পুনরায় তাঁহার দর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে বলিতে প্রেমমূর্ছা লাভ করিতেন। গৃহে গিয়াও বিশ্বম্ভর গৃহব্যবহার করিতে পারিতেন না। সর্বক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-আবেশে মগ্ন থাকিতেন। সর্বক্ষণই মুখে 'কোথা কৃষ্ণ ?'; 'কোথা কৃষ্ণ ?'; বৈষ্ণবগণ দেখিলেই 'কৃষ্ণ কোন্ স্থানে ?' কেহ কিছু প্রশ্ন করিলে 'কোথা কৃষ্ণ ?'—এইরূপ উক্তি করিতেন। একদিন শ্রীগদাধরকে দেখিয়া শ্রীবিশ্বম্ভর "পীত বসন শ্যামল কৃষ্ণ কোথায় আছেন ?"—জিজ্ঞাসা করিলেন। "তোমার হৃদয়েই কৃষ্ণ

আছেন।"—শ্রীগদাধর ইহা বলিলে, শ্রীবিশ্বম্ভর নখাগ্রদ্বারা নিজ-বক্ষঃ বিদীর্ণ করিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীগদাধর অতিকষ্টে তাঁহাকে নিবারণ ও সান্ত্বনা দিলেন। ইহাতে শ্রীশচীমাতা শ্রীগদাধরকে সর্বক্ষণ শ্রীবিশ্বম্ভরের নিকট থাকিতে বলিলেন।

শ্রীশচীনন্দন প্রত্যহ নিজ সহচরগণকে লইয়া সর্বরাত্র নিজ-গৃহে উচ্চকীর্তন করিতেন। ইহাতে নবদ্বীপের বহির্মুখ ব্যক্তিগণের নিদ্রাভোগ-ভঙ্গ হওয়ায় তাহারা নানারূপ কটূক্তি বিশেষতঃ শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের প্রতি নানাপ্রকার তর্জন, গর্জন ও ভয়প্রদর্শন করিত। পাষণ্ডিগণ বলিতে লাগিল,—"হিন্দুধর্মবিরোধী রাজার লোক শীঘ্রই এইরূপ কীর্তনের ধ্বনি শুনিতে পাইয়া বৈষ্ণবদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইবে এবং তাঁহাদিগের উপর অত্যাচার করিবে। শ্রীবিশ্বম্ভর অকুতোভয়ে নবদ্বীপনগরে ভ্রমণ করিতেন। একদিন শ্রীবিশ্বম্ভর শ্রীনৃসিংহপূজারত শ্রীশ্রীবাসের রুদ্ধদ্বার গৃহের নিকট উপস্থিত হইয়া গৃহদ্বারে পদাঘাত করিয়া বলিলেন,—"শ্রীবাস তুই কাহাকে পূজা করিস্? দেখ, তোর অভীষ্টদেব এখানে উপস্থিত।"

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীগৌরহরিকে চতুর্ভুজ মূর্তিতে দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। শ্রীগৌরহরি নিজের তত্ত্ববর্ণন ও তাঁহার অবতারের কারণ জ্ঞাপন এবং শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের প্রভুকে পরীক্ষার জন্য শান্তিপুরে গমন-প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতকে নিজের স্তব করিতে বলিলেন। পণ্ডিত "নৌমীড্য তে-ভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়" (ভাঃ ১০।১৪।১) শ্লোক পাঠ করিয়া প্রভুর স্তব করিলেন। সগোষ্ঠী শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত প্রভুর আদেশে তাঁহার

পূজা করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীবাসকে অভয়দান করিয়া বলিলেন যে, তিনি ভক্তিবিরোধী অহিন্দু রাজাকেও তাঁহার অনুচরবৃন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত করাইবেন। তখন শ্রীশ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীনারায়ণী—যিনি 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-লেখক শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জননী—মাত্র চারি বৎসরের বালিকা ছিলেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীনারায়ণী 'হা কৃষ্ণ! বলিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। প্রভুর ইচ্ছায় চারিবৎসরের বালিকাও কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইতে পারে, এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া মহাপ্রভু শ্রীশ্রীবাসকে বিগতভয় করিলেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীমুরারি-গুপ্তের গৃহে

শ্রীগৌরসুন্দর ক্রমেই তাঁহার আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীমুরারিগুপ্তের গৃহে শ্রীবরাহ-মূর্তি প্রকাশ করিলেন। যাঁহারা ভগবান্‌কে চরমে নিরাকার নির্বিশেষ কল্পনা করিয়া তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিকে অস্বীকার করেন, শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবরাহরূপে তাঁহাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন,—

"হস্ত-পদ-মুখ মোর নাহিক লোচন।'
এই মত বেদে মোরে করে' বিড়ম্বন॥
কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ।
সেই বেটা করে' মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥
বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব অঙ্গে হইল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে॥
সর্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজ-ভব-আদি গায় যাহার চরিত্র॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে-অঙ্গ-পরশে।
তাহা 'মিথ্যা' বলে' বেটা কেমন সাহসে?"

—চৈঃ ভাঃ মঃ ৩।৩৬-৪০

মহাপ্রভু শ্রীবরাহ-মূর্তিতে বলিতেছেন,—"কাশীতে প্রকাশানন্দ-নামক একজন প্রসিদ্ধ সোঽহংবাদী অধ্যাপক বেদের ব্যাখ্যাকালে শ্রীভগবানের সুমধুর সচ্চিদানন্দ আকারকে নিন্দা করিয়া থাকে। প্রকাশানন্দ ভগবানের নিত্য আকার স্বীকার না করায় ভগবানের শ্রীচরণে অত্যন্ত অপরাধী। এই অপরাধের ফলস্বরূপ তাহার সর্ব-শরীরে কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল, তথাপি তাহার জ্ঞানের উদয় হয় নাই। আমি আমার ভক্তের চরণে অপরাধকে কিছুতেই সহ্য করিতে পারি না। যদি আমার পুত্রও আমার ভক্তের বিদ্বেষ করে, তাহা হইলে সেই প্রিয়-পুত্রকেও আমি বিনাশ করিতে প্রস্তুত আছি; আমি ভক্তের রক্ষার নিমিত্ত আমার নিজের পুত্রকেও কাটিয়া ফেলিতে পারি। 'নরক'-নামে আমার এক মহাবলশালী পুত্র হইয়াছিল। আমি তাহাকে ধর্মোপদেশ দিয়াছিলাম। আমার

সদুপদেশ লাভ করিয়া তাহার জীবন কিছু দিনের জন্য পবিত্র ছিল, কিন্তু কালক্রমে বাণ-রাজার দুষ্ট সংসর্গ-ফলে তাহার মদীয় ভক্তের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিবার দুর্বুদ্ধি উপস্থিত হয়; তজ্জন্য আমি ঐ ভক্তদ্রোহী পুত্রকে কাটিয়া ভক্তকে রক্ষা করিয়াছিলাম। আমার প্রতি অপরাধী ব্যক্তিকে আমি ক্ষমা করি, কিন্তু আমার ভক্তের প্রতি অপরাধীকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করি না।"

বেদ জড়ীয় আকার নিষেধ করিবার জন্যই পরব্রহ্মকে নিরাকার বা নির্বিশেষ বলিয়াছেন। তদ্দ্বারা জড়ীয় আকার ও জড়ীয় বিশেষধর্ম নিষেধ করিয়া জড়াতীত নিত্য সচ্চিদানন্দ আকারই স্থাপিত হইয়াছে। ভগবান্—সর্বশক্তিমান্। আমরা যাহা আমাদের চিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে পারি না, তাহাও ভগবানে সম্ভব। ভগবানের নিত্য চিদানন্দ আকারও আমাদেরই আকারের ন্যায় অনিত্য আকার হইবে—এইরূপ **অনুমান** করা, ভগবানের **সর্বশক্তিমত্তাকে অস্বীকার** করা মাত্র,—ইহাই প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা। যিনি সর্বশক্তিমান্, তাঁহার সকল শক্তিই আছে। যাঁহার সকল শক্তি নাই, তিনি পরমেশ্বর নহেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

ঠাকুর শ্রীহরিদাস

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে তদানীন্তন যশোহর প্রদেশের 'বূঢ়ন' * গ্রামে ঠাকুর শ্রীহরিদাস আবির্ভূত হ'ন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীল হরিদাস মুসলমানকুলে অবতীর্ণ হ'ন, আবার কাহারও মতে তিনি ব্রাহ্মণ পিতা-মাতা হইতে আবির্ভূত হইয়া শিশুকালে মাতৃপিতৃহীন হ'ন এবং অহিন্দুর গৃহে লালিত-পালিত হওয়ায় 'অহিন্দু' বলিয়া বিবেচিত হ'ন। শ্রীহরিদাস বাল্যকাল হইতেই শ্রীহরিনামে স্বাভাবিক রুচিবিশিষ্ট ছিলেন। তিনি যশোহর জেলার 'বেনাপোল'-গ্রামে নির্জন বনে এক কুটীর বাঁধিয়া প্রত্যহ রাত্রিদিনে তিনলক্ষ হরিনাম-গ্রহণ ও গ্রামস্থ ব্রাহ্মণের ঘরে ভিক্ষা নির্বাহ করিতেন। শ্রীহরিদাসের এইরূপ চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত লোকই শ্রীহরিদাসকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। কিন্তু সেই গ্রামের তদানীন্তন জমিদার মৎসর-স্বভাব রামচন্দ্র খাঁ যুবক শ্রীহরিদাসের বৈরাগ্য নষ্ট করিবার জন্য, একটি সুন্দরী বেশ্যাকে শ্রীহরিদাসের নিকট পাঠাইয়া দেন। সেই কুলটা শ্রীহরিদাসের ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য উপর্য্যুপরি

---

* চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত; বর্তমান খুলনা জেলার মধ্যে সাতক্ষীরা মহকুমায় এই 'বূঢ়ন'-পরগণায় ৬০টি মৌজা আছে, কিন্তু 'বূঢ়ন'-গ্রামটি কোথায় ছিল, তাহা এখনও ঠিক জানা যাইতেছে না।

তিন-রাত্রি নানা-প্রকার চেষ্টা করিয়াও কৃত-কার্যা হইতে পারে নাই। মুহূর্তকালও শ্রীহরিদাসকে শ্রীহরিনাম-কীর্তন-ব্যতীত আর কোন কার্য করিতে না দেখিয়া সেই বেশ্যার চিত্ত পরিবর্তিত হইয়া যায়। বেশ্যা তখন শ্রীহরিদাসের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাহার পাপময় জীবন পরিত্যাগ-পূর্বক শ্রীহরিনাম আশ্রয় করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। নামাচার্য শ্রীহরিদাস বেশ্যাকে তাহার গৃহের সর্বস্ব ব্রাহ্মণকে দান করিয়া সর্বক্ষণ তুলসীর সেবা ও রাত্রিদিনে তিন লক্ষ হরিনাম করিবার উপদেশ প্রদান করেন এবং তিনি স্বয়ং 'বেনাপোল' পরিত্যাগ-পূর্বক চাঁদপুরে * আসিয়া শ্রীবলরাম আচার্যের গৃহে অবস্থান করেন।

শ্রীবলরাম আচার্য হরিদাস ঠাকুরের কৃপালাভ ও তাঁহার সেবা করিয়া কৃতার্থ হন। গোবর্ধন মজুমদারের পুত্র শ্রীরঘুনাথ তখন বালক ও ছাত্র। বালক শ্রীরঘুনাথ শ্রীল বলরাম আচার্যের গৃহে যাইয়া শ্রীহরিদাস ঠাকুরের দর্শন ও কৃপালাভ করিতেন। সেই সময় শ্রীবলরাম আচার্যের প্রার্থনায় শ্রীহরিদাস হিরণ্য-গোবর্ধনের সভায় গমন করেন। ঠাকুর শ্রীহরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম জপ ও কীর্তন করিতেন। তৎ-সভাস্থ পণ্ডিতগণের কেহ কেহ নামাভাসকেই শুদ্ধনাম মনে করিয়া নামকীর্তনের ফল—'পাপক্ষয়

* চাঁদপুর—হুগলি জেলার অন্তর্গত 'ত্রিবেণী'র নিকট এই গ্রাম অবস্থিত ছিল। স্থানীয় কায়স্থ জমিদার হিরণ্য ও গোবর্ধন মজুমদারের পুরোহিত শ্রীবলরাম আচার্য। শ্রীগোবর্ধন মজুমদার শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর পূর্বাশ্রমের পিতা। হিরণ্য মজুমদারেরই অনুজ গোবর্ধন।

ও মুক্তিলাভ' বলিয়া স্থাপন করিলেন। কিন্তু শ্রীল হরিদাস ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণবলে 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তিই নামের ফল এবং পাপনাশ ও মুক্তি নামাভাসেরই ফল' বলিয়া ঘোষণা করেন। সেই সময় গোপাল চক্রবর্তি-নামক এক ব্রাহ্মণ এই সিদ্ধান্ত-শ্রবণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন,—"কোটি জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি পাওয়া যায় না, নামাভাসে সেই মুক্তিলাভ কিছুতেই হইতে পারে না।" উদ্ধত চক্রবর্তী অত্যন্ত স্পর্ধার সহিত শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে বলেন,—"যদি আপনার কথামত নামাভাসের ফলে মুক্তি না হয়, তবে আপনি দণ্ডস্বরূপ আপনার নাক কাটিবেন।" শ্রীল হরিদাস অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলেন,—"যদি হরিনামের আভাসেই মুক্তি না হয়, তবে নিশ্চয়ই আমি আমার নাক কাটিব।" তিন দিন পরেই ঐ দুর্জন ব্রাহ্মণের অতি সুন্দর উচ্চ নাসিকা ও চম্পক-কলির ন্যায় হস্তপদাঙ্গুলি কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হইল।

শ্রীহরিদাস ব্রাহ্মণের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তথা হইতে শান্তিপুরে চলিয়া আসিলেন।

তখন শ্রীমদদ্বৈতাচার্য শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া শান্তিপুরে বাস করিতেছিলেন। 'ফুলিয়া'* ও 'শান্তিপুরে' তখন ব্রাহ্মণ-সমাজ প্রবল। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য শ্রীহরিদাসের শ্রীনাম-ভজনের জন্য তাঁহাকে একটি নির্জন স্থানে 'গোফা' (গুহা) প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। আচার্য প্রত্যহ শ্রীহরিদাসকে তাঁহার গৃহে ভিক্ষা করাইতেন।

* শান্তিপুরের নিকট একটি গ্রাম।

এই সময় শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-কাল উপস্থিত হইলে তিনি শ্রীহরিদাসকে সেই শ্রাদ্ধ-পাত্র প্রদান করিলেন,—

'তুমি খাইলে হয় কোটি-ব্রাহ্মণ-ভোজন।'
এত বলি' শ্রাদ্ধ-পাত্র করাইলা ভোজন॥

চৈঃ চঃ অঃ ৩।২২০

এই সময় এক রাত্রিতে স্বয়ং মায়াদেবী শ্রীহরিদাসকে ছলনা করিতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীহরিদাসের কৃপায় মায়াও কৃষ্ণ-নাম পাইয়া ধন্যা হইলেন। মুসলমান কুলে উদ্ভূত হইয়া শ্রীহরিদাস হরিনাম করেন, ইহা শুনিতে পাইয়া কাজী নবাবের নিকট হরিদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। নবাবের কর্মচারিগণ শ্রীহরিদাসকে ধরিয়া আনিয়া কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিলেন। শ্রীহরিদাস কারাগারের মধ্যেও অন্যান্য অপরাধী বন্দিগণকে সদুপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। নবাব শ্রীহরিদাসকে তাঁহার জাতিধর্ম লঙ্ঘন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীহরিদাস ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—

* * * *

শুন, বাপ! সবারই একই ঈশ্বর॥
নাম-মাত্র ভেদ করে, হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে 'এক' কহে কোরাণে পুরাণে॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৭৬-৭৭

শ্রীহরিদাসের এই কথায় কাজী সন্তুষ্ট না হইয়া শ্রীহরিদাসের দণ্ড বিধান করিতে নবাবকে অনুরোধ করেন। নবাবের নানা-

প্রকার ভয়-প্রদর্শন-সত্ত্বেও শ্রীহরিদাস ঠাকুর ভীত না হইয়া সুদৃঢ়ভাবে বলিলেন,—

"খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৯৯

কাজীর আদেশে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ শ্রীহরিদাসকে অতি নিষ্ঠুরভাবে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করিলেও শ্রীহরিদাসের অঙ্গে কোন প্রকার দুঃখের চিহ্ন প্রকাশিত, কিংবা প্রাণ-বিয়োগ না হওয়ায়, উহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়ে। পাছে প্রহারকারিগণের কোন প্রকার অমঙ্গল হয়, এই ভাবিয়া শ্রীহরিদাস শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন,—

"এ সব জীবেরে, কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ॥"

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।১০৩

শ্রীহরিদাসকে বিনাশ করিতে অসমর্থ হওয়ায় কাজীর কর্ম্মচারিগণ কাজীর নিকট কঠোর-শাস্তি পাইবে শুনিয়া শ্রীহরিদাস কৃষ্ণ-ধ্যান-সমাধি-দ্বারা নিজেকে মৃতবৎ প্রদর্শন করিলেন। শ্রীহরিদাসকে কবর দিলে পাছে তাঁহার সদ্গতি হয়, এই বিবেচনা করিয়া শ্রীহরিদাসের অসদ্গতি-লাভের উদ্দেশ্যে কাজী শ্রীহরিদাসকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবার আদেশ দিলেন। শ্রীহরিদাস ভাসিতে ভাসিতে তীরের নিকট আসিলেন ও বাহ্যদশা লাভ করিয়া পুনরায় 'ফুলিয়া'-গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় পূর্ব্ববৎ উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে থাকিলেন।

ফুলিয়ায় যে গুহার মধ্যে শ্রীহরিদাস ভজন করিতেন তথায় একটী ভীষণ বিষধর সর্প বাস করিত। ওঝাগণের অনুরোধে শ্রীহরিদাস ঐ গুহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলে ঐ সর্পটী আপনা হইতেই গুহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

একদিন কোন এক গৃহস্থের গৃহে এক ভগবদ্ভক্ত নাগরাজাবিষ্ট সর্পক্রীড়ক (সাপুড়িয়া) 'কালিয়-দমনে'র গীত গান করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর যদৃচ্ছাক্রমে ঐ-স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের কালিয়নাগ-দমন-লীলাগান-শ্রবণে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার দেহে অদ্ভুত সাত্ত্বিক-ভাবসমূহ প্রকাশিত হইল। ইহাতে উক্ত সর্পক্রীড়ক যুক্তকরে একপার্শ্বে অবস্থান করিলেন। দর্শকগণ প্রেমোন্মত্ত মহাভাগবতবর শ্রীহরিদাসের শ্রীচরণধূলি লইয়া নিজ-নিজ অঙ্গে লেপন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া মৎসর-স্বভাব এক ভণ্ড ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ ঐরূপ সম্মান-প্রাপ্তির আশায় শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অনুকরণ করিয়া নাচিতে নাচিতে ভূমিতে পতন ও কপট-মূর্চ্ছা প্রদর্শন করিল। সর্পক্রীড়ক ঐ ব্রাহ্মণের ভণ্ডামি বুঝিতে পারিলেন এবং ঐ ভণ্ডকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া ঐস্থান ত্যাগ করাইলেন। ভাবাবিষ্ট সর্পক্রীড়ক সকলকে শ্রীহরিদাসের অপ্রাকৃত ভাবাবেশের অকৃত্রিমতা ও মৎসর ভণ্ড ব্রাহ্মণের স্পর্দ্ধামূলক অভিনয়ের পার্থক্য বুঝাইয়া দিলেন।

তৎকালে বহির্ম্মুখ ব্যক্তিমাত্রই উচ্চ-হরিকীর্ত্তনের বিরোধী ছিলেন এবং উচ্চ হরিকীর্ত্তনের ফলে দেশের নানাপ্রকার দুরবস্থা

উপস্থিত হইতেছে, এইরূপ অভিযোগ উত্থাপন করিয়া উচ্চ-কীর্তনকারী বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধাচরণ করিত। 'হরিনদী' গ্রামের দুষ্ট-প্রকৃতির এক ব্রাহ্মণ একদিন শ্রীহরিদাসকে ডাকিয়া বলিল, —"উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম-কীর্তন অশাস্ত্রীয়; মনে-মনে জপই শাস্ত্রীয় বিধি, পণ্ডিত-সভায় ইহার বিচার হউক।" ঠাকুর শ্রীহরিদাস শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা জানাইলেন যে, মনে-মনে নাম জপ করিলে কেবল নিজের উপকার হয়; কিন্তু উচ্চকীর্তনের দ্বারা নিজের ও পরের উপকার হইয়া থাকে,—এমন কি, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতারও তাহাতে সুকৃতি সঞ্চিত হয়।

তখন শ্রীনবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের টোল ও বৈষ্ণবসভা ছিল। নবদ্বীপে শ্রীহরিদাসকে পাইয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বিশেষ আনন্দিত হইলেন।

শ্রীগয়া হইতে ফিরিবার পর ক্রমে-ক্রমে শ্রীগৌরসুন্দর হরি-সংকীর্তনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলে শ্রীশ্রীবাসের গৃহে যে নিত্য সংকীর্তনোৎসব আরম্ভ হইল, তাহার প্রধান সহায় হইলেন—ঠাকুর শ্রীহরিদাস ও শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত।

ষড় বিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীনিত্যানন্দের সহিত মিলন ও শ্রীব্যাসপূজা

'মল্লারপুর' ষ্টেশন (ই, আই, আর, লুপ্ লাইনে) হইতে প্রায় চারিক্রোশ পূর্বদিকে বীরভূম জেলায় প্রাচীন 'একচাকা' বা 'একচক্র' গ্রাম অবস্থিত। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র শ্রীবীর-চন্দ্র (ভদ্র) প্রভুর নামানুসারে পরে ঐ স্থানের নাম 'বীরচন্দ্রপুর' হইয়াছে। শ্রীগৌরহরির আবির্ভাবের পূর্বে মৈথিল ব্রাহ্মণ শ্রীহাড়ো বা শ্রীহাড়াই ওঝা ও তৎসহধর্মিণী শ্রীপদ্মাবতী দেবীর গৃহে উক্ত 'একচাকা'-গ্রামে মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অবতীর্ণ হ'ন।

এক বৈষ্ণবসন্ন্যাসী অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়া শ্রীহাড়াই-পদ্মাবতীর প্রাণপুত্তলি দ্বাদশবর্ষ-বয়স্ক শ্রীনিত্যানন্দকে ভিক্ষা-স্বরূপে লইয়া যা'ন। সেই বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর সহিত শ্রীনিত্যানন্দ বহু তীর্থ ভ্রমণ করেন। পশ্চিমভারতে ভ্রমণকালে শ্রীনিত্যানন্দের সহিত সপার্ষদ মহাপ্রেমিক শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের সাক্ষাৎকার ও প্রেমালাপ হয়।

বিংশ-বৎসর কাল ভারতের সমস্ত তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অবশেষে শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন। সেই সময় শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনবদ্বীপে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ যেন শ্রীগৌরসুন্দরের মহাপ্রকাশ অপেক্ষা করিয়াই

শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন। শ্রীধাম-নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন জানিয়া নিত্যানন্দ শ্রীবৃন্দাবন হইতে অনতিবিলম্বে শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া শ্রীনন্দনাচার্যের গৃহে অবস্থান করিলেন। শ্রীনন্দনাচার্য শ্রীনবদ্বীপ-বাসী বৈষ্ণব ছিলেন।

এদিকে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের আগমনের পূর্বেই বৈষ্ণবগণের নিকট বলিতেছিলেন যে, দুই তিন দিনের মধ্যেই কোন এক মহাপুরুষ নবদ্বীপে আগমন করিবেন। তখন বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর কথার রহস্য ভেদ করিতে পারেন নাই। যে-দিন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া পৌঁছিলেন, সেই দিন মহাপ্রভু সকল বৈষ্ণবের নিকট বলিলেন যে, তিনি পূর্বরাত্রে এক স্বপ্ন দেখিয়াছেন, যেন তালধ্বজরথে চড়িয়া নীল-বস্ত্র-পরিহিত এক মহাপুরুষ তাঁহার গৃহদ্বারে আসিয়াছেন। মহাপ্রভু শ্রীহরিদাস ঠাকুর ও শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতকে শ্রীনবদ্বীপে ঐ মহাপুরুষের সন্ধান করিতে বলিলেন। পণ্ডিত শ্রীশ্রীবাস ও শ্রীহরিদাস সমস্ত নবদ্বীপ ও পারিপার্শ্বিক গ্রামসমূহের প্রত্যেক ঘরে অনুসন্ধান করিয়াও কোন মহাপুরুষকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। মহাপ্রভুর নিকট তাঁহারা এই কথা জানাইলে মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহাদিগকে লইয়া বরাবর শ্রীনন্দনাচার্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় এক অদৃষ্টপূর্ব জ্যোতির্ময় মহাপুরুষকে দেখাইয়া দিলেন। ইনিই সেই পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দ।

মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা প্রকাশ করিলেন। এক পূর্ণিমা-রাত্রিতে মহাপ্রভুর ইচ্ছায় শ্রীনিত্যানন্দ-

প্রভু 'শ্রীব্যাসপূজা' করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সর্বশাস্ত্রকর্তা শ্রীব্যাসের কৃপায়ই আমরা ভগবানের সকল কথা জানিতে পারি ; এজন্য সাধুগণ ব্যাসপূজা করিয়া থাকেন। শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজাও—'ব্যাসপূজা'। শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে এই ব্যাসপূজার আয়োজন হইল। সর্বশাস্ত্রজ্ঞাতা শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত ব্যাসপূজার আচার্য হইলেন। পূর্বদিবস মহাপ্রভু শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভক্তগণের সহিত অধিবাস-সংকীর্তন করিলেন। তৎপর-দিবস, প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নানাদি সম্পন্ন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীশ্রীবাস-প্রদত্ত বনমালা শ্রীগৌরহরির গলায় প্রদান করিয়া শ্রীব্যাসপূজা সম্পন্ন করিলেন। শ্রীগৌরহরি শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-হল-মুষল-ধৃক্ ষড়্ভুজ-মূর্তি প্রদর্শন করিলেন।

সমস্ত দিবস-ব্যাপী শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসবের সংকীর্তন হইল। শ্রীগৌরহরি শ্রীব্যাসের প্রসাদ বৈষ্ণবগণকে স্বহস্তে বিতরণ করিলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের দাসদাসী পর্যন্ত শ্রীভগবানের শ্রীহস্তের প্রসাদ পাইয়া ধন্যাতিধন্য হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের নিকট আত্মপ্রকাশ

শ্রীব্যাসপূজার পর ভক্তবৎসল শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশ্রীরাম (শ্রীরামাই) পণ্ডিতকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের নিকট শান্তিপুরে পাঠাইয়া নিজের প্রকাশ-বার্তা জ্ঞাপন করিলেন,—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য যাঁহার জন্য এত আরাধনা করিয়াছেন, সেই প্রভুই গোলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; তীর্থ-ভ্রমণান্তে শ্রীনিত্যানন্দও মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য শ্রীরামাই পণ্ডিতকে দর্শন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন এবং শ্রীরামাইর নিকট সকল কথা শুনিয়া পত্নী শ্রীসীতাদেবীর সহিত নানাপ্রকার উপায়ন লইয়া মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য শ্রীনবদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আচার্য মহাপ্রভুর সহিত রহস্য করিবার জন্য পথে শ্রীরামাইকে বলিয়া দিলেন যে, তিনি যেন মহাপ্রভুর নিকট গিয়া বলেন,—"আচার্য আপনার অনুরোধ-সত্ত্বেও শ্রীনবদ্বীপে আসিতে স্বীকৃত হইলেন না।" এদিকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য গোপনে শ্রীনন্দনাচার্যের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সর্বান্তর্যামী শ্রীগৌরসুন্দর আচার্যের সঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়া ভাবাবেশে বিষ্ণুর সিংহাসনের উপর উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আচার্য আসিতেছেন ! আচার্য আসিতেছেন ! আচার্য আমার অন্তর্যামিত্ব পরীক্ষা করিতে চাহেন ! আমি বুঝিতে পারিয়াছি, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য শ্রীনন্দনাচার্যের গৃহে

লুকাইয়া রহিয়াছেন। রামাই, তুমি এখনই গিয়া তাঁহাকে লইয়া আইস।" মহাপ্রভুর আদেশানুসারে রামাই শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে আনিবার জন্য শ্রীনন্দনাচার্যের গৃহে গমন করিয়া সকল কথা বলিলেন ; তখন সহধর্মিণীর সহিত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য সানন্দে দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ ও স্তব পাঠ করিতে করিতে মহাপ্রভুর সম্মুখে আগমন করিয়া তাঁহার অপূর্ব মহৈশ্বর্য দর্শন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য মহাপ্রভুর মহিমা ও অহৈতুকী দয়ার কথা কীর্তন করিতে করিতে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ প্রক্ষালন করিয়া পঞ্চোপচারে তাঁহার পূজা ও "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" শ্লোক-উচ্চারণ-পূর্বক প্রাণধন শ্রীগৌরনারায়ণকে প্রণাম করিলেন। তৎকালে মহাপ্রভু নিজের গলার মালা শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে বর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য বলিলেন,—"প্রভো! আমি আর কি বর যাচ্ঞা করিব? যে বর চাহিয়াছিলাম, তাহা সকলই পাইয়াছি। তোমার সাক্ষাতে নৃত্য করিতে পারিয়াছি, তাহাতেই আমার সমস্ত অভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে। প্রভো! যদি তুমি আমাকে বর দিতেই চাহ, তবে তোমার নিকট হইতে এই বর প্রার্থনা করি যে, বিদ্যা, ধন, কুল ও তপস্যার মদে মত্ত বৈষ্ণবাপরাধী ব্যতীত পৃথিবীর স্ত্রী, শূদ্র, মূর্খ, চণ্ডাল, অধম—সকলেই যেন তোমার প্রেমরসে আপ্লুত হইতে পারে।"

শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের প্রার্থনার প্রভাবেই পৃথিবীর আপামর জীব-জগৎ শ্রীগৌরসুন্দরের অপার্থিব প্রেমের অধিকারী হইয়াছেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি

শ্রীগৌরসুন্দর একদিন অকস্মাৎ 'পুণ্ডরীক !' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। সকলে মনে করিলেন,—কৃষ্ণের এক নাম 'পুণ্ডরীক', বোধ হয়, মহাপ্রভু কৃষ্ণকে ডাকিতেছেন। কিন্তু মহাপ্রভু সকলকে বলিলেন,—'পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-নামক এক অদ্ভুত-চরিত্র ভক্ত শীঘ্রই শ্রীমায়াপুরে আসিবেন।' সত্য সত্যই অবিলম্বে শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চট্টগ্রাম সহর হইতে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে 'হাটহাজারি' থানার অন্তর্গত ও তৎস্থানের ২ মাইল পূর্বদিকে 'মেখলা'-গ্রামে ১৪০৭ শকাব্দে মাঘমাসে শ্রীপঞ্চমী-তিথিতে বাণেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ও গঙ্গাদেবীর গৃহে শ্রীপুণ্ডরীক আবির্ভূত হ'ন। * শ্রীবাণেশ্বর ঘোর শাক্ত ছিলেন এবং 'কৌলাচার্য' বলিয়া ভৈরবীচক্রে সম্মান পাইয়াছিলেন। শ্রীপুণ্ডরীক ঘোর শাক্ত সমাজের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াও শিশুকাল হইতেই বিদ্ধ-শাক্তধর্মের † প্রতিবাদ করিতে

---

* এই বিবরণ শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীপাটস্থ প্রাচীন কড়চা ও কুলজী হইতে সংগৃহীত।

† যাঁহারা অপ্রাকৃত স্বরূপশক্তি শ্রীরাধার দাসীগণের আনুগত্যে অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করেন, তাঁহারা শুদ্ধ-শাক্ত, আর যাহারা অচিচ্ছক্তির সেবক, তাহারা বিদ্ধ শাক্ত।

আরম্ভ করেন। তিনি পাঠাভ্যাসের জন্য তদানীন্তন প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ শ্রীনবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপে তাঁহার বাসাবাটী ছিল। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী প্রভু যখন শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে বিচরণ করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীল পুণ্ডরীক শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের নিকট হইতে ভাগবতী দীক্ষা লাভ করেন। কথিত আছে যে, যখন শ্রীল পুণ্ডরীক শ্রীল



শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির ভজন-কুটীর

মাধবেন্দ্রের কৃপাপ্রার্থী হইয়াছিলেন, তখন শ্রীল পুরীগোস্বামী শ্রীপুণ্ডরীককে বলিয়াছিলেন,—"তোমার পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও সমাজ সকলেই শক্তি-উপাসক। যদি তুমি শুদ্ধ বৈষ্ণব-

ধর্ম গ্রহণ কর, তাহা হইলে তোমার উপর ভীষণ নির্যাতন আরম্ভ হইবে ; এমন কি ইহাতে তোমার প্রাণসংশয় হইতে পারে।”

তখন শ্রীল পুণ্ডরীক শ্রীল পুরীগোস্বামীর সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিয়াছিলেন,—“প্রভো ! আমি নির্যাতনের ভয়ে কাতর নহি। শ্রীপ্রহ্লাদ তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু ও দৈত্য-সমাজের লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া হরিভজন করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া আমিও সেরূপ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি, আপনি আমাকে কৃপা করুন। আপনার কৃপা না পাইলে আমি এই জীবন ধারণ করিব না।”

ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীল মাধবেন্দ্র শ্রীপুণ্ডরীককে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। শ্রীল পুণ্ডরীক শ্রীনবদ্বীপে অধ্যয়ন শেষ করিয়া পণ্ডিত সমাজ হইতে ‘বিদ্যানিধি’ উপাধি প্রাপ্ত হ’ন। দীক্ষা-লাভের পর যখন তিনি চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন তাঁহার বৈষ্ণববেশ দর্শন করিয়া স্থানীয় বিদ্ধ-শাক্তসমাজ অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। বিদ্যানিধি সমাজকে কোন গ্রাহ্যই করিতেছেন না, দেখিয়া সামাজিকগণ তাঁহার মাতা-পিতাকে বলিলেন যে, যদি তাঁহারা ঐরূপ কুলাঙ্গার পুত্রকে (?) পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করিবেন। সমাজের শাসন, নিষ্পেষণ ও শত-শত নির্যাতনের ভয়ে শ্রীপুণ্ডরীক বিন্দু-মাত্রও শুদ্ধভক্তি হইতে বিচলিত হইতেছেন না দেখিয়া শাক্ত-সমাজ বিদ্যানিধি ‘বহির্মুখ’ হইয়াছেন অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত কার্যের বহির্ভূত অধমকার্য করিতেছেন, বলিয়া প্রচার করিলেন।

শ্রীমথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীব্রজবাসিগণের যে বিপ্রলম্ভ-প্রেম, তাহা শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট হইতে যেমন শ্রীল অদ্বৈতাচার্য প্রভু, শ্রীপরমানন্দপুরী, শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়, সানোড়িয়া বিপ্র-প্রভৃতি শ্রীগৌরপার্ষদগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধিও উহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীব্রজলীলায় যিনি শ্রীবৃষভানুরাজ, তিনিই শ্রীগৌরলীলায় শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। এজন্য শ্রীগৌরসুন্দর (শ্রীরাধার ভাবে) শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে 'বাপ' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

শ্রীল পুণ্ডরীকের লৌকিক উপাধি ছিল—'বিদ্যানিধি'। শ্রীমন্মহাপ্রভু নাম দিয়াছিলেন—'প্রেমনিধি' ও 'আচার্যনিধি'। শ্রীল পুণ্ডরীক সর্বত্র পরবিদ্যাবধূর জীবন শ্রীহরিনামের প্রচার করিয়াছিলেন ; এই জন্যই তাঁহার নাম 'আচার্যনিধি'। গৃহস্থের আকারে, বিষয়ীর আকারে মহাপুরুষ বা মহাভাগবত আচার্য অবস্থান করিলে তাঁহাকে গৃহস্থ বা বিষয়ি-সামান্যে দর্শন করা অপরাধ, এই শিক্ষা-প্রচারের জন্য আচার্যনিধি শ্রীল পুণ্ডরীক বৈষ্ণব-বিরোধিকুলে বিষয়ী ও গৃহস্থের আকারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীল গদাধর পণ্ডিতগোস্বামি-প্রভু এক অভিনয় প্রকট করিয়া আমাদিগকে ঐ অপরাধ হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

চট্টগ্রামের পটিয়া থানার 'ছনহরা'-গ্রামে শ্রীল মুকুন্দদত্ত ঠাকুর আবির্ভূত হ'ন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট কীর্তন করিতেন। শ্রীমুকুন্দ শ্রীপুণ্ডরীকের মহিমা অবগত ছিলেন। তিনি শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে শ্রীল-পুণ্ডরীকের মহিমা জানাইয়া সেই অদ্ভুত

বৈষ্ণবকে দর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত আকুমার ব্রহ্মচারী—বিষয়ে বিরক্ত। প্রথমতঃ শ্রীপুণ্ডরীককে দেখিয়া তাঁহার ভক্তি হওয়া দূরে থাকুক্, অশ্রদ্ধারই উদয় হইল। পুণ্ডরীক রাজপুত্রের ন্যায় চন্দ্রাতপের তলে, বহুমূল্য খট্টায়, উচ্চ-গদীর উপরে বসিয়া রহিয়াছেন; সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিয়াছেন, তাঁহার চারিপাশে কত-প্রকার বিলাসের দ্রব্য! দুইজন লোক সর্বদা ময়ূর-পাখা-দ্বারা বাতাস করিতেছেন। গদাধর মনে করিলেন,—এইরূপ বিলাসী ব্যক্তি কি আবার ভক্ত হইতে পারেন! শ্রীমুকুন্দ শ্রীগদাধরের মনের কথা বুঝিতে পারিয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা-সূচক একটী শ্লোক পাঠ করিলেন; অমনি শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি অদ্ভুত অপ্রাকৃত প্রেমের আবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহে সাত্ত্বিক-বিকার-সকল প্রকাশিত হইল। শ্রীগদাধর শ্রীপ্রেমনিধির অদ্ভুত চরিত্র দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তিনি যে এই মহাপুরুষের চরণে অপরাধ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া অপরাধ ক্ষালন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীবিদ্যানিধির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া মহাপ্রভুর অনুমতি প্রার্থনা করিলে অবিলম্বে শ্রীবিদ্যানিধির শ্রীচরণাশ্রয় করিবার জন্য শ্রীগদাধরকে আদেশ করিলেন।

বাহ্যাকৃতি ও ক্রিয়া-মুদ্রাদ্বারা মহাপুরুষের চরিত্র বুঝা যায় না—শ্রীবিদ্যানিধির চরিত্র হইতে ইহাই শিক্ষণীয়।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীবাস-মন্দিরে সংকীর্তন-রাস

শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশ্রীবাসভবন শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের সংকীর্তন-প্রচারের প্রধান কেন্দ্র হইল। এজন্য 'শ্রীবাস-অঙ্গন' মহাপ্রভুর 'সংকীর্তন-রাসস্থলী' বলিয়া কথিত হয়। শ্রীশ্রীবাস-গৃহে এক বৎসর ব্যাপিয়া এই সংকীর্তন-রাস হইয়াছিল। বলিতে কি, এই স্থান হইতেই ভুবনমঙ্গল সংকীর্তন সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃত হইল।

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীবাসকে বলিলেন,—"শ্রীবাস, তুমি আমার একান্ত গুপ্ত সম্পত্তি শ্রীনিত্যানন্দকে যখন বিশেষ-ভাবে চিনিতে পারিয়াছ, তখন তোমাকে একটী বর দিতেছি,—

বিড়াল-কুকুর-আদি তোমার বাড়ীর।
সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ৮।২১

যাঁহারা শ্রীভগবানের সেবায় অকপট অনুরাগী, এইরূপ ব্যক্তিগণকে ডাকিয়া তাঁহাদিগের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রতিরাত্রে শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। কোন-কোন দিন আচার্য শ্রীচন্দ্রশেখরের ভবনেও এইরূপ কীর্তন হইত।

শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীহরিদাস, শ্রীগদাধর, শ্রীশ্রীবাস, শ্রীবিদ্যানিধি, শ্রীমুরারিগুপ্ত, শ্রীহিরণ্য, শ্রীগঙ্গাদাস, শ্রীবনমালী, শ্রীবিজয়, শ্রীনন্দনাচার্য, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীবুদ্ধিমন্তখান, শ্রীনারায়ণ,

শ্রীকাশীশ্বর, শ্রীবাসুদেব, শ্রীরাম, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোবিন্দানন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীজগদীশ, শ্রীশ্রীধর পণ্ডিত, শ্রীশ্রীমান্, শ্রীসদাশিব, শ্রীবক্রেশ্বর, শ্রীশ্রীগর্ভ, শ্রীশুক্লাম্বর, শ্রব্রহ্মানন্দ, শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীসঞ্জয়-প্রভৃতি একপ্রাণ ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত প্রতিরাত্রে শ্রীশ্রীবাস-মন্দিরে সংকীর্তন-নৃত্য করিতেন।

অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধান করিবার চিন্তা ও আবেশের সহিত সুতীব্র ব্যাকুলতা যখন চিত্তরাজ্যকে অধিকার করে, তখনই হৃদয় হইতে জিহ্বায় শ্রীকৃষ্ণনামের প্লুতধ্বনি বহির্গত হয়। যাহারা নাস্তিক, যাহারা দেহসর্বস্ব, ইহলোকসর্বস্ব, তাহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারে না। বন্ধ্যা যেরূপ পুত্রস্নেহ উপলব্ধি করিতে পারে না, ইহসর্বস্ববাদিগণও তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রীতির কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। ইহাদিগকেই 'পাষণ্ডী' বলা হয়। এই পাষণ্ডী ব্যক্তিগণ মহাপ্রভুর সংকীর্তন-নৃত্যকে নানাচক্ষে দেখিত এবং নানাভাবে সমালোচনা করিত। কতকগুলি লোক বলিত,—"ভক্তগণ অনর্থক চীৎকার করিয়া মরিতেছে।" কেহ বা বলিত,—"ইহারা মদ্য পান করিয়া অত্যন্ত মাতাল হইয়া প্রলাপ বকিতেছে।" কেহ বা বলিত,—"ইহারা মধুমতাসিদ্ধি-বিদ্যায় পারদর্শী, সেই মন্ত্রের প্রভাবে গোপনে নীতিবিরুদ্ধ-কার্য করিতেছে!" যাহার যেরূপ চিত্ত, সে সেইরূপ ভাবেই মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের সম্বন্ধে নানারূপ কথা বলিত।

পাষণ্ডি-সম্প্রদায় শ্রীশ্রীবাসের গৃহে প্রবেশের অধিকার না পাইয়া মহাপ্রভু ও ভক্তগণের সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুৎসা রটনা ও

তাঁহাদের প্রতি নানাভাবে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল,—"শ্রীনিমাই পণ্ডিত পূর্বে ভাল ছিল, এখন সঙ্গদোষে অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছে, মদ্যপান-ব্যভিচার-প্রভৃতি দোষে দুষ্ট হইয়াছে।" (?)—এরূপ নানাকথা বলিতে লাগিল। কেহ বা বলিল,—"ইহাদের জন্যই দেশে দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি হইতেছে এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে!" কেহ বা বলিল,—"ইহারা ব্রাহ্মণের ধর্ম ভুলিয়া মূর্খ ও ভাবুকের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, লোকের জাতি নষ্ট করিয়া দিতেছে, বর্ণাশ্রম-ধর্মে ব্যভিচার আনয়ন করিতেছে!" কেহ বা বলিল,—"শ্রীবাস পণ্ডিতই যত অনর্থের মূল। ইহার ঘর-দ্বার ভাঙ্গিয়া নদীর স্রোতে ফেলিয়া দিয়া ইহাকে গ্রাম হইতে তাড়াইতে না পারিলে গ্রামের মঙ্গল নাই। ইহার গৃহে যেরূপ কীর্তন বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে অচিরেই অহিন্দু শাসনকর্তা গ্রামের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিবে।"

শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ বহির্মুখ ব্যক্তিগণের এই-সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে হরি-সংকীর্তনে প্রমত্ত থাকিতেন।

প্রেমকল্পতরু মহাপ্রভু বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া অনুক্ষণ নৃত্যকীর্তন করিতেন। তাঁহার আর্তি দেখিয়া সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইত। একাদশী-দিবসে প্রত্যূষ হইতে কীর্তন আরম্ভ হইয়া সর্বরাত্র কীর্তন হইত। মহাপ্রভুর ক্রন্দন ও ভূমিতে বিলুণ্ঠন দর্শন করিয়া পাষাণও বিগলিত হইত। এই সংকীর্তন-রাস দর্শন করিবার জন্য—এই ভুবনমঙ্গল শ্রীহরিধ্বনি শ্রবণ করিবার জন্য অলক্ষ্যে

কোটি-কোটি বৈষ্ণব ও দেবতাবৃন্দ উপস্থিত থাকিতেন। শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন এই সংকীর্তন-রাসের বর্ণন-প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছেন—

হইল পাপিষ্ঠ-জন্ম, তখন না হইল।
হেন মহা-মহোৎসব দেখিতে না পাইল॥

চৈঃ ভাঃ মঃ ৮।১৯০

বহির্মুখ ব্যক্তিগণ গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার না পাইয়া শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতকে অপমান করিবার অনেক প্রকার চেষ্টা করিত। একদিন 'গোপাল-চাপাল'-নামে এক ব্রাহ্মণ-সন্তান দেবীপূজার উপহার-সহ মদ্যভাণ্ড শ্রীশ্রীবাস-গৃহের রুদ্ধ-দ্বারের বহির্ভাগে রাখিয়া গিয়াছিল। সেই বৈষ্ণবাপরাধে কিছুদিনের মধ্যেই তাহার গলৎকুষ্ঠ-রোগ হইল। অসহনীয়-যন্ত্রণায় কাতর হইয়া সে মহাপ্রভুর কৃপা ভিক্ষা করিলেও তাহার অপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়া মহাপ্রভু তৎকালে তাহাকে ক্ষমা করিলেন না। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া যখন 'কুলিয়া'য় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন গোপাল-চাপাল মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইলে মহাপ্রভু তাহাকে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের সন্তোষ বিধান করিতে উপদেশ করিলেন। শ্রীশ্রীবাসের কৃপায় গোপালের অপরাধ-ভঞ্জন হইল।

এক ব্রাহ্মণ শ্রীবাসের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্তন দেখিবার জন্য আসিলেন, কিন্তু দ্বার রুদ্ধ থাকায় তিনি গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া চলিয়া

গেলেন। সেই ব্রাহ্মণ অন্য একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে গঙ্গার ঘাটে দেখিতে পাইয়া নিজের উপবীত ছিঁড়িয়া মহাপ্রভুকে অভিশাপ দিলেন,—"তোমার সংসারসুখ বিনষ্ট হউক।" ইহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত উল্লসিত হইলেন ; কারণ শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধান-পর ব্যক্তি সংসার-সুখের জন্য লালায়িত নহেন। শ্রীকৃষ্ণের সুখ-চিন্তাই জীবের একমাত্র চরম প্রয়োজন। যে-কোন নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম গ্রহণ কবিয়াও তুচ্ছ ক্ষণিক ও চরমে অশেষ কষ্ট-প্রদ সংসার-সুখ পাওয়া যায়।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

'সাত-প্রহরিয়া ভাব' বা 'মহাপ্রকাশ'

একদিন শ্রীমহাপ্রভু শ্রীশ্রীবাসের গৃহে শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহের খাটের উপর বসিয়া অদ্ভুত ঐশ্বর্য প্রকাশ করিলেন। শ্রীমহাপ্রভু একে-একে বিষ্ণুর সকল অবতারের রূপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত ভাব সপ্ত-প্রহর পর্যন্ত প্রকাশিত থাকায় ভক্তগণ উহাকে 'সাত-প্রহরিয়া ভাব' বা 'মহাপ্রকাশ' বলেন। ভক্তগণ 'পুরুষ-সূক্তে'র * মন্ত্রসকল পাঠ করিয়া গঙ্গাজলে মহাপ্রভুর অভিষেক

* 'পুরুষসূক্ত'—ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ মন্ত্র।

ও বিবিধ উপচারে পূজা করিয়া ভোগ দিলেন। এই অভিষেক 'রাজরাজেশ্বর অভিষেক' নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীধরকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং সকলের নিকট শ্রীশ্রীধরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। লোকে শ্রীশ্রীধরকে থোড়-মোচা-বিক্রেতা দরিদ্র-ব্যক্তিমাত্র মনে করিয়া তাঁহার মহিমা জানিত না। পক্ষান্তরে বহির্ম্মুখ পাষণ্ডী ব্যক্তিগণ শ্রীশ্রীধরকে কত কিছু বলিত,—

মহাচাসা বেটা, ভাতে পেট নাহি ভরে।
ক্ষুধায় ব্যাকুল হঞা রাত্রি জাগি' মরে॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ৯।১৪৮

শ্রীশ্রীধর উপস্থিত হইলে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীশ্রীধরের হরিসেবার কথা সকলকে জানাইলেন, শ্রীশ্রীধরও মহাপ্রভুকে স্তব করিলেন। শ্রীমহাপ্রভু শ্রীশ্রীধরকে বলিলেন,—"শ্রীধর! তোমাকে আমি অষ্টসিদ্ধি-বর দিতেছি।" শ্রীশ্রীধর বলিলেন,—"প্রভো! আমাকে বঞ্চনা করিতেছেন কেন? সসাগরা পৃথিবীর অধিপতির নিকট কি কেহ একমুষ্টি ধূলি প্রার্থনা করে? আমি এ-সমস্ত কিছুই চাহি না, অষ্টসিদ্ধি ত' তুচ্ছ, জ্ঞানি-যোগি-ঋষিগণ যে মুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহাও শ্রীভগবানের সেবার নিকট অতিতুচ্ছ বস্তু। যে ব্রাহ্মণ প্রত্যহ আমার থোড়-কলা-মোচা কাড়িয়া ল'ন, সেই ব্রাহ্মণ জন্মে-জন্মে আমার প্রভু হউন—ইহাই আমার প্রার্থনা, আমি আর কিছুই চাই না।" ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীশ্রীধরের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

কি করিবে বিদ্যা, ধন, রূপ, যশ, কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি' সব পড়য়ে নির্মূলে॥
কলা-মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটিকল্পে কোটীশ্বর না দেখিবে তাহা॥
অহঙ্কার-দ্রোহ-মাত্র বিষয়েতে আছে।
অধঃপাত ফল তা'র না জানয়ে পাছে॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২৩৪-২৩৬

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুরারিগুপ্তকে শ্রীরামচন্দ্র-রূপে দর্শন দিয়া কৃপা করিলেন এবং সকলের নিকট শ্রীমুরারির মহিমা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"একবারও যে ব্যক্তি শ্রীমুরারির নিন্দা করিবে, কোটি গঙ্গাস্নানেও তাহার নিস্তার হইবে না, গঙ্গা-হরিনামই তাহাকে সংহার করিবে।"*

ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে ডাকিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

"এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দঢ়॥"

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।৩৬

"পাপিষ্ঠ বিধর্মিগণ তোমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছে, আমি তাহা আমার নিজের শরীরে গ্রহণ করিয়াছি ; এই দেখ, আমার শরীরে তাহার চিহ্ন রহিয়াছে!" শ্রীমন্মহাপ্রভু তখন শ্রীহরিদাসকে বর প্রদান করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার কখনও কোন অপরাধ হইবে না, তিনি ভক্তির স্বাভাবিক অধিকারী। ঠাকুর শ্রীহরিদাসের চরিত্র-দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

* চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

জাতি, কুল, ক্রিয়া, ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন, আর্তি বিনা না পাই কৃষ্ণেরে॥
যে-তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিও সর্বোত্তম সর্বশাস্ত্রে কহে॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।৯৯-১০০

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীবিষ্ণুখট্টার উপর মহাজ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন, তখন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর মস্তকের উপর ছত্র ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরি শ্রীমদদ্বৈতের দিকে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে শ্রীগীতার একটী শ্লোকের প্রকৃত পাঠ ও ভক্তিপর তাৎপর্য জানাইলে আচার্য প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রীগৌরহরি—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য ও শ্রীনিত্যানন্দ উভয়েরই ঈশ্বর।

অহর্নিশ লওয়ায় ঠাকুর নিত্যানন্দ।
"বল, ভাই সব—'মোর প্রভু গৌরচন্দ্র॥"
চৈতন্য স্মরণ করি' আচার্য-গোসাঞি।
নিরবধি কান্দে, আর কিছু স্মৃতি নাই॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১৫৯-১৬০

শ্রীবিশ্বম্ভর ভক্তগণকে তাঁহাদের অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিতে বলিলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য বলিলেন,—"প্রভো! মূর্খ, নীচ, পতিতকে তুমি অনুগ্রহ কর। আমি এইমাত্র বর প্রার্থনা করি।" শ্রীগৌরহরি "তথাস্তু" বলিয়া আচার্যের বাক্যে সম্মতি দিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"খড়-জাঠিয়া বেটা"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'মহাপ্রকাশে'র দিন সকল ভক্তই তাঁহার নিকটে আসিবার অধিকার পাইয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুও একে-একে সমবেত ভক্তগণকে কৃপা করিতেছিলেন।

মহাপ্রভুর কীর্তনীয়া শ্রীমুকুন্দ তখন গৃহের অভ্যন্তরস্থ পর্দার বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি মহাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। শ্রীমুকুন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রত্যহ কীর্তন শুনাইয়া থাকেন ; আজ সেই শ্রীমুকুন্দের প্রতি মহাপ্রভুর এইরূপ অসন্তোষ কেন, কেহই বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীমুকুন্দকে কৃপা করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রার্থনা জানাইলে মহাপ্রভু বলিলেন,—"আমি উহাকে কৃপা করিতে পারি না, মুকুন্দ সমন্বয়-বাদী—'খড়-জাঠিয়া বেটা'। * যাহারা সকলের ধর্ম্মমতেই 'হাঁ জী', 'হাঁ জী' কবিয়। সকল দলে যোগ দেয়, হ্লাদিনীর বৃত্তি যে অব্যভিচারিণী ভগবদ্ভক্তি, উহাকেও অন্যান্য মতের ন্যায়ই লোক-কল্পিত একটী মতবিশেষ মনে করে ; যখন যে সভায় যায়, তখন তাহাদেরই মতের অনুরূপ কথা বলিয়া থাকে ; সেইরূপ সমন্বয়-বাদিগণ আমার পা'য়ে এক হাত ও গলায় আর এক হাত দিয়া আমার সহিত কাপট্য আচরণ করে। কোন সময় তাহারা লোক-

---

* খড়—তৃণ : জাঠি – যষ্টি বা লাঠি।

দেখান দৈন্য করিয়া দন্তে তৃণ ধারণ করে, আবার কোন সময় লাঠি লইয়া আমাকে মারিতে আইসে। যথেচ্ছাচারিতা কখনই উদারতা নহে। ভক্তি ও অভক্তি—মুড়ি ও মিছরিকে একাকার করিলে কেহ কখনও ভগবানের কৃপা পায় না। যাহারা ভক্তির সহিত অপর সাধনকে সমান জ্ঞান করে, তাহারা আমাকে লাঠি মারে। * তাহারা যদিও সময়-সময় ভক্তির ভান দেখাইয়া পূজা, কীর্তন, পাঠ-প্রভৃতির অভিনয় করিয়া থাকে ; তথাপি তাহাদের ঐরূপ কাপট্যে আমি সন্তুষ্ট হই না। তাহাদের ঐ-সকল স্তবস্তুতি আমার অঙ্গে বজ্রাঘাত-তুল্য বোধ হয়। শ্রীমুকুন্দরাম ভক্তসমাজে হরিকীর্তন করে, ভক্তির কথা বলে, আবার মায়াবাদীর নিকট 'যোগবাশিষ্ঠে'র মায়াবাদ স্বীকার করিয়া থাকে।"

শ্রীমুকুন্দ ঘরের বাহিরে থাকিয়াই মহাপ্রভুর এইসকল কথা শুনিতেছিলেন এবং মনে-মনে বিচার করিতেছিলেন যে, যখন শুদ্ধভক্তিদেবীর চরণে অপরাধ-বশতঃ তিনি মহাপ্রভুর কৃপাবঞ্চিত হইলেন, তখন তাঁহার অপরাধময়-দেহ ত্যাগ করাই সমীচীন।

শ্রীমুকুন্দ দেহত্যাগের পূর্বে একবার মহাপ্রভুকে একটী শেষ-কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের দ্বারা মহাপ্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি কি কোন দিনই মহাপ্রভুর দর্শন পাইবেন না ? শ্রীমুকুন্দ অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া অনর্গল অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীমুকুন্দের দুঃখ দেখিয়া ভক্তগণও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

* চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১৮৩, ১৮৫, ১৮৮-১৯২।

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে জানাইলেন যে, কোটি-জন্ম-পরে মুকুন্দ মহাপ্রভুর দর্শন পাইবেন। শ্রীমুকুন্দ মহাপ্রভুর এই বাণী শুনিয়া 'পাইব', 'পাইব' বলিয়া পরমানন্দে মহানৃত্য করিতে লাগিলেন। যত বিলম্বেই হউক না কেন, কোনও-দিন না, কোনও-দিন ত' শ্রীমহাপ্রভুর দর্শন-লাভ ঘটিবে, এই আশাবন্ধ শ্রীমুকুন্দের হৃদয়কে উল্লসিত করিয়া তুলিল। মায়াবাদিগণ চিদ্বিলাস স্বীকার করে না, এজন্য তাহারা কোন দিনই লীলাপুরুষোত্তমের নিত্যসেবার অধিকারী হয় না—এই অবস্থার অধীন হইতে হইল না, জানিয়াই শ্রীমুকুন্দ আনন্দে এত উল্লসিত হইলেন।

শ্রীমুকুন্দের এইরূপ উল্লাসের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু ভক্তগণকে আজ্ঞা করিলেন,—"তোমরা মুকুন্দকে আমার নিকট এখনই লইয়া আইস।" এই কথা শুনিয়া মুকুন্দ যেন হাতে চাঁদ পাইলেন। শ্রীমুকুন্দ মহাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু বলিলেন, "মুকুন্দ! তোমার অপরাধ নষ্ট হইয়াছে, এখন তুমি আমার কৃপা গ্রহণ কর। তুমি যখন 'কোটিজন্ম-পরেও ভক্তি লাভ করিবে।'—এই বাক্যকে অব্যর্থ জানিয়া উল্লসিত হইয়াছ, তখন তোমার হৃদয়ে ঐকান্তিকী ভক্তি বিরাজিতা আছে, ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। তোমার দ্বারা লোকশিক্ষার জন্য আমি এইরূপ আদর্শ দেখাইলাম। তথাকথিত সমন্বয়বাদিগণ ভক্তির চরণে অপরাধী। তাহারা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক,—এই শিক্ষাই তোমার আদর্শের দ্বারা জগতে প্রচার করিলাম। বস্তুতঃ, তুমি আমার নিত্যদাস;

সুতরাং তোমার হৃদয়ে কখনও চিজ্জড়-সমন্বয়বাদের অনর্থ প্রবেশ করিতে পারে না।”

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে শ্রীমুকুন্দ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া অধিকতর দৈন্যভরে বলিতে লাগিলেন,—“আমি সেবা-রহিত মন্দভাগ্য ব্যক্তি। এই জন্যই কায়মনোবাক্যে ভক্তির অসমোর্দ্ধত্ব স্বীকার করি নাই। ভক্তি সুখময় বস্তু; ভক্তিহীন হইয়া তোমাকে দেখিবার অভিনয় করিলেই বা কি সুখ পাইব? দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের বিরাট্‌রূপ দর্শন করিয়াছিল, তথাপি ভক্তির অভাবে কোন সুখ লাভ করিতে পারে নাই এবং ঐ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াও সবংশে নিহত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন ‘রুক্মিণী-হরণে’ গমন করেন, তখন শিশুপালের পক্ষীয় বহু নৃপতি গরুড়বাহন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিল, তথাপি ভক্তির অভাবে তাহারা আনন্দ লাভ করে নাই। হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু শ্রীবরাহদেব ও শ্রীনৃসিংহদেবের দর্শন লাভ করিয়াও ভক্তির অভাবে তাহারা উল্লসিত হইতে পারে নাই, যজ্ঞপত্নী, পুরনারী, মালাকার-প্রভৃতি সামান্য ব্যক্তিগণও ভক্তিযোগ-প্রভাবে শ্রীভগবানের সেবাধিকার লাভ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের সেবা-লাভই তাঁহার প্রকৃত দর্শন-লাভ।”

শ্রীমুকুন্দের নিরুপাধি ভক্তির প্রতি অনুরাগ দেখিয়া মহাপ্রভু বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং শ্রীমুকুন্দকে বর প্রদান করিয়া বলিলেন,—“মুকুন্দ! তোমার ভক্তি আমার অতিশয় প্রিয়ঙ্করী। তুমি যেস্থানে কৃষ্ণগুণ গান কর, সেইস্থানেই আমি অবতীর্ণ হই।” আরও বলিলেন,—

"ভক্তিস্থানে অপরাধ কৈলে, ঘুচে ভক্তি।
ভক্তির অভাবে ঘুচে দরশন-শক্তি॥
ভক্তি বিলাইমু মুই—বলিল তোমারে।
আগে প্রেমভক্তি দিল তোর কণ্ঠস্বরে॥
যেখানে যেখানে হয় মোর অবতার।
তথায় গায়ন তুমি হইবে আমার॥"

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।২৫৬, ২৫৮, ২৬১

এই লীলার দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু একটি বিশেষ শিক্ষা দিয়াছেন। অনেক সময়ই অব্যভিচারিণী ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনকে সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতা মনে করিয়া লোকপ্রীতি-অর্জনের জন্য সকল দলের সকল-কথায় 'হাঁ জী', 'হাঁ জী' বলিবার যে প্রবৃত্তি লোক-সমাজে দেখা যায়, উহা উদারতা নহে, উহা কপট ও পরমেশ্বরে ঐকান্তিকী প্রীতির অভাব-জ্ঞাপক। ভগবানে অনুরাগি-জনের চরিত্রে ভগবানের সেবা অর্থাৎ তাঁহার সুখানুসন্ধানের প্রতিই একান্তনিষ্ঠা থাকিবে,—তাহা কল্পিত নিষ্ঠা নহে—গোঁড়ামি নহে। গোঁড়ামিতে তত্ত্বান্ধতা আছে এবং শ্রীহরির প্রতি প্রীতি নাই, আর অব্যভিচারিণী ভক্তিতে তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তে সহজ-পারদর্শিতা এবং যাহাতে যাহাতে ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হয়, তদ্ব্যতীত অন্য-বিষয়ের প্রতি সর্বতোভাবে তীব্র-নিরপেক্ষতা আছে। লোকপ্রীতি বা নিজেন্দ্রিয়-প্রীতির যূপকাষ্ঠে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-প্রীতিকে বলি দেওয়া কখনই উদারতা নহে,—উহা উচ্ছৃঙ্খলতা ও হীনতম নাস্তিকতা-মাত্র।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জগাই-মাধাই-উদ্ধার

শ্রীবিশ্বম্ভর শ্রীনবদ্বীপের ঘরে-ঘরে শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রচারের জন্য ঠাকুর শ্রীহরিদাস ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একদিন নিত্যানন্দপ্রভু গৃহে-গৃহে নাম প্রচার করিয়া নিশাকালে শ্রীমহাপ্রভুর বাড়ীর দিকে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় 'জগাই', 'মাধাই' নামে দুই মাতাল ব্রাহ্মণ-সন্তানের সহিত শ্রীনিত্যানন্দের সাক্ষাৎকার হইল। ইহারা না করিয়াছে জগতে এমন কোন-রূপ পাপ অদ্যাবধি সৃষ্ট হয় নাই। সকল সময়েই মাতালগণের সহিত অবস্থান করায় তাহারা কেবলমাত্র 'বৈষ্ণবনিন্দা' করিবার সুযোগ পায় নাই। পতিতপাবন শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও ঠাকুর শ্রীহরিদাস জগাই-মাধাইকে কৃপা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু যেন তাহাদিগকে কৃপা করিবার জন্যই সেই নিশাতে নবদ্বীপে বেড়াইতে ছিলেন। জগাই-মাধাই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে দেখিতে পাইল। মাধাই 'অবধূত' নাম শুনিয়াই ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর শিরে 'মুটকি' * নিক্ষেপ করিল। জগাই ইহা দেখিয়া মাধাইকে বাধা দিল। মাধাই-কর্তৃক শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে আঘাতের কথা শুনিয়া শ্রীমহাপ্রভু সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া

---

* ভাঙ্গা হাঁড়া।

সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং মহাক্রোধে সুদর্শন-চক্রকে আহ্বান করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমহাপ্রভুকে বলিলেন,—"জগাই আমাকে রক্ষা করিয়াছে, আপনি তাহাকে ক্ষমা করুন।" শ্রীমন্মহাপ্রভু জগাইর প্রতি প্রসন্ন হইলেন। ইহাতে মাধাইর চিত্তেরও পরিবর্তন হইল। তখন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মাধাইকে ক্ষমা করিলেন। তাহারা উভয়েই অত্যন্ত অনুতপ্ত হইল এবং **জীবনে আর কখনও কোন পাপ-কার্য করিবে না**, কেবলমাত্র **নিষ্কপট হরিসেবাতেই জীবন যাপন করিবে**,—এইরূপ **প্রতিজ্ঞা** করিল। ইহা দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি শ্রীমহাপ্রভু এবং ভক্তগণেরও কৃপা হইল। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় দুইজন দস্যুও তাঁহাদের পাপপ্রবৃত্তি চিরতরে বিসর্জন করিয়া 'মহাভাগবত' হইলেন। ইঁহাদের পূর্বচরিত্র স্মরণ করিয়া কেহ যেন ইঁহাদিগকে ভবিষ্যতে অনাদর বা অশ্রদ্ধা না করেন, মহাপ্রভু ভক্তগণকে এইরূপ উপদেশ দিলেন।

ব্রাহ্মণ-কুলীন-প্রধান নদীয়া-নগরে মুসলমানকুলে অবতীর্ণ ঠাকুর শ্রীহরিদাসের দ্বারা নাম-প্রচারের আদর্শ এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দ্বারা জগাই-মাধাইর উদ্ধার-লীলা প্রকাশ করিয়া মহাপ্রভু জানাইলেন,—বৈষ্ণবাচার্য প্রাকৃত জাতি-কুলের অন্তর্গত নহেন, তিনি অতিমর্ত্য বস্তু—জগদ্গুরু। তিনি আরও জানাইলেন,—যাঁহারা হরিনাম প্রচার করিবেন, হরিকথা কীর্তন করিবেন, তাঁহারা হরিকথা ও হরিনাম-বিতরণের বিনিময়ে কোনপ্রকার অর্থ-দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবেন না। শ্রীহরিকথা ও শ্রীহরিনাম—সাক্ষাৎ শ্রীহরি।

গঙ্গার ঘাট পরিষ্কার করিতেন। এই ঘাট 'মাধাইর ঘাট' নামে প্রসিদ্ধ হইল। শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার পথে শ্রীমায়াপুরে এই 'মাধাইর ঘাট' এখনও দেখা যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীগৌরাঙ্গের বিভিন্ন-লীলা

[১]

শ্রীগৌরহরি প্রতিরাত্রেই নিজ-ভক্তগণের সহিত শ্রীশ্রীবাস-ভবনের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সংকীর্তন-নৃত্য করিতেন। একদিন শ্রীবাস-শ্বাশুড়ী বৃথা কৌতুহলপরায়ণা হইয়া কীর্তনগৃহের এক কোণে 'ডোলমুড়ি' দিয়া লুকাইয়াছিলেন। লুকাইয়া থাকিলে কি হইবে, যাহার সুকৃতি নাই, সেরূপ ব্যক্তি কি অপ্রাকৃত সংকীর্তন-রাস নিজের চেষ্টায় দেখিতে পারে? সংকীর্তনরাস-নায়ক শ্রীগৌর-হরি নাচিতে নাচিতে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন,—"আজ আমার উল্লাস হইতেছে না কেন? শ্রীবাস! দেখ, কোন বহিরঙ্গ ব্যক্তি কোথাও লুকাইয়া আছে কি না।" সকলেই শ্রীবাস-গৃহের সমস্ত স্থান পাঁতি পাঁতি করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, শ্রীশ্রীবাস নিজেও সমস্ত ঘর খুঁজিয়া দেখিলেন; কিন্তু কোনও বহিরঙ্গ লোক

দেখিলেন না। শ্রীগৌরহরি ভক্তগণের কথায় নৃত্য আরম্ভ করিয়া পুনরায় বলিলেন,—"আজ কিছুতেই কীর্তনে সুখ পাইতেছি না।' তখন ভক্তগণ নিজদিগকেই বহির্মুখ ও অপরাধী আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত পুনরায় অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার শ্বাশুড়ী 'ডোলমুড়ি' দিয়া লুকাইয়া আছেন। শ্রীগৌরহরির সুখানুসন্ধানরত কৃষ্ণাবেশে মহামত্ত পণ্ডিত শ্রীশ্রীবাস চুলে ধরিয়া শ্বাশুড়ীকে ঘরের বাহির করিবার আদেশ দিলেন। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিত্ত উল্লসিত হইল এবং তিনি আনন্দে কীর্তন আরম্ভ করিলেন।

এই লীলাদ্বারা ভক্তরাজ শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত শিক্ষা দিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানই জীবের সর্বশিষ্টাচার ও মর্যাদার শিরোমণি। যেস্থানে শ্রীশ্রীগৌরহরির সুখানুসন্ধান বাধাপ্রাপ্ত হয়, সেস্থানে লৌকিক-মর্যাদা-সংরক্ষণের দুর্বলতা বা জড়াসক্তি স্বীকার্য নহে। তবে, শ্রীশ্রীগৌরহরির সুখানুসন্ধানে যাঁহাদের আবেশ হয় নাই, তাঁহারা কপটভক্তি দেখাইতে গিয়া স্বাভাবিক-প্রীতির আদর্শের অবৈধ অনুকরণ করিলে 'ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ' হইবেন।

[২]

শ্রীগৌরহরি যখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে 'দাস' বলিয়া গ্রহণ করিতেন, তখন আচার্যের বিশেষ প্রীতি হইত, কিন্তু শ্রীগৌরহরি আচার্যকে গুরুবুদ্ধি করিয়া পদযুগল ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীল আচার্য অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন। এজন্য যখন শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভর

প্রেমাবেশে মূর্ছিত হইয়া পড়িতেন, তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য শ্রীগৌর-হরির শ্রীচরণে দণ্ডবৎ-প্রণতি, অশ্রুদ্বারা পাদ-প্রক্ষালন, পাদরেণু শিরে ধারণ ও নানা-উপচারে শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণ পূজা করিয়া মনোবাসনা পূরণ করিতেন। একদিন মহাপ্রভু নৃত্য করিতে করিতে মূর্ছিত হইলেন, সুযোগ বুঝিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য শ্রীগৌর-হরির পদরেণু সর্বাঙ্গে লেপন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীগৌরহরি পুনরায় নৃত্য আরম্ভ করিয়া ভক্তগণের নিকট চিত্তের অনুল্লাসের কথা জানাইলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্যপ্রভু ভয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদরেণু চুরি করিবার কথা স্বীকার করিয়া ক্ষমা-প্রার্থনা করিলেন। শ্রীগৌরহরি শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের প্রতি ক্রোধপ্রকাশচ্ছলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের গুণ বর্ণন করিতে লাগিলেন।

[৩]

শ্রীনবদ্বীপে শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী নামে এক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি অহর্নিশ 'কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন করিতেন এবং ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। লোকে তাঁহাকে ভিখারী বলিয়াই মনে করিত; কিন্তু তাঁহার বৈষ্ণবতা বুঝিতে পারিত না। মহাপ্রভু তাঁহার ঝুলি হইতে ক্ষুদ-কণা-সংযুক্ত চাউল কাড়িয়া খাইতেন। শ্রীভগবান অর্থের বশ নহেন, প্রীতির বশ। দাম্ভিক ধনবানের কোন নৈবেদ্য ভগবান গ্রহণ করেন না; কিন্তু প্রীতিমান্ অকিঞ্চনের অতি সামান্য উপকরণও নিজে যাচিয়া গ্রহণ করেন।

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবিশ্বম্ভর শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীকে বলিলেন,—"তোমার হস্তপাচিত অন্ন ভোজন করিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হয়। তুমি কিছু ভয় করিও না, আমাকে অন্ন দাও।" ভক্তবৎসল শ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ পুনঃপুনঃ প্রার্থনায় অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া শ্রীশুক্লাম্বর শ্রীবিশ্বম্ভরকে সদৈন্যে বলিলেন,—"আমি একটা নরাধম, পাপিষ্ঠ, পতিত, ঘৃণিত, ভিক্ষুক ; আর, আপনি সাক্ষাৎ সনাতন ধর্মস্বরূপ। আমাকে আপনি বঞ্চনা করিবেন না।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"আমি তোমাকে বিন্দুমাত্রও বঞ্চনা করিতেছি না। তোমার হস্ত-পাচিত অন্ন-ব্যঞ্জন খাইবার আমার বড়ই ইচ্ছা হয়। তুমি সত্বর বাসায় গিয়া নৈবেদ্য প্রস্তুত কর। আমি অদ্য মধ্যাহ্নে নিশ্চই তোমার বাসায় যাইব।"

শ্রীশুক্লাম্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের নিকট এ-বিষয়ে যুক্তি জিজ্ঞাসা করিলে ভক্তগণ বলিলেন,—"শ্রীভগবান্ ভক্তিবশ, তিনি শূদ্রার পুত্র বিদুরের সামান্য অন্নও মাগিয়া খাইয়াছেন, ইহা তাঁহার প্রেমের স্বভাব।"

শ্রীশুক্লাম্বর স্নান করিয়া অতি সাবধানে সুবাসিত জল চুলায় চড়াইলেন এবং উহার মধ্যে স্পর্শ না হয়, এইভাবে সুন্দর গর্ভ-থোড়ের সহিত উত্তম চাউল ফেলিয়া দিলেন এবং করজোড়ে 'জয় কৃষ্ণ, গোবিন্দ, গোপাল, বনমালী'—এই-সকল নাম কীর্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবীর দৃষ্টিপাতে রন্ধন সমাপ্ত হইল। সেইকালে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভৃতিকে লইয়া শ্রীবিশ্বম্ভর শ্রীশুক্লাম্বরের কুটীরে আসিয়া নিজহস্তে অন্ন গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিলেন

এবং অসংস্পৃষ্টভাবে এরূপ অমৃতের ন্যায় অন্নরন্ধন ও গর্ভথোড়ের স্বাদের প্রশংসা করিতে করিতে ভক্তগণের সহিত শ্রীমহাপ্রভু ভিক্ষুকের ঘরে ভোজন করিলেন এবং তথায় মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করিলেন। তথায় লিপিকর শ্রীবিজয়দাসকে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ-বৈভব দর্শন করাইলেন।

[৪]

শ্রীগৌরহরি 'হরের্নাম' শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীহরি-নামের দ্বারাই কলিকালে জীবের সর্বসিদ্ধি হয়, অন্য কোন সাধনের প্রয়োজন নাই এবং অন্য সাধনের সহিত হরিনাম-গ্রহণের তুলনা করিলেও অপরাধ হয়, ইহা শিক্ষা দিলেন। কি-ভাবে নাম গ্রহণ করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধেও কৃপাপূর্বক শিক্ষা দিয়াছেন,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব-জগৎ-নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম'—উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'কার॥
'কেবল'-শব্দে পুনরপি নিশ্চয় করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কর্ম-নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত 'এব'-কার॥
তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা ল'বে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান॥

তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভৎর্সনা, তাড়নে কা'কে কিছু না বলিবে॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মরে, তবু জল না মাগয়॥
এইমত বৈষ্ণব কা'রে কিছু না মাগিবে।
অযাচিত-বৃত্তি, কিম্বা শাক-ফল খা'বে॥
সদা নাম ল'বে, যথা-লাভেতে সন্তোষ।
এইমত আচার করে' ভক্তিধর্ম পোষ॥

চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২১-৩০

[৫]

একদিন নিশাকালে মহাপ্রভু সংকীর্তন-নৃত্য সমাপ্ত করিয়াছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণী আসিয়া মহাপ্রভুর চরণ হইতে পুনঃপুনঃ ধূলি লইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং সেই মুহূর্তে সবেগে ছুটিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ধরিয়া গঙ্গা হইতে উঠাইলেন। সেই রাত্রিতে মহাপ্রভু বিজয় আচার্যের গৃহে রহিলেন; প্রাতঃকালে ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লইয়া আসিলেন।

তখনও শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রকাশ করেন নাই, তাঁহার গার্হস্থ্য-লীলাকালেই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। যে-সকল সাধক জীব, গৃহী বা সন্ন্যাসী গুরু গোস্বামীর বেশে স্ত্রীলোকের দ্বারা পদসেবা, পদস্পর্শ-প্রভৃতি কার্য করাইয়া থাকেন বা উহাতে প্রশ্রয় দান করেন, তাঁহাদিগকে সাবধান করিবার জন্যই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর এই আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। গৃহস্থ-ব্যক্তিও

চরণধূলি-দান-প্রভৃতির ছলে পরস্ত্রী স্পর্শ করিবেন না। ছোট হরিদাসের দণ্ড-লীলাদ্বারা মহাপ্রভু জ্ঞানমিশ্র সাধক সন্ন্যাসিগণের আচার শিক্ষা দিয়াছিলেন।

[৬]

শ্রীশ্রীবাসের গৃহের নিকটবর্তী কোন মুসলমান দর্জি শ্রীবাসের জামা সেলাই করিতেন। দর্জি শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলে, মহাপ্রভু সেই ভাগ্যবান্ দর্জিকে নিজরূপ প্রদর্শন করিলেন। সেই দর্জি তখন হইতে "আমি কি দেখিনু ! আমি কি দেখিনু !!"—এইরূপ বলিতে বলিতে প্রেমে পাগল হইয়া আনন্দভরে নাচিতে লাগিলেন।

[৭]

একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট শ্রীনামের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছিলেন। তাহা শুনিয়া কোন ছাত্র বলিয়া উঠিল,—"নামের আবার এত মহিমা কি ! ইহা কেবল নামকে বড় করিবার জন্য অতিস্তুতি ! একনামেই সর্বসিদ্ধি হইবে, আর কিছুতেই হইবে না,—এইপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামি পণ্ডিতসমাজে চলিবে না।" নামের অতুলনীয় মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি মনে করা শ্রীনামে 'অর্থবাদ'-রূপ 'নামাপরাধ,' ইহাই সৎশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। তাই শাস্ত্রের সম্মান-রক্ষাকারী মহাপ্রভু সেই নামাপরাধী ছাত্রের মুখ দর্শন করিতে সকলকে নিষেধ করিয়া ভক্তগণের সহিত তৎক্ষণাৎ সচেল * গঙ্গাস্নান করিলেন।

* চেল—বস্ত্র ; 'সচেল'-অর্থে—পরিহিত বস্ত্রের সহিত।

[৮]

একদিন মহাপ্রভু বাড়ী হইতে অনেক দূরে আসিয়া সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময় অত্যন্ত মেঘাড়ম্বর হইল, প্রভু মেঘকে দূর হইবার জন্য আজ্ঞা করিলেন। মেঘ তৎক্ষণাৎ সরিয়া গেল। এইজন্য ঐ গঙ্গাচরা-ভূমিকে লোকে 'মেঘের চর' বলিত। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবলদেবের আবেশে যমুনাকর্ষণলীলা প্রকাশ করিয়া 'মধু আন,' 'মধু আন' বলিতে লাগিলেন। সেই সময় শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য, শ্রীবলমালী আচার্য-প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুর হস্তে স্বর্ণমুষল দর্শন করিয়াছিলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আম্র-মহোৎসব

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া নগর-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। মধ্যাহ্নকালে ভক্তগণ শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন দেখিয়া ভক্তবৎসল শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তের সেবার জন্য একটি ঐশ্বর্য প্রকাশ করিলেন।

সপার্ষদ মহাপ্রভু যেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই স্থানের এক ভক্তের অঙ্গনেই মহাপ্রভু বিশ্রাম করিলেন এবং তথায় একটি আম্র-বীজ রোপণ করিলেন। কি আশ্চর্য! দেখিতে দেখিতে এক মুহূর্তে তথায় একটি আম্রবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া বাড়িতে

লাগিল এবং সেই বৃক্ষে অসংখ্য পক্ব-আম্র ফলিতে লাগিল। মহাপ্রভু অবিলম্বে সেই বৃক্ষ হইতে দুইশত আম্র-ফল সংগ্রহ করাইয়া লইলেন, উহাদিগকে জলে ধৌত করিয়া কৃষ্ণের ভোগে লাগাইলেন এবং তৎপরে ভক্তগণ সেই আম্র-প্রসাদ সম্মান করিলেন। এরূপ অপূর্ব আম্র কেহ কখনও দেখেন নাই। আম্রের অষ্ঠি ও বল্কল নাই, উহা সুন্দর পীত ও রক্তবর্ণ। এক-একটি আম্র ভোজন করিলেই এক-এক জনের উদর-পূর্তি ও পরিতুষ্টি হয়।

বৈষ্ণবগণ আম্রফল ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত উল্লসিত হইলেন। মহাপ্রভু সেই স্থানে এইরূপ ঐশ্বর্য প্রকাশ করিলেন যে, সেই ভক্তের অঙ্গনে বারমাসই ঐরূপ আম্র-ফল ফলিতে থাকিল এবং মহাপ্রভুও নগর-সংকীর্তনের পর প্রত্যহ সেই স্থানে আসিয়া ভক্তগণের সহিত ঐরূপ আম্র-মহোৎসব করিতে লাগিলেন।

যেইস্থানে মহাপ্রভুর এই আম্র-মহোৎসব হইয়াছিল, সেইস্থান অদ্যাবধি 'আম্রঘট্ট' বা 'আমঘাটা' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। নবদ্বীপ-ঘাট ষ্টেসন হইতে কৃষ্ণনগর যাইতে যে লাইট্ রেলওয়ে আছে, তথায় 'মহেশগঞ্জ' ষ্টেসনের পরেই এই 'আমঘাটা'-ষ্টেসন।

শ্রীমুরারিগুপ্তের নামে আরোপিত কড়চায় আম্রবৃক্ষ-রোপণ ও ফলধারণের বিবরণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

একদিন শ্রীবিশ্বম্ভর ভক্তগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তোমরা আমার নটরঙ্গ দেখ! এই দেখ—আমি এই অদ্ভুত বীজকে রোপণ করিতেছি। এই দেখ, নিমিষ-মধ্যেই ইহা হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইয়া

এখনই বৃক্ষরূপে পরিণত হইল! এই দেখ, ইহাতে পুষ্পরাশি প্রস্ফুটিত হইল—দেখ, দেখ, ফল ধরিল! এই দেখ, ফল পরিপক্ক হইল—এই দেখ, ফল সংগ্রহ করিলাম। এই দেখ, এখন ফলও নাই, বৃক্ষও নাই—এই সবই মায়াদ্বারা রচিত হইয়াছিল। প্রান্তরে এই সব ঐন্দ্রজালিক কার্য আর কিছুই রহিল না। এই ভাবে মায়াকৃত সকল কর্ম অনর্থক হইলেও শ্রীভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান করিলে তাহা হইতে বিপুল লাভ হয়। পরমেশ্বরের জন্য যে কার্যই করা হউক্ না কেন, তৎসমুদয়ই সার্থক হইয়া থাকে।"*

শ্রীকবিকর্ণপূরের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যে'ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় এইরূপ—ভূমিতে আম্রবীজ-রোপণ, তদ্‌বৃক্ষ-শাখা-ফলের আবির্ভাব ও তৎপরেই সকলের অন্তর্ধান এবং তৎপ্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণকে শিক্ষাদান-লীলা দৃষ্ট হয়।

এবং হি বিশ্বমখিলং বিতথং যদেত-
ন্নিষ্পাদ্যতে সততমীশ্বরসেবনায়।
তৎ সার্থকং ভবতি সম্যগসত্যমেতৎ
সত্যং ভবেদশুচি যত্তদিদং শুচি স্যাৎ॥
তস্মাজ্জনৈঃ সকলমেব পরেশ্বরস্য
সেবার্থমপ্যনুতমেতদিহাবচেয়ম্।
সংসার এষ ন হি তস্য ভবেদ্বিরোধী
সেবাপরস্য ন হি বাধ্যত এব কৈশ্চিৎ॥

—চৈঃ চঃ মঃ ৬।১১-৩৪

---

* 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্' (২।৪।৮-১১) শ্রীনবদ্বীপ শ্রীহরিগৌর-কুটীর-নিবাসী শ্রীপাদ হরিদাসদাস বাবাজী-মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ।

এই নিখিল অনিত্য বিশ্ব যদি নিরন্তর পরমেশ্বরের সুখানুসন্ধানের জন্য হয়, তাহা হইলে এই অসত্য সংসারও সম্যগ্ রূপে সার্থক হয়, যেহেতু পরমেশ্বরে অর্পিত হইলে অপবিত্র বস্তুও পবিত্র হইয়া যায়, অতএব এই পৃথিবীতে মনুষ্য যদি সমস্ত অনিত্য বস্তুও পরমেশ্বরের সেবার নিমিত্তই আহরণ করে, তাহা হইলে এই সংসার তাহার আর বিরোধী হয় না। হরিসেবানিরত ব্যক্তিকে কেহই বাধা দিতে পারে না।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু এই লীলাটীতে শ্রীগৌরহরির কৃপায় ভক্তগণের আম্র-সেবন ও বারমাস কীর্তনাবসানে এইরূপ আম্র-মহোৎসবের অনুষ্ঠানের কথা স্বীয়গ্রন্থে জ্ঞাপন করিয়াছেন। আর, শ্রীকবিকর্ণপূরাদি লীলালেখকগণ ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মায়া-দ্বারা রচিত ভক্তগণকে শিক্ষা দিবার জন্য সাময়িক-লীলাবিশেষ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বস্তুতঃ, পরমেশ্বর বা তদীয়জনের সেবার উদ্দেশ্যে কৃত অনিত্য ব্যাপারও নিত্যসার্থকতায় পর্যবসিত হয়—এই চরম-শিক্ষাটী লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পক্ষে নিত্য আম্র-মহোৎসব-লীলা-প্রকটন ও ভিন্ন-লীলা-প্রকাশন কিছু আশ্চর্য নহে। অনন্ত-লীলাময়কে সসীম ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় দেখিতে যাওয়া দৃপ্ত দ্রষ্টার মূর্খতা-ব্যতীত আর কিছুই নহে। অবিচিন্ত্য সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সকলই সম্ভব।

'আমঘাটা'-ষ্টেসনের সন্নিকটে 'সুবর্ণবিহার'-নামক, মহাপ্রভুর পাদ-পদ্মাঙ্কিত সংকীর্তন-স্থান অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। এই 'সুবর্ণবিহার' অতি প্রাচীনকালে 'গৌড়রাজেন্দ্রপুর' নামে গৌড়দেশের রাজধানী

ছিল। যখন বৌদ্ধধর্ম বিপুল প্রসার লাভ করে, তখন এই স্থানের নাম 'সুবর্ণবিহার' হয়। এই স্থান হইতে মালদহ জেলার নিকটবর্তী 'কর্ণ-সুবর্ণ' ও ঢাকা জেলার 'সুবর্ণ-গ্রাম' (সোণারগাঁ) ত্রিকোণাবস্থিত ভূখণ্ড গৌড়ের প্রাদেশিক রাজধানী বলিয়া মাধ্যমিক যুগে বর্ণিত হইয়াছে। সুবর্ণবিহারে কিছুদিন পালরাজগণ বাস করেন। বর্তমানকালে উহা মৃত্তিকাভ্যন্তরে অবস্থিত। ইহা শ্রীমায়াপুরের পূর্বদক্ষিণ-কোণে 'জলাঙ্গী' নদীর অপরপারে অবস্থিত। 'আতোপুর' বা 'অন্তর্দ্বীপের মাঠ' হইতে ঐ স্থানের উচ্চভূমি অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রীনিবাস-প্রভুকে শ্রীঈশান ঠাকুর আতোপুরের মাঠ হইতে সুবর্ণবিহার দেখাইয়াছিলেন। সত্যযুগে 'শ্রীসুবর্ণসেন' নামে এক বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী নৃপতি ছিলেন। তিনি অতি বৃদ্ধকাল পর্যন্ত সুখে সাম্রাজ্য-সিংহাসন ভোগ করিয়াছিলেন। পূর্বজন্মার্জিত কোন বিশেষ-সুকৃতির ফলে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীনারদ সুবর্ণসেনের প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। মহারাজ সুবর্ণসেন বিষয়ী হইলেও অতিথি-সেবা ও বৈষ্ণব সেবাপরায়ণ ছিলেন। তিনি দেবর্ষি শ্রীনারদকে অতীব আদরের সহিত পূজা করিলেন। শ্রীনারদমুনি মহারাজকে কৃপাপূর্বক যে-সকল তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি শ্রীনারদের কৃপায় জানিতে পারিলেন, যেই স্থানে তিনি বাস করিতেছেন, সেই স্থান 'শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলে'র অন্তর্গত। কলিকালে এই স্থানেই সুবর্ণবর্ণ শ্রীগৌরহরি সপার্ষদ অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অভূতপূর্ব-ঔদার্যলীলা প্রকাশ করিবেন। শ্রীনারদমুনি 'শ্রীগৌর'-নামের মাহাত্ম্য কীর্তন

করিয়া বীণা-যন্ত্রে শ্রীগৌরনাম কীর্তন করিতে করিতে প্রেমে বিহ্বল হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"কবে সেই ধন্য কলি আগমন করিবে, যে-দিন শ্রীগৌরহরি সপার্ষদ অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বময় প্রেমের বন্যা ছুটাইবেন !" অতঃপর শ্রীনারদ অন্যত্র চলিয়া গেলেন। শ্রীনারদ-মুখনিঃসৃত গৌরনাম শ্রবণ করিয়া রাজার বিষয়বাসনার বীজ নির্মূল হইল। তিনি প্রেমে 'হা গৌরাঙ্গ !' বলিয়া নাচিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে দৈন্যের উদ্রেক হইল। একদিন মহারাজ সুবর্ণসেন নিদ্রাযোগে দেখিতে পাইলেন, শ্রীগৌর-গদাধর সপার্ষদ মহারাজের অঙ্গনে 'হরে, কৃষ্ণ' বলিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর সকলকে সপ্রেম আলিঙ্গনদ্বারা কৃতার্থ করিতেছেন। মহারাজ আরও দেখিলেন, শ্রীগৌরহরি যেন একটা সাক্ষাৎ সুবর্ণের পুত্তলি; উপনিষদুক্ত "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম-যোনিম্।" (মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।৩)। রুক্মবর্ণ—সোণার রং, অনর্পিতচর—যাহা পূর্বে কদাপি প্রদত্ত হয় নাই। সেই রুক্মবর্ণ পুরুষ অনর্পিত-চর প্রেম-প্রদানের জন্য পসরা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ইহা দেখিতে দেখিতে নৃপতির নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। নিদ্রাভঙ্গে অত্যন্ত বিরহকাতর হইয়া তিনি 'গৌর !' 'গৌর !' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দৈববাণী হইল,—"হে মহারাজ, আপনি আশ্বস্ত হউন, শ্রীগৌরহরি যখন কলিকালে শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন, তখন আপনি 'বুদ্ধিমন্ত খান্' নামে পরিচিত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ-সেবায় অধিকার পাইবেন।"

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান্

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামি-প্রভু লিখিয়াছেন,—

শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান্।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবক-প্রধান॥

—চৈঃ চঃ আঃ ১০।৭৪

শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান্—মহাপ্রভুর প্রতিবেশী ও একান্ত অনুগত ধনবান্ ব্রাহ্মণ-ভক্ত। মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে অধ্যাপকের লীলা প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই সময় প্রভু একদিন বায়ুব্যাধিচ্ছলে অপূর্ব-প্রেমভক্তির বিকারসমূহ প্রদর্শন করেন; ইহা পাঠকগণ পূর্বেই পাঠ করিয়াছেন। সেই সময়ে শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান্ অত্যন্ত বৎসলরস-মুগ্ধ হইয়া শ্রীনিমাই পণ্ডিতের বায়ুব্যাধির চিকিৎসা করাইয়াছিলেন।

শ্রীনিমাই পণ্ডিত যখন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন, তখন এই শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান্ই বরপক্ষের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান্ অতি উৎসাহভরে বলিয়াছিলেন,—

এ-বিবাহ পণ্ডিতের করাইব হেন।
রাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৫।৭২

পৃথিবীর লোক, অধিক কি, সমসাময়িক নবদ্বীপের অধিবাসি-গণ নিজের পুত্র-কন্যার বিবাহে, সৌখিন ধনাঢ্যগণ কুকুর-বিড়ালের বিবাহে কত অর্থ ব্যয় করিয়া নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিত; কিন্তু

শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান্ সত্য-সত্যই এইরূপ বুদ্ধিমান্ ছিলেন যে, তিনি একমাত্র নিত্যসেব্য শ্রীগৌর-নারায়ণের বিবাহে তাঁহার সমস্ত ধন নিয়োগ করিয়াছিলেন ; ইহাই বৈষ্ণব-মহাজনের ভাষায়—'কনকের দ্বারা মাধবের সেবা'।*

নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান্ অর্থের দ্বারা শ্রীলক্ষ্মীপতি শ্রীগৌরহরি সেবা করিয়াছেন। যখন শ্রীচন্দ্রশেখর-গৃহে মহাপ্রভু পারমার্থিক নাট্যমঞ্চের উদ্বোধন করেন, তখনও বুদ্ধিমন্ত খান্ সেই অভিনয়ের যাবতীয় বস্ত্র ও ভূষণাদি সংগ্রহ করাইয়াছিলেন।

* "মদর্থে ধর্মকামার্থানাচরন্ মদপাশ্রয়ঃ।
লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং মষ্যুদ্ধব সনাতনে॥"—ভাঃ ১১।১১।২৪

"যশ্চার্থো ধনসংগ্রহস্তমপি মদর্থে মৎসেবামাত্রোপযোগিত্বেনৈবাচরন্ সেবামানো মদপাশ্রয় আশ্রয়ান্তরশূন্যচেতাশ্চ সন্ তামেব কথাশ্রবণাদিলক্ষণাং ভক্তিং ময়ি নিশ্চলাং সর্ব্বদাব্যভিচারিণীং অব্যবহিতা অহৈতুকীং লভতে, তৎসুখেন কৈবল্যাদাবপ্যনাদরাৎ ; ন চ ভজনীয়স্য চলত্বয়া বা সা চলিষ্যতীতি মন্তব্যমিত্যাহ—সনাতনে ইতি।"

—ভঃ সঃ ৭২ অনুচ্ছেদ

আমার প্রীতির উদ্দেশে একমাত্র আমার আশ্রিত হইয়া পুণ্যকর্ম, বিষয়ভোগ এবং অর্থার্জন করিতে থাকিলেও হে উদ্ধব! সনাতন-ভজনীয় আমাতে সর্বদা অহৈতুকী ও অব্যবহিতা শ্রবণ-কীর্তনাদিময়ী ভক্তি লাভ করেন।

ধনসংগ্রহরূপ যে অর্থ, তাহাও কেবলমাত্র আমার সেবার উপযোগিরূপে আমার উদ্দেশ্যেই আচরণ করিতে করিতে (ভজনকারী ব্যক্তি) মদাশ্রিত হইয়া, আমা-ব্যতীত অপর সকলেরই আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া, অবশেষে আমাতে কথাশ্রবণাদি-লক্ষণময়ী, নিশ্চলা ও সর্বদা অব্যভিচারিণী ভক্তি লাভ করেন ; তখন তাদৃশ ভক্তিসুখ লাভ করিয়া কৈবল্যাদি মুক্তিতেও আমার শুদ্ধভক্তের অনাদর হয়। ভজনীয়বস্তুকে অনিত্য-বোধে ভক্তিকে অনিত্যা মনে করিতে হইবে না। এজন্যই 'সনাতন'-শব্দের প্রয়োগ।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে নাট্যাভিনয়

আচার্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর শ্রীহট্টে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনিও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ন্যায় শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে আসিয়া বাস করেন। ইনি নবনিধির অন্যতম বলিয়া 'আচার্যরত্ন'-নামে খ্যাত। ইঁহার গৃহে সময় সময় মহাপ্রভুর সংকীর্তন-বিলাস হইত। শ্রীচন্দ্র-শেখরের গৃহে মহাপ্রভু কৃষ্ণলীলা-নাট্যাভিনয়ের প্রথম প্রবর্তন বা পত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া ঐস্থান 'ব্রজপত্তন' নামে প্রসিদ্ধ।

একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট হরিলীলা-নাটক অভিনয় করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া শ্রীনবদ্বীপের ধনাঢ্য ভক্তবর শ্রীসদাশিব ও শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান্‌কে শঙ্খ, কাঁচুলি, পট্টসাড়ী, অলঙ্কার প্রভৃতি সামগ্রী সংগ্রহ করিতে বলিলেন। শ্রীগদাধর—শ্রীরুক্মিণী, শ্রীব্রহ্মানন্দ—শ্রীরুক্মিণীর বুড়া সখী, শ্রীনিত্যানন্দ—শ্রীযোগমায়া, ঠাকুর শ্রীহরিদাস—কোতোয়াল, শ্রীশ্রীবাস—শ্রীনারদ ও শ্রী-শ্রীরাম পণ্ডিত—স্নাতকের বেশে অভিনয় করিবেন, মহাপ্রভু ইহা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন; আর মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মীর বেশ গ্রহণ করিয়া নৃত্য করিবেন এবং যাঁহারা প্রকৃত জিতেন্দ্রিয়, তাঁহারাই সেই নৃত্য-দর্শনে অধিকারী হইবেন; ইহা জানাইয়া দিলেন।

প্রকৃতি-স্বরূপা নৃত্য হইবে আমার।
দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয়, তা'র অধিকার॥

সেই সে যাইবে আজি বাড়ীর ভিতরে।
যেই জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে ॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১৮।১৮-১৯

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্বাগ্রেই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য-প্রভু লোকশিক্ষার নিমিত্ত দৈন্যভরে বলিলেন,—"এই নৃত্য-দর্শনে আমার বিন্দুমাত্র অধিকার হইবে না। কারণ, আমি অজিতেন্দ্রিয়।" শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন,—"আমারও সেই কথা।" ইঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"তোমরা ইহাতে যোগদান না করিলে কাঁহাদিগকে লইয়া আমার অভিনয় হইবে ?" সকল বৈষ্ণবের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, —"কাহারও কোন চিন্তা নাই। তোমরা সকলেই মহাযোগেশ্বর হইতে পারিবে, কেহই আমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইবে না, আমি এই আশ্বাস প্রদান করিতেছি।"

শ্রীগৌরসুন্দরের এই শ্রীকৃষ্ণলীলাভিনয় দর্শন করিবার জন্য শ্রীনবদ্বীপবাসী আবাল-বৃদ্ধ বনিতা শ্রদ্ধাবান্ সকলেই শ্রীচন্দ্র-শেখর ভবনে উপস্থিত হইলেন। শ্রীশচীমাতার সহিত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ও বৈষ্ণববর্গের পরিবার অভিনয় দর্শন করিবার জন্য শ্রীচন্দ্রশেখরের ভবনে সমবেত হইলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছানুসারে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য মহা বিদূষকের ন্যায় নানাভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 'রাম কৃষ্ণ, বল, হরি গোপাল গোবিন্দ!'—এই বলিয়া শ্রীমুকুন্দ কীর্তনের শুভারম্ভ করিলেন। ঠাকুর শ্রীহরিদাস বৈকুণ্ঠের কোতোয়ালের বেশে হস্তে দণ্ড-ধারণপূর্বক সকলকে সতর্ক করিয়া

দিলেন, "সাধু সাবধান! আজ জগতের জীবাতু মহালক্ষ্মীর বেশে নৃত্য করিবেন। তোমরা সকলে কৃষ্ণভজন কর, কৃষ্ণসেবা কর, আর কৃষ্ণনাম কীর্তন কর।" শ্রীহরিদাসকে দেখিয়া অন্যান্য অভিনয়কারী ব্যক্তিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে? এই স্থানেই বা কেন আসিয়াছ?" শ্রীহরিদাস বলিলেন,—"আমি বৈকুণ্ঠের কোতোয়াল। আমি চিরকাল শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়া বেড়াই। আমার প্রভু গোলোক হইতে এই ভূলোকে প্রেমভক্তি বিতরণ করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আজ তোমরা সাবধানে সেই প্রেমভক্তি লুটিয়া লও।" ইহা বলিতে বলিতে ঠাকুর শ্রীহরিদাস শ্রীমুরারিগুপ্তের সহিত পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীনারদের বেশ ধারণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন; শ্রীশ্রীরামাই পণ্ডিত হস্তে আসন ও কমণ্ডলু লইয়া শ্রীশ্রীবাসের অনুগমন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য গুরুগম্ভীরস্বরে শ্রীশ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে? কি জন্য এখানে আসিয়াছ?" শ্রীশ্রীবাস বলিলেন,—"আমার নাম 'নারদ'। আমি কৃষ্ণের গায়ন, আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিয়া থাকি, আমি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলাম। শুনিলাম, তিনি নদীয়া-নগরে গিয়াছেন, এজন্য আমি এখানে আসিয়াছি।"

শ্রীশচীমাতা শ্রীনারদের বেশে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতকে দেখিয়া শ্রীমালিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইনিই কি পণ্ডিত শ্রীশ্রীবাস? শ্রীশচীমাতা প্রেমে মূর্ছিতা হইয়া পড়িলে পতিব্রতাগণ 'কৃষ্ণনাম' শুনাইয়া শ্রীশচীমাতাকে বাহ্যদশায় আনয়ন করিলেন।

শ্রীমহাপ্রভু গৃহান্তরে রুক্মিণীর বেশে সাজিতে সাজিতে শ্রীরুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমাশ্রু—মসি (কালি), হস্তের অঙ্গুলি—লেখনী (কলম) ও পৃথিবীর পৃষ্ঠ—পত্র (কাগজ)-রূপে পরিণত হইল। শ্রীরুক্মিণীর ভাবে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকে পত্র * লিখিতে লাগিলেন,—

"যাঁহার চরণ-ধূলি সর্ব-অঙ্গে স্নান।
উমাপতি চাহে, চাহে যতেক প্রধান॥
হেন ধূলি-প্রসাদ না কর' যদি মোরে;
মরিব করিয়া ব্রত, বলিলুঁ তোমারে॥
যত জন্মে পাঙ তোর অমূল্য চরণ।
তাবৎ মরিব, শুন, কমললোচন॥"

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১৮।৯৪-৯৬

প্রথম প্রহরে এই অভিনয় হইল, দ্বিতীয় প্রহরে শ্রীগদাধর ও শ্রীব্রহ্মানন্দের অভিনয়-কালে যখন বৈষ্ণবগণের উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং শ্রীগদাধরের গোপিকার বেশে প্রেমনৃত্য হইতেছিল, তখন শ্রীগৌরসুন্দর আদ্যাশক্তির বেশে সেই রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীযোগমায়ার বেশে প্রেমরসে ভাসিতে ভাসিতে বাঁকিয়া বাঁকিয়া হাঁটিতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীযোগমায়ার বেশ দেখিয়াই লোকে শ্রীগৌরসুন্দরকে চিনিতে পারিলেন; নতুবা শ্রীগৌরসুন্দরের বেশ দেখিয়া কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিতে-

* শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ, ৫২তম অধ্যায়ে ৭টি শ্লোকে শ্রীরুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের নিকট যে পত্র লিখিয়া জনৈক ব্রাহ্মণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণসেবাবিরহকাতরা শ্রীরুক্মিণীর ভাবে মহাপ্রভু মগ্ন হইলেন।

ছিলেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কেহ লক্ষ্মী, কেহ সীতা, কেহ মহা-লক্ষ্মী, কেহ পার্বতী, কেহ শ্রীরাধা, কেহ গঙ্গা, কেহ মূর্তিমতী দয়া, কেহ-বা মহেশমোহিনী মহামায়া—এইরূপ নিজ-নিজ ভাবানুরূপ মূর্তিতে দর্শন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা আজন্ম শ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন না। অধিক কি, শ্রীশচীমাতাও শ্রীগৌরসুন্দরের অভিনয়ে বিস্মিতা হইয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—"ইনি কি স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়াছেন ?"

যেই রূপ দর্শন করিয়া মহাযোগেশ্বর মহাদেব পর্যন্ত মোহিত হ'ন, সেই রূপ-দর্শনে যে বৈষ্ণবগণের মোহ হইল না, ইহা শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপারই একমাত্র নিদর্শন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় সেই শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে দর্শন করিয়া সকলের হৃদয়ে মাতৃভাবের উদয় হইল। শ্রীগৌরসুন্দর জগজ্জননীর ভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর তাঁহার অনুচরগণ সময়োচিত গান গাহিতে লাগিলেন। এই লীলাদ্বারা মহাপ্রভু বিষ্ণুশক্তির যথাযথ স্বরূপ সকলকে শিক্ষা দিলেন। শ্রীবিষ্ণুর একই শক্তি 'যোগমায়া' ও 'মহামায়া' নামে প্রকাশিতা। যোগমায়াই—উন্মুখমোহিনী স্বরূপ-শক্তি, আর মহামায়া—বিমুখমোহিনী ছায়াশক্তি। ভগবদ্ভক্তগণ একই শক্তির দ্বিবিধ প্রকাশ যথাযথ অবগত হইয়া স্বরূপশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ব্যপদেশে মহাপ্রভু শিখায় সবারে।
পাছে মোর শক্তি কোন জনে নিন্দা করে॥

লৌকিক বৈদিক যত কিছু কৃষ্ণশক্তি।
সবার সম্মানে হয় কৃষ্ণে দৃঢ়-ভক্তি॥
দেবদ্রোহ করিলে কৃষ্ণের বড় দুঃখ।
গণসহ কৃষ্ণপূজা করিলে সে সুখ॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১৮।১৪৭-১৪৮

শ্রীমহাপ্রভুর আদ্যাশক্তি-বেশে নৃত্যকালে শ্রীনিত্যানন্দ মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া ভক্তগণ প্রেমাবেশে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহকে কোলে করিয়া মহালক্ষ্মীর ভাবে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ভক্তগণও তাঁহাকে স্তব করিতে করিতে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেন। এইরূপ অভিনয়-আনন্দোৎসবে যেন অতি-শীঘ্রই রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল! বৈষ্ণববৃন্দ ও পতিব্রতাগণ বিষাদে ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলেন না। মহাপ্রভু একাধারে লক্ষ্মী, পার্বতী, দয়া ও মহা-নারায়ণীর ভাবে স্তন্য পান করাইতে লাগিলেন। ইহাতে ভক্তগণের দুঃখ দূরীভূত হইল এবং সকলেই প্রেম-রসে মত্ত হইলেন। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

সপ্তদিন শ্রীআচার্য-রত্নের মন্দিরে।
পরম অদ্ভুত তেজ ছিল নিরন্তরে॥
চন্দ্র, সূর্য বিদ্যুৎ একত্র যেন জ্বলে।
দেখয়ে সুকৃতি-সব মহা-কুতূহলে॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১৮।২২৬-২২৭

এইরূপে বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী ও সংকীর্তনধর্মের আদি আবির্ভাব-ভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে সর্বপ্রথম স্বয়ং সংকীর্তন-

প্রবর্ত্তক শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় পারমার্থিক রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হইল। বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস-লেখকগণ শ্রীগৌরসুন্দরের এই কৃপার অনুসন্ধান করিলে ধন্যাতিধন্য হইতে পারিবেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দারি-সন্ন্যাসীর গৃহে

একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীমায়াপুর হইতে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের নিকট যাইতেছিলেন ; মধ্যপথে 'ললিতপুর'-নামে এক গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। গঙ্গার পূর্বপারে হাটডাঙ্গার পরে এই গ্রাম অবস্থিত। ললিতপুরে এক গৃহি-বাউল বা 'দারি-সন্ন্যাসী' † বাস করিত। শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ ঐ সন্ন্যাসীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী "বিদ্যা, ধন, উত্তম বিবাহ ও বংশবৃদ্ধি হউক।"—এই বলিয়া মহাপ্রভুকে আশীর্বাদ

* ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের 'ভারতবর্ষ'-পত্রে "চারি শতাধিক বৎসর পূর্ব্বের নাট্যাভিনয়" শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু এম্-এ মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন,—"ইহাই বাঙ্গালার প্রাচীনতম অভিনয়ের নিদর্শন।"

† যে-সকল তামসিক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী (?) সন্ন্যাসীর বেশ পরিধান করিয়াও গৃহস্থের (?) ন্যায় পরস্ত্রী লইয়া বাস করে, তাহারাই দারি-সন্ন্যাসী।

করিল। ইহাতে শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন,—“সন্ন্যাসিবর! ইহা ত' আশীর্বাদ নহে, ‘কৃষ্ণের কৃপা হউক’—ইহারই নাম আশীর্বাদ। ‘বিষ্ণুভক্তি-লাভ হউক’—এই আশীর্বাদই অক্ষয় ও অব্যয়। অতএব ঐরূপ আশীর্বাদ করা তোমার উচিত নহে।”

ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল,—“পূর্বে যাহা শুনিয়াছিলাম, আজ তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ পাইলাম। আজকাল লোককে ভাল বলিলে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আইসে! কোথায় আমি ছেলেটীকে মনের সন্তোষে উত্তম আশীর্বাদ করিলাম, আর সে তাহাতে দোষ ধরিল! পৃথিবীতে জন্মিয়া যাহার সুন্দরী কামিনী-সম্ভোগ ও ধন-দৌলত-লাভ না হইল, তাহার জীবনই বৃথা! তোমার শরীরে যদি ‘বিষ্ণুভক্তি’ হয়, আর তোমার অর্থ না থাকে, তাহা হইলে তুমি কি খাইয়া বাঁচিবে?”

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—“লোকে নিজ-নিজ কর্মানুসারে ফল ভোগ করিয়া থাকে। ধন-জনের জন্য কামনা করিয়াও ত' লোকে তাহা পায় না। শরীরকে ভাল করিবার বহু চেষ্টা করিলেও শরীরে অলক্ষিতভাবে রোগ প্রবেশ করে। এ-সকল কথা সকলে বুঝে না। বিষয়সুখে লোকের রুচি দেখিয়া বেদ নানাপ্রকার কাম্য কর্মের প্ররোচনা দিয়া থাকেন। শ্রীগঙ্গাস্নান ও শ্রীহরিনাম করিলে ধন-পুত্র পাওয়া যাইবে, এই লোভেই যদি বিষয়ী লোক শ্রীগঙ্গাস্নান ও শ্রীহরিনাম করিতে উদ্যত হইয়া সাধুসঙ্গে শ্রীগঙ্গা ও শ্রীহরিনামের প্রকৃত মহিমা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তবে তাহাদের মঙ্গল হইবে—এই উদ্দেশ্যে বেদে কর্মের নানা-

ফল-শ্রুতি বর্ণিত আছে। বস্তুতঃ কৃষ্ণভক্তি-ব্যতীত আর কোন উৎকৃষ্ট বর নাই।"*

মহাপ্রভুর এই সকল কথা শুনিয়া দারি-সন্ন্যাসী শ্রীবিশ্বম্ভরকে বিকৃতমস্তিষ্ক বালক ও নিজকে বহুতীর্থ-পর্যটক পরমজ্ঞানী বলিয়া জ্ঞাপন করিল !

অনধিকারী ব্যক্তির নিকট মহাপ্রভুর ঐ-সকল কথার আদর হইবে না বুঝিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দারি-সন্ন্যাসীকে মৌখিক সম্মান দিয়া নিরস্ত করিলেন এবং তাহার গৃহে উভয়ে দুগ্ধ-ফলাদি ভোজন করিলেন। দারি-সন্ন্যাসী শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে ইঙ্গিতে কিছু মদ্য-পানের জন্য অনুরোধ করিল। শ্রীমহাপ্রভু ইহা শুনিবামাত্র 'বিষ্ণু !' 'বিষ্ণু !' স্মরণ করিয়া আচমন করিলেন এবং অতি-সত্বর শ্রীনিত্যানন্দের সহিত ঐ-স্থান ত্যাগ করিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন এবং গঙ্গা সন্তরণ করিয়া 'শান্তিপুরে' শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের গৃহে আসিলেন।

ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন লিখিয়াছেন,—

হেন মদ্যপেরে প্রভু অনুগ্রহ করে।
নিন্দক বেদান্তী যদি, তথাপি সংহারে॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ১৯।৯৫

"এক লীলায় করেন প্রভু কার্য পাঁচ-সাত।"—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভুর এই কথা মহাপ্রভুর চরিত্রে সর্বদাই দেখা যায়। দারি-সন্ন্যাসীর গৃহে আসিয়া শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ প্রকৃত আশীর্বাদ

* চৈঃ ভাঃ মঃ ১৯।৬০-৬৯

কি, তাহা জানাইলেন ; আরও জানাইলেন,—"ভগবান্ কখনও কখনও স্ত্রৈণ, মদ্যপায়ী প্রভৃতি পাপী ব্যক্তিগণকেও স্বেচ্ছায় কৃপা করিতে পারেন। প্রভুর কৃপায় তাহারা ঐ-সকল পাপ অনায়াসে আনুষঙ্গিকভাবে চিরতরে পরিত্যাগ করে। কিন্তু যাঁহারা ভগবানের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-পরিকর ও লীলাকে স্বীকার করেন না, সেই-সকল নিন্দক, জ্ঞানী যতই ত্যাগী ও পণ্ডিত হউন না কেন, তাঁহাদের প্রতি ভগবানের কৃপা হয় না। এই স্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আর একটী শিক্ষা এই যে, যাহারা মদ্যপান ও পরস্ত্রী-সঙ্গ প্রভৃতি পাপ-কার্য করে, তাহাদের সঙ্গ করা কর্তব্য নহে। মদ্যপানের নাম শুনিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু 'বিষ্ণু'-স্মরণপূর্বক গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্তের চরিত্র কখনও পাপযুক্ত থাকিতে পারে না। তাঁহারা কোনপ্রকার মাদক-দ্রব্য বা জাগতিক নেশার বশীভূত নহেন।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু—'ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে কোন্টী শ্রেষ্ঠ ?' ইহা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করায় শ্রী-অদ্বৈতাচার্য মহাপ্রভুর প্রসাদলাভের জন্য জ্ঞানকে বড় বলিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু আচার্যের পৃষ্ঠে মুষ্ট্যাঘাত করিতে করিতে তর্জন-গর্জন করিয়া নিজের তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। তখন অদ্বৈতপ্রভু আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন,—"তুমি আমাকে পূর্বে সম্মান দিতে বলিয়া তোমার কৃপাদণ্ড-লাভের জন্যই আমার এই কৌশল ; আমি জন্মে-জন্মে যেন তোমার দাস থাকিতে পারি।"

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীমুরারিগুপ্ত ও শ্রীগৌরহরি

একদিন শ্রীবিশ্বম্ভর শ্রীনিত্যানন্দের সহিত শ্রীশ্রীবাস-ভবনে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন শ্রীমুরারিগুপ্ত তথায় আসিয়া প্রথমে শ্রীগৌরসুন্দরকে ও তৎপরে শ্রীনিত্যানন্দকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলেন। ইহা দেখিয়া লোকশিক্ষার্থ শ্রীগৌরহরি শ্রীমুরারিকে বলিলেন,—"তুমি আজ শিষ্ট-ব্যবহারের ব্যতিক্রম করিয়াছ। আজ বাড়ীতে যাও, আগামী কল্য সব জানিতে পারিবে।"

শ্রীমুরারি সেইদিন রাত্রিতে স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন—শ্রীনিত্যানন্দ মল্লবেশে চলিতেছেন। তাঁহার করে হল-মুষল এবং শ্রীঅনন্তদেব ফণা বিস্তার করিয়া শ্রীনিত্যানন্দের শিরে ছত্রের ন্যায় শোভিত রহিয়াছেন। শ্রীবিশ্বম্ভর শ্রীনিত্যানন্দের মস্তকে পাখা ধরিয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। শ্রীবিশ্বম্ভর হাসিয়া হাসিয়া শ্রীমুরারিকে বলিতেছেন,—"আমি কনিষ্ঠ; শ্রীনিত্যানন্দ আমার জ্যেষ্ঠ।"

শ্রীমুরারি তাঁহার স্বপ্নসমাধিতে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব অবগত হইয়া পরদিন শ্রীশ্রীবাস-ভবনে গিয়া অগ্রে নিত্যানন্দের চরণ বন্দনা করিয়া পরে শ্রীবিশ্বম্ভরের চরণে দণ্ডবৎ-প্রণত হইলেন। শ্রীবিশ্বম্ভর হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মুরারি! আজ তোমার অন্যরূপ ব্যবহার কেন?" শ্রীমুরারি উত্তর করিলেন,—"প্রভো! তুমি যেরূপ প্রেরণা দিয়াছ, সেরূপই করিলাম। বায়ুর

বেগে যেরূপ শুষ্ক তৃণ ধাবিত হয়, সেরূপ তোমার শক্তিবলে জীব কার্য করিয়া থাকে।"

শ্রীবিশ্বম্ভর শ্রীমুরারির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া নিজের তত্ত্ব ব্যক্ত করিলেন এবং নিজ উচ্ছিষ্ট তাম্বূল কৃপাপূর্বক শ্রীমুরারিকে প্রদান করিলেন। শ্রীবিশ্বম্ভর ঈশ্বরাবেশে ঈশ্বরের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলাকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদনকারী কাশীর প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধলীলা প্রকাশ করিলেন।

সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে' ভালমতে॥
পড়ায় বেদান্ত, মোর বিগ্রহ না মানে।
কুষ্ঠ করাইলু অঙ্গে, তবু নাহি জানে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বৈসে।
তাহা মিথ্যা বলে' বেটা কেমন সাহসে?
সত্য কহোঁ মুরারি! আমার তুমি দাস।
যে না মানে মোর অঙ্গ, সেই যায় নাশ॥
অজ, ভবানন্ত প্রভুর বিগ্রহ সে সেবে।
যে বিগ্রহ প্রাণ করি' পূজে সবদেবে॥
পুণ্য পবিত্রতা যায় যে অঙ্গ-পরশে।
তাহা মিথ্যা বলে' বেটা কেমন সাহসে॥
সত্য সত্য করে' তোরে এই পরকাশ।
সত্য মুই, সত্য মোর দাস, তার দাস॥
সত্য মোর লীলাকর্ম, সত্য মোর স্থান।
ইহা মিথ্যা বলে' মোরে করে' খান-খান॥

যে যশঃ-শ্রবণে আদি অবিদ্যা-বিনাশ।
পাপী অধ্যাপকে বলে,—'মিথ্যা সে বিলাস'॥
যে যশঃ-শ্রবণ-রসে শিব দিগম্বর।
যাহা গায় আপনে অনন্ত মহীধর॥
যে যশঃ-শ্রবণে শুক-নারদাদি মত্ত।
চারিবেদে বাখানে সে যশের মহত্ত্ব॥
হেন পুণ্যকীর্তি-প্রতি অনাদর যার।
সে কভু না জানে গুপ্ত, মোর অবতার॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ২০।৩৩-৪৬

শ্রীবিশ্বম্ভর 'ভাই!' বলিয়া শ্রীমুরারিকে আলিঙ্গন করিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত আদর করিলেন।

শ্রীমুরারি গৃহে গমন করিয়া পত্নীর প্রদত্ত গ্রাস-গ্রাস অন্ন শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অর্পণ করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রত্যূষে শ্রীবিশ্বম্ভর শ্রীমুরারি-গৃহে আসিয়া বলিলেন যে, মুরারির প্রদত্ত অন্ন ভক্ষণ করিয়া তাঁহার অজীর্ণ-রোগ হইয়াছে এবং চিকিৎসার জন্য গুপ্তের নিকট আসিয়াছেন। ইহা বলিয়া শ্রীবিশ্বম্ভর শ্রীমুরারির সামান্য জলপাত্র হইতে অজীর্ণ-ব্যাধি-প্রশমনের জন্য জল পান করিলেন। শ্রীমুরারি তাহা দেখিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

আর একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীবাস-মন্দিরে চতুর্ভুজ-মূর্তি ধারণ করিয়া 'গরুড়', 'গরুড়' বলিয়া ডাকিতে থাকিলে শ্রীমুরারি গরুড়ের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভুসমীপে গরুড় বলিয়া নিজের

পরিচয় দিলেন। তিনি প্রভুর দ্বাপর-যুগীয় লীলায় গরুড়রূপে প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন, তাহা জানাইয়া শ্রীগৌরহরিকে নিজস্কন্ধে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রীমুরারি মহাপ্রভুকে স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ শ্রীমুরারির সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

শ্রীমুরারিগুপ্ত শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-সঙ্গোপনের পূর্বেই নিজ অন্তর্ধানের সঙ্কল্প করিয়া একখানি শানিত অস্ত্র নিজগৃহে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। অন্তর্যামী মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া শ্রীমুরারির গৃহে আসিয়া গুপ্তকে ঐরূপ কার্য করিতে নিষেধ করিলেন এবং তাঁহাকে সর্বতোভাবে কৃপা করিলেন।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

দেবানন্দ পণ্ডিত

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু নগর ভ্রমণ করিতে করিতে প্রসিদ্ধ শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের পিতা মহেশ্বর বিশারদের 'বিদ্যানগর'স্থ গৃহের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেইস্থানে 'দেবানন্দ পণ্ডিত'নামে এক মোক্ষকামী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। দেবানন্দ আজন্ম সংসারে বিরক্ত, তপস্বী ও জ্ঞানী ছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের 'মহা-

অধ্যাপক' বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াও তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি ছিল না—তাঁহাতে মুক্তির বাসনাই প্রবলা ছিল। দৈবাৎ একদিন মহাপ্রভু সেই পথে গমনকালে দেবানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিতে পাইলেন। ঐ ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

*,—বেটা কি অর্থ বাখানে ?
ভাগবত-অর্থ কোন জন্মেও না জানে ॥

* * * *

মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্বশাস্ত্রে গায়।
ইহা না বুঝয়ে বিদ্যা-তপ-প্রতিষ্ঠায় ॥

* * * *

ভাগবতে অচিন্ত্য-ঈশ্বর-বুদ্ধি যা'র।
সে জানয়ে ভাগবত অর্থ ভক্তিসার ॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ২১শ অঃ

মহাপ্রভুর এই লীলায় শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠের অধিকারী নির্ণীত হইয়াছে। জাগতিক পাণ্ডিত্য, উচ্চবংশে জন্ম, কিংবা জাগতিক পুণ্য-পবিত্রতা থাকিলেই শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত বুঝা যায় না। ভগবানে একান্ত সেবাবৃত্তি-দ্বারাই শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থের যথার্থ উপলব্ধি হয়।

শুদ্ধ-বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে দেবানন্দের পূর্ব অপরাধ ছিল। একদিন দেবানন্দ পণ্ডিতের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা-কালে মহাভাগবতবর পণ্ডিত শ্রীশ্রীবাস যদৃচ্ছাক্রমে দেবানন্দ-

গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং ভাগবতের শ্লোক শ্রবণ করিয়াই রসিকবর শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের প্রেমবিকার-সমূহ প্রকাশিত হইল। দেবানন্দ পণ্ডিতের কতিপয় পাপিষ্ঠ ছাত্র গুরুর পাঠের প্রতিবন্ধক মনে করিয়া শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতকে ঘর হইতে বাহিরে টানিয়া ফেলিল। দেবানন্দ পণ্ডিত নিজের ছাত্রগণকে কোনও বাধা দিলেন না। যদিও দেবানন্দ স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া মহাভাগবত শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের প্রতি কিছু অন্যায় ব্যবহার করেন নাই, তথাপি নিজ ছাত্রগণের ঐরূপ ব্যবহারে গৌণ বা মৌন অনুমোদনেই তাঁহার দুরন্ত বৈষ্ণবাপরাধ ঘটিল।

বহুদিন পরে দেবানন্দকে দেখিয়া শ্রীবিশ্বম্ভরের শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের প্রতি দেবানন্দের ঐ অপরাধের কথা স্মরণ হওয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপাপূর্বক দেবানন্দকে বাক্যদণ্ড করিয়া লোকশিক্ষা দিলেন। দেবানন্দ শ্রীচৈতন্যের বাক্যদণ্ড শিরে ধারণ করিয়া লজ্জায় নিরুত্তর হইয়া থাকিলেন।

চৈতন্যের দণ্ড যে মস্তকে করি' লয়।
সেই দণ্ডে তা'র প্রেমভক্তি-যোগ হয়॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ২১।৭০

সন্ন্যাস-লীলা প্রকাশ করিবার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচল হইতে যখন গৌড়দেশে বিজয় করিলেন, তখন 'কুলিয়া'-গ্রামে আসিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের গৃহস্থলীলা-কালে দেবানন্দ পণ্ডিতের শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মে বিশ্বাস ছিল না। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়পাত্র প্রেমিকবর শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত যদৃচ্ছাক্রমে

কৃপাপূর্বক দেবানন্দ পণ্ডিতের আশ্রমে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীল বক্রেশ্বরের সেবাপ্রভাবে ও সঙ্গফলে দেবানন্দের শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মে বিশ্বাস হইল। শ্রীচৈতন্য নীলাচল হইতে 'কুলিয়া'য় শুভবিজয় করিয়াছেন শুনিয়া দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য প্রভুসমীপে আগমন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এইবার দেবানন্দের সমস্ত অপরাধ খণ্ডন করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন। শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কৃপায় দেবানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা হইল। তদীয়-কৃপায় অভিষিক্ত হইয়া দেবানন্দ কি-ভাবে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও অধ্যাপনা করিবেন, তদ্বিষয়ে মহাপ্রভুর নিকট হইতে উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

আদি-মধ্য-অন্তে ভাগবতে এই কয়।
বিষ্ণুভক্তি নিত্যসিদ্ধ অক্ষয় অব্যয়॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সবে সত্য বিষ্ণুভক্তি।
মহাপ্রলয়েও যা'র থাকে পূর্ণ-শক্তি॥
মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য করে' নারায়ণে।
হেন ভক্তি না জানি কৃষ্ণের কৃপা-বিনে॥
ভাগবতশাস্ত্রে সে ভক্তির তত্ত্ব কহে।
তেঞি ভাগবত-সম কোন শাস্ত্র নহে॥
যেন-রূপ মৎস্য-কূর্ম-আদি অবতার।
আবির্ভাব-তিরোভাব যেন তা' সবার॥
এইমত ভাগবত কারো কৃত নয়।
আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয়॥

ভক্তিযোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায়।
স্ফূর্তি সে হইল মাত্র কৃষ্ণের কৃপায়॥

—চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৫০৬-৫১২

'ভাগবত বুঝি' হেন যা'র আছে জ্ঞান।
সেই না জানয়ে ভাগবতের প্রমাণ॥
অজ্ঞ হই' ভাগবতে যে লয় শরণ।
ভাগবত-অর্থ তাঁ'র হয় দরশন॥
প্রেমময় ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণরঙ্গ॥
বেদশাস্ত্র পুরাণ কহিয়া বেদব্যাস।
তথাপি চিত্তের নাহি পায়েন প্রকাশ॥
যখনে শ্রীভাগবত জিহ্বায় স্ফুরিল।
তৎক্ষণে চিত্তবৃত্তি প্রসন্ন হইল॥
হেন গ্রন্থ পড়ি' কেহ সঙ্কটে পড়িল।
শুন অকপটে দ্বিজ, তোমারে কহিল॥
আদি-মধ্য-অবসানে তুমি ভাগবতে।
ভক্তিযোগ মাত্র বাখানিও সবমতে॥
তবে আর তোমার নহিব অপরাধ।
সেইক্ষণে চিত্তবৃত্তে পাইবা প্রসাদ॥

—চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৫১৪-৫২১

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীশচীমাতা ও বৈষ্ণবাপরাধ

প্রকৃত সাধুর নিন্দার ন্যায় অপরাধ আর কিছুই নাই। অনেক-প্রকারে সাধুর নিন্দা হয়। সাধু বা বৈষ্ণবকে প্রাকৃত-বুদ্ধিতে দর্শন করিলে সাধুর নিন্দা হইয়া থাকে। বৈষ্ণবের সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ, বৈষ্ণবের ভক্তি-উদয়ের পূর্বের দোষ, পূর্ব দোষের ক্ষয়াবশিষ্ট দোষ, দৈবোৎপন্ন দোষ, তাঁহার শরীরগত দোষ বা প্রকৃতিগত দোষ, যেমন—তাঁহার জাতি-বর্ণ-প্রভৃতি এবং কদাকার বা কর্কশ-স্বভাবাদি লইয়া হরিনাম-ভজন-পরায়ণ ব্যক্তিকে নিন্দা করিলে 'বৈষ্ণবাপরাধ' হয়। বৈষ্ণবাপরাধ থাকিলে শ্রীহরি-নামের কৃপা পাওয়া যায় না, কৃষ্ণকৃপা হইলেও প্রেমলাভ হয় না।

শ্রীগৌরসুন্দর নিজ জননীকে লক্ষ্য করিয়া সমগ্র আত্মমঙ্গল-কামী জগৎকে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন। একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীবাস-মন্দিরে শ্রীবিষ্ণুর পালঙ্কের উপর উঠিয়া নিজের স্বরূপ বর্ণন করিতে লাগিলেন এবং সকলকে বর প্রদান করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীশচীমাতাকে প্রেম প্রদান করিবার জন্য শ্রীগৌর-সুন্দরকে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে মহাপ্রভু বলিলেন,—"শ্রীবাস! তুমি এ-কথা মুখে আনিও না। আমি মাতা-ঠাকুরাণীকে প্রেমভক্তি প্রদান করিতে পারি না; কারণ, বৈষ্ণবের নিকট তাঁহার অপরাধ আছে।" ইহা শুনিয়া শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন,—"প্রভো!

তোমার এ-কথা শুনিয়া আমাদের দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়। তোমার ন্যায় পুত্র যাঁহার গর্ভে আবির্ভূত, তাঁহার কি প্রেমযোগে অধিকার নাই! শ্রীশচীমাতা সকলের জীবনস্বরূপা। তুমি বঞ্চনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ভক্তি দান কর। পুত্রের নিকট আবার মাতার কি অপরাধ থাকিতে পারে? আর, যদি অজ্ঞাতসারে কোনও অপরাধ হইয়াই থাকে, তবে তাহা খণ্ডন করিয়া তাঁহাকে কৃপা কর।"

ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—"আমি অপরাধ-খণ্ডনের উপায়মাত্র বলিতে পারি, বৈষ্ণবাপরাধ ক্ষমা করিবার ক্ষমতা আমার নাই। যে বৈষ্ণবের স্থানে অপরাধ হয়, তিনি কৃপা করিয়া ক্ষমা করিলেই সেই অপরাধের মোচন হইতে পারে, নতুবা নহে। অম্বরীষের নিকট দুর্বাসার অপরাধ হইয়াছিল, তাহা স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বরও ক্ষমা করিতে পারেন নাই। অম্বরীষ যখন ক্ষমা করিলেন, তখনই দুর্বাসা মুনি অপরাধ হইতে মুক্তি পাইলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের নিকট মাতা-ঠাকুরাণীর অপরাধ হইয়াছে; তিনি ক্ষমা করিলে মাতার প্রেম-লাভের যোগ্যতা হইবে। মাতা-ঠাকুরাণী যদি আচার্যের চরণ-ধূলি মস্তকে গ্রহণ করেন, তবেই আমার আজ্ঞায় তাঁহার প্রেমভক্তি লাভ হইবে।"

শ্রীগৌরসুন্দরের এই কথা শ্রবণ করিয়া তখনই সকলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের নিকট গমন করিয়া এই সকল কথা বর্ণন করিলেন। আচার্য এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ করিতে করিতে বলিলেন,—"তোমরা কি আমাকে বধ করিতে চাহ?

যাঁহার গর্ভসিন্ধুতে আমার প্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র উদিত হইয়াছেন, তিনি আমার মাতা, আমি তাঁহার পুত্র, আমি তাঁহারই চরণধূলির অধিকারী। তিনি স্বয়ং—বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী। দেবকী ও শ্রীযশোমতী যেই বস্তু, শ্রীশচীমাতাও সেই বস্তু।"

শ্রীশচীমাতার এইরূপ স্বরূপ বর্ণন করিতে করিতে শ্রীমদ্‌-অদ্বৈতাচার্য প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন, তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা-লোপ হইল। ইহাই উত্তম সুযোগ ও অবসর বুঝিয়া শ্রীশচীমাতা সেই সময় আচার্যের চরণধূলি শিরে গ্রহণ করিলেন এবং প্রেমে বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া বৈষ্ণবগণ উচ্চ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। মহাপ্রভু বিষ্ণুখট্টার উপর বসিয়া প্রসন্নচিত্তে হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"এতক্ষণে মাতা-ঠাকুরাণীর বৈষ্ণবাপরাধ-খণ্ডন হইল এবং তাঁহার বিষ্ণুভক্তি-লাভ হইল।"

এই লীলার দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা আমরা শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসের ভাষায় উদ্ধার করিতেছি,—

জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান
করায়েন বৈষ্ণবাপরাধে সাবধান॥
'শূলপাণি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিহ নাশ পায়', কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥
ইহা না মানিয়া যে সুজন-নিন্দা করে।
জন্মে-জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈবদোষে মরে॥
অন্যের কি দায়, গৌর-সিংহের জননী।
তাঁহারেও 'বৈষ্ণবাপরাধ' করি' গণি॥

শ্রীশ্রীশচীমাতা শ্রীঅদ্বৈতাচার্যপ্রভুর বস্তুতঃ কোনরূপ নিন্দা করেন নাই; কেবলমাত্র অপ্রাকৃত বাৎসল্য-রসময়ী শ্রীশচীদেবী নিজপুত্র শ্রীমদ্‌বিশ্বরূপ পূর্বে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের সঙ্গ লাভ করিয়া সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীগৌরসুন্দরও শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে সর্বক্ষণ কীর্তনাদিতে প্রমত্ত থাকিয়া সংসারসুখে উদাসীন হইয়াছেন, এইরূপ মানসিক আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর ইহার দ্বারাও শ্রীশচীদেবীর অপরাধাভাসের অভিনয় ঘটিয়াছিল, ইহা লোক-শিক্ষার্থ প্রদর্শন করিলেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

দুগ্ধপায়ী ব্রহ্মচারী

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীবাসের গৃহে প্রতিনিশায় সংকীর্তন করেন শুনিয়া একজন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর সেই সংকীর্তন নৃত্য দেখিবার সাধ হইল। ব্রহ্মচারী আকুমার ব্রহ্মচর্য অবলম্বন এবং কেবল দুগ্ধ পান ও ফল ভক্ষণ করিয়া কঠোর তপস্যা করিতেন। তাঁহার জীবনে কোন পাপ-স্পর্শ হয় নাই। তিনি 'দুগ্ধপায়ী ব্রহ্মচারী' বলিয়া নবদ্বীপে খ্যাত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট বিশেষ অনুনয়-বিনয় করিয়া মহাপ্রভুর সংকীর্তন-নৃত্য দর্শন করিবার জন্য শ্রীশ্রীবাসের গৃহে স্থান ভিক্ষা করিলেন। শ্রীশ্রীবাস

ব্রহ্মচারীর একান্ত অনুরোধে এবং তাঁহার ব্রহ্মচর্য, ত্যাগ, তপস্যা ও নিষ্পাপ-জীবন স্মরণ করিয়া ব্রহ্মচারীজীকে নিজ-গৃহে প্রবেশের অধিকার দিয়া গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে বলিলেন।

এদিকে মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত হরিসংকীর্তন আরম্ভ করিয়া কিছুক্ষণ পরেই বলিতে লাগিলেন,—"আজ যেন আমার হৃদয়ে আনন্দের স্ফূর্তি হইতেছে না, মনে হয়, এস্থানে কোন বহিরঙ্গ লোক প্রবেশ করিয়াছে।" শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত বলিলেন,—"এস্থানে কোন অসৎলোক প্রবেশ করে নাই, একজন নিষ্পাপ, আকুমার ব্রহ্মচারী, দুগ্ধপায়ী, তপস্বী ব্রাহ্মণ বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত আপনার সংকীর্তন শ্রবণ ও নৃত্য দর্শন করিতে আসিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ ব্রহ্মচারীকে তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আদেশ করিলেন,—

দুই ভুজ তুলি' প্রভু অঙ্গুলী দেখায়
'পয়ঃপানে কভু মোরে কেহ নাহি পায়॥
চণ্ডালেও মোহার শরণ যদি লয়।
সেই মোর, মুঞি তা'র, জানিহ নিশ্চয়॥
সন্ন্যাসীও মোর যদি না লয় শরণ।
সেহ মোর নহে, সত্য বলিলুঁ বচন॥
গজেন্দ্র-বানর-গোপে কি তপ করিল।
বল' দেখি, তা'রা মোরে কেমতে পাইল॥
অসুরেও তপ করে', কি হয় তাহার।
বিনে মোর শরণ লইলে, নাহি পার॥'

—চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৫২-৫৫

ভয়ে ও লজ্জায় ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীবাসের গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন ; কিন্তু তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপর ক্রুদ্ধ হইবার পরিবর্তে মনে মনে ভাবিলেন,—"আমার আজ পরম সৌভাগ্য ! আমি যে অপরাধ করিয়াছিলাম, তাহারই দণ্ড পাইলাম, কিন্তু আমি আজ সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ দর্শন করিলাম।"

অন্যান্য বহির্মুখ ব্যক্তিগণের ন্যায় ব্রহ্মচারীর শ্রীমহাপ্রভুকে বা তাঁহার ভক্তগণকে নিন্দা করিবার প্রবৃত্তি হয় নাই। তাই, তিনি অচিরে শ্রীমহাপ্রভুর কৃপা পাইলেন। পরে মহাপ্রভু ব্রহ্মচারীকে নিজ-সমীপে আহ্বান করিয়া তাঁহার মস্তকে স্বীয় পাদ-পদ্ম-স্থাপনপূর্বক উপদেশ প্রদান করিলেন।

প্রভু বলে,—"তপ করি' না করহ বল।
বিষ্ণুভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ জানহ কেবল॥"

—চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩,৫৪

অনেকে নিজের ব্রহ্মচর্য, আভিজাত্য ও তপস্যার অভিমানে গর্বিত হইয়া মনে করেন, ভগবদ্ভক্তগণ কেনই-বা তাঁহাদিগকে হরিসংকীর্তন-প্রভৃতিতে অধিকার বা ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিবেন না ? কিন্তু লোকশিক্ষক মহাপ্রভু ঐ-লীলাদ্বারা এইরূপ বিচারের অসারতা শিক্ষা দিলেন। আরও জানাইলেন যে, কেবল নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাস বা নিষ্পাপ জীবনের দ্বারাই মহাপ্রভুর কৃপা বা ভগবদ্ভক্তি-লাভ হয় না। সুনীতি বা দুর্নীতি—কোনটিই ভগবদ্ভক্তির সোপান বা অঙ্গ নহে। ভগবদ্ভক্তি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তের অহৈতুকী কৃপার দ্বারাই লভ্য হ'ন।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

চাঁদ কাজী

শ্রীমহাপ্রভু শ্রীহরিনাম-প্রচারের প্রারম্ভে শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনের নিকটবর্তী নগরবাসীদিগকে প্রথমে হস্তে করতালির সহিত 'হরিনাম' করিতে আজ্ঞা দেন। ক্রমশঃ নবদ্বীপের দ্বারে-দ্বারে মৃদঙ্গ-করতালাদি-বাদ্যের সহিত সংকীর্তনের প্রচার আরম্ভ হইল। বক্তিয়ার খিলিজি'র আগমনের পর হইতে নবদ্বীপের ফৌজ্‌দার 'চাঁদকাজী'র সময় পর্যন্ত 'হিন্দুয়ানি' অত্যন্ত খর্ব হইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুগণ ভয়ে কখনও ভগবানের নাম প্রকাশ্যে উচ্চারণ করিতে সাহসী হইতেন না; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর তাঁহার নির্দেশানুসারে যখন নবদ্বীপের ঘরে-ঘরে মৃদঙ্গ-করতালের সহিত উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্তন হইতে থাকিল, তখন নবদ্বীপের তদানীন্তন শাসন-কর্তা চাঁদ কাজী ইহা জানিতে পারিয়া একদিন সন্ধ্যাকালে শ্রীমায়াপুরের শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনের নিকটবর্তী জনৈক কীর্তনকারী নগরবাসীর গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন। ভবিষ্যতে আর কোন নগরবাসী এইরূপ কীর্তনাদি করিলে তাঁহাকে বিশেষভাবে দণ্ডিত ও জাতিভ্রষ্ট হইতে হইবে, এইরূপ ভয়ও তিনি দেখাইয়া গেলেন। যেস্থানে চাঁদ কাজী নগরবাসীর খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, সেস্থান তখন হইতে **'খোল-ভাঙ্গার ডাঙ্গা'** নামে প্রসিদ্ধ হইয়া অদ্যাপি শ্রীমায়াপুরে নির্দিষ্ট রহিয়াছেন।

নগরবাসী ক্ষুব্ধ সজ্জনগণ এই-সমস্ত ঘটনা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিলে শ্রীমহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সকলকে আরও প্রবলভাবে সংকীর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন। নগরিয়াগণের অন্তরে কাজীর ভয় রহিয়াছে জানিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই দিনই সন্ধ্যাকালে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুর-প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া এবং সমস্ত নগরবাসীকে একত্রিত করিয়া তিনটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিরাট কীর্তনমণ্ডলী গঠন করিলেন; পরে মহাসংকীর্তন-শোভাযাত্রা করিয়া নবদ্বীপ-নগর ভ্রমণ করিতে করিতে কাজীর গৃহের দ্বারে উপনীত হইলেন। কাজী ভয়ে নিজের গৃহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া রহিলেন। শ্রীমহাপ্রভু কাজীকে বাহিরে ডাকাইয়া আনাইয়া ইস্‌লাম-ধর্ম-সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কাজী মহাপ্রভুর মুখে ধর্মসিদ্ধান্ত শুনিয়া নিরুত্তর হইলেন। কাজী বলিলেন,—যে-দিন তিনি মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া নবদ্বীপবাসীদিগকে কীর্তন করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই রাত্রিতে মানুষের ন্যায় শরীর ও সিংহের ন্যায় মস্তকবিশিষ্ট এক মহাভয়ঙ্কর মূর্তি তাঁহার বুকের উপরে একলম্ফে আরোহণ করিয়া দন্ত কড়্‌মড়্ করিতে করিতে তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া বলিতেছিলেন,—"তুমি হরি-কীর্ত্তনের খোল ভাঙ্গিয়াছ, আমি তোমার বক্ষঃ বিদারণ করিব, তোমাকে সবংশে বধ করিব।" কাজী ইহা বলিয়া মহাপ্রভুকে নিজবক্ষে নৃসিংহের নখের আঁচড় দেখাইলেন। কাজী আরও বলিলেন যে, সেই দিন তাঁহার এক পেয়াদা—যাহাকে তিনি কীর্তনে বাধা দিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন,

সে তাঁহার (কাজীর) নিকট আসিয়া বলিয়াছে যে, কোথা হইতে হঠাৎ অগ্নি-উল্কা আসিয়া তাহার মুখে লাগিয়া তাহার সমস্ত দাড়ি পুড়াইয়া মুখ দগ্ধ করিয়া দিয়াছে। সেই পেয়াদা তাঁহাকে আরও জানাইয়াছে,—"আমি হিন্দুদিগকে বলিলাম, তোমরা কেহ কেহ 'কৃষ্ণদাস', 'রামদাস', 'হরিদাস'—এইরূপ নাম-পরিচয়ে 'হরি, হরি' বলিয়া থাক, 'হরি, হরি'-শব্দে 'চুরি করি, চুরি করি', এই অর্থ হয়; তাহাতে বোধ হয়, অপরের গৃহের ধন-সম্পত্তি-প্রভৃতি চুরি করিবার অভিপ্রায়েই তোমরা 'হরি, হরি'-শব্দ উচ্চারণ কর। সে-দিন আমি তাঁহাদের সহিত এরূপ পরিহাস করিয়াছি, সে-দিন হইতেই আমার জিহ্বা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও 'হরি, হরি' বলিতেছে।" কাজী আরও জানাইলেন,—ইহার পর একদিন কতকগুলি 'পাষণ্ডী হিন্দু' তাঁহার নিকট আসিয়া অভিযোগ করিয়াছে,—"নিমাই হিন্দুর ধর্ম নষ্ট করিতেছে ; পূর্বে মঙ্গলচণ্ডী ও বিষহরিপূজায় রাত্রি জাগরণ করাই ধর্ম-কর্ম বলিয়া লোকে জানিত, কিন্তু নিমাই পণ্ডিত 'গয়া' হইতে আসিয়া সমস্ত বিপরীত ধর্ম-মত প্রবর্তন করিয়াছে। মৃদঙ্গ-করতালের সহিত সময়ে-অসময়ে উচ্চ কীর্তনের ধ্বনিতে আমাদের কাণে তালা লাগিতেছে, রাত্রিতে নিদ্রার ব্যাঘাত ও নগরে শান্তিভঙ্গ হইতেছে! নিমাই নিজের নাম পরিবর্তন করিয়া এখন আবার সর্বত্র আপনাকে 'গৌরহরি' বলিয়া প্রচার করিতেছে। ইহাতে হিন্দুর ধর্ম নষ্ট হইয়া গেল, নবদ্বীপ-নগর উৎসন্ন হইল। ইহার ফলে কেবল কতকগুলি নীচ ব্যক্তির আস্পর্ধা বাড়িয়া যাইতেছে! হিন্দুর ধর্মে 'ঈশ্বরের নাম' মনে-

লইবারই ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এই নিমাই বিপরীত মত প্রবর্তন করিয়া নবদ্বীপের শান্তিভঙ্গ করিতেছে! অতএব আপনি যখন আমাদের গ্রামের শাসন-কর্তা, তখন ইহার একটা ব্যবস্থা করুন। নিমাইকে ডাকাইয়া অবিলম্বে নবদ্বীপ-গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দি'ন।"

শ্রীমহাপ্রভু কাজীর মুখে শ্রীহরিনাম-উচ্চারণ শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন যে, যখন তিনি 'হরি', 'কৃষ্ণ,' নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার সমস্ত অশুভ বিদূরিত হইয়াছে। কাজীও মহাপ্রভুর শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া তাঁহার চরণে ভক্তি যাচ্ঞা করিলেন। যাহাতে নবদ্বীপ-নগরে আর সংকীর্তন বাধাপ্রাপ্ত না হয়,—মহাপ্রভু কাজীর নিকট এই অনুরোধ জ্ঞাপন করিলে কাজী প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন,—"আমার বংশের কেহই কোন দিন কীর্তনে বাধা দিতে পারিবে না। আমি আমার বংশে এই 'তালাক'* দিয়া যাইব।" অদ্যাপি শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে কাজীর বংশধরগণ শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রম-কালে কৃষ্ণ-সংকীর্তনে যোগদান করেন।

* দিব্য বা শপথ

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশ্বরূপ-প্রদর্শন

একদিন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য 'শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে' গোপীভাবে নৃত্য ও কীর্তন করিতেছিলেন। কিছুতেই নৃত্য সম্বরণ করিতেছেন না দেখিয়া ভক্তগণ সকলে মিলিয়া আচার্যকে স্থির করাইলেন। শ্রীশ্রীবাস ও শ্রীরামাই স্নানার্থ গমন করিলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রেমভরে শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে পুনঃপুনঃ গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। আচার্যের এই আর্তির কথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহে তাঁহার নিকট পৌঁছিল। তৎক্ষণে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীবাস-মন্দিরে আগমনপূর্বক শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে লইয়া শ্রীবিষ্ণুমন্দিরের দ্বার বন্ধ করিলেন এবং আচার্যের কি অভিলাষ আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীমদ-অদ্বৈতাচার্য বলিলেন, "প্রভো! তুমি শ্রীকৃষ্ণাবতারে শ্রীঅর্জুনকে যে 'বিশ্বরূপ' দেখাইয়াছিলে, তাহা আমাকে দেখাও।"

'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা'র একাদশ অধ্যায়ে এই 'বিশ্বরূপে'র বর্ণনা আছে। বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিবার প্রাক্‌কালে শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জুনকে বলিতেছেন,—

পশ্য মে পার্থ! রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত ॥

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ! যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥

— গীঃ ১১।৭-৮

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, 'হে অর্জুন! তুমি আমার যোগৈশ্বর্য দেখ। আমার শত-শত ও সহস্র-সহস্র নানাবিধ দিব্য রূপ ও নানাবর্ণের আকৃতি অবলোকন কর। হে ভারত! আদিত্যসমূহ, বসুসমূহ, রুদ্রসমূহ, অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, মরুৎসমূহ ও অনেক অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য রূপ দেখ। সচরাচর জগৎ ও যাহা কিছু দেখিতে চাও, সমস্তই আমার এই ঐশ্বর্যময় স্বরূপের মধ্যে একত্র অবস্থিত। অতএব হে অর্জুন! অপর যাহা যাহা দেখিতে চাও, সে-সমুদয়ই তুমি আমার শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের একদেশে দর্শন কর। এই মানবচক্ষুর্দ্বারা তুমি আমাকে দেখিতে পারিবে না। তুমি আমার নিত্য-পার্ষদ; তোমার স্বাভাবিক যে নিরুপাধিক প্রেমচক্ষুঃ, তাহার দ্বারা কৃষ্ণস্বরূপ দর্শন কর। এই কৃষ্ণস্বরূপই আমার নিত্যস্বরূপ, আর আমার যোগৈশ্বর্যময় বিরাট্ রূপটী প্রাকৃত ও অনিত্য, কারণ, তাহা বিশ্বের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। অতএব তোমাকে আমি দেবতাগণের উপযোগী ঐশ্বর্যময় দিব্য-চক্ষুঃ দান করিতেছি, তদ্দ্বারা আমার ঐশ্বর্যময় স্বরূপ দর্শন কর।"

শ্রীকৃষ্ণ নিজ-পার্ষদ শ্রীঅর্জুনকে দেবতাগণের উপযোগি চক্ষুঃ (দিব্যচক্ষুঃ) দান করিয়া তাঁহার ঐশ্বর্যময় রূপ দর্শন করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিত্য দ্বিভুজ-রূপ সঙ্গোপন করিয়াছিলেন, শ্রীগৌরহরিও শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের নিকট তাহাই করিলেন।

নগর ভ্রমণ করিতে করিতে অন্তর্যামী শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীশ্রীবাস-মন্দিরের বিষ্ণুগৃহের রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া নিজের আগমন-বার্তা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর দ্বার উন্মোচন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন।

বিশ্বের প্রকাণ্ডমূর্তির প্রতীকস্বরূপ—'বিশ্বরূপ'; তাহা নিত্য নহে, তাহা শ্রীবিষ্ণুর অবতারের নিত্য নাম, রূপ, গুণ, পার্ষদ ও লীলার সহিত সমান নহে। শ্রীঅর্জুন এতাদৃশ বিচারই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বরূপের উপসংহার করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বকীয় দ্বিভুজ-রূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। *

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য-প্রভুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট বিশ্বের প্রকাণ্ড প্রাকৃত-মূর্তি দর্শন করিবার অভিলাষের অভিনয় ও মহাপ্রভুর তাহা প্রদর্শনের মধ্যে একটি গূঢ় রহস্য আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক-যুগেই শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের পুত্র ও অনুগতের পরিচয় প্রদান করিয়া কতকগুলি লোক শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য-প্রভুর সেবক বলিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। বিশ্বরূপলীলা প্রদর্শন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু দেখাইলেন

* 'স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।" – (গীঃ ১১।৫০) ইতি নরাকার-চতুর্ভুজরূপস্যৈব স্বকত্বনির্দেশাৎ। তদ্বিশ্বরূপং ন তস্য সাক্ষাৎস্বরূপমিতি স্পষ্টম।" —কৃঃ সঃ ৮২

'তিনি পুনর্বার স্বক অর্থাৎ স্বকীয় রূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।'–গীতার এই উক্তিদ্বারা নরাকার চতুর্ভুজরূপেরই স্বকত্ব অর্থাৎ স্বীয়রূপত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব 'বিশ্বরূপ' যে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) সাক্ষাৎ স্বরূপ নহে, ইহাই স্পষ্ট।

শ্বর উপাদান-কারণের অধীশ্বর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য-প্রভুরও প্রভু মন্মহাপ্রভু। বিশ্বের প্রকাণ্ডমূর্তি শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-স্বরূপের কদেশে অবস্থিত।

এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥

চৈঃ চঃ আঃ ৭।১৪

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

'দুঃখী', না 'সুখী'?

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় শুনিতে পাই,—

দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥

চৈঃ চঃ অঃ ৪।৬৮

—এই কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্বত্রই তাঁহার আচরণের মধ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন,—"যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।" সত্য সত্যই শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন গাহিয়াছেন,—

শ্রীবাসের দাস দাসী যাহারে দেখিল।
শাস্ত্র পড়িয়াও কেহ তাহা না জানিল॥
মুরারি গুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল।
কেহ যাগ যজ্ঞাইয়া তাহা না দেখিল॥

যাবৎ কাল গীতা ভাগবত সবে পড়ে।
কেহ বা পড়ায়, কারো মর্ম নাহি নড়ে॥
কেহ কেহ পরিগ্রহ কিছু নাহি লয়।
বৃথা আকুমার সন্ন্যাসে শরীর শোষয়॥
উচ্চ কাঁদি হইলে চৈতন্য নাহি পাই।
ভক্তিরসে সবে প্রভু চারি বেদে গাই॥
—চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।২৭৬ ২৭৭, ২৭৩-২৭৪, ২৭৯

শ্রীশ্রীবাসের বাড়ীর দাসী ও শ্রীমুরারিগুপ্তের বাড়ীর ভৃত্য যে অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন, মস্তক মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া, আকুমার ব্রহ্মচর্য-পালনপূর্বক শরীর শোষণ করিয়া, অপরের দানাদি-গ্রহণে বীতস্পৃহা প্রদর্শন করিয়া গীতার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়াও অনেক তপস্বী, কুলীন, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ধনবান ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত হ'ন নাই। লোকের নিকট কীর্তিমান্ হইলেই শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা লাভ করা যায় না। একমাত্র অহৈতুকী ভক্তিতেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বশীভূত হ'ন, ইহারই জ্বলন্ত সাক্ষ্য আমরা শ্রীশ্রীবাসের বাড়ীর এক দাসীর চরিত্রে দেখিতে পাই।

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত তথাকথিত সন্ন্যাসী বা তথাকথিত আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন না, তিনি ছিলেন শ্রীগৌরসুখানুসন্ধানময় গৃহের নিত্য গৃহস্থ। তিনি ভক্তির দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এরূপ বশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার গৃহে প্রভুর নিত্য সংকীর্তন-বিলাস হইত। সংকীর্তনের পর যখন মহাপ্রভু ভক্তগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে উপবেশন করিতেন, তখন কোন কোন দিন ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরেই স্নান করাইয়া দিতেন। যতক্ষণ

নৃত্য করিতেন, ততক্ষণ শ্রীশ্রীবাসের গৃহের এক দাসী প্রভুর স্নানের জন্য গঙ্গা হইতে বহু কলসী জল বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। সেই দাসীর নাম ছিল—'দুঃখী'। 'দুঃখী' গঙ্গাজল-পূর্ণ কলসী চতুর্দিকে সারি-সারি রাখিয়াছেন দেখিয়া একদিন মহাপ্রভু পণ্ডিত শ্রীশ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রত্যহই কে গঙ্গা হইতে এই-সকল জল আনয়ন করিয়া থাকে?" পণ্ডিত বলিলেন,—"প্রভো! 'দুঃখী'ই এই সেবাটি করিয়া থাকে।" মহাপ্রভু বলিলেন,—"আজ হইতে তোমরা আর কেহই তাহাকে 'দুঃখী' বলিও না, সকলে তাহাকে 'সুখী' বলিয়া ডাকিও। এইরূপ ভক্তিমতীর কিছুতেই 'দুঃখী' নাম থাকা যোগ্য নহে। যিনি বৈষ্ণবের গৃহের পরিচারিকা, বৈষ্ণব-সেবাই যাহার ব্রত, পৃথিবীতে তাঁহার ন্যায় সুখী আর কে?"

শ্রীশ্রীবাসের পরিচারিকার প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আশীর্বাণী শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ পরমানন্দিত হইলেন এবং সেই দিন হইতেই তাঁহাকে 'সুখী' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতও আর সেই মহাভাগ্যবতী শ্রীগৌর-সেবিকার প্রতি দাসী-বুদ্ধি না করিয়া নিত্য গৌর-সেবিকারূপে দর্শন দিতে লাগিলেন।

পাঠকগণ! এই স্থানে শ্রীশ্রীবাসের দাসীর ভাগ্যের সহিত শ্রীশ্রীবাসের শ্বাশুড়ীর ভাগ্য তুলনা করুন। দাসী হইয়াও অকপটতা ও অহৈতুকী সেবাবৃত্তির বলে একজন পরমসুখী হইলেন, কিন্তু শ্রীশ্রীবাসের শ্বাশুড়ীর অভিমান করিয়াও আর একজন শ্রীশ্রীবাসের গৃহ হইতে বিতাড়িত ও মহাদুঃখী হইলেন। দুগ্ধপায়ী ব্রহ্মচারীর

ন্যায় দাসী কি কোন কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন? না, তাঁহার কোন ধন, কুল, বিদ্যা, পাণ্ডিত্য, তপস্যা ছিল? তাই শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস বলিয়াছেন,—

প্রেমযোগে সেবা করিলেই কৃষ্ণ পাই।
মাথা মুড়াইলে যমদণ্ড না এড়াই॥
দাসী হই' যে প্রসাদ দুঃখীরে হইল।
বৃথা অভিমানী সব তাহা না দেখিল॥

চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।১৯,২২

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীবাস-পুত্রের পরলোক-প্রাপ্তি

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত শুদ্ধ-ভক্তগণের আদর্শ-স্বরূপ। কিরূপ-ভাবে বৈষ্ণব-গৃহস্থ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সুখানুসন্ধানের জন্য সর্বদা সর্বেন্দ্রিয়ে সর্বতোভাবে সচেষ্ট থাকিবেন, সেই সর্বোত্তম আদর্শ, শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত গৃহস্থালীর অভিনয় করিয়া সুধী-জীবজগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন।

শাস্ত্রে 'গৃহস্থ' ও 'গৃহব্রত'—এই দুইটি শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা হরিসেবাপরায়ণ গৃহস্থ, তাঁহাদের আত্মা, দেহ, গৃহ, পুত্র, পরিজন সমস্তই কৃষ্ণসেবার উপকরণ; তাঁহাদের সংসার কৃষ্ণের সুখানুসন্ধানের সংসার। আর, যাহারা গৃহব্রত বা গৃহমেধী, তাহাদের সংসার—ভোগের সংসার—মায়ার সংসার অর্থাৎ

য়-সুখানুসন্ধানের সংসার ; তাহারা স্বস্ব-দেহগেহাদিতে হইয়া পুণ্য ও পাপের ভোক্তৃরূপে সুখ ও দুঃখের নাগর-দোলায় ঘূর্ণিত হয়।

বিশ্বে যে শ্রীচৈতন্যের সংকীর্তন-ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে, তাহা বৈষ্ণব-গৃহস্থের লীলাভিনয়কারী শ্রীশ্রীবাসের ভজনময় গৃহ হইতেই প্রকটিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীবাস গৌরসুন্দরের সংকীর্তন-যজ্ঞে সর্বস্ব আহুতি দিয়াছিলেন তাঁহার অখিলচেষ্টা সেই সংকীর্তন-যজ্ঞেরই ইন্ধনস্বরূপ হইয়াছে। অতএব শ্রীশ্রীবাসের গৃহ—ভোগের আগার নহে, তাহা এই প্রপঞ্চে বৈকুণ্ঠের অবতার।

একদিন শ্রীবাস-মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্তগণসহ সংকীর্তন-বিলাসে প্রমত্ত ছিলেন। অকস্মাৎ ব্যাধিযোগে শ্রীশ্রীবাসের পুত্র শ্রীবাসের গৃহেই পরলোক গমন করিলেন। পুরনারীগণ শোকে বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রন্দনের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পণ্ডিত শ্রীশ্রীবাস অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্রের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। যিনি ভগবদ্ভক্ত, তিনি ইহাতে অধৈর্য হইবেন কেন ? তজ্জন্যই 'পরমগম্ভীর মহাতত্ত্বজ্ঞানী' ভক্তরাজ শ্রীশ্রীবাস নারীগণকে এইরূপে প্রবোধ দিতে লাগিলেন,—"তোমরা শান্ত হও, ক্রন্দন করিও না। যাঁহার নাম একবার মাত্র শ্রবণ করিলে মহাপাতকীও শ্রীকৃষ্ণধামে গমন করে, সেই প্রভু সপার্ষদ সাক্ষাদ্ভাবে এইস্থানে নৃত্য করিতেছেন, এই সময় যাঁহার পরলোক-গমন হইয়াছে, তাঁহার জন্য কি আর শোক করিতে হয় ? যদি কোন কালে এই

শিশুর মত ভাগ্য পাই, তবে আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিব। যদি বল, তোমরা সংসারধর্মে আসক্ত বলিয়া শোক সম্বরণ করিতে পারিতেছ না, তবে বলি, ক্রন্দনের অনেক সময় আছে। এখন তোমাদের ক্রন্দনরোলে যেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্তন-নৃত্য-সুখের কোনওরূপে বাধা না হয়। যদি তোমাদের কলরব শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কোনরূপে বাহ্যদশা লাভ করেন, তবে নিশ্চয় জানিও, আমি গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া আত্মহত্যা করিব।"

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরনারীগণ সকলে স্থির হইলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত পুনরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সংকীর্তনে যোগদান করিয়া নিরুদ্বেগে ও পরমানন্দে সংকীর্তন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে ভক্তগণ পরম্পরায় শুনিতে পাইলেন যে, পণ্ডিতের পুত্র পরলোকে গমন করিয়াছেন, তথাপি কেহ কিছুই প্রকাশ করিলেন না। কিছুক্ষণ পরে সর্বজ্ঞ শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংই বলিলেন,—"আজ যেন আমার চিত্ত কিরূপ করিতেছে! মনে হয়, পণ্ডিতের গৃহে কোন বিশেষ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে।" শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন,—"প্রভো! যে স্থানে তুমি সানন্দে নৃত্য করিতেছ, সে-স্থানে কি কোন দুঃখ হইতে পারে?"

অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের পুত্রের পরলোক-প্রাপ্তির বৃত্তান্ত বলিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কতক্ষণ-যাবৎ পণ্ডিতের পুত্রের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে?" ভক্তগণ বলিলেন,—"আড়াই প্রহর হইবে। কিন্তু, পণ্ডিত আপনার সংকীর্তনানন্দ-ভঙ্গের ভয়ে একথা কাহারও

নিকট প্রকাশ করেন নাই।" এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন,—"আমি এইরূপ ভক্তের সঙ্গ কিরূপে পরিত্যাগ করিব ?"

"পুত্রশোক না জানিল যে মোহোর প্রেমে।
হেন সব-সঙ্গ মুঞি ছাড়িব কেমনে॥"

—চৈঃ ভাঃ মঃ ২৫।৫২

—ইহা বলিতে বলিতে মহাপ্রভু রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই ইঙ্গিতগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ সকলেই চিন্তাকুল হইলেন,—"না জানি, শ্রীমন্মহাপ্রভু গৃহস্থলীলা পরিত্যাগ করিয়া অচিরেই সন্ন্যাস-লীলা প্রকাশ করেন!" পরলোকগত শিশুর সৎকারের জন্য সকলে ব্যস্ত হইলেন; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু মৃতশিশুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তুমি শ্রীবাসের ঘর পরিত্যাগ করিয়া কি জন্য অন্যত্র যাইতেছ ?"

কি আশ্চর্য! শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রভাবে মৃতশিশুর মুখেও তত্ত্ব-কথা বহির্গত হইল! শিশু বলিতে লাগিল,—"প্রভো! আপনি যাহার প্রতি যেরূপ বিধান করেন, উহার অন্যথা করিবার সাধ্য কাহার আছে? আমাকে বর্তমানে যে-স্থানে যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমি তথায়ই গমন করিতেছি। যতদিন এই গৃহে অবস্থান করিবার সৌভাগ্য ছিল, ততদিন এ-স্থানে বাস করিলাম, এখন অন্য স্থানে যাইতেছি; সপার্ষদ আপনার শ্রীচরণে কোটিকোটি নমস্কার। আপনি আমার শত অপরাধ নিজগুণে মার্জনা করুন।" ইহা বলিয়াই শিশু নীরব হইল।

মৃতপুত্রের মুখে এইরূপ অপূর্ব তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া শ্রীবাসগোষ্ঠী পুত্রশোক বিস্মৃত হইলেন। শ্রীশ্রীবাস পরিবারবর্গের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে প্রভুর চরণে অহৈতুকী প্রেমভক্তি যাচ্ঞা করিলেন।

পাঠকগণ! শ্রীশ্রীবাসের এই আদর্শের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে যে মহতী শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। সাধারণ গৃহব্রত মনুষ্য ও হরিভজনপরায়ণ গৃহস্থের আকার বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিতে এক হইলেও উভয়ের অন্তর্নিষ্ঠা সম্পূর্ণ পৃথক্। বৈষ্ণব-গৃহস্থ 'কৃষ্ণের সংসার' করেন, তিনি মায়ার সংসার করেন না। 'কৃষ্ণের সংসারে'র অর্থই—শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের সংসার। সেই সংসারের প্রভুই—শ্রীচৈতন্যরসবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণনাম। শুদ্ধ-বৈষ্ণব কখনও নিজেকে 'প্রভু' বলিয়া অভিমান করেন না। শ্রীকৃষ্ণনামকে 'সংসারের প্রভু' বলিয়া উপলব্ধি হইলে শোক-মোহাদি অনাত্ম-ধর্ম আক্রমণ করিতে পারে না, তখন সমস্তই কৃষ্ণের সেবার অনুকূল ব্যাপার-রূপে দৃষ্ট হয়। শ্রীবাসাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় শরণাগত আদর্শ বৈষ্ণব-গৃহস্থের কিরূপ চিত্তবৃত্তি হওয়া উচিত, তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা বিপদে বা শোকে মুহ্যমান না হইয়া সদৈন্যে শ্রীমহাপ্রভুকে জানাইয়াছেন,—

ওহে প্রাণেশ্বর! এ-হেন বিপদ,
প্রতিদিন যেন হয়।
যাহাতে তোমার, চরণ-যুগলে,
আসক্তি বাড়িতে রয়॥

বিপদ-সম্পদে, সেই দিন ভাল,
যে-দিন তোমারে স্মরি।
তোমার স্মরণ- রহিত যে-দিন,
সে-দিন বিপদ হরি॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিলেন,—"আমি ও শ্রীনিত্যানন্দ এই দুইজন তোমার পুত্র থাকিতে তোমার দুঃখ কি? পুত্র-শোকাদি অবশ্যম্ভাবী সংসার-দুঃখ তোমাকে স্পর্শ করিতেও পারে না। তোমার কথা দূরে থাকুক, যিনি তোমাকে দর্শন ও স্মরণ করেন, তাঁহাকেও সংসার স্পর্শ করে না।"

শ্রীগৌরহরি সমস্ত ভক্তের সহিত শ্রীশ্রীবাসের পরলোকগত বালককে লইয়া কীর্তন করিতে করিতে গঙ্গাতীরে গেলেন এবং বালকের যথোচিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ান্তে গঙ্গাস্নান করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সূচনা

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নিজের ঘরে বসিয়া কৃষ্ণবিরহ-বিধুরা গোপীর ভাবে বিরহ-ব্যাকুল-হৃদয়ে 'গোপী, গোপী' নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন, এমন সময় একজন বিরুদ্ধ-প্রকৃতির ছাত্র মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া বলিল,—"আপনি কৃষ্ণনাম না করিয়া 'গোপী, গোপী,'—এইরূপ স্ত্রীলোকের নাম উচ্চারণ করিতেছেন কেন? 'গোপী' নাম করিলে কি পুণ্য হইবে?"—এই কথা শুনিয়া

শ্রীমহাপ্রভু গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ ও দোষারোপ করিতে লাগিলেন, বহির্মুখ ছাত্র এইরূপ দোষারোপের অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না।

গোপীভাবে বিভাবিত শ্রীমহাপ্রভু পড়ুয়াকে কৃষ্ণপক্ষপাতী কোনও ব্যক্তিজ্ঞানে 'ঠেঙ্গা' লইয়া মারিবার জন্য ক্রোধভরে তৎ-পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। * ছাত্রটি ভয়ে পলায়ন করিল। ঘটনা শুনিয়া নবদ্বীপের যাবতীয় ব্রাহ্মণ ও ছাত্রসমাজ ক্ষেপিয়া উঠিল এবং শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রহার করিবার ষড়্যন্ত্র করিতে লাগিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহা জানিতে পারিয়া হেঁয়ালিচ্ছলে বলিলেন,—

করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে॥
—চৈঃ ভাঃ মঃ ২৬।১২১

কোথায় নদীয়াবাসীর নিত্যমঙ্গলের জন্য শ্রীহরিনাম প্রচার করিলাম, আজ কি না, তাহাদের জন্য ব্যবস্থিত ঔষধই তাহাদের অপরাধবৃদ্ধির কারণ হইল।

শ্রীগৌরসুন্দর একদিন শ্রীনিত্যানন্দকে গোপনে ডাকিয়া লইয়া নিজের সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প ও উহার কারণ-নির্দেশপূর্বক বলিলেন যে, তিনি জগতের উদ্ধারের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু নবদ্বীপবাসিগণ তাঁহার চরণে অপরাধ করিতেছে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাহাদের দ্বারে ভিক্ষুক হইলে সন্ন্যাসি-

* স্বধামগত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় তাঁহার 'শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর' গ্রন্থে ঐ ছাত্রকে 'কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (উক্ত গ্রন্থের ১৩১৩ বঙ্গাব্দ সংস্করণ, ১২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

বুদ্ধিতেও হয় ত' তাহারা শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন ও তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে।

মহাপ্রভু শ্রীমুকুন্দের গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে 'কৃষ্ণমঙ্গল গান করিতে বলিলেন এবং পরে তাঁহার নিকটও সন্ন্যাস-গ্রহণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে তিনি শ্রীগদাধরের গৃহে গমন করিয়া তাঁহার নিকটও সন্ন্যাস-গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন। শ্রীগদাধর নানাভাবে মহাপ্রভুকে নিষেধ করিয়া বলিলেন,—"নিমাই! সন্ন্যাসী হইলেই কি কৃষ্ণকে পাওয়া যায়? গৃহস্থব্যক্তি কি বৈষ্ণব হইতে পারে না? তুমি অনাথিনী মাতাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিবে? প্রথমেই ত' তোমাকে জননী-বধের ভাগী হইতে হইবে!" *

এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও কএক-জন অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট তাঁহার সন্ন্যাসের কথা ব্যক্ত করিলেন। সকলেরই মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল! মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হইবেন, শুনিয়া ভক্তগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে নানা-ভাবে বুঝাইলেন। লোকপরম্পরায় শ্রীশচীমাতার কর্ণেও এই দারুণ সংবাদ পৌঁছিল। শ্রীশচীমাতা বিলাপ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিমাইকে কত বুঝাইলেন,—

না যাইহ, না যাইহ বাপ, মায়েরে ছাড়িয়া।
পাপ জীউ আছে তোর শ্রীমুখ চাহিয়া॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ২৭।২২

* চৈঃ ভাঃ মঃ ২৬।১৭২-১৭৪

শ্রীশচীমাতার বিলাপ শুনিয়া পাষাণও দ্রবীভূত হইল, কিন্তু বজ্র হইতেও কঠোর, আবার কুসুম হইতেও কোমল যাঁহার হৃদয়, সেই লোকশিক্ষক মহাপ্রভুকে তাঁহার সুদৃঢ় সঙ্কল্প হইতে কেহই বিচলিত করিতে পারিলেন না। তিনি মাতাকে অনেক প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—

আনের * তনয় আনে রজত-সুবর্ণ।
খাইলে বিনাশ পায়—নহে পরধর্ম † ॥
* * * *
আমি আনি' দিব কৃষ্ণপ্রেম হেন ধন।
সকল-সম্পদময় কৃষ্ণের চরণ॥

—চৈঃ মঃ মঃ ১৪৮ পৃঃ

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশচীমাতাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—শীঘ্রই সংকীর্তন-মুখে আমি তোমার পুত্ররূপে দুইবার জন্ম গ্রহণ করিব।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই ভবিষ্যদ্‌বাণী অবিলম্বেই সফল হইয়াছে। তাঁহার সন্ন্যাসলীলার পরেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বিরহ-ব্যথিতা হইয়া স্বীয় হৃদয় হইতে হৃদয়নাথ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমূর্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতে সকলে শ্রীগৌরনাম কীর্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এইরূপে শ্রীশচীনন্দন 'শ্রীমূর্তি' ও 'শ্রীনাম'—এই দুই-রূপে জগজ্জীবের নিকট প্রকটিত হইয়াছেন।

মাতা, পিতা ও ভার্যার সেবা ছাড়িয়া ভগবানের সেবা বা ভগবদ্ভক্তি-প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করাকে অনেকে অন্যায়

* আনের—অপরের।
† পরধর্ম—সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বা ভাগবতধর্ম।

মনে করেন; বস্তুতঃ, যাঁহারা শ্রীহরিসেবার মর্ম বুঝেন না, তাঁহারাই ঐরূপ বিচার করেন। শ্রীহরির সন্তোষের দ্বারাই মাতা, পিতা, পত্নী, পুত্র, দেশ, সমাজ ও বিশ্বের যথার্থ উপকার-সাধন ও সর্বভূতের প্রকৃত তোষণ হয়। বৃক্ষের মূলে জল দিলেই শাখা-পত্র, পুষ্প, ফল—সকলই সঞ্জীবিত ও সংবর্ধিত হয়। এইরূপ সন্ন্যাসের উজ্জ্বল আদর্শ ভগবদবতার শ্রীকপিলদেব ও মুক্তকুল-শিরোমণি শ্রীশুকদেবেও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকপিলদেব স্বামিহীনা জননী শ্রীদেবহূতিকে এবং শ্রীশুকদেব স্বীয় পিতা শ্রীব্যাসদেবকে গৃহে রাখিয়া যেরূপ শ্রীহরিকীর্তনে সর্বস্ব ডালি দিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীনিমাইও—

শচী-হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী।
চলিলেন নিরপেক্ষ হই' ন্যাসিমণি॥
পরমার্থে এই ত্যাগ—ত্যাগ কভু নহে।
এ-সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে॥

—চৈঃ ভাঃ মঃ ৩।১০৩-১০৪

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, একজন ব্রাহ্মণ শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের রুদ্ধ-দ্বার গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্তন-নৃত্যে যোগদান করিতে না পারিয়া অন্যদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে গঙ্গার ঘাটে পাইয়া মনের দুঃখে অভিশাপ প্রদানপূর্বক বলিয়াছিলেন,—"তোমার সংসার-সুখ বিনষ্ট হউক।" শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত ব্রাহ্মণের সেই অভিশাপ শ্রবণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। * এই ঘটনার পরে শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস-গ্রহণলীলা প্রদর্শন করিয়া জানাইয়াছিলেন,

* চৈঃ চঃ আঃ ১৭।৬২-৬৩

—"জগতের লোকের অমঙ্গলসূচক অভিশাপও শ্রীকৃষ্ণ-সেবার আনুকূল্যে গৃহীত হইলে, তাহা আত্মার নিত্য-মঙ্গল-সাধক হয়।" বস্তুতঃ, শ্রীভগবান্ কোনও অভিশাপের পাত্র হইতে পারেন না। তাঁহার ঐ লীলা জীব-শিক্ষার জন্য।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীনিমাইর সন্ন্যাস

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের নিকট তাঁহার সন্ন্যাসের নির্দিষ্ট তারিখ ও 'কাটোয়া'-নগরে * শ্রীকেশব ভারতী-নামক সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণের অভিপ্রায় জানাইয়া শ্রীশচীমাতা, শ্রীগদাধর, শ্রীব্রহ্মানন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য ও শ্রীমুকুন্দ—মাত্র এই পাঁচ জনের নিকট তাহা প্রকাশ করিতে বলিলেন। সন্ন্যাস-লীলা-আবিষ্কারের পূর্বদিন মহাপ্রভু সকল ভক্তকে লইয়া সমস্ত দিন সংকীর্তন করিলেন ; সন্ধ্যায় গঙ্গার দর্শন ও নমস্কার করিতে গেলেন ; গৃহে ফিরিয়া ভক্তগণবেষ্টিত হইয়া বসিলেন ; সকলকে নিজের গলার প্রসাদী মালা প্রদান করিয়া বলিলেন,—

"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন ॥

---

* ই. আই. আর্ ব্যাণ্ডেল বারহারওয়া লাইনে বর্ধমান জেলায় 'কাটোয়া'-নামক রেলষ্টেসন। এই স্থানটী গঙ্গার তীরে অবস্থিত।

যদি আমা'-প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।
তবে কৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর॥
কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥"

—চৈঃ ভাঃ মঃ ২৮।২৬-২৮

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীধর একটী লাউ হাতে করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আসিয়াছিলেন এবং আর একজন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কিছুক্ষণ পরেই কিছু দুগ্ধ উপহার দিয়া গিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীশচীমাতাকে বলিয়া দুগ্ধ-লাউ পাক করাইলেন এবং তাহা ভোজন করিয়া বিশ্রাম করিলেন। শ্রীগদাধর ও শ্রীহরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শয়ন করিয়া থাকিলেন। শ্রীশচীমাতা জানিতেন—আজ নিমাই গৃহত্যাগ করিবে। তাঁহার চক্ষুতে নিদ্রা নাই—দুই চক্ষু হইতে অনুক্ষণ অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাত্রি প্রভাত হইতে আর চারি দণ্ড বাকী আছে জানিয়া মহাপ্রভু গৃহত্যাগের উদ্‌যোগ করিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমন করিতে চাহিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু একাকী গমনের ইচ্ছা জানাইলেন। শ্রীশচীদেবী নিমাইর গমনের উদ্‌যোগ বুঝিতে পারিয়া দ্বারে বসিয়া রহিলেন; শ্রীনিমাই জননীকে তখন অনেক প্রবোধ দান করিয়া ও তাঁহার চরণ-ধূলি মস্তকে লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

অতঃপর শ্রীশচীমাতা জড়প্রায় হইয়া রহিলেন। ভক্তগণ প্রাতে মহাপ্রভুকে প্রণাম করিবার জন্য আসিয়া দেখিলেন যে, শ্রীশচীমাতা বহির্দ্বারে বসিয়া আছেন। শ্রীশ্রীবাস কারণ জিজ্ঞাসা

করিলে শ্রীশচীমাতা কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না, কেবল অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন ; পরে অতিকষ্টে কোন-প্রকারে বলিলেন,—"ভক্তগণই ভগবানের বস্তুর অধিকারী ; সুতরাং নিমাইর যে-কিছু জিনিষ আছে, তাহা ভক্তগণ লইয়া যাইতে পারেন। আমি যথা ইচ্ছা, তথা চলিয়া যাইব।" ভক্তগণ মহাপ্রভুর গৃহত্যাগ-লীলার কথা বুঝিতে পারিয়া অচেতনপ্রায় হইয়া ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ ক্রন্দন করিয়া সকলেই শ্রীশচীমাতাকে বেষ্টনপূর্বক উপবেশন করিলেন। সমগ্র নদীয়ায় শ্রীমহাপ্রভুর গৃহত্যাগের বার্তা প্রচারিত হইল ; তাহা শুনিয়া পূর্বের নিন্দক পাষণ্ডিগণও ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং নিমাইকে পূর্বে চিনিতে না পারায় বিশেষভাবে পরিতাপ করিতে লাগিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নবদ্বীপ-লীলার চব্বিশ বৎসরের শেষে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে উত্তরায়ণ-সময়ে সংক্রমণ-দিনে রাত্রিশেষে নবদ্বীপ হইতে 'নিদয়ার ঘাটে' আসিলেন। * কথিত হয়—নদীয়ার নিমাইর নিদারুণ সন্ন্যাসলীলার স্মৃতিতে এই ঘাটের নাম 'নিদয়ার ঘাট' হইয়াছে। এই ঘাটটি যেন নির্দয় বা 'নিদয়' হইয়া সন্ন্যাস-গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প নিমাইকে 'কাটোয়া'য় যাইবার পথ দিয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু 'নিদয়ার ঘাট' হইতে গঙ্গা সন্তরণ-পূর্বক 'কাটোয়া'-গ্রামে শ্রীকেশব ভারতীর নিকট উপস্থিত হইলেন

* শ্রীনিমাইর সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলার তারিখ ১৪৩১ শকের ২৯শে মাঘ, শনিবার, সংক্রান্তি-দিবস—বঙ্গাব্দ ৯১৬, খৃষ্টাব্দ ১৫১০, পূর্ণিমা।

এবং তাঁহার নিকট কৃপা যাচ্ঞা করিলেন। শ্রীমুকুন্দাদি ভক্তগণ কীর্তন করিতে থাকিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু আবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন, শ্রীচন্দ্রশেখর সন্ন্যাস-বিধির অনুষ্ঠান-সমূহ করিতে লাগিলেন। নাপিত নিমাইর কেশ মুণ্ডন করিতে বসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রমুখ ভক্তগণ অনর্গল অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে দিবা প্রায় অবসান হইল। কোন-প্রকারে ক্ষৌরকার্য সমাপ্ত হইলে লোকশিক্ষাগুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন ছলে শ্রীকেশব ভারতীর কর্ণে সন্ন্যাস-মন্ত্রটি বলিয়া ইহাই তাঁহার সন্ন্যাস-মন্ত্র কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে শ্রীকেশব ভারতী সেই মন্ত্রই মহাপ্রভুর কর্ণে দিলেন। বস্তুতঃ সর্ব-গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকেশব ভারতীকেই মন্ত্র প্রদান করিয়া শিষ্য করিলেন। কিন্তু জগতে সদ্‌গুরু-গ্রহণের একান্ত আবশ্যকতা জানাইবার জন্য শ্রীকেশব ভারতার নিকট হইতে কর্ণে মন্ত্র শ্রবণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গৈরিক বসন পরিধান করিলেন, তাহাতে তাঁহার অপূর্ব শোভা হইল। তিনি সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন প্রচার করিয়া জগতের চৈতন্য বিধান করিতেছেন বলিয়া ভগবৎ-প্রেরণায় শ্রীকেশব ভারতী শ্রীনিমাইর সন্ন্যাস-নাম রাখিলেন—'**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য**'। চতুর্দিকে বিপুল 'জয়, জয়' ধ্বনি উঠিল।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

পরিব্রাজক-রূপে শ্রীগৌরহরি

শ্রীকেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই রাত্রি 'কাটোয়া'য় যাপন করিলেন এবং শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্যকে শ্রীনবদ্বীপে পাঠাইয়া দিয়া তিনি ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অগ্রে শ্রীকেশব ভারতী, পশ্চাতে শ্রীগোবিন্দ এবং সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীগদাধর ও শ্রীমুকুন্দ। চলিতে চলিতে শ্রীমহাপ্রভু 'অবন্তীনগরী'র ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর গীতি* গান করিতে করিতে রাঢ়দেশে প্রবেশ করিলেন এবং তিন দিন ধরিয়া রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের চাতুরীতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তিপুরের নিকট—পশ্চিম পারে আসিয়া পড়িলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্থানীয় গোপবালকগণকে গোপনে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, যদি মহাপ্রভু তাহাদের নিকট শ্রীবৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করেন, তবে যেন তাহারা তাঁহাকে গঙ্গাতীরের পথ দেখাইয়া দেয়। শ্রীনিত্যানন্দের কথামত তাহারা তাহাই করিল। মহাপ্রভুও গঙ্গাকে যমুনা মনে করিয়া স্তব করিলেন। মহাপ্রভু কেবল কৌপীন-মাত্র সম্বল করিয়া চলিয়াছিলেন, আর দ্বিতীয় কোন বস্ত্র ছিল না। পূর্ব হইতে সংবাদ পাইয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্যপ্রভু নৌকায় চাড়িয়া নূতন কৌপীন ও বহির্বাস

---

* ভাঃ ১১।২৩।৫৭

লইয়া অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং মহাপ্রভুকে সেই কৌপীন-বহির্বাস পরাইয়া নৌকাযোগে 'শান্তিপুরে' লইয়া আসিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত-গৃহিণী শ্রীসীতাদেবী বহুবিধ ভোজ্যসামগ্রী রন্ধন করিলেন, শ্রী অদ্বৈতপ্রভু তাহা শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে ভোগ দিলেন। শ্রীমুকুন্দদত্ত ও অহিন্দুকুলে আবির্ভূত বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে শ্রীমন্মহাপ্রভু আপনার সহিত এক সঙ্গে বসিয়া প্রসাদ সেবা করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তাঁহারা শ্রীমহাপ্রভুর অবশেষ ভোজন করিবেন,—এই ইচ্ছায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ভোজনের পর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদ সম্বাহন করিবার জন্য চেষ্টা করিলে, মহাপ্রভু বলিলেন,—

> বহুত নাচাইলে তুমি, ছাড় নাচান।
> মুকুন্দ, হরিদাস লইয়া করহ ভোজন॥
>
> -চৈঃ চঃ মঃ ৩।১০৬

তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য শ্রীমুকুন্দ ও শ্রীহরিদাসকে সঙ্গে লইয়া প্রসাদ সম্মান করিলেন। মহাপ্রভুর এই লীলায় দুইটী শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমতঃ তিনি স্বয়ং ভগবান্ হইলেও, শ্রীব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণ নিত্যকাল তাঁহার পদসেবা করিলেও, তিনি লোকশিক্ষার্থ শ্রী অদ্বৈতপ্রভুর দ্বারা পদ-সেবা স্বীকার করিলেন না। সাধক সন্ন্যাসী বা সাধক-জীবের স্বীয় পদ-সম্বাহনাদি সেবা-গ্রহণ অকর্তব্য, বিশেষতঃ মর্যাদা-সংরক্ষণই সাধুর স্বভাব।

দ্বিতীয় শিক্ষা এই যে, শ্রীভগবানের প্রকৃতভক্তে জাতিবুদ্ধি ও শ্রীভগবানের প্রসাদে স্থান-কাল-পাত্র-সম্পর্কে স্পর্শদোষ বিচার করিলে ভক্তিরাজ্য হইতে জীবের পতন হয়। শ্রীমুকুন্দদত্ত ঠাকুর লৌকিক ব্রাহ্মণ-কুলে উদ্ভূত নহেন, আর শ্রীঠাকুর হরিদাস ত' বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত অন্ত্যজ-কুলেই আবির্ভূত ; কিন্তু, শান্তিপুরের ব্রাহ্মণসমাজের শীর্ষস্থানীয় আচার্য শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া নিজ-গৃহে যথেচ্ছভাবে মহাপ্রসাদ সেবা করিলেন। ইহাতে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আদেশ ছিল। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, একমাত্র শ্রীক্ষেত্রেই মহাপ্রসাদে স্পর্শদোষ বিচার করিতে হয় না; কিন্তু, শান্তিপুরে গৃহস্থলীলার অভিনয়কারী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য-প্রভুর আচরণ ঐরূপ উক্তির অসারতা প্রমাণ করিয়াছে। এই লীলা-প্রকাশের পূর্বেও শ্রীঅদ্বৈতাচার্যপ্রভু ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে নিজ-পিতৃশ্রাদ্ধের পাত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

এই-সকল দৃষ্টান্ত হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে, আধুনিক যুগে যে অস্পৃশ্যতা-বর্জন-আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, মহাপ্রভুই উহার প্রবর্তক, বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে প্রথম পথ-প্রদর্শক। কিন্তু মহাপ্রভুর চরিত্রের প্রত্যেক ঘটনা নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে জানা যায় যে, যাঁহারা প্রকৃত পরমার্থ আশ্রয় করিয়াছেন, মহাপ্রভু একমাত্র তাঁহাদিগের সম্বন্ধেই জাতিবুদ্ধি ও কেবলমাত্র অপ্রাকৃত মহাপ্রসাদ-সম্বন্ধে স্পর্শদোষের জাগতিক বিচার নিষেধ করিয়াছেন। নানাপ্রকার ঐহিক ভোগ অথবা রাজনৈতিক বা সামাজিক সুবিধাবাদের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য যে-সকল আন্দোলন

উপস্থিত হইয়াছে, মহাপ্রভু উহাদের প্রবর্তক বা সমর্থক নহেন। তিনি পারমার্থিক সমাজেরই শিক্ষক ও নিয়ামক।

নবীন সন্ন্যাসী শ্রীগৌরহরির শ্রীঅদ্বৈতগৃহে অবস্থান-কালে শান্তিপুরে সমস্ত লোক তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শনার্থ আগমন করিতে থাকিলেন। সন্ধ্যায় সংকীর্তন ও নৃত্য-আরম্ভ হইল। শ্রীমুকুন্দ হরিকীর্তন আরম্ভ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক-বিকারসমূহ যুগপৎ প্রকাশিত হইতে থাকিল। পরদিন প্রভাতে নবদ্বীপের বিরহার্ত বহুভক্তের সহিত শ্রীশচীমাতা দোলায় চড়িয়া শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতগৃহে আসিলেন—সন্ন্যাসী পুত্রের সহিত শ্রীশচীমাতার সাক্ষাৎকার হইল। মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতগৃহে দশ দিবস * অবস্থান করিয়া শ্রীশচীমাতাকে সান্ত্বনা প্রদান, নবদ্বীপ-বাসী ভক্তগণের সহিত শ্রীহরিকীর্তন এবং শ্রীশচীমাতার হস্তপাচিত দ্রব্য ভিক্ষা করিলেন। সন্ন্যাসিগণের আচরণ শিক্ষা দিবার জন্য তিনি শ্রীনবদ্বীপবাসিগণকে বলিলেন,—"সন্ন্যাস করিয়া কাহারও আত্মীয়-স্বজনের সহিত নিজ-জন্মস্থানে থাকা কর্তব্য নহে।"

শ্রীশচীমাতাও পুত্রের এই কথা শুনিয়া 'নিমাইর যাহাতে সুখ, তাহাই হউক,' বিচার করিয়া তাঁহাকে 'নীলাচলে' থাকিতে অনুরোধ করিলেন। মহাপ্রভু নবদ্বীপবাসী সকলকে নিরন্তর কৃষ্ণ-

---

* শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু (চৈঃ চঃ মঃ ৩।১৩৬ সংখ্যায়) শান্তিপুরে দশ দিন অবস্থানের কথা লিখিয়াছেন। শ্রীল কবিকর্ণপূর 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে' (৬।৫) তিন দিন শ্রীচৈতন্যের শান্তিপুরে অবস্থানের কথা বর্ণন করিয়াছেন।

সংকীর্তন, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণকথার সহিত জীবন-যাপনের উপদেশ প্রদানপূর্বক শান্তিপুরের ভক্তগণ ও শ্রীশচীমাতাকে বিদায় দিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীজগদানন্দ ও শ্রীদামোদরের সহিত 'ছত্রভোগে'র পথে শ্রীপুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন।

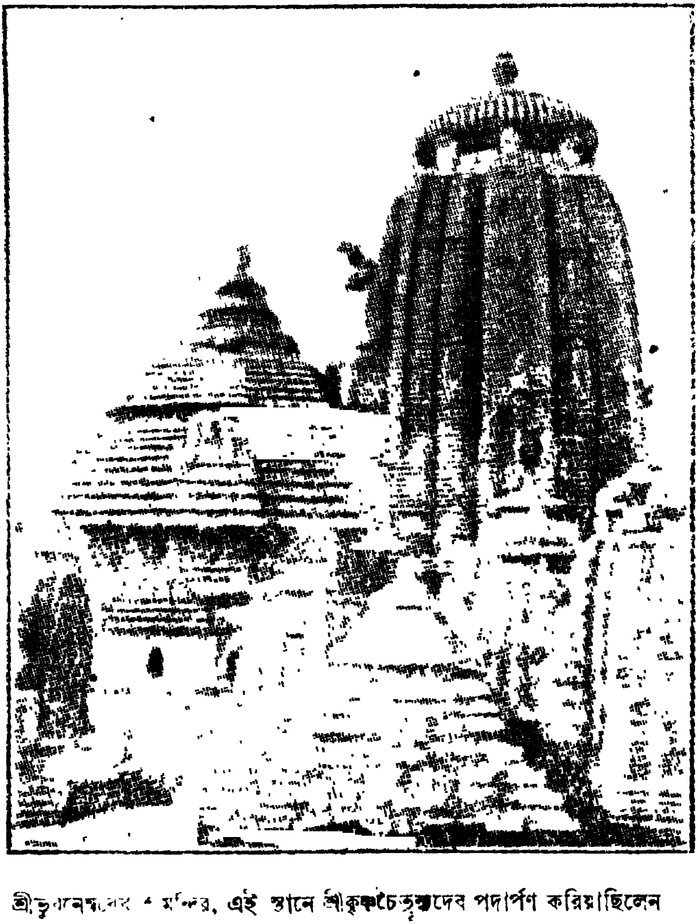
ঊনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

'পুরীর' পথে ও শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে

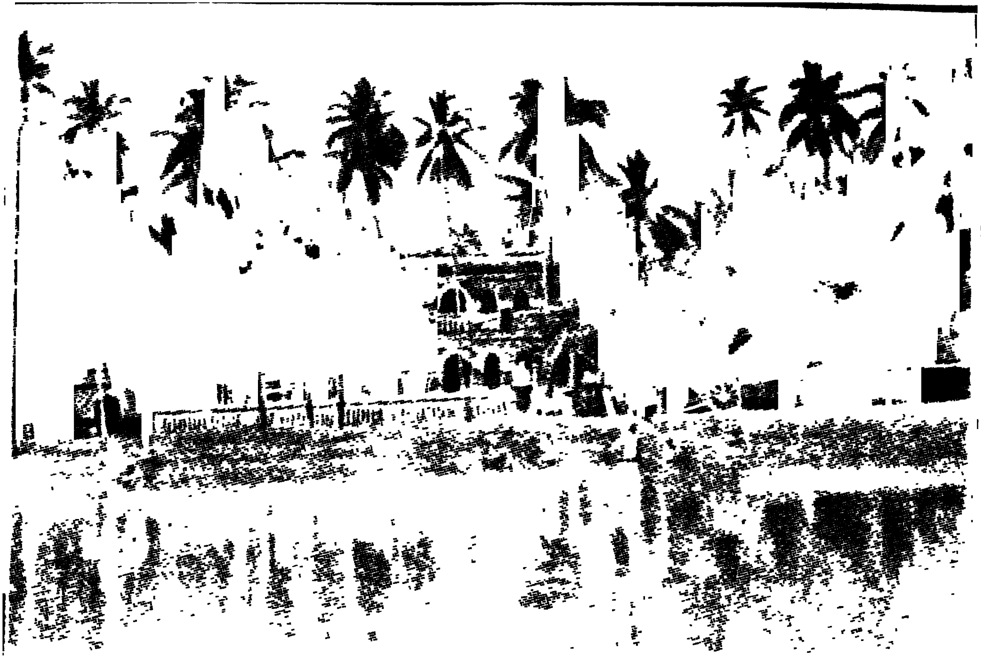
শ্রীমন্মহাপ্রভু ছত্রভোগ-পথে 'বৃদ্ধ-মন্ত্রেশ্বর হইয়া উৎকল-রাজ্যের এক সীমায় উপনীত হইলেন ; পথে নানাপ্রকার আনন্দ-কীর্তন ও ভিক্ষাদি করিতে করিতে 'রেমুণা'-গ্রামে 'শ্রীক্ষীরচোরা-গোপীনাথ' দর্শন করিলেন এবং তথায় নিজ-ভক্তগণের নিকট শ্রীঈশ্বরপুরীর কথিত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ও শ্রীগোপীনাথের প্রসঙ্গ বর্ণন করিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ-কীর্তিত "অয়ি দীনদয়ার্দ্র-নাথ !" * শ্লোক পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃষ্ণবিরহ অধিকতর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি তথায় সেই রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন 'পুরীর' অভিমুখে পুনরায় যাত্রা করিয়া 'যাজপুর' হইয়া

* অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ ! হে মথুরানাথ ! কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ! ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥ —পদ্যাবলী ৩৩০

ওহে দীনদয়ার্দ্রনাথ ! ওহে মথুরানাথ ! কবে তোমায় দর্শন করিব ! তোমার দর্শনাভাবে আমার কাতর-হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। হে প্রিয়তম। আমি এখন কি করিব ?



শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দির, এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পদার্পণ করিয়াছিলেন



শ্রীগৌরপদাঙ্কিত শ্রীসাক্ষিগোপাল-স্থান



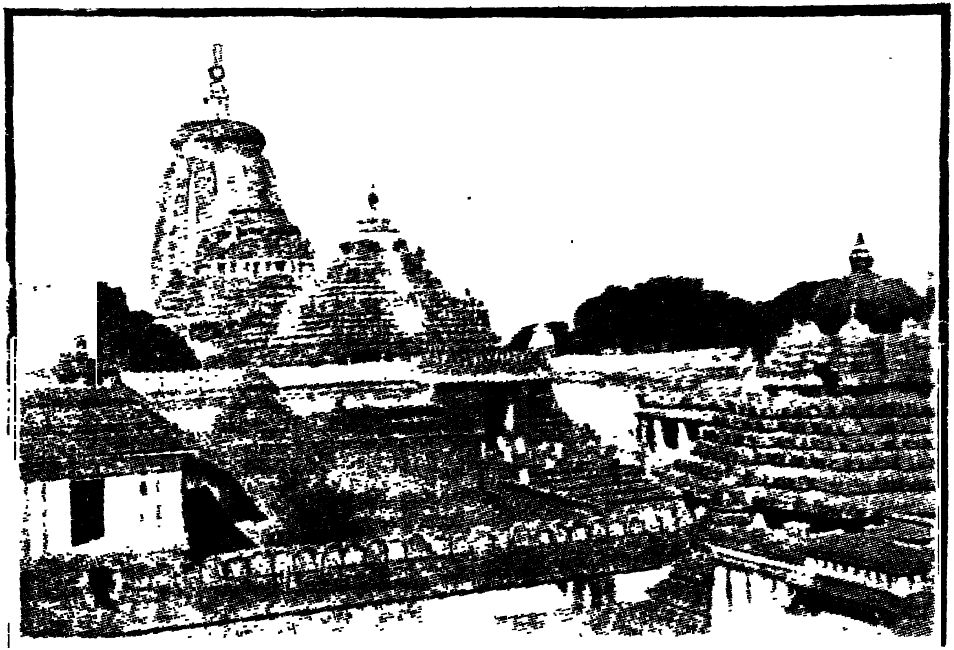
ভুবনেশ্বরে শ্রীবিন্দুসরোবরের তীরে শ্রী অনন্তবাসুদেবের শ্রীমন্দির।
এই স্থানে শ্রীচৈতন্যদেব আগমন করিয়াছিলেন।

'কটকে' পৌছিলেন। তথায় 'শ্রীসাক্ষিগোপাল'-* শ্রীবিগ্রহ দর্শন এবং শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর মুখে শ্রীগোপালের ইতিবৃত্ত শ্রবণ



পুরীর শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বার ও তৎসম্মুখে অরুণস্তম্ভ

* তখন কটকে 'শ্রীসাক্ষিগোপাল'-শ্রীবিগ্রহ ছিলেন। পরে তিনি পুরী হইতে তিন ক্রোশ দূরে 'সত্যবাদী' গ্রামে অবস্থিত হ'ন।



পুরীতে শ্রী জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির

করিলেন। 'কটক' হইতে 'ভুবনেশ্বরে' আসিয়া শ্রীক্ষেত্রপাল-শিব দর্শন করিলেন। তৎপরে 'কমলপুরে' ভার্গী-নদীর তীরে 'কপোতেশ্বর-শিব'-দর্শনচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দের নিকট নিজের 'দণ্ডটি' রাখিয়া গেলেন।

ভগবানের পক্ষে সাধক-জীবের উপযোগি দণ্ডাদি-ধারণের কোন আবশ্যকতা নাই,—ইহা জানাইবার জন্য শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের দণ্ডটিকে তিন খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ভার্গী-নদীতে ভাসাইয়া দিলেন।

'আঠার-নালার' নিকট উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভু তাঁহার দণ্ড না পাইয়া ক্রোধ প্রকাশ করিলেন এবং সঙ্গিগণকে পশ্চাতে রাখিয়াই একাকী শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরাভিমুখে ছুটিলেন। মহাপ্রভুর এইরূপ বাহ্যে ক্রোধ-প্রদর্শনের গূঢ়-শিক্ষা এই যে, ভগবান্ বা পরমহংস বৈষ্ণবের পক্ষে আত্মদণ্ড-বিধানের প্রয়োজনীয়তা নাই বটে, কিন্তু অনর্থযুক্ত * সাধকের কায়মনোবাক্য দণ্ডিত করা † অবশ্য প্রয়োজন; নতুবা তাহাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীগৌরহরি শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইলেন। পড়িছা ‡ ইহা বুঝিতে না পারিয়া শ্রীগৌরহরিকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল।

* যাহাদের জগতের বস্তুতে আসক্তি আছে, ভগবানে নাম-রূপের জন্য স্বাভাবিকী প্রীতি উদিত হয় নাই।

† দেহ, মন ও বাক্য—এই তিনটিকে দণ্ডিত অর্থাৎ শাসিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সুখানুসন্ধান করিবার জন্যই দণ্ডগ্রহণ।

‡ শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের দারোগার ন্যায় কর্মচারি।

পুরীর রাজপণ্ডিত বিখ্যাত নৈয়ায়িক ও অদ্বৈতবৈদান্তিক সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন শ্রীমন্দিরে উপস্থিত ছিলেন; তিনি দৈবাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এই অবস্থায় দর্শন করিয়া তাঁহাকে পড়িছার হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। সার্বভৌম যুবক সন্ন্যাসীর অদ্ভুত প্রেমবিকার দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর বাহ্যদশা-প্রাপ্তিতে বিলম্ব দেখিয়া তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া নিজগৃহে লইয়া আসিলেন। লোক-পরম্পরায় মহাপ্রভুর মহাভাবের কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ সকলেই সার্বভৌমের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সার্বভৌমের ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথ আচার্য তাঁহার পূর্ব-পরিচিত শ্রীমুকুন্দকে দেখিয়া তাঁহার নিকট সমস্ত জিজ্ঞাসা করিয়া মহাপ্রভুর সন্ন্যাস ও পুরী-আগমনের যাবতীয় কথা শ্রবণ করিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রমুখ ভক্তগণ সার্বভৌমের পুত্র 'চন্দনেশ্বরে'র সহিত শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিলেন। এদিকে সার্বভৌমের গৃহে তৃতীয় প্রহরে মহাপ্রভুর বাহ্যদশা হইল। সার্বভৌমের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরিচয় হইলে সার্বভৌম ভট্টাচার্য স্বীয় মাতৃষ্বসার গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাসস্থান স্থির করিয়া দিলেন।

শ্রীসার্বভৌমের সহিত শ্রীগোপীনাথের শ্রীমন্মহাপ্রভু-সম্বন্ধে আলাপ হইলে শ্রীগোপীনাথ সার্বভৌমের নিকট শ্রীমহাপ্রভুকে 'স্বয়ং' ভগবান্ বলিয়া জানাইলেন। ইহাতে সার্বভৌম ও তাঁহার ছাত্রগণের সহিত শ্রীগোপীনাথের অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল। "পরমেশ্বরের কৃপা-ব্যতীত পরমেশ্বরের তত্ত্ব কখনই জানা যায় না,

জাগতিক বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্য-দ্বারাও ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান হয় না। ঈশ্বর সাক্ষাৎ উপস্থিত হইলেও তাঁহার মায়ায় আচ্ছন্ন জীব তাঁহাকে দেখিতে পায় না।"—শ্রীগোপীনাথ এই-সকল কথা বলিয়া শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যকে একপ্রকার নিরস্ত করিলেন।

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য

অদ্বৈতবেদান্ত-গুরু সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সাধারণ সন্ন্যাসিমাত্র বিচার ও তাঁহার যৌবনবয়স দর্শন করিয়া তাঁহাকে 'বেদান্ত' শ্রবণ করিতে উপদেশ করিলেন মহাপ্রভু তাহাতে সম্মত হইয়া সার্বভৌমের নিকট সাতদিন পর্যন্ত ক্রমাগত মৌনভাবে বেদান্ত শ্রবণ করিলেন। সার্বভৌম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সাতদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ মৌনী দেখিয়া অষ্টম দিনে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন যে, তিনি শ্রীব্যাসকৃত-সূত্রগুলি বেশ বুঝিতে পারিতেছেন, উহাদের অর্থ অতীব পরিষ্কার; কিন্তু শ্রীশঙ্করাচার্যের রচিত ভাষ্য সেই-সকল সূত্রের সহজ নির্মল অর্থকে আচ্ছাদন করিয়াছে। শাঙ্করভাষ্য প্রকৃত-প্রস্তাবে বেদান্ত বিরুদ্ধ। অদৈবপ্রকৃতির ব্যক্তিগণের মোহনের জন্য শ্রীভগবানের আদেশে শ্রীশিবের অবতার শঙ্করাচার্য ঐরূপ ভাষ্য কল্পনা করিয়াছেন। 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-

সিদ্ধান্তই' * বেদান্তের প্রকৃত মত। মায়াবাদিগণ প্রচ্ছন্ন নাস্তিক। † শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বহু শাস্ত্র-প্রমাণ-বিচার-দ্বারা এই-সকল বিষয় প্রদর্শন করিলেন। ভট্টাচার্য অনেক বিচার-তর্কের পর পরাস্ত হইয়া গেলেন।

ইহার পর ভট্টাচার্য মহাপ্রভুর নিকট হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের "আত্মারামাশ্চ" (ভাঃ ১।৭।১০) শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করিলে মহাপ্রভু ভট্টাচার্যকেই প্রথমে ঐ শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। সার্বভৌম তাঁহার মনীষা ও তর্কশাস্ত্রের পাণ্ডিত্য-বলে উক্ত শ্লোকের নয়-প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন; মহাপ্রভু সার্বভৌমের উক্ত ব্যাখ্যার কোনটীই স্পর্শ না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ঐ শ্লোকের অষ্টাদশ-প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। ভট্টাচার্য ইহাতে চমৎকৃত হইলেন এবং তখন তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মান্তিকে শরণাগতি যাচ্ঞা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও তখন শ্রীসার্বভৌমের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রথমে স্বীয় চতুর্ভুজ এবং পরে দ্বিভুজ-রূপ প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় সার্বভৌমের চিত্তে তত্ত্ব-স্ফূর্তি হইল। তিনি অতি অল্পকাল-মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্তুতিপূর্ণ একশত শ্লোক রচনা করিয়া ফেলিলেন। শ্রীসার্বভৌমের রচিত এই দুইটি শ্লোক ভক্তগণের কণ্ঠহার হইল,—

---

* পরে 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত' সম্বন্ধে আলোচনা আছে। গ্রন্থকার-রচিত 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

† বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় [illegible]স্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥—চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৬৮

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ

শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী

কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥ *

—চৈঃ চঃ মাঃ ৬।৪৩

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ

প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।

আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে

গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥ †

—চৈঃ চঃ মাঃ ৬।৪৪

সার্বভৌমের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর এইরূপ অলৌকিকী কৃপা দেখিয়া শ্রীগোপীনাথ-প্রভৃতি সকলেই আনন্দিত হইলেন। ইহার পর একদিন মহাপ্রভু প্রত্যূষে শ্রীজগন্নাথদেবের 'পাকাল-প্রসাদ'‡ লইয়া শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যকে তাঁহার গৃহে দিতে আসিলেন। ভট্টাচার্য তখন 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' বলিয়া মাত্র শয্যা ত্যাগ করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় লৌকিক স্মার্তগণের জাগতিক বিচার হইতে মুক্ত হওয়ায় সেই ক্ষণেই—প্রাতঃকৃত্যাদি করিবার পূর্বেই মহাপ্রভুর প্রদত্ত শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন।

---

* বৈরাগ্য অর্থাৎ কৃষ্ণবিরহ, বিদ্যা অর্থাৎ কৃষ্ণপাদপদ্মে আসক্তি ও নিজভক্তি-যোগ অর্থাৎ প্রেম শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপধারী একটী সনাতন পুরুষ—যিনি সর্বদা কৃপাসমুদ্র, তাঁহার প্রতি আমি প্রপন্ন হই।

† কালে নিজ ভক্তিযোগকে বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া যে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নামক মহাপুরুষ, তাহা পুনরায় প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার শ্রীপাদ-পদ্মে আমার চিত্ত-ভ্রমর অতিশয় গাঢ়রূপে আ[illegible]উক।

‡ পান্তা প্রসাদকে শ্রীক্ষেত্রে 'পাকাল-প্রসাদ' বলা হয়।

সার্বভৌম একদিন শ্রীমহাপ্রভুর নিকট 'সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন কি ?'—এই পরিপ্রশ্ন করায় শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তনের উপদেশ দিলেন,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

—বৃহন্নারদীয়-পুরাণ, ৩৮।১২৬

আর এক দিবস সার্বভৌম শ্রীমদ্ভাগবতের "তত্তেঽনুকম্পাং"* শ্লোকের শেষাংশে 'মুক্তিপদে' পাঠের পরিবর্তে 'ভক্তিপদে' পাঠ করিয়া শ্রীমহাপ্রভুকে শুনাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠ-পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নাই, 'মুক্তি-পদ'-শব্দে ও কৃষ্ণকে বুঝায়।" ভট্টাচার্যের বৈষ্ণবতা দেখিয়া নীলাচলবাসিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'সাক্ষাৎ কৃষ্ণ' বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং শ্রীকাশীমিশ্র-প্রভৃতি উৎকলবাসিগণ মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইলেন।

---

* তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

—ভাঃ ১০।১৪।৮

অর্থাৎ যিনি তোমার অনুকম্পা-লাভের আশাবন্ধে স্বকর্মের ফল ভোগ করিতে করিতে মনঃ, বাক্য ও শরীরের দ্বারা তোমাতে আত্মনিবেদনাত্মিকা প্রণতি বিধান করিয়া জীবন যাপন করেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাক্ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-লাভের যোগ্য পান।

† মুক্তি পদে যাঁ'র, সেই 'মুক্তিপদ' হয়।
কিংবা নবম পদার্থ 'মুক্তি'র সমাশ্রয়॥

—চৈঃ চঃ মঃ ৬।২৭২

একপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

দাক্ষিণাত্যাভিমুখে

শ্রীগৌরসুন্দর ১৪৩১ শকের মাঘমাসের সংক্রান্তিতে (২৯শে মাঘ) পূর্ণিমা-তিথিতে সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলা আবিষ্কার করিয়া ফাল্গুন-মাসে 'নীলাচলে' উপনীত হইলেন এবং তথায় দোলযাত্রা দর্শন করিয়া চৈত্রমাসে সার্বভৌমকে উদ্ধার করিলেন এবং ১৪৩২ শকের বৈশাখ-মাসে দক্ষিণ-যাত্রা করিলেন। তিনি একাকীই দক্ষিণ-ভ্রমণে বহির্গত হইবেন,—শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট এইরূপ প্রস্তাব করায় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বিশেষ অনুরোধ করিয়া 'কৃষ্ণদাস'-নামক একজন সরল ব্রাহ্মণকে মহাপ্রভুর সঙ্গে দিলেন। সার্বভৌম চারিখণ্ড কৌপীন-বহির্বাস মহাপ্রভুর সঙ্গে দিলেন এবং 'গোদাবরী'-নদীর তীরে শ্রীরামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহাকে প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু-প্রভৃতি কএকজন ভক্ত 'আলালনাথ' পর্যন্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে গিয়াছিলেন। কেবলমাত্র কৃষ্ণদাস বিপ্রকে সঙ্গে করিয়া মহাপ্রভু অপূর্ব ভাবাবেশে চলিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণবিরহ-বিধুরা গোপীর ভাবে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে চলিলেন,—

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে॥

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পাহি মাম্

রাম ! রাঘব ! রাম ! রাঘব ! রাম ! রাঘব ! রক্ষ মাম্ ।
কৃষ্ণ ! কেশব ! কৃষ্ণ ! কেশব ! কৃষ্ণ ! কেশব ! পাহি মাম্ ॥
—চৈঃ চঃ মঃ ৭।৯৬

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিয়া সকলেই 'হরি'-নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু শরণাগত ব্যক্তি-মাত্রকেই শক্তিসঞ্চার করিয়া বৈষ্ণব করিলেন। সেই বৈষ্ণব আবার স্বগ্রামে গমন করিয়া গ্রামবাসিগণকে বৈষ্ণব করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমস্ত দক্ষিণ-দেশের লোক বৈষ্ণব হইলেন। শ্রীচৈতন্যের কৃপা-মহিমা শ্রীনবদ্বীপ অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যে অধিকতর ভাবে প্রকাশিত হইল। এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু 'শ্রীকূর্মস্থানে'* আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীকূর্মদেবের দর্শন ও স্তব করিলেন। সেই গ্রামে 'শ্রীকূর্ম'-নামে এক গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বহু শ্রদ্ধাভক্তির সহিত মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন এবং সবংশে প্রভুর সুদুর্লভ শ্রীচরণামৃত ও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিলেন। শ্রীগৌরহরি ব্রাহ্মণকে কৃপা করিলেন এবং 'আচার্য' হইয়া অর্থাৎ নিজে আচরণ করিয়া প্রত্যেকের নিকট কৃষ্ণকথা প্রচার করিতে তাঁহাকে আদেশ করিলেন,—

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় **গুরু** হঞা তার' এই দেশ ॥

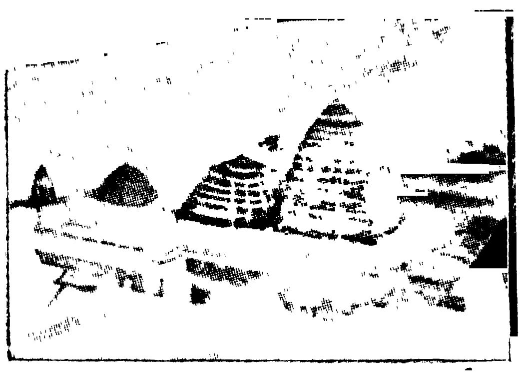
---

* কলিকাতা—ওয়াল্‌টিয়ার লাইনে শ্রীকাকুলম্ রোড্ ষ্টেসন। ঐ ষ্টেসন হইতে শ্রীকাকলম-সহর পূর্বাভিমুখে ৯ মাইল এবং তথা হইতে শ্রীকূর্মম্ বা শ্রীকূর্মস্থান পূর্ব দক্ষিণাভি-মুখে ৯॥০ মাইল।

কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়-তরঙ্গ
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৭।১২৮-১২৯

মহাপ্রভু যাঁহার ঘরে ভিক্ষা করিতেন, তাঁহাকেই এইরূপ উপদেশ ও শিক্ষা দান করিতেন। 'বাসুদেব'-নামক একজন গলিত-কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত বিপ্র কূর্মব্রাহ্মণের গৃহে মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিয়া তাঁহার কৃপা যাচ্ঞা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসুদেবকে দেহরোগ ও ভবরোগ হইতে মুক্ত করিয়া **'আচার্য'** করিলেন। শ্রীবাসুদেবকে উদ্ধার করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর 'বাসুদেবামৃতপ্রদ' নাম হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু ক্রমে 'জিয়ড়নৃসিংহ'-ক্ষেত্র*



দূর হইতে সিংহাচল-পর্বত, জিয়ড়-নৃসিংহদেবের শ্রীমন্দির ও
শ্রীচৈতন্যপাদপীঠের শ্রীমন্দিরের দৃশ্য

* বি. এন. আর. লাইনের সর্বশেষ ষ্টেসন ওয়াল্টিয়ারের পূর্ববর্তী ষ্টেসন 'সিংহাচলম্' হইতে প্রায় চারি মাইল দূরে 'সিংহাচল-পর্বতে'র উপর শ্রীনৃসিংহদেব বিরাজমান। বিশেষ জানিতে হইলে সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়'-পত্র, বঙ্গাব্দ ১৩৩৬, ১৬ই অগ্রহায়ণ-সংখ্যা (২৪৪-২৪৯ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

'সিংহাচলে' গমন করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব ও বন্দনা করিলেন,—

শ্রীনৃসিংহ, জয় নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ, জয় পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ॥

—চৈঃ চঃ মঃ ৮।৫

এই স্থানে রাত্রিবাস করিয়া পরদিন প্রাতে প্রভু পুনরায় প্রেমাবেশে চলিতে চলিতে গোদাবরী-তীরে আগমন করিলেন। তথায় গোদাবরী-দর্শনে শ্রীগৌরহরির শ্রীযমুনার স্মৃতি উদ্দীপ্তা হইল।

দ্বিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীরায়-রামানন্দ-মিলন

দাক্ষিণাত্যের 'রাজমহেন্দ্রী' নগরে 'কোটিলিঙ্গম্'-তীর্থের অপর পারে 'গোষ্পদ' বা 'পুষ্করম্'-তীর্থ অবস্থিত। প্রায় ১৫০২ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার সম্রাট্ গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অধীন বিখ্যাত শাসনকর্তা (Governor) শ্রীরায়রামানন্দ গোদাবরীর তীরে 'গোষ্পদ'-তীর্থের ঘাটে শোভাযাত্রা করিয়া স্নান করিতে আসিতেছিলেন।

এদিকে শ্রীমন্মহাপ্রভু গোদাবরী পার হইয়া রাজমহেন্দ্রী হইতে গোষ্পদ-তীর্থে আগমন করিয়াছেন। বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ ও বাদ্যভাণ্ডের সহিত শিবিকারোহী এক ব্যক্তিকে শোভাযাত্রা করিয়া আসিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাঁহাকেই 'রামানন্দ রায়' বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। শ্রীরামানন্দও এক অপূর্ব সন্ন্যাসী দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলেন। শ্রীচৈতন্য রামরায়কে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন; উভয়ের মধ্যে প্রেমের তরঙ্গ ছুটিল। শ্রীরামানন্দ শ্রীমহাপ্রভুকে তথায় পাঁচ-সাতদিন কৃপাপূর্বক অবস্থান

করিয়া শ্রীহরিকথা কীর্তন করিবার জন্য বিশেষ প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীমহাপ্রভু সেই গ্রামে কোন এক বৈদিক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান ও ভিক্ষা করিলেন। সন্ধ্যাকালে শ্রীরামানন্দ রায় অত্যন্ত দীনবেশে আসিয়া মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভু তখন শ্রীরামরায়কে বলিলেন,—"জীবের প্রয়োজন পরম পুরুষার্থ বা সাধ্য যাহাতে নির্ণীত হইয়াছে, সেই প্রমাণ-সূচক শ্লোক পাঠ করুন।" শ্রীরামানন্দ তদুত্তরে 'শ্রীবিষ্ণুপুরাণে'র (৩।৮।৮) একটী শ্লোক পাঠ করিয়া বলিলেন,—"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র'—এই চারি বর্ণ এবং 'ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী'—এই চারি আশ্রমীর নিজ-নিজ বর্ণ ও আশ্রমের আচার অর্থাৎ **স্বধর্ম**-পালনের দ্বারা পুরুষোত্তম বিষ্ণুর আরাধনা হয়। তাঁহার নিকটে বর্ণাশ্রমের আচার-পালন-ব্যতীত অন্য কোনও সাধন প্রীতিজনক হয় না। বিষ্ণুতোষণই 'পুরুষার্থ' অর্থাৎ প্রয়োজন বা 'সাধ্য'। বর্ণাশ্রম-ধর্মাচরণরূপ সাধনের দ্বারা ঐ-সাধ্যলাভ হয়।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"স্বধর্মে থাকিয়া শ্রীবিষ্ণুর তোষণই 'সাধ্যবস্তু', কিন্তু, বর্ণ ও আশ্রমধর্মের আচরণরূপ সাধনের দ্বারা সাক্ষাদ্ভাবে সেই সাধ্যবস্তু-লাভ হয় না। 'বিষ্ণুপুরাণে'র ঐ-প্রমাণে সর্বাপেক্ষা বহিরঙ্গ সাধনের * কথাই উক্ত হইয়াছে; কারণ,

* "কলৌ কলুষচিত্তানাং বৃথায়ুঃপ্রভৃতানি চ।
ভবন্তি বর্ণাশ্রমিণাং ন তু মচ্ছর[illegible]।
—(ভঃ সঃ, ১৮ অনুচ্ছেদ-ধৃত 'ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ'-বাক্য)

কলিকালে কলুষচিত্ত বর্ণাশ্রমিগণের জীব[illegible]াদি [illegible]; কিন্তু আমার শরণার্থি-জনগণের জীবনধারণ বৃথা নহে।

প্রমাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত (১।২।৮) বলেন,—'বর্ণাশ্রম-ধর্ম অত্যন্ত সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও শ্রীবাসুদেব বা তদ্ভক্তের আশ্রয়ের অভাবে যদি বাসুদেবের কথায় অর্থাৎ তাঁহার লীলা-বর্ণনাদিতে রুচি উৎপন্ন না হয়, তবে ঐরূপ বর্ণাশ্রম-ধর্মের আচরণ পণ্ডশ্রমমাত্র।' সকাম বর্ণাশ্রম-ধর্মের কথা দূরে থাকুক, কেবল নিবৃত্তিপর ধর্মও 'হরিবিমুখ' বলিয়া পরমার্থ বা 'সাধ্য'-প্রদানে অসমর্থ। শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে বলিয়াছেন,—'ব্রহ্মের সহিত একাকারতাপ্রাপ্ত ও উপাধিশূন্য জ্ঞানও যদি শ্রীভগবানে ভক্তি-বর্জিত হয়, তবে তাহাও সম্যগ্‌ভাবে মুক্তির কারণ হইতে পারে না; আর বর্ণাশ্রমাদি-ধর্মের অন্তর্গত যে কাম্য কর্ম, যাহাতে সাধনকালে ও ফলকালে ক্লেশ অনিবার্য; সেই দুঃখরূপ কাম্যকর্ম, এমন কি, নিষ্কাম কর্মও যদি শ্রীভগবানে অর্পিত না হয়, তবে তাহা ভগবানের প্রতি বহির্মুখতা-দোষে দুষ্ট বলিয়া জীবের চিত্তশুদ্ধি করিতে পারে না।' অতএব বর্ণাশ্রম-ধর্মের কাম্যকর্মরূপ সাধনের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুভক্তিরূপ 'সাধ্য'-লাভ হইতে পারে না। ঐ-সাধন অত্যন্ত বহিরঙ্গ। বর্ণাশ্রমের আচার, তপস্যা ও অধ্যয়নাদি-বিষয়ক পরিশ্রম কেবল মহান্ পরিশ্রম, প্রতিষ্ঠা ও প্রাকৃত ঐশ্বর্য-লাভেই পর্যবসিত হয়; কিন্তু, শ্রীহরির গুণানুবাদ-শ্রবণে আদর-প্রভৃতির দ্বারা শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মযুগলের অবিস্মৃতিরূপ মহাফল-লাভ হইয়া থাকে। (ভাঃ ১২।১২।৫৪) বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন করিলে কখনও শ্রীবিষ্ণু **প্রসন্ন** হ'ন অর্থাৎ 'মোক্ষ'-লাভ হয়; কিন্তু, তিনি **সুপ্রসন্ন** হ'ন না অর্থাৎ তাঁহার 'সাক্ষাৎকার'-লাভ হয় না, তাঁহাকে

'সুখী' দেখা যায় না, 'বিমুক্তি'—বিশেষ মুক্তি—ভগবদানন্দ—পরমানন্দ-বৈচিত্রী-লাভ হয় না।" তখন শ্রীরামরায় শ্রীগীতার (৯২৭) একটি শ্লোক পাঠ করিয়া বলিলেন,—"কি ভোজন, কি যজ্ঞ, কি দান, কি তপস্যা ও অপর যে-কিছু কর্ম, তাহা শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলেই শ্রীবিষ্ণুভক্তিরূপ 'সাধ্য'-লাভ হয়।"

"শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্ত বর্ণাশ্রমাচার-পালনরূপ কর্মকে কেহ কেহ ফল-কামনারহিত বলিয়া প্রতিপাদন করিলেও উহার অন্তরে ফলের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও আগ্রহ রহিয়াছে। নিত্যকর্ম—সন্ধ্যা-বন্দনাদি বা নৈমিত্তিক-কর্ম—পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদিতে যে অভিমান আছে, তাহা সম্পূর্ণ প্রাকৃত ও এই চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অস্মিতা বা দেহের অভিনিবেশ হইতেই জাত ; সুতরাং স্বরূপতঃ 'সকাম'। আর,শ্রীগীতায় যে কর্মের ফল কর্মের সহিত শ্রীভগবানে অর্পণের উপদেশ আছে, উহাও সাধ্যভক্তির 'অন্তরঙ্গ সাধন' হইতে পারে না ; কারণ, ভক্তির অন্তরঙ্গ-সাধন 'ভক্তি'ই হইবে। কর্মার্পণের দ্বারা কর্মের ফল আত্মসাৎ না করায় কর্মের বিষ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল বটে, কিন্তু তাহা 'সাক্ষাদ্ভক্তি' (স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি) নহে। জড়ের অহঙ্কার বা দেহের আবেশ লইয়াই ভগবানের দিকে একটু ঘাড় ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছে, এই-মাত্র। সুতরাং ইহা ভগবানের প্রতি 'গৌণ' উন্মুখতা। কর্মার্পণ দুই প্রকার—(১) ফলত্যাগ ও (২) তাঁহার সুখাভাস-চেষ্টা। এক-মাত্র ভক্তসঙ্গ হইলেই বিষ্ণুর সুখাভাসের চেষ্টা হয়। ফলত্যাগ বা কর্ম-সন্ন্যাসে সেই সুখাভাসের চেষ্টাটুকুও থাকে না। এইজন্য

কর্মার্পণকারী অর্পণের দ্বারা অভক্তসঙ্গে অভক্তির দ্বারেও পৌঁছিতে পারে। শুদ্ধভক্তের সঙ্গ না হইলে তাঁহার 'শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা' ও 'সাধ্য-ভক্তি'-লাভ সম্ভবপর নহে। এজন্য কর্মার্পণকে 'আরোপসিদ্ধা ভক্তি'-মাত্র বলা যায়। 'লৌকিক-শ্রদ্ধা' হইতে কর্মার্পণ বা আরোপ সিদ্ধা ভক্তির আরম্ভ হয়, এজন্য তাহা 'সগুণা'। এই কর্মার্পণ বা আরোপসিদ্ধা ভক্তি 'সকৈতবা' অর্থাৎ ধর্মার্থাদি-কামনা-মূলক হইলে তাহা 'ভাগবত-ধর্মের' প্রথম সোপানও হয় না। যদি সেই আরোপসিদ্ধা ভক্তি 'অকৈতবা' অর্থাৎ ধর্মার্থকামাদি-বাঞ্ছাশূন্যা হয়, তবে তাহা 'সগুণ' ভাগবতধর্ম-পদবাচ্য হইতে পারে। বস্তুতঃ, 'সাধ্যভক্তি' নির্গুণা। কর্মার্পণকে ভক্তি ও জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ বলা হইলেও উহাতে স্বার্থপরতা থাকায় ভক্তি ও জ্ঞান উভয়-পন্থাবলম্বিগণই কর্মকে নিরাস করিয়াছেন। সেব্যবস্তুর সুখদায়িনী ক্রিয়াই 'ভক্তি', তাহাই সাধ্য। সেই ভক্তি যদি 'আদৌ অর্পিতা' অর্থাৎ সেব্যের সুখের জন্যই ভাবিতা হইয়া অনুষ্ঠিতা হয়, তবেই 'স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি' হয়, আর যদি পূর্বে অনুষ্ঠিতা হইয়া পরে অর্পিত হয়, তবে তাহা কর্মার্পণ বা স্বার্থপরতা-দুষ্ট হইল।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বিচার শ্রবণ করিয়া শ্রীরামানন্দরায় তখন শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগীতার প্রমাণ-শ্লোক পাঠ করিয়া বলিলেন,—"বর্ণাশ্রমরূপ **স্বধর্ম ত্যাগ** করিয়া শ্রীভগবানে শরণ-গ্রহণই 'সাধ্যভক্তি'র উৎকৃষ্ট সাধন।" শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"স্বরূপতঃ (**কেবল ফলতঃ** নহে) বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম-ত্যাগের কথা মুখে বলিলেই তাহা কার্যতঃ হয় না। সাধ্যভক্তি—'হ্লাদিনীর বৃত্তি-

বিশেষ'। সেই হ্লাদিনীর বৃত্তি হ্লাদিনীর দূত যে 'মহৎ', তাঁহার কৃপা ও সঙ্গ-বাহনা হইয়া আবির্ভূতা হ'ন। মহতের কৃপা-ব্যতীত কেহই সাধনচেষ্টার দ্বারা ভক্তি লাভ করিতে পারে না। বর্ণাশ্রমে বা উহার বহির্ভূত সমাজে থাকিয়াও যদি শ্রীহরিকথায় কথঞ্চিৎ রুচি বা শ্রদ্ধা হয়, তাহা হইলে সেইটীই 'ভাগ্য'; বর্ণাশ্রমে নিষ্ঠা বা উহার ব্যভিচার কোনটীই ভাগ্য নহে। সাধুগণ বিষ্ণু বা বিষ্ণু-ভক্ত-সম্পর্কযুক্ত স্থানে ও গঙ্গাদি পুণ্য নদীর তীরে থাকেন। কোন কার্য-ব্যপদেশে যদি কোন বিষয়ী সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়া সেই সাধুর দর্শন, পাদ-স্পর্শ, সম্ভাষণ বা উপঢৌকনাদি প্রদান করিবার সৌভাগ্য পায়, তাহা হইলে তাহার সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়া হরিকথায় রুচিরূপ ভক্তির প্রথম অবস্থা-আরম্ভ হইয়া যায়। ইহা অপেক্ষা কর্মী বর্ণাশ্রমীর পক্ষে শ্রেষ্ঠতর পরমধর্ম আর নাই। সুতরাং, সাধু-কৃপাব্যতীত সাধারণ জীবের স্বরূপতঃ স্বধর্ম-ত্যাগ বা শরণাগতির উদয় হইতে পারে না। শরণাগতি, মহতের সেবা ও শ্রবণ-কীর্তনাদি নবধা ভক্তি—'স্বরূপসিদ্ধা বৈধী ভক্তি'। যদি কোন ব্যক্তি মহৎ-সঙ্গাদিজাত সংস্কার-বিশেষরূপ অনির্বচনীয় অতিভাগ্য-ফলে ভক্তিতে শ্রদ্ধাবান্ হন, তবেই তিনি সেই 'বৈধী সাধন-ভক্তি'র অধিকারী হইতে পারেন। শ্রীগীতা-প্রভৃতি শাস্ত্রে আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চারি-প্রকার অধিকারীর কথা বলা হইয়াছে। গজেন্দ্র, শৌনকাদি মুনি, ধ্রুব ও চতুঃসন-প্রভৃতি যথাক্রমে আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানীর উদাহরণ। এই আর্ত-প্রভৃতি ব্যক্তিগণ শুদ্ধ-ভক্তিতে অধিকারী নহেন;

কিন্তু, আর্তি-জ্ঞানাদীচ্ছামুক্ত ভক্তকৃপা-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই ভক্তির অধিকারী। আর্ত-প্রভৃতি ব্যক্তিতে যখন ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তের কৃপা হয়, তখন তাঁহাদের সেই সেই ভাবের ক্ষীণতায় শুদ্ধভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা হয়। ভক্ত ও ভগবানের কৃপাতেই গজেন্দ্রাদির সেই-সেই বাসনা-ত্যাগ হইয়াছিল। জ্ঞানী মহতের সঙ্গাভাসফলে সাক্ষাজ্ জ্ঞানের লক্ষণস্বরূপ নির্বেদ এবং ভক্তমহতের সঙ্গাভাসফলে ভক্তির মূল শ্রদ্ধা ও তৎপূর্বে যে মাহাত্ম্যজ্ঞান, উহার উদয় হয়। শ্রীগীতার (১৮।৬৬) চরম শ্লোকে যে 'সর্বগুহ্যতম পরম বাক্যে'র উপদেশে সর্বধর্ম-ত্যাগের যে কথা আছে, উহাকেও বাহিরের কথা বলিয়াই জানিবেন। কারণ, এই ত্যাগ স্বতঃস্ফূর্ত নহে,—শ্রীকৃষ্ণের সুখের চিন্তায় আবিষ্ট হইয়া বর্ণ ও আশ্রম-ধর্মের প্রতি অকিঞ্চিৎকরতা-বুদ্ধিজাতও নহে। ইহাতে কর্তব্য না করার পাপের জন্য ভয়ের চিন্তা আছে। ইহাই দেহাভিনিবেশের প্রমাণ। গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানের জন্য আর্যধর্ম-ত্যাগে পাপের ভয় বা দেহাভিনিবেশের লেশমাত্রও নাই। দেহাভিনিবেশজনিত-কর্তব্য-বুদ্ধির মধ্যে তদকরণে পাপবুদ্ধি আছে বলিয়াই, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—'আমি তোমাকে কর্তব্য না করার দরুণ সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিব ; তুমি আর শোক করিও না।" শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীগীতার সর্বধর্ম-ত্যাগ বা স্বধর্ম-ত্যাগের কথাকেও শোক ও আকাঙ্ক্ষাসূচক সাধন বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন।

শ্রীরামানন্দরায় শ্রীগীতার (১৮।৫৪) আর একটি শ্লোক পাঠ করিয়া বলিলেন,—"জীব ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা হইয়া যখন কোন

শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং সমস্ত প্রাণীতে সমদর্শী হ'ন, তখন শ্রীভগবানে ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ '**জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি**'-রূপ সাধনের দ্বারা 'সাধ্যভক্তি' লাভ করিতে পারেন।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিও স্বরূপসিদ্ধা নির্গুণা 'সাধ্যভক্তি' নহে। 'মিশ্রা' বলিতে যদি আবরণ হয়, তবে ত' তাহা ভক্তিই হইল না; তাহা ভক্তিকে আবৃত করিয়া ফেলিল। আর যদি 'মিশ্রা' বলিতে জ্ঞানের 'আকার'-মাত্র লক্ষ্য করে, তবে ঐরূপ আকার থাকিলেও ভক্তিরই প্রাধান্য, প্রভুত্ব থাকিল ; কিন্তু ইহাও 'স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি' হইল না, 'সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি' হইল। সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি যদি 'সকামা' হয়, তবে আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীর অধিকারোচিত ব্যাপার হইল। শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা বা শরণাপত্তি হইতে 'সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি'র আরম্ভ হইলেও তাহা স্বরূপ-সিদ্ধা অকিঞ্চনা ভক্তি না হওয়ায় সাধ্য প্রেমভক্তির 'অন্তরঙ্গ-সাধন' হইতে পারে না। শোকাদি বিঘ্ন থাকিলে শ্রীহরিভজনে প্রবৃত্তি হয় না, তজ্জন্যই জ্ঞানের অপেক্ষা ; কিন্তু, জ্ঞানের অপেক্ষা থাকিলে পুনরায় তাহা ভক্তির বিঘ্নকারক হয়। * কারণ, ভক্তি নিরেপেক্ষা, তাহা জ্ঞানের অপেক্ষাযুক্তা নহে, বরং জ্ঞান ও বৈরাগ্য অনেক সময় ভক্তির প্রতিকূলই হয়, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত।"

শ্রীগৌরহরির এই-প্রকার বিচার-শ্রবণের পর শ্রীরামানন্দরায় শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।১৪।৩) একটী শ্লোক পাঠ করিয়া 'জ্ঞান-

* অত্র শোকাদিবিঘ্নসত্ত্বে ভজনাপ্রবৃত্তৌ জ্ঞানাপেক্ষা, তদভাবে তু সা পুনর্ভজনবিঘ্ন এবেতি বাচ্যম্।"—শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তি-ঠাকুর।

শূন্যা ভক্তি'কেই 'সাধ্যসার' বলিলেন। যাঁহারা জ্ঞানের প্রয়াস ঈষদ্ভাবেও না করিয়া সাধুগণের নিবাসে অবস্থিত হইয়া সাধুগণের শ্রীমুখ হইতে স্বভাবতঃ নিত্য প্রকটিত শ্রীভগবানের কথাকে কায়মনোবাক্যে অবলম্বন-পূর্বক জীবন ধারণ করেন, তাঁহারা যদি অন্য আর কিছু না করেন, তথাপি তাঁহাদের দ্বারাই অজিত ভগবান বশীভূত হ'ন।"

শ্রীরামরায়ের মুখে এই 'জ্ঞানশূন্যা অকিঞ্চনা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি'র কথা শ্রবণ করিবার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"এহো হয়।—হাঁ, ইহাই নিষ্কামা 'নির্গুণা ভক্তি'-পদবাচ্যা, তথাপি ইহা 'সাধনভক্তি'; ইহার পরের কথা যাহা 'সাধ্যভক্তি', তাহার কথা বলুন। সাধ্য-ভক্তি শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি বিধিভক্তিরূপ সাধনের দ্বারাও লভ্যা হ'ন না।" তখন শ্রীরামরায় নিজকৃত দুইটি শ্লোক পাঠ করিয়া "শ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিকী লোভময়ী '**প্রেমভক্তি**' সকল-সাধ্যের সার" ইহা জ্ঞাপন করিলেন; আরও বলিলেন,—"যে-কাল পর্যন্ত উদরে তীব্র ক্ষুধা ও পিপাসা থাকে, সে-কাল-পর্যন্তই ভোজ্য ও পানীয় দ্রব্য সুস্বাদু মনে হয়; অগ্নি-মান্দ্য থাকিলে সর্বোৎকৃষ্ট ভোজ্যদ্রব্যও রুচিকর হয় না; তদ্রূপ আর্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের নানা-উপচারে পরিচর্যা প্রীতির দ্বারা সাধিত হইলেই শ্রীকৃষ্ণের ও ভক্তের সুখকর হয়। কৃষ্ণসেবারসে 'আবেশময়ী মতি' যে-কোন স্থানে লব্ধা হউক না কেন, একমাত্র 'লোভ'-রূপ মূল্যের দ্বারা তাহা ক্রয় করা উচিত, কোটি-কোটি জন্মের সুকৃতি-জনিতা বৈধী ভক্তির দ্বারাও ঐ আবেশময়ী 'মতি' পাওয়া যায় না।

জানিয়াই হউক, না জানিয়াই হউক, প্রীতির অদ্বিতীয় পাত্র যে 'শ্রীকৃষ্ণ' তাহাকে সিদ্ধ দাস্য-সখ্যাদি-ভাবে অনুরাগী ভক্তগণ যে সুখ বিধান করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণও তাহাতে যেভাবে সুখী হইতেছেন এবং ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে দাস্য-সখ্যাদিভাবে সেবা করিয়া যে সুখী দেখিতেছেন, সেই সাধ্য ভক্তির পরিপাটি শ্রবণ করিয়া যাঁহারা তাঁহাদের (অনুরাগী ভক্তগণের) অনুগতি লাভ করিবার জন্য লোভবিশিষ্ট হইয়া বিদ্যুদ্‌গতিতে ছুটিয়া চলেন, তাঁহাদের (রাগানুগানুগতগণের) ভক্তিই 'রাগানুগা সাধন-ভক্তি'। আর নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকরগণের ভক্তি—'সাধ্যভক্তি'। 'বৈধী ভক্তি'তে 'শাস্ত্র-শাসনের প্রয়োজন হয়, কিন্তু রাগানুগা ভক্তি রুচি, প্রবৃত্তি বা 'তৃষ্ণা' হইতেই উদিতা হয়।"

শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন,—"প্রেমভক্তি সর্বসাধ্যসার, সন্দেহ নাই ; কিন্তু মমত্ববর্জিত 'শান্তপ্রেম' হইতেও শ্রেষ্ঠ যে 'সাধ্যভক্তি', তাহার কথা বলুন।" তখন শ্রীরামরায় মমতাযুক্ত **'দাস্যপ্রেমে'**র কথা বলিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু উহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সাধ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরামরায় **'সখ্যপ্রেমে'**র কথা জানাইলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—"গৌরবময় দাস্য-প্রেম হইতে বিশ্বাসভাবময় সখ্যপ্রেম উৎকৃষ্ট হইলেও তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সাধ্যের কথা বলুন।" তখন রামরায় পাল্য বা অনুগ্রাহ্য-ভাবময় * **'বাৎসল্য-প্রেমে'**রকথা বলিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তদপেক্ষাওউৎকৃষ্ট সাধ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরামরায় "স্বসুখ-তাৎপর্য-বর্জিত সর্বাঙ্গ-

* 'ভক্ত—পালক, শ্রীকৃষ্ণ—পাল্য ; ভক্ত—অনুগ্রাহক, ভগবান্—অনুগ্রাহ্য।' —এইরূপ ভাবপূর্ণ।

দ্বারা সর্বতোভাবে নিঃসঙ্কোচে শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানপর **কান্ত-ভাব**'ই প্রেমের পরাকাষ্ঠা।"—ইহা জানাইলেন। তাৎপর্য এই—সাধারণ প্রেমে মমতার অভাব, দাস্যরসে বিশ্রম্ভ বা বিশ্বাসের অভাব, সখ্যরসে স্নেহাধিক্যের অভাব এবং বাৎসল্যে নিঃসঙ্কোচ-ভাবের অভাবহেতু 'সাধ্য-প্রেমে'র পরিপূর্ণতা একমাত্র 'কান্তভাবে'ই আছে। এই সমস্ত রসই 'অপ্রাকৃত', সুতরাং ইহার কোনটীতেই জাগতিক অপূর্ণতা বা অভাব নাই, তত্তদ্রসের ভক্তের নিকট সমস্তই পরিপূর্ণ ও সর্বোত্তম, তথাপি নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে অপ্রাকৃত রাজ্যে ঐরূপ চমৎকারিতার তারতম্য আছে। কান্তপ্রেমে—শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা ; দাস্যের কৃষ্ণনিষ্ঠা ও মমতাময়ী সেবা, সখ্যের কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা ও অসঙ্কোচ ; বাৎসল্যের কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা, অসঙ্কোচ ও স্নেহাধিক্য-প্রভৃতি অধিকভাবে আছে ; অধিকন্তু কান্তপ্রেমে নিজ-সর্বাঙ্গদ্বারা সেবারূপ গুণটি অধিক দেখা যায়। গোপীর শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই 'সাধ্যাবধি'। গোপীর মধুর-রস-সেবায় শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে 'ঋণী' জ্ঞান করেন। ইহার পরেও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামরায়কে আরও শ্রেষ্ঠ সাধ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরাম-রায় শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই 'সাধ্য-শিরোমণি' অর্থাৎ পরম প্রয়োজনের মধ্যেও 'চরম' বলিয়া নির্দেশ করিলেন।

এ-জগতে যে রসই আমাদের নিকট যতটা 'হেয়' বলিয়া অনুভূত হয়, গোলোকে সেই রসটি ততটা 'উপাদেয়' ; কেন-না, এ-জগৎ গোলোকের বিকৃত প্রতিবিম্ব—সমস্তই বিপরীত। যেমন, দর্পণে আমাদের ছবি দেখি, তখন আমাদের দক্ষিণ হস্তটী—

বাম হস্ত ও বাম হস্তটী—দক্ষিণ হস্ত, এরূপ বিপরীত দেখিয়া থাকি। এই অনিত্য জগতের দর্পণে প্রতিফলিত হইলে গোলোকের রস-সমূহের এইরূপ বিকৃতচ্ছায়া-দর্শন হয়।

শ্রীরামানন্দ রায় ক্রমে-ক্রমে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীরাধার স্বরূপ, রসতত্ত্বের স্বরূপ ও প্রেমতত্ত্ব বর্ণনা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসাক্রমে শ্রীরামানন্দরায় বিপ্রলম্ভরসের 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত'-রূপ * 'অধিরূঢ়-মহাভাব'ময় নিজকৃত একটি গীত বলিলেন,—

পহিলেহি রাগ নয়নভঙ্গে ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল, অবধি না গেল॥
—চৈঃ চঃ মহাকাব্য ১৩।৪৬ ; চৈঃ চঃ মঃ ৮।১৯৩

শ্রীরামরায় অবশেষে "সেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা-প্রাপ্তির উপায়—একমাত্র ব্রজসখীর আনুগত্য" ইহা জানাইলেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর প্রেম—ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক

---

* যাঁহারা মহতের কৃপায় এই জগতের চিন্তাস্রোতের অতীত রাজ্যে গিয়াছেন এবং যাঁহাদের হৃদয় সর্বক্ষণ অকপট-কৃষ্ণসেবা-লালসায় বিভাবিত, তাঁহারাই শ্রীরাধার প্রেমের মধ্যে যে কি পরম-বিচিত্রতা আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি' প্রভৃতি গ্রন্থে সেই সকল সুদুর্লভ তত্ত্ব পরমমুক্ত ব্যক্তিগণের অনুভবের জন্য ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই সকল কথা সকলে অর্থাৎ মহৎকৃপাবঞ্চিত পণ্ডিত, সাহিত্যিক, ধার্মিক-সম্প্রদায়াদি বুঝিতে পারিবেন না, এজন্য এইসকল শব্দের ব্যাখ্যা এখানে নিষ্প্রয়োজন। মহতের কৃপায় ভজনের উন্নততম সোপানে অধিষ্ঠিত না হইলে এই-সকল কথার বিকৃত তাৎপর্য জীবকে অপরাধী করিয়া ফেলে। এইজন্য অনেক মনীষী ও সাহিত্যিক এই 'প্রেম-বিলাস-বিবর্তে'র ব্যাখ্যা বুঝিতে সমর্থ হ'ন নাই। ভগবদ্ভজন ও সাধারণ-সাহিত্য-সেবা বা সাধারণ-ধর্মানুষ্ঠান—সম্পূর্ণ পৃথগ্ ব্যাপার!

প্রেম-সেবাতেই সেই সেই প্রেমের মূল সেবকগণ অনুগত হইতে হইবে। যেমন, কাহারও শান্তরস স্বভাবসিদ্ধ; তিনি ব্রজের গো, বেত্র, বিষাণ, বেণু, যমুনা-প্রভৃতি শান্তরসের মূল সেবকগণের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবেন। দাস্যরসের রসিকগণ রক্তক, পত্রক, চিত্রকের অনুগত হইয়া; সখ্যরসের রসিকগণ সুদাম, শ্রীদাম, স্তোককৃষ্ণের অনুগত হইয়া, বাৎসল্য-রসের রসিকগণ শ্রীনন্দ-যশোদার অনুগত হইয়া এবং কান্তরসের রসিক-গণ ব্রজগোপীগণের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবেন।

জীব আপনাকে 'ভগবান্' বলিয়া কল্পনা করিলে যদ্রূপ ভীষণ অপরাধ হয়, তদ্রূপ আপনাকে ভগবানের 'মূল সেবক'—যথা শ্রীমতী, শ্রীনন্দ, শ্রীযশোদা-প্রভৃতি-রূপে কল্পনা করিলেও ততোঽধিক অপরাধ হইয়া থাকে। ইহাকেই 'অহংগ্রহোপাসনা' বলে। বাস্তব বৈষ্ণবধর্মে বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় কোন-প্রকার কল্পনা বা আরোপের কথা নাই। পরমমুক্ত সুনির্মল চেতনের বৃত্তিতে যাঁহার যে স্বভাব বা সিদ্ধরস আছে, তাহাই মহতের কৃপাসঙ্গ-ফলে স্বয়ং প্রকাশিত হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিজের কথাই শ্রীরামরায়ের মুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকটী প্রশ্নচ্ছলে আরও যে-সকল অমূল্য উপদেশ জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল। এই কয়টী কথা শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার সার,—

প্রভু কহে,—"কোন্ বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার?"
রায় কহে,—"কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥"

"কীর্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্তি ?"
"কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি ॥"
"দুঃখ-মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর ?"
"কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর ॥"
"মুক্তমধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি' মানি ?"
"কৃষ্ণপ্রেম যা'র, সেই মুক্ত-শিরোমণি ॥"
"শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার ?"
"কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ॥"
"মুক্তি-ভুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাহা দুঁহার গতি ?"
"স্থাবরদেহ, দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি ॥"

—চৈঃ চৈঃ মঃ ৮মঃ পঃ

ত্রিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ
দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন তীর্থে

কতএক-দিন প্রতিরাত্রে নানাবিধ শ্রীকৃষ্ণকথা-সংলাপের পর শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরামানন্দ রায়ের নিকট নিজের শ্যাম ও গৌররূপ (রসরাজ-মহাভাব-রূপ) প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরামানন্দ রায়কে তাঁহার রাজকার্য পরিত্যাগ-পূর্বক শ্রীপুরুষোত্তমে গমন করিবার জন্য আজ্ঞা করিয়া স্বয়ং দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু 'বিদ্যানগর' হইতে ক্রমে 'গৌতমী গঙ্গা' 'মল্লিকার্জুন', 'অহোবল-নৃসিংহ', 'সিদ্ধবট', 'স্কন্দক্ষেত্র', 'ত্রিমঠ' 'বৃদ্ধকাশী', 'বৌদ্ধস্থান', তিরুপতি', 'ত্রিমল্ল', 'পানা-নৃসিংহ'



শ্রীযাজপুরে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ



মঙ্গলগিরিতে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ

বৌদ্ধাচার্য ষড়্যন্ত্র করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মহাপ্রসাদের নামে মৎস্য-মাংসমিশ্রিত অন্ন প্রদান করিলে দৈবাৎ একটী সুবৃহৎ পক্ষী আসিয়া সেই অস্পৃশ্য খাদ্যপূর্ণ থালাটি লইয়া গেল। বৌদ্ধাচার্যের উপরে ঐ থালাটি পড়িয়া গেলে তাঁহার মস্তক কাটিয়া গেল; তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। বৌদ্ধগণ গুরুর দশা দেখিয়া মহাপ্রভুর শরণাগত হইলেন। পরে তাঁহারা মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন করিয়া গুরুর সহিত বৈষ্ণবতা লাভ করিলেন। বৌদ্ধাচার্য মহাপ্রভুকে কৃষ্ণজ্ঞানে স্তুতি করিলেন। মহাপ্রভু শৈবগণকেও ভাগবত-ধর্মে দীক্ষিত করিলেন।

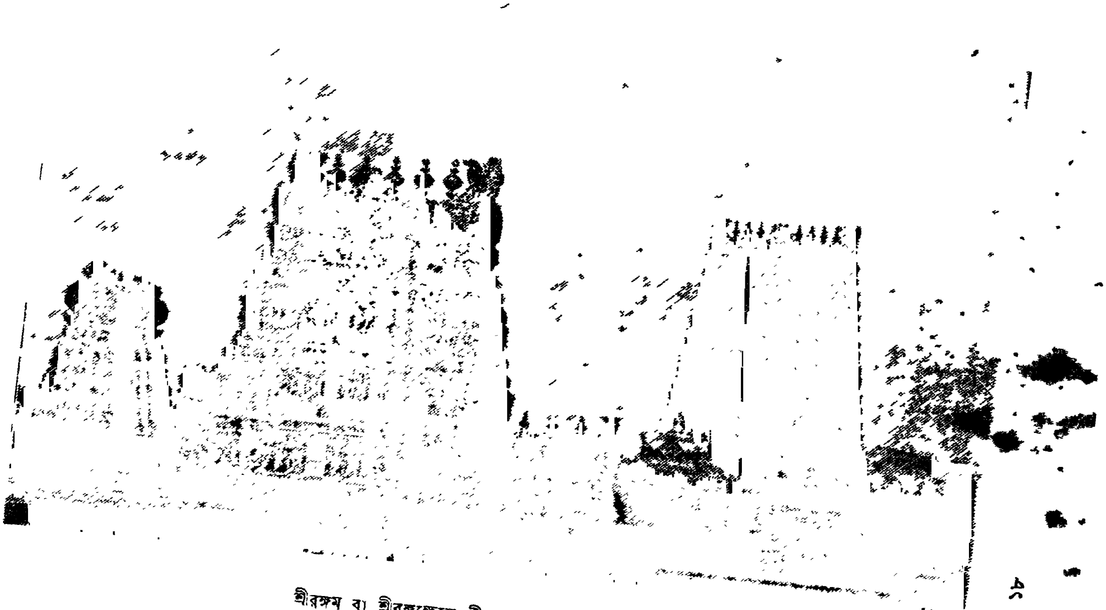
শ্রীমন্মহাপ্রভু 'কাবেরী'র তীরে 'শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে' গমন করিলেন এবং তথায় জনৈক অন্ধ্রদেশীয় শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণব শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টের গৃহে চারিমাস কাল অবস্থান করিয়া শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-উপাসক শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টকে সপরিবারে 'শ্রীকৃষ্ণভক্ত' করিলেন। শ্রীতিরুমলয় ভট্ট, শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট ও শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী—এই তিন ভ্রাতা মহাপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ-রসে মত্ত হইলেন। শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টের ভ্রাতা শ্রীপ্রবোধানন্দ—ব্যেঙ্কটের পুত্র শ্রীগোপাল ভট্টের গুরুদেব। শ্রীমহাপ্রভু যখন শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শ্রীগোপাল ভট্ট মহাপ্রভুকে দর্শন ও তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

'শ্রীরঙ্গম্' হইতে 'ঋষভ-পর্বতে' গমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তথায় শ্রীপরমানন্দ পুরীর সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। তথা হইতে শ্রীমহাপ্রভু 'সেতুবন্ধ' লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। 'দক্ষিণ-



মঙ্গলগিরিতে পর্বতক্রোড়ে 'শ্রীপানানৃসিংহ'-মন্দির

'শিবকাঞ্চী', 'বিষ্ণুকাঞ্চী', 'ত্রিকালহস্তী', 'বৃদ্ধকোল', 'শিয়ালী-ভৈরবী', 'কাবেরী', 'কুম্ভকর্ণ-কপাল', হইয়া পরে 'শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে' আসিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় দাক্ষিণাত্যবাসী কর্মী, জ্ঞানী, রামোপাসক, 'তত্ত্ববাদী', লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক 'রামানুজীয়' বৈষ্ণবগণেরও কৃষ্ণ-ভজনে রতি হইল। বৌদ্ধস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু বৌদ্ধাচার্য পণ্ডিতের যাবতীয় কুতর্ক খণ্ডন করিলেন। ইহাতে



শ্রীরঙ্গম্‌ বা শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীরঙ্গনাথের শ্রীমন্দির

মথুরা'য় (মাদুরায়) জনৈক রামভক্ত বিপ্র, জগন্মাতা শ্রীসীতাদেবীকে রাবণ হরণ করিয়াছে বলিয়া বড়ই দুঃখে দিন কাটাইতেছিলেন। মহাপ্রভু সেই বিপ্রকে বলিলেন,-"অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠেশ্বরী শ্রীসীতাদেবীকে রাবণ স্পর্শ করা দূরে থাকুক, চক্ষুতেই দেখিতে পায় নাই। তবে যে 'শ্রীরামায়ণে' সীতাহরণের কথা লিখিত আছে, তাহা মায়া-সীতাহরণের কথা-মাত্র। রাবণ শ্রীসীতার ছায়াকে 'সত্য-সীতা' মনে করিয়াছিল।" মহাপ্রভু কিছুদিন পরে তাঁহার এই সিদ্ধান্তের প্রমাণস্বরূপ 'কূর্ম-পুরাণে'র একটি শ্লোক আনিয়া দিয়া উক্ত রামভক্ত বিপ্রকে শান্ত করিয়াছিলেন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যদেব ও ভট্টথারি

শ্রীমন্মহাপ্রভু পাণ্ড্যদেশে 'তাম্রপর্ণী'-নদীর তীরে 'শ্রীনবতিরুপতি', 'চিয়ড়তলা'-তীর্থে শ্রীশ্রীরাম-লক্ষ্মণ, 'তিলকাঞ্চী'তে শ্রীশিব, 'গজেন্দ্রমোক্ষণে' শ্রীবিষ্ণু, 'পানাগড়ি'-তীর্থে শ্রীসীতাপতি, 'চাম্‌তাপুরে' শ্রীশ্রীরামলক্ষ্মণ, শ্রীবৈকুণ্ঠে' শ্রীবিষ্ণু, 'কুমারিকা'য় শ্রীঅগস্ত্য, 'আম্‌লীতলায়' শ্রীরামচন্দ্র দর্শন করিয়া মালাবার-প্রদেশে আগমন করিলেন। এইস্থানে 'ভট্টথারি' বলিয়া এক শ্রেণীর লোক বাস করিত। ইহারা নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণের পুরোহিত এবং মারণ, উচাটন ও বশীকরণ-প্রভৃতি তান্ত্রিক-ক্রিয়াকর্মে

পারদর্শিতার জন্য বিখ্যাত। ইহারা অনেক স্ত্রীলোককে বশীভূত করিয়া তাহাদের নিকটে রাখিত এবং স্ত্রীলোকের প্রলোভন-দ্বারা অপর লোককে ভুলাইয়া তাহাদের দল বৃদ্ধি করিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত 'কৃষ্ণদাস'-নামক যে সরল ব্রাহ্মণটি প্রভুর দণ্ড-কমণ্ডলু-প্রভৃতি বহন করিবার জন্য গিয়াছিলেন, তিনি ঐরূপ ভট্টথারি-স্ত্রীলোকের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট হইলেন। মহাপ্রভু ভট্টথারির গৃহে আসিয়া কৃষ্ণদাস বিপ্রকে চাহিলে ভট্টথারিগণ মহাপ্রভুকে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া মারিতে গেল; কিন্তু, নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসকল তাহাদেরই গায়ে পতিত হইল। ইহাতে ভট্টথারিগণ চতুর্দিকে পলাইয়া গেল। মহাপ্রভু তখন কৃষ্ণদাস বিপ্রকে কেশে ধরিয়া লইয়া আসিলেন।

জীব অণু-চেতন, অতএব তাহার অণুস্বাতন্ত্র্য আছে। যখন এই জীব সেই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করে, তখনই সে শ্রীভগবানের ভক্তিপথে বিচরণ করে; আর যখন স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহার করে, তখনই নানাপ্রকার অভক্তির পথে বা অসৎপথে ধাবিত হয়। সাক্ষাদ্ভাবে স্বয়ং ভগবানের সেবার অভিনয় করিয়াও, তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে অবস্থান (?) করিয়াও স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে জীবের কিরূপ পতন হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজসেবক কৃষ্ণদাসের ঐ ব্যাপারদ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

'ব্রহ্মসংহিতাধ্যায়'-পুঁথি

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভট্টথারি-গৃহ হইতে কৃষ্ণদাস-বিপ্রকে উদ্ধার করিয়া সেই দিন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত পুণ্যবতী 'পয়স্বিনী'-নদীর তীরে আসিয়া তথায় স্নান ও 'শ্রীআদিকেশব'-মন্দিরে * উপস্থিত হইয়া শ্রীকেশবজীর দর্শন করিলেন। শ্রীকেশবদেবের অগ্রে বহুদণ্ডবন্নতি, স্তুতি, নৃত্যগীত করিয়া মহাপ্রভু প্রেমে আবিষ্ট হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অপূর্ব প্রেম-দর্শনে স্থানীয় সকললোক পরম চমৎকৃত হইলেন। এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু কতিপয় শুদ্ধ-ভক্তের সহিত **'ব্রহ্মসংহিতা'**-গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় আবিষ্কার করিলেন। এই পুঁথি প্রাপ্ত হইয়া মহাপ্রভুর অঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হইল। কারণ, এই পুস্তকে অল্পাক্ষরে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ আছে। বলিতে কি, এই গ্রন্থ সমস্ত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রের নির্যাস-স্বরূপ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বহুযত্নে লিপিকরের দ্বারা সেই পুঁথি নকল করাইয়া লইয়াছিলেন। এই গ্রন্থটী শ্রীমন্মহাপ্রভু ও বৈষ্ণবজগতের পরমপ্রিয় ও প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যবর্য শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উক্ত গ্রন্থের টীকা ও বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। কটক রেভেন্সা কলেজের ভূতপূর্ব

---

* ত্রিবান্দ্রাম্ হইতে 'নগরকৈল' যাইবার পথে 'তিরুবত্তর'-নামক গ্রামে। —সঃ

পরলোকগত অধ্যাপকবর পরমভাগবত শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল এম্‌-এ ভক্তিসুধাকর মহাশয় সর্বপ্রথমে ইংরেজী ভাষায় উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ করেন এবং উহা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের সর্বকারণ-কারণত্ব, শ্রীকৃষ্ণের ধাম, মায়া, সৃষ্টিতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অবতারের তত্ত্বসমূহ, নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব, দেবী, শিব ও হরিধামের স্বরূপ, সূর্য, শক্তি, গণেশ, রুদ্র ও বিষ্ণু-তত্ত্বের তারতম্য, প্রেমভক্তি-প্রভৃতি বিষয়ের সিদ্ধান্ত সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তৎপরে 'শ্রীঅনন্তপদ্মনাভে'র মন্দিরে আগমন করিয়া তথায় দুই দিবস অবস্থান ও পরে শ্রীজনার্দনদেব * দর্শন করিতে আগমন করিলেন। পয়স্বিনী-তীরে আগমন-পূর্বক 'শঙ্কর নারায়ণ' ও 'শৃঙ্গেরী-মঠে তৎকালীন শঙ্করাচার্যের (রামচন্দ্র-ভারতীর ?) সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন ; পরে 'মৎস্যতীর্থ' দর্শন করিয়া 'তুঙ্গভদ্রা'য় আসিয়া স্নান করিলেন।

* ত্রিবান্দ্রাম্‌ যাইবার পথে 'বার্কালা' ষ্টেসন হইতে ন্যূনাধিক দেড় মাইল দূরে।—সঃ

ষট্‌পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

'উড়ুপী'তে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

দাক্ষিণাত্যে 'সহ্য' পর্বতের পশ্চিমে কানাড়া-জেলা ; দক্ষিণ-কানাড়ার প্রধাননগর 'ম্যাঙ্গালোর'। ম্যাঙ্গালোর হইতে ছত্রিশ মাইল উত্তরে 'উড়ুপী'। এই স্থানের প্রাচীন সংস্কৃত-নাম 'রজত-পীঠপুরম'। উড়ুপীক্ষেত্র হইতে সাত মাইল পূর্বদক্ষিণ কোণে পাপ-নাশিনী-নদীর তটে বিমানগিরি' ; উহার এক মাইল পূর্বদিকে শ্রীপরশুরামের স্থাপিত 'ধনুস্তীর্থ'। তৎ-সন্নিহিত প্রদেশই 'পাজকা-ক্ষেত্র' অবস্থিত। এই পাজকা-ক্ষেত্রে শ্রীমন্মধ্বাচার্য আবির্ভূত হ'ন। বর্তমানে এই পল্লীটী জনহীন। পরবর্তি-কালের একটী প্রস্তরনির্মিত গৃহই এই স্থানে শ্রীমন্মধ্বচার্যের আবির্ভাব-স্থান নির্দেশ করিতেছে।

উড়ুপীক্ষেত্রে শ্রীমন্মধ্বাচার্য-সেবিত 'শ্রীনর্তকগোপাল' শ্রীমূর্তি ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'অষ্ট মঠ' শোভা পাইতেছে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য কোন এক বণিকের নৌকাস্থিত বৃহদ্-গোপীচন্দন-খণ্ডের অভ্যন্তরে এই শ্রীনর্তকগোপাল- মূর্তি আবিস্কার করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন উড়ুপীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখন এই শ্রীনর্তকগোপালের সম্মুখে নৃত্য, কীর্ত্তন করিয়া প্রেমাবেশে মগ্ন হইয়াছিলেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্যের অনুগত সম্প্রদায় মায়াবাদের প্রতিবাদী প্রচারক বলিয়া 'তত্ত্ববাদী' নামে অভিহিত। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু শ্রীমন্মধ্বাচার্যকে 'তত্ত্ববাদগুরু', বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।



শ্রীমন্মধ্বাচার্যের শ্রীনর্তক গোপাল

'তত্ত্ব' বলিতে সবিশেষ শ্রীপুরুষোত্তম। মায়াবাদিগণ 'কেবলা-দ্বৈতবাদ', আর, তত্ত্ববাদিগণ 'শুদ্ধ-দ্বৈতবাদ' স্বীকার করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক তত্ত্ববাদিগণ মহাপ্রভুকে বাহ্যদর্শনে 'মায়াবাদী সন্ন্যাসী' মনে করিয়া প্রথমমুখে তাঁহাকে অসম্ভাষ্য বিচার করিলেন; কিন্তু পরে মহাপ্রভুর অদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকার দর্শন করিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব-জ্ঞানে বহু সৎকার করিলেন। তত্ত্ববাদিগণের অন্তরে 'বৈষ্ণব' বলিয়া অভিমান আছে দেখিয়া তাঁহাদের অহঙ্কার কৃপাপূর্বক মোচন করিবার জন্য মহাপ্রভু অতি দীনভাবে তত্ত্ববাদী আচার্যকে প্রশ্ন করিলেন,—"কোন্ সাধ্য ও সাধন সর্বশ্রেষ্ঠ?" তত্ত্ববাদী আচার্য বলিলেন,—"বর্ণাশ্রমধর্ম-পালনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণে কর্মফল-সমর্পণরূপ কর্মমিশ্রা ভক্তিই—শ্রেষ্ঠ সাধন এবং পঞ্চবিধ-মুক্তি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমনই—শ্রেষ্ঠ সাধ্য।" শ্রীমন্মহাপ্রভু তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীগীতার প্রমাণ উল্লেখ করিয়া জানাইলেন,—"বর্ণাশ্রমধর্ম পরিত্যাগপূর্বক শ্রীকৃষ্ণে একান্ত শরণাগত হইয়া নবধা ভক্তি-যাজন, বিশেষতঃ 'শ্রবণ-কীর্তন'ই—শ্রেষ্ঠ সাধন এবং পঞ্চম পুরুষার্থ 'কৃষ্ণপ্রেম'ই—শ্রেষ্ঠ সাধ্য। সকল পারমার্থিক শাস্ত্রই একবাক্যে কর্মের নিন্দা করিয়াছেন। কর্ম হইতে কখনও কৃষ্ণে প্রেমভক্তি লাভ হয় না। ভগবদ্ভক্তগণ পঞ্চবিধ-মুক্তিকে পরিত্যাগ করেন এবং উহাদিগকে নরকের তুল্য দর্শন করেন। কর্মী ও জ্ঞানী উভয়ই ভক্তিহীন। তবে তত্ত্ববাদী সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ শুভলক্ষণ এই যে, আপনারা মায়াবাদিগণের ন্যায় উপাস্য বস্তুকে নির্বিশেষ কল্পনা



উড়ুপীর শ্রীমন্মধ্বাচার্য

করেন না। আপনারা উপাস্য বস্তুর সবিশেষত্ব ও চিদ্বিলাস স্বীকার করেন। ইহাই আপনাদের আস্তিকতার লক্ষণ।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া তদানীন্তন তত্ত্ববাদি-গুরু স্তম্ভিত ও নিজের মতের অসম্পূর্ণতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

উড়ুপী হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু 'ফল্গু-তীর্থ' হইয়া 'ত্রিতকূপে' বিশালাক্ষী-দর্শন, 'পঞ্চাপ্সরা' তীর্থে শুভাগমন, 'গোকর্ণে' শিব-দর্শন, 'দ্বৈপায়নী'তে ও 'সুর্পারকতীর্থে' আগমন, 'কোলাপুরে'—লক্ষ্মী, ভগবতী, গনেশ ও পার্বতী-দর্শনপূর্বক 'ভীম্যা'-নদীর তীরে 'পাণ্ঢরপুরে' আগমনপূর্বক 'শ্রীবিঠ্‌ঠলদেব' দর্শন করিলেন। এই স্থানে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর নিকট স্বীয় অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপের পাণ্ঢরপুরে অপ্রকটের কথা শ্রবণ করিলেন। তথায় চারিদিন অবস্থান করিয়া 'কৃষ্ণবেণ্বা' * নদীর তীরে আগমন করিলেন। তথা হইতে শ্রীমদ্‌বিল্বমঙ্গলের রচিত **'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত'** গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া উহার প্রতিলিপি করাইয়া লইলেন, তৎপরে আরও বহু তীর্থ কৃপাপূর্বক উদ্ধার করিয়া পুনরায় 'বিদ্যানগরে' আগমন করিলেন। তথায় শ্রীরামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎকার, তাঁহার নিকট সমস্ত তীর্থের কথা-কীর্তন এবং তাঁহাকে 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা' ও 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত,—এই দুইটি গ্রন্থ প্রদান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু, আলালনাথ, হইয়া 'পুরী'তে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

* এই-নদীতীরেই শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বসতি ছিল, 'বেণ্বা'র পরিবর্তে কেহ ইহাকে 'বীণা', কেহ 'বেণী', 'সিনা' ও 'ভীমা' বলেন।

সপ্তপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

পুরীতে প্রত্যাবর্তন ও ভক্তসঙ্গে অবস্থান

দক্ষিণদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মহাপ্রভু পুরীতে শ্রীকাশী-মিশ্রের গৃহে অবস্থান করিলেন। শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাপ্রভুর সহিত শ্রীক্ষেত্রবাসী বৈষ্ণবগণকে পরিচিত করিয়া দিলেন। সেবক শ্রীকৃষ্ণদাস বিপ্র শ্রীনবদ্বীপে প্রেরিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণদাসের মুখে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাগমন-সংবাদ শুনিয়া গৌড়ীয় ভক্তগণ পুরীগমনের উদ্যোগ করিলেন। শ্রীপরমানন্দ পুরী নবদ্বীপ হইয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শিষ্য দ্বিজ শ্রীকমলাকান্তকে সঙ্গে করিয়া পুরীতে আসিলেন। নবদ্বীপবাসী 'শ্রীমৎপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য' কাশীতে 'শ্রীচৈতন্যানন্দ ভারতী'-নামক গুরুর নিকট হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণের লীলা প্রদর্শন করিলেন বটে, কিন্তু তিনি যোগপট্ট * গ্রহণ না করিয়া 'স্বরূপ' নামে পরিচিত হইলেন এবং পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীল ঈশ্বরপুরীর শিষ্য শ্রীগোবিন্দও শ্রীল পুরীগোস্বামীর অপ্রকটের পর তাঁহার আদেশানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিয়া প্রভুর পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

'শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী'-নামক সন্ন্যাসী শ্রীঈশ্বরপুরীর গুরুভ্রাতা ছিলেন। সেই সম্পর্কে শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে গুরু-বুদ্ধি করিতেন। একদিন শ্রীমুকুন্দ মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া

---

* সন্ন্যাসীর ধারণীয় বস্ত্রবিশেষ। সন্ন্যাসের যোগপট্টপ্রাপ্তি ঘটিলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর 'স্বরূপ' নামের পরিবর্তে সন্ন্যাস-নাম 'তীর্থ' হয়।

বলিলেন যে, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী আসিয়াছেন। তদুত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন,—"তিনি আমার গুরু ; সুতরাং, আমিই তাঁহার নিকট যাইতেছি। গুরুদেবের নিকটই শিষ্যের গমন করিতে হয়।" ভারতীর নিকট আসিয়া মহাপ্রভু দেখিলেন—শ্রীব্রহ্মানন্দ মৃগচর্ম পরিধান করিয়াছেন। ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর কখনও মৃগচর্ম পরিধান করা কর্তব্য নহে জানিয়া, অথচ গুরুস্থানীয় ব্যক্তিকে শাসন করা মর্যাদার হানি-কারক বলিয়া, মহাপ্রভু ভারতীকে সম্মুখে দেখিয়াও বলিলেন,—"ভারতী গোসাঞী কোথায় ?" শ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখেই ভারতী গোসাঞী রহিয়াছেন—ইহা মুকুন্দ মহাপ্রভুকে জানাইলে তিনি বলিলেন,—"তুমি ভুল করিয়াছ, ইনি ভারতী গোসাঞী নহেন ভারতী গোসাঞী কেন চর্ম পরিধান করিবেন ?" তখন ব্রহ্মানন্দ ভারতী শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৌশলপূর্ণ উপদেশ বুঝিতে পারিলেন এবং মনে-মনে বিচার করিলেন,—সত্যই ত' চর্মাম্বর-পরিধান দাম্ভিকতার পরিচয়-মাত্র, উহাতে সংসার উত্তীর্ণ হওয়া যায় না।

শ্রীভারতী গোস্বামী সেই দিন হইতে আর মৃগচর্ম পরিধান করিবেন না,—এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। মহাপ্রভুও নূতন বহির্বাস আনাইয়া শ্রীব্রহ্মানন্দকে পরিধান করিতে দিলেন।

শ্রীভারতী গোস্বামী বলিলেন,—"আমি আজন্ম নিরাকার ধ্যান করিয়াছি ; কিন্তু, তোমার দর্শনে অদ্য আমার কৃষ্ণভক্তি-লাভ হইল। কৃষ্ণপ্রেমাই পরম পুরুষার্থ।"

অষ্টপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীপ্রতাপরুদ্র

শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহবিশিষ্ট হইলেন এবং তজ্জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে নিবেদন করিলেন। লোকশিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর—সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষয়ি-দর্শন নিষিদ্ধ, ইহা জানাইয়া ভট্টাচার্যের প্রস্তাব প্রত্যাখান করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত! বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥ *

—চৈঃ চঃ মঃ ১১ অঃ, ২৪শ শ্লোক

এদিকে শ্রীরামানন্দ রায় রাজকার্য হইতে অবসর-গ্রহণপূর্বক পুরীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন। শ্রীরামানন্দ শ্রীচৈতন্যের চরণে একান্তভাবে অবস্থান করিবেন জানিয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্র তাঁহাকে কার্য হইতে অবসর দিয়াও পূর্ববৎ বেতন প্রদান করিতে থাকিলেন। শ্রীরামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীপ্রতাপরুদ্রের বৈষ্ণবোচিত বিবিধ-গুণ কীর্তন করিলে রাজার প্রতি মহাপ্রভুর চিত্তভাব কিছু কিছু পরিবর্তিত হইল।

---

* হায়! ভবসাগরের অপর পারে গমনে ইচ্ছুক ও ভগবদ্ভজনে উন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে ভোগবুদ্ধিতে বিষয়ী ও স্ত্রী-দর্শন বিষভক্ষণ হইতেও অমঙ্গলকর।

শ্রীজগন্নাথদেবের 'স্নানযাত্রা'র পর তাঁহার 'নবযৌবনোৎসবে'র পূর্বদিন পর্যন্ত এক পক্ষকাল তাঁহার দর্শন হয় না, এই সময়কে 'অনবসর-কাল' বলে। এই সময়ে শ্রীজগন্নাথের দর্শন না পাইয়া

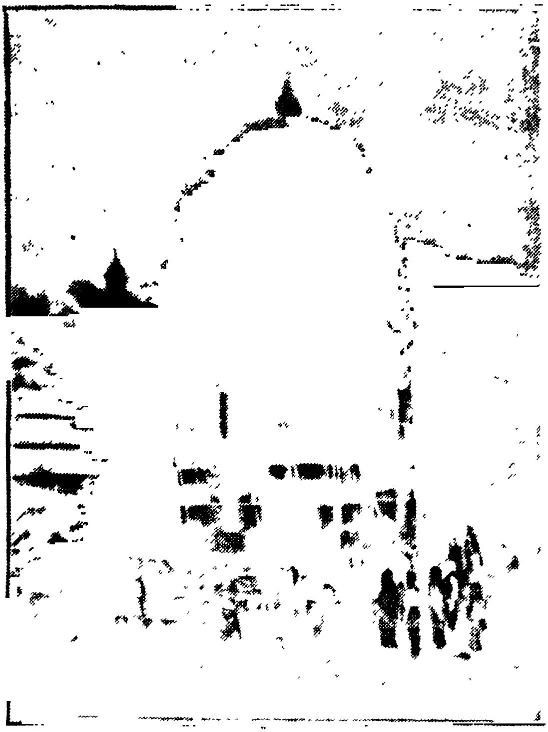


শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা

মহাপ্রভু গোপীভাবে কৃষ্ণবিরহে 'আলালনাথে' গমন করিলেন এবং তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া গৌড়দেশ হইতে সমাগত শ্রীমদদ্বৈতাদি ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন।

শ্রীপ্রতাপরুদ্র গৌড়ীয়-ভক্তগণের বাসস্থান ও মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে চারি সম্প্রদায়ের বিভাগক্রমে সন্ধ্যাকালে মহাসংকীর্তনারম্ভ হইল। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রমুখ ভক্তগণ শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট তাঁহার দর্শন-লাভের জন্য শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রবল-আর্তি জ্ঞাপন করিলেন। অবশেষে রাজার সান্ত্বনার জন্য শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু রাজাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্যবহৃত

এক খণ্ড বহির্বাস প্রদান করিলেন। পরে শ্রীরামানন্দের আগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপ্রতাপরুদ্রের শ্যামবর্ণ কিশোরবয়স্ক পুত্রকে



শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দির

বৈষ্ণব-জ্ঞানে আলিঙ্গন করিলেন। মহাপ্রভুর স্পর্শে রাজপুত্রের প্রেমাবেশ হইল। সেই পুত্রকে স্পর্শ করিয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্রেরও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা-সঙ্গ ও প্রেমোদয় হইল।

উনষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

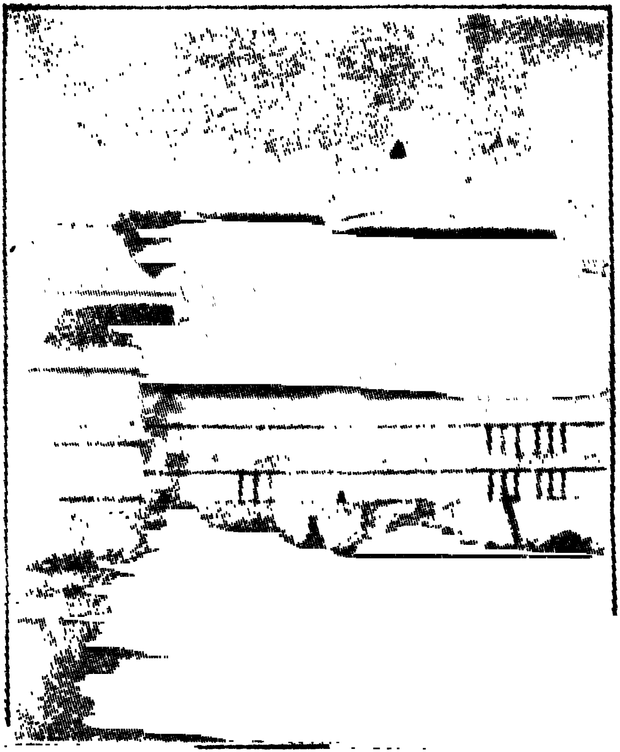
শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জন

শ্রীজগন্নাথের শ্রীরথযাত্রার সময় উপস্থিত হইল। শ্রীরথযাত্রার পূর্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত 'শ্রীগুণ্ডিচামন্দির'-মার্জন-লীলা * প্রকাশ করিলেন এবং এই লীলায় সাধনরাজ্যের অনেক রহস্য-শিক্ষা দান করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"যদি কোন সৌভাগ্যবান্ জীব শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন, তবে সবাগ্রে তাঁহার হৃদয়ের মল মার্জন করা প্রয়োজন। বহুদিনের সঞ্চিত নানাপ্রকার ভোগ ও ত্যাগের অভিলাষরূপ আবর্জনা-রাশিকে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানরূপ শীতল জলে হৃদয়কে বিধৌত করিয়া নির্মল, শান্ত, মসৃণ ও ভক্ত্যুজ্জ্বল করিতে পারিলে শ্রীজগন্নাথদেব তথায় আসিয়া আসন গ্রহণ করেন।"

শ্রীমন্দির-মার্জন-সময়ে কোন গৌড়ীয়ভক্ত মহাপ্রভুর শ্রীচরণে জল নিক্ষেপ করিয়া সেই জল পান করায় লোকশিক্ষক মহাপ্রভু গৌড়ীয়গণের মূল মহাজন শ্রীস্বরূপদামোদর-প্রভুর দ্বারা ঐ

---

* শ্রীজগন্নাথদেব রথে আরোহণ করিয়া শ্রীমন্দির হইতে 'সুন্দরাচল'-নামক স্থানে 'গুণ্ডিচা'-মন্দিরে গমন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রকে—'শ্রীকুরুক্ষেত্র' এবং শ্রীসুন্দরাচলকে—'শ্রীবৃন্দাবন' বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। রথযাত্রাকে উৎকল-বাসিগণ 'গুণ্ডিচা-যাত্রা'ও বলেন। এই গুণ্ডিচা-মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেব আসিয়া নব-রাত্র-লীলা বা নয়দিন-ব্যাপী উৎসব করেন।



শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির

গৌড়ীয়াকে গুণ্ডিচা-প্রাঙ্গণ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। ইহার দ্বারাও শ্রীগৌরসুন্দর শিক্ষা দিলেন যে, শ্রীভগবানের মন্দির-মধ্যে জীবের পক্ষে পদ-প্রক্ষালন বা সেবাগ্রহণ একটী সেবাপরাধ।

ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

শ্রীরথযাত্রা—শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা

শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণের সহিত শ্রীজগন্নাথের শ্রীরথারোহণ দর্শন করিতেছিলেন, সেই সময় মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র একটী সুবর্ণ-সম্মার্জনী-দ্বারা রথগমনের পথ মার্জনা করিয়া তাহাতে চন্দনজল ছড়াইতেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপ্রতাপরুদ্রের এইরূপ নিরভিমান- সেবা-প্রবৃত্তি দেখিয়া অন্তরে-অন্তরে তৎপ্রতি বিশেষ প্রসন্ন হইলেন।

মহাপ্রভু সাতটী কীর্তন-সম্প্রদায় রচনা করিয়া ভক্তগণের সহিত শ্রীজগন্নাথের রথের সম্মুখে নৃত্য করিলেন এবং কীর্তনের মধ্যে অলৌকিক ও অভাবনীয় ঐশ্বর্য প্রকাশ করিলেন। যখন কীর্তন সমাপ্ত করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু 'বলগণ্ডি' উপবনে * বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন তাঁহার অদ্ভুত প্রেমাবেশ হইল। এই সময় শ্রীপ্রতাপরুদ্র বৈষ্ণববেশে তথায় একাকী উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্মহা-প্রভুর পাদসম্বাহন করিতে করিতে শ্রীমদ্ভাগবতের 'গোপী-গীতা'র একটী শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। রাজার মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু তৎকালোচিত ভাগবতীয় শ্লোকের পাঠ শ্রবণ করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজার বৈষ্ণবসেবায় নিষ্ঠা-

* পুরীতে শ্রদ্ধাবালি ও অর্দ্ধাসনী দেবীর স্থানের মধ্যভাগে যে ভূমিখণ্ড, উহাকে 'বলগণ্ডি' বলে।



শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীরথযাত্রা

দর্শনে মহাপ্রভু রাজাকে বিষয়ী না জানিয়া বৈষ্ণব-সেবকজ্ঞানে কৃপা করিলেন।

শ্রীজগন্নাথদেব 'সুন্দরাচলে' বসিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-লীলার স্ফূর্তি হইল। নবরাত্র-যাত্রায় শ্রীমন্মহাপ্রভু 'শ্রীজগন্নাথ-বল্লভোদ্যানে' অবস্থান করিলেন। রথদ্বিতীয়ার পরের পঞ্চমী তিথিতে যে 'হেরা-পঞ্চমী'-উৎসব হয়, সেই উৎসব-দর্শনে শ্রীমন্মহা-প্রভু, শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীল স্বরূপগোস্বামীর মধ্যে শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীগোপীগণের স্বভাব লইয়া অনেক রহস্যময় কথা হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসের সহিত রহস্যচ্ছলে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা এমন কি, শ্রীদ্বারকানাথের উপাসনা হইতেও শ্রীগোপী-কান্ত শ্রীরাধাকান্তের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিলেন। 'পুন-র্যাত্রা'র*সময়ে কীর্তনাদি হইল; কিন্তু, সুন্দরাচল হইতে ফিরিবার সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণ শ্রীজগন্নাথের রথ টানিয়া নীলাচলে লইয়া আসিলেন না। কারণ, গোপীগণ তাঁহাদের নিজের প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণকে অন্যস্থান হইতে শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া আসেন, কিন্তু, স্বগৃহ হইতে অন্যত্র লইয়া যা'ন না।

---

* 'পুনর্যাত্রা'—উল্টারথ। এই সময়ে 'সুন্দরাচল' হইতে শ্রীজগন্নাথদেব রথে আরোহণ করিয়া পুনরায় 'নীলাচলে' ফিরিয়া আসেন।

একষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

গৌড়ীয় ভক্তগণ

শ্রীরথযাত্রা সমাপ্ত হইলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে পুষ্পতুলসীদ্বারা পূজা করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরও পুষ্পপাত্রের অবশেষ পুষ্পতুলসীদ্বারা শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে "যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে"—মন্ত্রে*পুজা করিলেন। তাহার পর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য শ্রীগৌরসুন্দরকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলেন। শ্রীনন্দোৎসবের দিন শ্রীমহাপ্রভু প্রিয় ভক্তগণের সহিত গোপ-বেষ-ধারণ-পূর্বক আনন্দোৎসব করিলেন। 'বিজয়া-দশমী'র দিন লঙ্কাবিজয়োৎসবে মহাপ্রভু নিজভক্তগণকে বানর-সৈন্য সাজাইয়া স্বয়ং শ্রীহনূমানের আবেশে অনেক আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তদ্রূপ অন্যান্য যাত্রা-মহোৎসবও সমাপ্ত হইলে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরামদাস, শ্রীদাসগদাধর-প্রভৃতি কএকজন পার্ষদ বৈষ্ণবকে সঙ্গে দিয়া শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে আচণ্ডালে অনর্গল প্রেমভক্তি-বিতরণার্থ গৌড়দেশে পাঠাইলেন। পরে অনেক দৈন্যোক্তি-সহকারে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের হস্তে শ্রীশচীমাতার জন্য প্রসাদ ও বস্ত্রাদি পাঠাইলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণের বিবিধ গুণ ব্যাখ্যা করিয়া মহাপ্রভু সকলকে বিদায় দিলেন এবং শ্রীসত্যরাজ খান্ ও শ্রীরামানন্দ বসুকে প্রতিবৎসর রথের সময় 'পট্টডোরী' আনিতে আদেশ করিলেন।

---

* তুমি যে হও, সে হও, তোমাকে আমি নমস্কার করি।

দ্বিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

'কুলীনগ্রাম'-বাসিগণের পরিপ্রশ্ন

বঙ্গদেশে আধুনিক বর্ধমান জেলার পূর্বদক্ষিণ প্রান্তে 'কুলীনগ্রাম' একটী প্রসিদ্ধ প্রাচীন জনপদ। 'মেমারী' বা 'বৈঁচি ষ্টেসন হইতে ঐ গ্রামে যাইবার পথ আছে। উভয় পথই তিন ক্রোশের কম নহে। শ্রীল হরিদাস-ঠাকুর কুলীনগ্রামে বাস করিয়া ভজন এবং সেই গ্রামের প্রধান ও প্রতিষ্ঠাশালী বসু-বংশীয়গণের প্রতি কৃপা বিতরণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব হইতে কুলীনগ্রামবাসী শ্রীসত্যরাজ খান্-প্রভৃতি শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের কৃপোদ্ভাসিত হইয়া কুলীনগ্রামে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থের রচয়িতা কুলীনগ্রামবাসী শ্রীমালাধর বসু (গুণরাজ খান্); তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র 'হৃদয়-নন্দন' শ্রীলক্ষ্মীনাথ বসু (সত্যরাজ খান্), তৎপুত্র শ্রীরামানন্দ বসু। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগুণরাজ খান্ ও তাঁহার বংশকে, এমন কি, তাঁহার গ্রামের কুক্কুরাদি পশুকেও নিজপ্রিয় বলিয়া স্বীয়মুখে জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

গুণরাজ খান্ কৈল 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'।
তাহাঁ এক বাক্য তাঁ'র আছে প্রেমময়॥
'নন্দনন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ।'
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁ'র বংশের হাত॥

তোমার কি কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর ॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ১৫।৯৯-১০১

শ্রীসত্যরাজ ও শ্রীরামানন্দ শ্রীরথযাত্রার পর পুরী হইতে দেশে ফিরিবার কালে মহাপ্রভুকে বৈষ্ণব-গৃহস্থের কর্তব্য-সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে তিনবৎসর পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথম বৎসরে বলিয়াছিলেন,—

"কৃষ্ণ-সেবা, বৈষ্ণব-সেবন।
নিরন্তর কর' কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন ॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১০৪

শ্রীসত্যরাজ খান্ তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমরা কি করিয়া বৈষ্ণব চিনিব ? বৈষ্ণবের সাধারণ লক্ষণ কি ?" মহাপ্রভু বলিলেন,—"যাঁহার নামাপরাধ নাই, নামাভাস হইতেছে, তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে। নামাভাসের ফলে সমস্ত পাপ ও অনর্থ নষ্ট হয় ; নাম হইতে নববিধা ভক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া প্রেম প্রকাশিত হয়।"

পূর্ববৎসরের ন্যায় দ্বিতীয় বৎসরেও শ্রীসত্যরাজ খান্ ও শ্রীরামানন্দ বসু মহাপ্রভুকে আবার সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলেন। এইবার মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে বলিলেন,—

* * "বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সংকীর্তন।
দুই কর', শীঘ্র পা'বে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭০

তাঁহারা পুনরায় বৈষ্ণবের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু এবার পূর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের (বৈষ্ণবতরের) লক্ষণ বলিলেন,

"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭২

তৃতীয় বৎসরে পুরীতে আসিয়া শ্রীসত্যরাজ খান্ প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সেই একই প্রশ্ন করিলেন। এ-বৎসর মহাপ্রভু বৈষ্ণবতমের বা মহাভাগবতের লক্ষণ জানাইলেন,—

"যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিও তুমি 'বৈষ্ণব-প্রধান'॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭৪

অর্থাৎ যাঁহার নামাভাস হয়, তিনি 'বৈষ্ণব'। যাঁহার মুখে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনাম নৃত্য করেন, তিনি 'বৈষ্ণবতর'। আর যাঁহার কীর্তিত শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া অপর লোকের মুখে শ্রীকৃষ্ণনাম প্রকাশিত হ'ন অর্থাৎ অপরেও শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধানে রত হ'ন, তিনিই 'বৈষ্ণবতম' বা সর্বোত্তম বৈষ্ণব। এই তিন-প্রকার বৈষ্ণবের সেবাই গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কর্তব্য।

'শ্রীখণ্ড'-বাসী ভক্তগণের মধ্যে শ্রীমুকুন্দ, তাঁহার পুত্র শ্রীরঘুনন্দন ও শ্রীমুকুন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনরহরি সরকার—এই তিন জন প্রধান। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রঘুনন্দন কি তোমার পুত্র, না—পিতা?" শ্রীমুকুন্দ উত্তর করিলেন,—"যখন শ্রীরঘুনন্দন হইতেই আমার কৃষ্ণভক্তি, তখন শ্রীরঘুনন্দনই আমার পিতা, আমি তাঁহার পুত্র।" ইহাতে শ্রীমুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণভক্ত শ্রীরঘুনন্দনে পুত্রবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া গুরুবুদ্ধি করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। যাঁহারা পরমার্থ আশ্রয় করেন,

তাঁহাদের চরিত্র এইরূপ; **তাঁহারা দেহ-সম্পর্কে কোন ব্যক্তি বা বিষয়কে দর্শন করেন না।**

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীখণ্ডবাসী বৈষ্ণবদিগের সেবা নির্দেশ করিয়া, সার্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতি—এই দুই ভ্রাতাকে দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ ও জলব্রহ্ম শ্রীগঙ্গার সেবা করিতে আদেশ করিয়া শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীরামনিষ্ঠা বর্ণন করিলেন।

শ্রীমুকুন্দ দত্ত ও শ্রীবাসুদেব দত্ত—এই দুই ভ্রাতা 'চট্টগ্রামে' আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস-গোস্বামীর দীক্ষাগুরু শ্রীল রঘুনন্দন আচার্য শ্রীল বাসুদেব দত্ত-ঠাকুরের কৃপা-পাত্র ছিলেন। বৈষ্ণব-সেবায় শ্রীবাসুদেব দত্ত-ঠাকুরের ব্যয়বাহুল্য-প্রভৃতি দেখিয়া মহাপ্রভু শ্রীশিবানন্দ সেনকে ইঁহার 'সরখেল' * হইয়া ব্যয়-সমাধানের আদেশ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর নিকটে শ্রীবাসুদেব দত্ত-ঠাকুর অতিকাতর-ভাবে নিবেদন করিলেন,— "প্রভো! জগতের জীবের ত্রিতাপ-দুঃখ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। জীবের সকল পাপ আমার মস্তকে অর্পণ করিয়া আমাকে নরক ভোগ করিতে দি'ন; আর, আপনি সকল জীবের ভবরোগ দূর করুন।"

শ্রীবাসুদেবের এই প্রার্থনা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবীভূত হইল। মহাপ্রভু বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু, তোমার যখন এই শুভ ইচ্ছা হইয়াছে, তখন শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই তাহা পূর্ণ

* সরখেল—তত্ত্বাবধারক। (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।৯৬. অঃ প্রঃ ভাঃ)

করিবেন। ভক্তের ইচ্ছামাত্রই ব্রহ্মাণ্ড অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারে।”

শ্রীল বাসুদেব দত্ত-ঠাকুরের এই প্রার্থনায় অনেক ভাবিবার কথা আছে। পাশ্চাত্ত্য দেশে খৃষ্ট-ভক্তগণের মধ্যে বিশ্বাস যে, মহামতি ‘যিশুখৃষ্ট’ই জগতের একমাত্র গুরু; তিনি জীবের সকল পাপের বোঝা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া জগতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু, শ্রীগৌর-পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীবাসুদেব দত্ত-ঠাকুর, শ্রীল হরিদাসঠাকুর-প্রমুখ পরদুঃখদুঃখী মহাপুরুষগণ জগতের জীবকে তদপেক্ষা অনন্ত কোটিগুণে অধিকতর উন্নত, উদার, সার্বজনীন প্রেমভাব শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীল বাসুদেব দত্ত-ঠাকুরের আদর্শে একাধারে জড়ীয়-স্বার্থত্যাগরূপ নিঃস্বার্থ, শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-দানরূপ চিন্ময় পরার্থ ও স্বার্থের অপূর্ব সম্মেলন দেখিতে পাওয়া যায়। সকল জীবের শুধু পাপ নহে, সকল-প্রকার পাপ অপেক্ষাও ভীষণতর ভবরোগের যে মূল কারণ ভগবদ্বিমুখতা, তাহাও নিজ স্কন্ধে গ্রহণ-পূর্বক শ্রীল বাসুদেব দত্ত-ঠাকুর তাহাদের ভবরোগ-মোচনের জন্য নিষ্কপটে প্রার্থনা করিয়া যে অনির্বচনীয়া সর্বোৎকৃষ্টা দয়ার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সমগ্র বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মবীর, জ্ঞানবীরগণেরও কল্পনার অতীত। প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা পাপ দূর হয়; কিন্তু ভগবদ্বিমুখতার বীজ দূর হয় না। পাপ—প্রাকৃত প্রতিবন্ধক, কিন্তু অপরাধ—অপ্রাকৃত বস্তুর সেবার প্রতিবন্ধক। স্ব-স্বরূপ- উপলব্ধিতে যাহা বিঘ্নস্বরূপ, তাহাই অনর্থ। ভগবদ্বিমুখতাই মূল ভবরোগ। অনাদিকাল হইতেই জীব পরতত্ত্ব

(শ্রীকৃষ্ণ)-বিষয়ে জ্ঞানহীন হইয়া মায়ার কারাগারে তাপ ভোগ করিতেছে। কোনও দিনই তাহার শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি-জ্ঞান ছিল না। মহতের কৃপায় সেই জ্ঞানাভাব দূর হইলে, আর সেই বিমুখতা-রোগ আক্রমণ করিবে না। মহোদার শ্রীল বাসুদেব দত্ত-ঠাকুর জীবের সেই ভবরোগ বা অবিদ্যা চিরতরে দূর করিয়া সকল জীবকে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে নিষ্ণাত করিবার জন্য নিজে নরক বাঞ্ছা করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার আদর্শই অতুলনীয় ও উচ্চতম।

ত্রিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

'অমোঘ'-উদ্ধার

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের বিশেষ প্রার্থনায় তাঁহার গৃহে ক্রমে-ক্রমে পাঁচ দিন ভিক্ষা স্বীকার করিলেন। ভট্টাচার্যের এক কন্যার নাম ছিল—'ষষ্ঠী', ডাকনাম—'ষাঠী'। একদিন ষাঠীর মাতা অর্থাৎ ভট্টাচার্যের সহধর্মিণী নানাবিধ উৎকৃষ্ট দ্রব্য রন্ধন করিয়া মহাপ্রভুকে ভোজন করাইলেন। মহাপ্রভুর ভোজন-সময়ে ষাঠীর স্বামী 'অমোঘ' মহাপ্রভুর সম্মুখে বিচিত্র নৈবেদ্য দর্শন করিয়া মহাপ্রভুকে ভোগী সন্ন্যাসী বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর নিন্দা শুনিয়া ভট্টাচার্য লাঠি হাতে করিয়া জামাতাকে মারিতে উদ্যত হইলেন; অমোঘ পলায়ন করিলে ভট্টাচার্য তৎ-পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। ষাঠীর মাতা মহাপ্রভুর নিন্দা শুনিয়া নিজ-মস্তকে ও বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন এবং 'ষাঠী বিধবা

হউক' বলিয়া পুনঃ পুনঃ অভিশাপ দিতে লাগিলেন—নিজের কন্যার জাগতিক সুখ-ভোগের দিকে চাহিয়াও মহাপ্রভুর নিন্দক জামাতাকে ক্ষমা করিলেন না। অবশেষে তাঁহারা উভয়ে মহাপ্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মহাপ্রভুকে তাঁহার বাসস্থানে প্রেরণ করিলেন। এদিকে ভট্টাচার্য বাড়ীর ভিতরে আসিয়া সহধর্মিণীর নিকট অত্যন্ত খেদ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"মহাপ্রভুর নিন্দাকারীকে প্রাণে বধ, অথবা নিজে আত্মহত্যা করিলে ব্রাহ্মণ-বধের পাপ হইবে। অতএব সেই নিন্দকের আর মুখ-দর্শন ও নামগ্রহণ না করাই শ্রেয়ঃ। ষাঠীর পতি 'পতিত' হইয়াছে, সুতরাং, ষাঠীকে তাহার পতি পরিত্যাগ করিতে বল'। পতিত স্বামীকে ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।"

শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য ও তাঁহার পত্নীর এই আদর্শ-শিক্ষা আমাদের সকলেরই অনুসরণীয়া। জাগতিক আত্মীয়-পরিচয়ে পরিচিত অতিপ্রিয় স্নেহভাজনগণও যদি ভক্ত ও ভগবানের বিদ্বেষ করে, তাহা হইলে তাদৃশ তথাকথিত আত্মীয়গণেরও দুঃসঙ্গ নির্মমভাবে পরিত্যাগ-পূর্বক সাধুসঙ্গে দৃঢ়ভাবে ভগবানের সেবা করাই কর্তব্য।

পরদিন প্রাতে অমোঘ বিসূচিকা-রোগে আক্রান্ত হইল। কৃপাময় শ্রীগৌরহরি ইহা শুনিবা-মাত্র শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের বাড়ীতে আসিলেন এবং তৎপ্রতি কৃপাপরবশ হইয়া অমোঘকে তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণনামে রুচি প্রদান করিলেন।

চতুঃষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

গৌড়ীয়-ভক্তগণের পুনর্বার নীলাচলে আগমন

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু, শ্রীরায়রামানন্দ ও শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নানাভাবে ভুলাইয়া শ্রীবৃন্দাবন-গমনে নিরস্ত করিলেন। শ্রীভগবান্ স্বতন্ত্র হইলেও ভক্তাধীন।

তৃতীয় বৎসরে যথাকালে শ্রীঅদ্বৈতাদি গৌড়ীয় ভক্তগণ মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে আসিলেন। শ্রীশিবানন্দ সেন সকলের পথের ব্যয় সমাধান করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু প্রতিবৎসরই নীলাচলে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাঁহারই আদিষ্ট ও অভীষ্ট শ্রীনামপ্রেম-প্রচারের বার্তা নিবেদন করিতেন। তজ্জন্য মহাপ্রভু এবার শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন,—"তুমি প্রতিবৎসর নীলাচলে আসিও না, গৌড়দেশে থাকিয়া আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিও। কারণ, আমার অভীষ্টরূপ এই গুরুতর সেবাকার্য করিবার যোগ্যপাত্র তুমি ভিন্ন অপর কেহ নাই।"

উত্তরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বলিলেন,—"আমি দেহমাত্র, সেই দেহে তুমিই প্রাণ। দেহ ও প্রাণ পরস্পর অভিন্ন। দেহের অর্থাৎ আমার কোন স্বতন্ত্রতা নাই। তুমি তোমারই অচিন্ত্যশক্তিতে সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিয়া থাক।" *

* চৈ চঃ মঃ ১৬।৬৬-৬৭

অধুনা যে-সকল ব্যক্তি কল্পনা-প্রভাবে বিচার করেন যে, শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরসুন্দর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গৌড়দেশে ধর্ম্ম প্রচার করায় এবং শ্রীচৈতন্যদেবও নীলাচলে বসিয়া গৌড়দেশের প্রচারের কোন সংবাদ না রাখায় শ্রীনিত্যানন্দের প্রচারিত মত শ্রীচৈতন্যের মত হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল; তাঁহাদের সেই ধারণার অমূলকতা ও ভ্রান্তি শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের উক্ত বাক্য হইতে প্রমাণিত হইবে।

পঞ্চষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-গমনে সংকল্প

এতদিন শ্রীরায়রামানন্দ ও শ্রীসার্বভৌম-ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীবৃন্দাবন-ধামে গমন করিতে দেন নাই। চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসরও গৌড়ীয় ভক্তগণ মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া প্রভুর আদেশে পুনরায় গৌড়দেশে ফিরিয়া গেলেন। এবার শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীসার্বভৌম ও শ্রীরামানন্দের নিকট গৌড়দেশ হইয়া শ্রীবৃন্দাবন-গমনের সম্মতি প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু, তিনি ভট্টাচার্য ও রায়ের অনুরোধে বর্ষাকালে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা না করিয়া পুরীতেই কিছুকাল অপেক্ষা করিলেন এবং ভক্তগণের জন্য শ্রীজগন্নাথের প্রসাদাদি সঙ্গে লইয়া বিজয়া দশমীর দিন শ্রীবৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা

করিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর অনুসরণে শ্রীরামানন্দরায় 'ভদ্রক' পর্যন্ত আসিলেন। মহাপ্রভুর বিচ্ছেদ-ভয়ে ও সঙ্গলোভে শ্রীগদাধর-পণ্ডিত 'ক্ষেত্রসন্ন্যাস' * ত্যাগ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন; মহাপ্রভু পণ্ডিত-গোস্বামীকে শপথ প্রদান করিয়া 'কটক' হইতে সার্বভৌমের সহিত শ্রীপুরুষোত্তমে পাঠাইলেন এবং ভদ্রক হইতে শ্রীরামানন্দকে বিদায় দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ক্রমে উড়িষ্যার সীমানায় আসিয়া পৌঁছিলেন। এই সীমানার পর হইতে পিছল্‌দা-পর্যন্ত স্থানসমূহ তখন মুসলমান-রাজ্যের অধিকারে ছিল; ভয়ে সেই পথে কেহ চলিত না। মহাপ্রভুর কৃপায় স্থানীয় মুসলমান-শাসকের চিত্তবৃত্তি পরিবর্তিত হইল। তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা বিচার করিয়া সেই মুসলমান শাসনকর্তা হিন্দু-পোষাক পরিধানপূর্বক মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে আসিলেন; দূর হইতে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিয়া অশ্রুপুলকান্বিত হইলেন এবং যোড়হস্তে মহাপ্রভুর সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন। †

পরে এই মুসলমান-শাসনকর্তা মহাপ্রভুর স্বচ্ছন্দে গমনের জন্য নৌকা প্রদান ও অন্যান্য সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। পাছে জলদস্যুগণ মহাপ্রভুর কোন ক্ষতি করে, তজ্জন্য সঙ্গে দশনৌকা সৈন্যের সহিত সেই পরমভাগ্যবান্ ভক্ত মুসলমান-

---

* যাঁহারা পূর্ব-বাসগৃহ ত্যাগ করিয়া কোন বিশেষ বিষ্ণুতীর্থে অর্থাৎ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে, নবদ্বীপ-ধামে বা মথুরা-মণ্ডলে একমাত্র শ্রীভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে বাস করেন, তাঁহাদিগের আশ্রমকে 'ক্ষেত্র-সন্ন্যাস' বলে। শ্রীগদাধর পণ্ডিত ঐরূপ ক্ষেত্র-সন্ন্যাস করিয়া পুরীতে শ্রীটোটা-গোপীনাথের সেবা করিতেন।

† চৈঃ চঃ মঃ ১৬।১৭৯-১৮০

শাসক স্বয়ং' মন্ত্রেশ্বর'-নদ পার করিয়া' পিছল্দা'-পর্যন্ত আসিলেন। শ্রীমহাপ্রভু সেই ভক্তমহাশয়কে পিছল্দায় বিদায় দিলেন এব নৌকায় চড়িয়া 'পানিহাটী' পৌঁছিলেন। পানিহাটীতে শ্রীরাঘব-পণ্ডিতের গৃহ হইতে ক্রমে 'কুমারহট্টে'শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের ভবন, তন্নিকটে শ্রীশিবানন্দের গৃহ, তৎপরে 'বিদ্যানগরে' শ্রীবিদ্যা-বাচস্পতির বাসস্থান হইয়া গোপনে 'কুলিয়া'-গ্রামে আগমনপূর্বক শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিতের চরণে অপরাধী ভাগবত-পাঠক দেবানন্দ পণ্ডিত ও গোপাল-চাপালের অপরাধ ভঞ্জন করিলেন।

বর্তমান নবদ্বীপ-সহরই' কুলিয়া' বা 'কোলদ্বীপ'। এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবাপরাধিগণের অপরাধ ক্ষমা করাইয়াছিলেন, বলিয়া ইহা 'অপরাধ-ভঞ্জনের পাট' নামেও বিখ্যাত।

ষট্ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

'কানাই-নাটশালা'

শ্রীমন্মহাপ্রভু মহতের পাদপদ্মাশ্রয়ের লীলা প্রকাশ করিয়া শ্রীগয়াধাম হইতে শ্রীনবদ্বীপাভিমুখে প্রত্যাবর্তন-কালে প্রথমে 'কানাই-নাটশালা'তেই তাঁহার আত্মপ্রকাশ-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ঐ-স্থানেই বিপ্রলম্ভপ্রেম-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণানুসন্ধানলীলা ও আত্মপ্রকাশের আদি সূচনা হয়। ঐ-স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু মহতের পাদরজে অভিষিক্ত ব্যক্তিরই দিব্যকিশোর-

মূর্তি-কৃষ্ণদর্শনলাভ সহজ ও সম্ভব,—ইহা স্বলীলায় প্রকট করেন। গয়া হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন-মুখে মহাপ্রভুর কানাইর নাটশালায় এই প্রথম আগমন-লীলা। ইহা ১৪২৬ শকাব্দার কথা।

সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রকাশ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন-গমনের ইচ্ছা করিয়া মহাপ্রভু নীলাচল হইতে গৌড়মণ্ডলে আসিলেন এবং বিদ্যানগরে মহেশ্বর বিশারদের পুত্র অর্থাৎ শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভ্রাতা শ্রীবিদ্যাবাচস্পতির গৃহে পাঁচ দিন অবস্থান করিলেন। তথায় লোকসমারোহ দেখিয়া মহাপ্রভু রাত্রিযোগে বর্তমান নবদ্বীপ-সহর 'কুলিয়া'য় আসিলেন এবং কুলিয়া হইতে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। অসংখ্য লোকসংঘট্ট মহাপ্রভুর দর্শনার্থ ব্যাকুল হইয়া প্রভুর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে মহাপ্রভু 'গৌড়ে'র নিকট গঙ্গাতীরে 'রামকেলি' গ্রামে আসিলেন। তখন তথায় শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন—এই উভয় ভ্রাতা যথাক্রমে 'দবির্‌খাস্' ও 'সাকর্-মল্লিক্' নামে প্রসিদ্ধ থাকিয়া গৌড়াধিপতি হোসেন্ শাহ্ বাদ্‌শাহের রাজ্য-পরিচালনের প্রধান সহায়করূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হোসেন্ শাহ্ দবির্‌খাসের নিকট মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য শুনিয়া তাঁহাকে 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর' জ্ঞান করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত 'রামকেলি'তে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীহরিদাস, শ্রীশ্রীবাস, শ্রীগদাধর, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীমুরারি, শ্রীবক্রেশ্বর-প্রভৃতি ভক্তগণ ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার ভক্তগণের সহিত শ্রীসনাতন ও

শ্রীরূপকে নিজের নিত্য অন্তরঙ্গ-সেবকরূপে অঙ্গীকার করিলেন। হোসেন্ শাহ্ বাদ্‌শাহ্ শ্রীমহাপ্রভুর প্রভাব শ্রবণ করিয়া তাঁহার যথেচ্ছগমনের যাহাতে কোন-প্রকার বাধা প্রদান করা না হয়, তদ্বিষয়ে নিজকর্মচারীকে আজ্ঞা দিলেন। শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শীঘ্র রামকেলি হইতে অন্যত্র গমনের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। কারণ, যদিও বাদ্‌শাহ্ মহাপ্রভুকে শ্রদ্ধাভক্তি করেন, তথাপি তিনি যবন, তাঁহাকে বিশ্বাস করা যায় না। শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে আরও বলিলেন, "প্রভো! আপনি আর বৃন্দাবনের পথে অগ্রসর হইবেন না, তীর্থযাত্রায় এত লোকসংঘট্ট ভাল নহে,—

যাহাঁ সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ-কোটি।
বৃন্দাবন যাইবার এ নহে পরিপাটী॥"

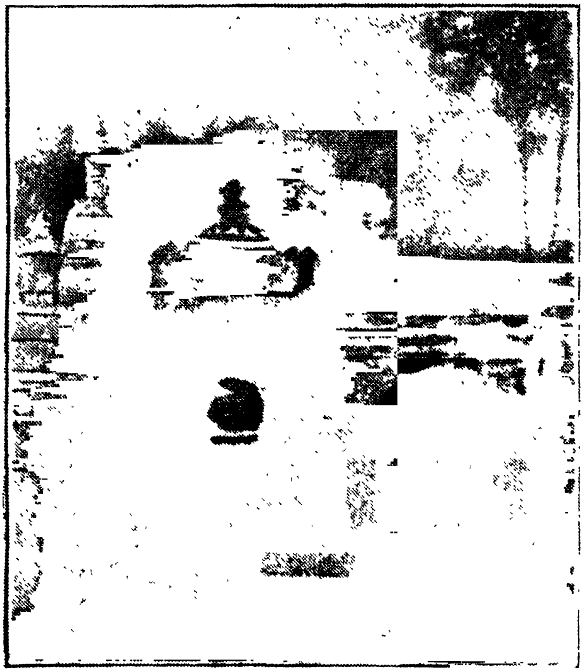
—চৈঃ চঃ মঃ ১।২২৪

যবন রাজার রাজ্যশাসনে রাষ্ট্রীয় জগতের তদানীন্তন অবস্থা যেরূপ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে প্রভুর সেবাতৎপর, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি শ্রীসনাতন মহাপ্রভুকে ঐরূপ পরামর্শ প্রদান করিলেন।

এদিকে যে-সময় মহাপ্রভু কুলিয়া হইতে শ্রীবৃন্দাবনে যাইবেন, এইরূপ কথা হইল, সেইসময় প্রভুর ভক্ত শ্রীনৃসিংহানন্দ বৃন্দাবন-পথের দুর্গমতা জানিয়া মহাপ্রভুর জন্য ধ্যানে 'কুলিয়া' (আধুনিক সহর-নবদ্বীপ) হইতে শ্রীবৃন্দাবন পর্যন্ত পথ বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। বহুকণ্টকাকীর্ণ ও কঙ্করপূর্ণ পথে হাঁটিয়া গেলে প্রভুর সুকোমল শ্রীপাদপদ্মে আঘাত লাগিবে বিবেচনায় শ্রীনৃসিংহানন্দ

ভাব-সেবায় সেই পথের মধ্যে নিবৃ্ন্ত-কোমল-পুষ্পশয্যা রচনা করিলেন। পাছে রৌদ্রতাপে প্রভুর কষ্ট হয়, এইজন্য শ্রীনৃসিংহানন্দ পথের দুই ধারে পুষ্পবকুলের শ্রেণী স্থাপন করিলেন। সুশীতল ছায়া ও বকুলের সৌগন্ধ উভয়ই প্রভুর স্নিগ্ধতা বিধান করিবে। যদি ভ্রমণ-শ্রমজন্য মহাপ্রভুর পিপাসার উদ্রেক হয়, তজ্জন্য শ্রীনৃসিংহানন্দ মধ্যে-মধ্যে পথের দুই পার্শ্বে 'রত্নবন্ধঘাট' এবং প্রফুল্ল-কমলদল-শোভিতা ও সুধাময়-সলিলপূর্ণা দিব্য-পুষ্করিণী রচনা করিলেন। পুষ্করিণীর চতুর্দিকে মধুরকণ্ঠ বিহগকুলের সুললিত কাকলি, মৃদুমন্দ গন্ধবহ-প্রভৃতির মনোহারিণী সুষমা প্রাণপ্রভুর সেবার জন্য সুসজ্জিত করিলেন। এইরূপে কুলিয়া-নগর হইতে পথ বাঁধিতে আরম্ভ করিয়া যখন 'গৌড়ে'র নিকটবর্ত্তী 'কানাই-নাটশালা' পর্যন্ত সেই পথ বাঁধা হইল, তখন শ্রীনৃসিংহানন্দের ধ্যান-ভঙ্গ হইল। তাহাতে শ্রীনৃসিংহানন্দ ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়া ভক্তগণের নিকট বলিলেন,—"এবার মহাপ্রভু মাত্র কানাই-নাটশালা পর্যন্ত যাইবেন, শ্রীবৃন্দাবনে যাইবেন না। তোমরা ইহা পশ্চাতে জানিতে পারিবে।" ঠিক্ তাহাই হইল, শ্রীরূপ-সনাতনের সেবাবৎসলতা ও শ্রীনৃসিংহানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করিবার জন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনপথে 'কানাই-নাটশালা'য় আগমন করিয়া তথায় কানাইর বিবিধ নাট ও লীলা-বিলাস দর্শন করিবার পর বৃন্দাবন-গমনেচ্ছা পরিত্যাগ-পূর্বক নীলাচল-পথে 'শান্তিপুরে' আগমন করিলেন এবং তথায় শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে সাত-দিন অবস্থান করিয়া পুনরায় শ্রীনীলাচলে আগমন করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৩৪ শকাব্দায় দ্বিতীয়বার কানাই-নাটশালায় শুভ বিজয় করেন।



'কানাই-নাটশালা'য় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ ও শ্রীকানাইর শ্রীমন্দির

'কলিকাতা-হাওড়া-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-বারহারওয়া' লাইনে 'তালঝারি'-ষ্টেশনে নামিয়া মাঠের কাঁচা-রাস্তায় প্রায় দুই মাইল পূর্বোত্তর দিকে, অথবা পাকা-রাস্তায় ষ্টেশনের পূর্বদিক্‌স্থিত 'মঙ্গলহাট'-গ্রাম হইতে প্রায় দুই মাইল উত্তরে 'কানাইর নাট-

শালা' * গ্রাম। এই গ্রাম একটা ক্ষুদ্র শৈলের উপরে অবস্থিত। পূর্বাভিমুখে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা পতিতপাবনী জাহ্নবী প্রবাহিতা রহিয়াছেন। চতুর্দিকে শ্যামল কান্তার শোভা পাইতেছে, বন পুষ্পসমূহ মধুলোভী অলিকুলের মধুর গুঞ্জনসৃষ্টি করিয়াছে, বিবিধ খগ-মৃগ বনভূমিকে মুখরিত করিয়া নির্জনতার মধ্যে এক স্বাভাবিক ঐক্যতান সৃষ্টি করিয়াছে।

স্থানটী নিষ্কিঞ্চন ভজনানন্দিগণের পক্ষে যেমন ভজনের অনুকূল ও উদ্দীপক, আবার প্রাকৃত বিরাট্‌রূপে মোহ-গ্রস্ত ব্যক্তিগণের ভাব-প্রবণতার ও তেমনি সহায়ক। শৈলোপরি একটী মন্দির ও সেবকখণ্ড রহিয়াছে। উক্ত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ-যুগল মূর্তি বিরাজমান। এই শ্রীশ্রীরাধা-কানাইর নাট্যশালা হইতেই এই স্থানের নাম 'কানাই-নাটশালা হইয়াছে। গঙ্গার অপর পারে যদ্রূপ শ্রীশ্রীরাধারমণ শ্রীরামের কেলি-স্থান— 'রামকেলি', তদ্রূপ গঙ্গার এপারেও শ্রীকৃষ্ণের কেলিস্থান— 'কানাই-নাটশালা'।

ইংরেজী ১৯২৯ সালের ১২ই অক্টোবর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ কানাই-নাটশালায় শ্রীচৈতন্যদেবের 'পাদপীঠ' স্থাপন করেন।

* স্থানীয় লোকেরা ইহাকে 'কানাইয়াকা থান্' বলে।

সপ্তষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

শ্রীল রঘুনাথ দাস

হুগলী জেলার অন্তর্গত 'ত্রিশ-বিঘা' রেল্ ষ্টেসনের নিকট সরস্বতী নদীর তীরে 'সপ্তগ্রাম'-নামক নগরের অন্তঃপাতী 'শ্রীকৃষ্ণপুর' গ্রামে 'হিরণ্য ও গোবর্ধন দাস' বাস করিতেন। ইঁহাদের রাজপ্রদত্ত উপাধি ছিল—'মজুমদার'। ইঁহারা কায়স্থ-কুলোদ্ভূত বিশেষ সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহাদের বাৎসরিক খাজনা-আদায় তৎকালে বারলক্ষ মুদ্রা ছিল। আনুমানিক ১৪১৬ শকাব্দায় শ্রীল রঘুনাথ দাস গোবর্ধন মজুম্‌দারের পুত্ররূপে আবির্ভূত হ'ন।

হিরণ্য-গোবর্ধনের পুরোহিত শ্রীবলরাম আচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কৃপাপাত্র ছিলেন। যখন শ্রীরঘুনাথ শ্রীবলরাম আচার্যের গৃহে অধ্যায়ন করিতেন, তখনই শ্রীরঘুনাথ শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সঙ্গ লাভ করেন। যেই মুহূর্তে শ্রীরঘুনাথ শ্রীগৌর-সুন্দরের নাম শুনিতে পাইলেন, সেই মুহূর্ত হইতেই তাঁহার দর্শনের জন্য নিজের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য শ্রীরঘুনাথ কতবারই পুরীতে পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু, গোবর্ধন দাস তাহাতে নানাভাবে বাধা দিলেন। একমাত্র পুত্র ও বিপুল ঐশ্বর্যের ভাবী উত্তরাধিকারী শ্রীরঘুনাথকে সংসার-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিবার জন্য গোবর্ধন দাস একটী পরম-রূপ-লাবণ্যবতী কন্যার সহিত রঘুনাথের বিবাহ দিলেন, কিন্তু রঘুনাথ কিছুতেই শান্ত হইলেন না।

শ্রীগৌরসুন্দর দ্বিতীয়বার শ্রীবৃন্দাবন-গমনের উদ্যোগ করিয়া নীলাচল হইতে কানাই-নাটশালা পর্যন্ত আসিলেন এবং বৃন্দাবন-গমনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সন্ন্যাসের পর শ্রীচৈতন্যদেব এই



শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল রঘুনাথ দাস-গোস্বামিপাদের সমাধি

দ্বিতীয়বার 'শান্তিপুরে' আসিলেন। সংবাদ শুনিতে পাইয়া রঘুনাথ শান্তিপুরে উপনীত হইলেন। পুত্র পাছে সন্ন্যাসী হয়—এই ভয়ে গোবর্ধন দাস শ্রীরঘুনাথের সঙ্গে অনেক লোকজন দিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে এইবার সাতদিন অবস্থান করেন। রঘুনাথের অবস্থা দেখিয়া মহাপ্রভু লোকশিক্ষার

জন্য রঘুনাথকে বলিলেন,—"রঘুনাথ! তুমি বাতুলতা করিও না স্থির হইয়া ঘরে যাও। লোকে ক্রমে-ক্রমেই এই সংসার উত্তীর্ণ হইতে পারে। লোকদেখান 'মর্কট-বৈরাগ্য * করিও না, হরি-সেবার জন্য অনাসক্তভাবে যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার কর। বাহিরে লৌকিক ব্যবহার দেখাইয়া অন্তরে পরমার্থের প্রতি দৃঢ়-নিষ্ঠা কর। তাহাতে অচিরে কৃষ্ণকৃপা-লাভ হইবে।"

শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিত্যসিদ্ধ অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীরঘুনাথকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে এই উপদেশ দিয়াছেন। যাঁহারা বাহ্য বৈরাগ্যের উচ্ছ্বাসে ও নবীন উন্মাদনায় লোকের নিকট সম্মান পাইবার আশায় সাময়িক 'ফল্গু বৈরাগী' সাজেন, তাঁহারা সেই বৈরাগ্যকে বেশীদিন রক্ষা করিতে পারেন না, শীঘ্রই "পুনর্মূষিকো ভব" ন্যায়ে বৈরাগ্যচ্যুত হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে আর এক-শ্রেণীর লোক 'মর্কট বৈরাগ্য'-নিষেধের সুযোগ লইয়া চিরকালই বনিয়াদী 'ঘর-পাগলা' থাকাকেই 'যুক্ত বৈরাগ্য' মনে করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই দুই-প্রকার বিচারকেই সর্বতোভাবে নিন্দা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা এই যে' কৃত্রিম বৈরাগ্য বা তপস্যাদি হইতে কখনও ভক্তিলাভ হয় না। হৃদয়ে পরমেশ্বরে ভক্তি উদিত হইলে ইতর বিষয়ে বৈরাগ্য আনুষঙ্গিক ভাবেই প্রকাশিত হয়; সেই বৈরাগ্যে কৃত্রিমতা নাই। ভক্তিরাজ্যে কৃত্রিমতার কোন স্থান নাই।

---

* মর্কট-বৈরাগ্য—বাহ্য বৈরাগ্য। (শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠাকুর)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথকে বলিয়া দিলেন যে, যখন তিনি শ্রীবৃন্দাবন হইতে নীলাচল ফিরিয়া আসিবেন, তখন যেন রঘুনাথ কোন ছলে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হ'ন।

অষ্টষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে—'ঝারিখণ্ড'-পথে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শান্তিপুর হইতে শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য ও শ্রীদামোদর পণ্ডিতকে লইয়া পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং কিছুদিন পুরীতে থাকিয়া একমাত্র বলভদ্র ভট্টাচার্যকে সঙ্গে লইয়া 'ঝারিখণ্ডে'র * বনপথে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণনাম করিতে করিতে নির্জন অরণ্যের মধ্য দিয়া চলিয়াছেন। পালে পালে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, শূকর-প্রভৃতি বন্য ও হিংস্র পশুর মধ্যদিয়াও শ্রীমহাপ্রভু ভাবাবেশে চলিয়াছেন দেখিয়া ভট্টাচার্যের মহাভয় হইল। কিন্তু, ঐ-সকল হিংস্রজন্তু মহাপ্রভুকে পথ ছাড়িয়া দিয়া স্ব-স্ব গন্তব্যস্থানে চলিয়া যাইতে লাগিল। একদিন পথের মধ্যে

* মধ্যভারতের ও মধ্যপ্রদেশের (সেণ্ট্রাল্ প্রভিন্সের) পূর্বসীমান্ত জেলাগুলি লইয়া সুবৃহৎ বনপ্রদেশ—বর্তমান আঠগড়, ঢেঙ্কানল, আঙ্গুল, সম্বলপুর, লাহারা, কিয়ঞ্ঝড়, বামড়া, বোনাই, গাঙ্গপুর, ছোটনাগপুর, যশপুর, সরগুজা—প্রভৃতি পর্বত-জঙ্গলময় দেশকে 'ঝারিখন্দ' বলিত।

একটী ব্যাঘ্র শয়ন করিয়াছিল। চলিতে চলিতে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রী-চরণ অকস্মাৎ ঐ-ব্যাঘ্রটীর শরীরে লাগিয়া গেল। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবাবেশে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতেছিলেন, সেই ব্যাঘ্রও তখন মহাপ্রভুর পাদস্পর্শ লাভ করিয়া 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া নাচিতে লাগিল। আর একদিন মহাপ্রভু এক নদীতে স্নান করিতেছিলেন, তখন একপাল মত্ত হস্তী সেই নদীতে জল পান করিতে আসিয়াছিল। মহাপ্রভু ঐ-সকল হস্তীকে 'কৃষ্ণ বল' বলিয়া উহাদের গায়ে জল নিক্ষেপ করিলেন; যাহার গায়ে সেই জলকণা লাগিল, সে-ই তখন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া প্রেমে নাচিতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য চমৎকৃত হইলেন। পথে যাইতে যাইতে মহাপ্রভু কৃষ্ণ-সংকীর্তন করিতেন, আর তাঁহার মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া উৎ-কর্ণ মৃগীগণ তাঁহার নিকট ধাইয়া আসিত। মহাপ্রভু তাহাদিগের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক পড়িতেন। ব্যাঘ্র ও মৃগ পরস্পর হিংসা ভুলিয়া একসঙ্গে মহাপ্রভুর সহিত চলিত। এই-সকল দৃশ্যে বৃন্দাবন-স্মৃতির উদ্দীপনায় মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক-সমূহ উচ্চারণ করিতেন। তিনি যখন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ'—বলিতেন তখন ব্যাঘ্র ও মৃগ একসঙ্গে নাচিতে থাকিত, কখনও বা পরস্পর আলিঙ্গন করিত, কখনও বা পরস্পর মুখচুম্বন করিত। ময়ূরাদি পক্ষিগণ মহাপ্রভুকে দেখিয়া কৃষ্ণনাম বলিতে বলিতে নৃত্য করিত। যখন মহাপ্রভু 'হরি বল' বলিয়া উচ্চধ্বনি করিতেন, তখন বৃক্ষলতাও সেই ধ্বনি শুনিয়া অত্যন্ত প্রফুল্লিত হইত। ঝারিখণ্ডের যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গম শ্রীগৌর-

সুন্দরের প্রেমবন্যায় আপ্লুত হইল। মহাপ্রভু যে-গ্রামের মধ্য-দিয়া যাইতেন, যে-স্থানে থাকিতেন, সেই-সকল স্থানের লোকেরই প্রেমভক্তি প্রকাশিত হইত। এক জন, আর এক জনের মুখে—এইরূপে পরম্পরায় কৃষ্ণনাম শুনিতে শুনিতে সকল দেশের লোকই বৈষ্ণব হইয়া গেল। শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন-প্রভাবেই লোকসমূহ বৈষ্ণব হইতে লাগিল। মহাপ্রভু যখন ঝারিখণ্ড-পথে চলিতেছিলেন, তখন তাঁহার—

বন দেখি' ভ্রম হয়—এই 'বৃন্দাবন'।
শৈল দেখি' মনে হয়,—এই 'গোবর্ধন'॥
যাহাঁ নদী দেখে, তাহাঁ মানয়ে 'কালিন্দী'।
মহাপ্রেমাবেশে নাচে, প্রভু পড়ে কান্দি'॥

—চৈঃ চঃ মঃ ১৭।৫৫-৫৬

মহাপ্রভু মহাভাগবতের লীলা প্রকাশ করিয়া সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণ-ভোগ্য উপকরণসমূহ-দর্শনে ব্রজভাবে উদ্দীপ্ত হইতে লাগিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য ঝারিখণ্ডের বনপথে কখনও বন্যশাক; ফল, মূল চয়ন করিয়া বন্যব্যঞ্জন পাক করিয়া মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইতেন কখনও বা দুই-চারি দিনের অন্ন পাক করিয়া সঙ্গে রাখিয়া দিতেন। পার্বত্য-নির্ঝরিণীর উষ্ণজলে মহাপ্রভু ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিতেন এবং দুই সন্ধ্যা বন্যকাষ্ঠের অগ্নিতাপে শীত নিবারণ করিতেন।

উনসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

প্রথমবার 'কাশী'তে ও 'প্রয়াগে'

ঝারিখণ্ডের বনপথে চলিতে চলিতে শ্রীচৈতন্যদেব বলভদ্র ভট্টাচার্যের সহিত 'কাশী'তে আসিয়া পোঁছিলেন, তথায় 'মণিকর্ণিকা'য় স্নান, শ্রীবিশ্বেশ্বর ও শ্রীবিন্দুমাধব দর্শন করিয়া কাশীবাসী বৈষ্ণব শ্রীতপনমিশ্রের গৃহে পদার্পণ করিলেন। শ্রীতপনমিশ্রের পুত্র শ্রীরঘুনাথ (যিনি পরে শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামি-নামে পরিচিত) সেই সময় শ্রীমহাপ্রভুর পাদসেবার ও উচ্ছিষ্টাদি-গ্রহণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভু এইবার চারিদিন 'কাশী'তে অবস্থান করেন। তপনমিশ্র ও একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর নিকট মায়াবাদ-হলাহল-প্লাবিত কাশীর দুর্দশা এবং কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মহাপ্রভুর প্রতি দোষারোপের বিষয় নিবেদন করিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু মায়াবাদিগণের দুর্দশা বর্ণনা করিয়া সেই সময়ে মায়াবাদিগণকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণচরণে অপরাধী মায়াবাদিগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণ নাম বহির্গত হয় না। তজ্জন্য তাহারা 'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'চৈতন্য'- প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের নাম ও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ অর্থাৎ দেহ—দুইই এক বস্তু।"

মহাপ্রভু উক্ত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে কৃপা করিয়া 'প্রয়াগে' গমন করিলেন। প্রয়াগেও মাত্র তিন দিন থাকিয়া কৃষ্ণনাম-প্রেম

বিতরণ করিলেন এবং লোকোদ্ধার করিতে করিতে শ্রীমথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাক্ষিণাত্যের ন্যায় পশ্চিমদেশেও মহাপ্রভু সকল লোককে বৈষ্ণব করিলেন।

সপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

শ্রীমথুরায় ও শ্রীবৃন্দাবনে

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমথুরার নিকট আসিয়া শ্রীধাম-মথুরা দেখিয়াই সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং প্রেমাবিষ্ট হইলেন। শ্রীমথুরায় আসিয়া 'শ্রীবিশ্রামঘাটে' স্নান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান 'আদি-কেশব' দর্শন করিলেন। এই সময় একজন ব্রাহ্মণ তথায় আসিয়া মহাপ্রভুর অনুগত হইয়া প্রেমাবেশে নৃত্য, গান করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু নির্জনে সেই ব্রাহ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তিনি শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শ্রীমথুরায় আসিয়া উক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহারই হস্ত-পাচিত অন্ন ভিক্ষা করিয়াছিলেন। এই বিপ্র 'সানোড়িয়া' * ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাজনদোষে ইঁহারা পতিত হওয়ায় ইঁহাদের গৃহে সন্ন্যাসিগণ কখনও ভোজন করেন না; কিন্তু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ যাঁহাকে শিষ্য করিয়া যাঁহার হস্তপাচিত অন্ন স্বীকার করিয়াছেন

* 'সানোয়াড়'-শব্দে সুবর্ণ বণিক্। তাহাদের যাজনকারী ব্রাহ্মণেরাই 'সানোড়িয়া (বর্ণ) ব্রাহ্মণ'-নামে অভিহিত।

সেই ব্যক্তি সাধারণ সামাজিক জাতিকুলের অন্তর্গত নহেন। মহাপ্রভু পুরীপাদের আচারের অনুসরণে সেই সানোড়িয়া ব্রাহ্মণের ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। মহাজন ও গুরুবর্গের আদর্শ অনুসরণ করাই কর্তব্য—এই বৈষ্ণবাচার মহাপ্রভু এই লীলাদ্বারা শিক্ষা দিলেন। সাধুগণের ব্যবহারই—সদাচার।



শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ (মথুরা)

যাঁহারা মনে করেন,—মহাপ্রভু আধুনিক জাতিভেদ-বর্জনের প্রবর্তক ছিলেন; অথবা যাঁহারা মনে করেন,—তিনি প্রকৃত পারমার্থিক-গণের সম্বন্ধেও জাতি-বিচার করিতেন; এই উভয় শ্রেণীর ভ্রম মহাপ্রভুর এই আদর্শের দ্বারা নিরস্ত হইয়াছে। মহাপ্রভু একদিকে অপারমার্থিকগণের ব্যবহারিক জাতিভেদ-প্রথা উঠাইয়া দেওয়া, না-দেওয়া-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন, আবার

অপরদিকে অপারমার্থিক তথাকথিত ব্রাহ্মণসন্তানের হস্ত-পাচিত কোন দ্রব্যও তিনি কখনও গ্রহণ করেন নাই। তিনি পারমার্থিক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের হস্ত-পাচিত দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-দেবের চরিত্রের অন্যান্য ঘটনাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গেও ইহার বহু সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীমথুরার 'চব্বিশ-ঘাটে' স্নান করিলেন; শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য উক্ত সানোড়িয়া বিপ্রের সহিত শ্রীব্রজ-মণ্ডলের দ্বাদশ-বন ভ্রমণ করিয়া সমস্ত লীলাস্থান দর্শন করিলেন।



শ্রীরাধাকুণ্ডের এইস্থানে মহাপ্রভু উপবেশন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়: এই স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের একটী পাদপীঠ আছে।

'আরিট্'-গ্রামে—যে-স্থানে অরিষ্টাসুর-বধ হইয়াছিল, সে-স্থানে আসিয়া মহাপ্রভু তথাকার লোকগণকে "শ্রীরাধাকুণ্ড কোথায়?" —জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু কেহই বলিতে পারিল না। সঙ্গের

সানোড়িয়া ব্রাহ্মণও তাহা জানিতেন না। ইহাতে সেই তীর্থ গুপ্ত হইয়াছে জানিয়া সর্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর নিকটস্থ যে দুইটি ধান্যক্ষেত্রে অল্প-অল্প জল ছিল, তাহাতেই স্নান করিলেন এবং সেই ধান্যক্ষেত্রই যে 'শ্রীরাধাকুণ্ড' ও 'শ্রীশ্যামকুণ্ড', তাহা জানাইলেন।



'শ্রীশ্যামকুণ্ড' ও 'শ্রীরাধাকুণ্ডে'র মিলন-স্থান

অনেক সময় আমরা সাধারণ প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্যার বলে ভগবানের গুপ্ত ধাম ও তীর্থসমূহ-নিরূপণের চেষ্টা ও তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার তর্কের অবতারণা করিয়া থাকি ; কিন্তু ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর দেখাইলেন,—গুপ্ত অপ্রাকৃত তীর্থসমূহ একমাত্র শ্রীভগবান্ ও তদীয় একান্ত অন্তরঙ্গ জনগণই বস্তুতঃ আবিষ্কার করিতে পারেন। ইহা আমাদের সাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধির বোধগম্য না হইলেও ইহাই পরম বাস্তব সত্য।

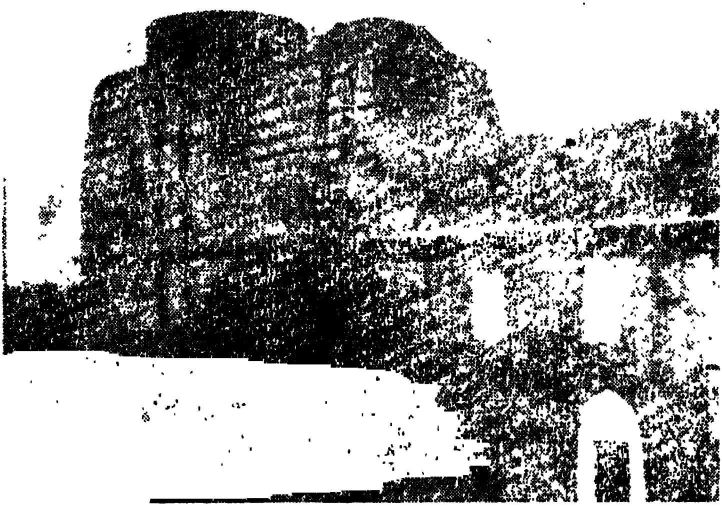
শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড আবিষ্কার করিয়া 'শ্রীগোবর্ধনে' 'শ্রীহরিদেব' দর্শন করিলেন। শ্রীগোবর্ধন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ—এইরূপ বিচারে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগোবর্ধনে



শ্রীগিরিরাজ শ্রীগোবর্ধন

উঠিয়া শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের প্রতিষ্ঠিত "শ্রীগোপাল'-বিগ্রহ দর্শন করিবেন না বলিয়া মনে-মনে স্থির করিলেন। শ্রীগোপাল-দেব ম্লেচ্ছভয়ের ছল উঠাইয়া শ্রীগোবর্ধন-পর্বত হইতে 'গাঠোলি' গ্রামে নামিয়া আসিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তথায় গিয়া শ্রীগোপালকে দর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু 'শ্রীনন্দীশ্বর', 'পাবন-সরোবর', 'শ্রীশেষশায়ী', 'মেলাতীর্থ', 'ভাণ্ডীরবন', 'ভদ্রবন', 'লৌহবন', 'মহাবন' ও 'শ্রী-গোকুল'-প্রভৃতি দর্শন করিয়া শ্রীমথুরায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাকালের প্রসিদ্ধ 'চীরঘাটে' তেঁতুল-বৃক্ষের তলে



শ্রীগোবর্ধনে শ্রীহরিদেবের শ্রীমন্দির

বসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত সংখ্যা-নাম করিতেন এবং সকলকে শ্রীনামকীর্তনের উপদেশ দিতেন। অক্রূরতীর্থে শ্রীকৃষ্ণদাস নামক জনৈক রাজপুতকে মহাপ্রভু কৃপা করিলেন। কৃষ্ণদাস সেই সময় হইতে সংসারের প্রতি উদাসীন হইয়া মহাপ্রভুর কমণ্ডলু-বাহকরূপে তাঁহার নিত্যসঙ্গী হইয়া পড়িলেন।

রাত্রিতে এক ধীবর 'কালিয়হ্রদে' নৌকায় চড়িয়া মৎস্য ধরিত। তাহার নৌকার মধ্যে প্রদীপ জ্বলিত। সাধারণ গ্রাম্য-লোকগণ দূর হইতে তাহা দেখিয়া মনে করিল, কালিয়হ্রদে কালিয়নাগের মাথার উপর শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিতেছেন। মূঢ় লোকগুলি তখন নৌকাকে 'কালিয়নাগ', প্রদীপকে সেই নাগের মাথার 'মণি' ও কৃষ্ণবর্ণ ধীবরকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল। তাহারা এক



শ্রীমানসী-গঙ্গা

গুজরব উঠাইয়া দিল যে, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পুনরাবির্ভাব হইয়াছে। সরস্বতীদেবী তাহাদের মুখে সত্য কথাই বলাইয়াছিলেন। কেন-না, স্বয়ংশ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরহরি তখন শ্রীবৃন্দাবনেই বিরাজমান। তবে লোকে প্রকৃত কৃষ্ণকে চিনিতে পারে নাই, তাহারা এক ধীবরে কৃষ্ণ-ভ্রম করিয়াছিল। অজ্ঞ মূঢ় জনসাধারণ গণগড্ডলিকার মতের স্রোতেই বিচারবুদ্ধি ভাসাইয়া দিয়া গণ-

শ্রীমন্মহাপ্রভু 'শ্রীনন্দীশ্বর', 'পাবন-সরোবর', 'শ্রীশেষশায়ী', 'মেলাতীর্থ', 'ভাণ্ডীরবন', 'ভদ্রবন', 'লৌহবন', 'মহাবন' ও 'শ্রী-গোকুল'-প্রভৃতি দর্শন করিয়া শ্রীমথুরায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাকালের প্রসিদ্ধ 'চীরঘাটে' তেঁতুল-বৃক্ষের তলে



শ্রীগোবর্ধনে শ্রীহরিদেবের শ্রীমন্দির

বসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত সংখ্যা-নাম করিতেন এবং সকলকে শ্রীনামকীর্তনের উপদেশ দিতেন। অক্রূরতীর্থে শ্রীকৃষ্ণদাস নামক জনৈক রাজপুতকে মহাপ্রভু কৃপা করিলেন। কৃষ্ণদাস সেই সময় হইতে সংসারের প্রতি উদাসীন হইয়া মহাপ্রভুর কমণ্ডলু-বাহকরূপে তাঁহার নিত্যসঙ্গী হইয়া পড়িলেন।

রাত্রিতে এক ধীবর 'কালিয়হ্রদে' নৌকায় চড়িয়া মৎস্য ধরিত। তাহার নৌকার মধ্যে প্রদীপ জ্বলিত। সাধারণ গ্রাম্য-লোকগণ দূর হইতে তাহা দেখিয়া মনে করিল, কালিয়হ্রদে কালিয়নাগের মাথার উপর শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিতেছেন। মূঢ় লোকগুলি তখন নৌকাকে 'কালিয়নাগ', প্রদীপকে সেই নাগের মাথার 'মণি' ও কৃষ্ণবর্ণ ধীবরকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল। তাহারা এক



শ্রীমানসী-গঙ্গা

হুজুগ রব উঠাইয়া দিল যে, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পুনরাবির্ভাব হইয়াছে। সরস্বতীদেবী তাহাদের মুখে সত্য কথাই বলাইয়াছিলেন। কেন-না, স্বয়ংশ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরহরি তখন শ্রীবৃন্দাবনেই বিরাজমান। তবে লোকে প্রকৃত কৃষ্ণকে চিনিতে পারে নাই, তাহারা এক ধীবরে কৃষ্ণ-ভ্রম করিয়াছিল। অজ্ঞ মূঢ় জনসাধারণ গণগড্ডলিকার মতের স্রোতেই বিচারবুদ্ধি ভাসাইয়া দিয়া গুণ-

মতকেই সত্য মনে করে। স্বয়ংশ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও সরলবুদ্ধি বলভদ্র ভট্টাচার্যের সেই জনরব শুনিয়া গণমতের (জনরবের) 'কৃষ্ণ'কে (?) দেখিতে ইচ্ছা হইল ! কিন্তু মহাপ্রভু সরলবুদ্ধি ভট্টাচার্যের ভ্রম নিরসন করিয়া বলিলেন,—"তুমি পণ্ডিত, তুমিও কি মূর্খের বাক্যে মূর্খ হইলে ?"



শ্রীনন্দগ্রাম

পরদিন প্রাতে কতিপয় লোক আসিয়া মহাপ্রভুর নিকট প্রকৃত রহস্য বলিলেন। ইঁহাদের কেহ কেহ মহাপ্রভুকে কৃষ্ণজ্ঞানে বন্দনা করিলে মহাপ্রভু লোকশিক্ষার জন্য বলিলেন,—"ঈশ্বর-

তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব কখনও এক নহে। ঈশ্বরতত্ত্ব যেন বিশাল জ্বলন্ত অগ্নিস্বরূপ, আর জীবতত্ত্ব ঐ অগ্নির স্ফুলিঙ্গের ক্ষুদ্র-কণার ন্যায়।



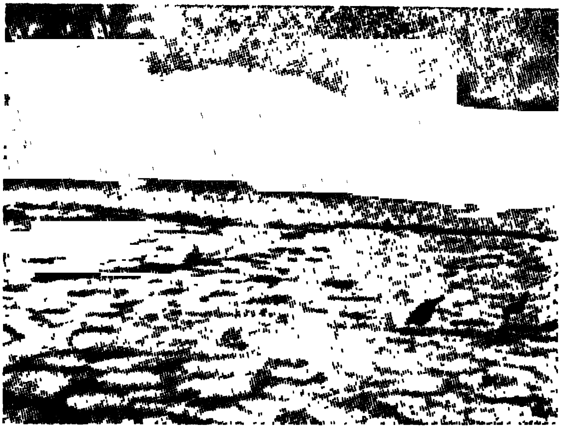
শ্রীবর্ষাণে শ্রীরাধারাণীর শ্রীমন্দির



শ্রীসঙ্কেত (ব্রজে)

মূঢ়তা-বশতঃ ঈশ্বর ও জীবকে 'এক' বলিলে অপরাধ হয় এবং ঐ অপরাধের ফলে যমদণ্ড ভোগ করিতে হয়।" *

একশ্রেণীর লোক বলিয়া থাকেন,—শ্রীচৈতন্যের অভক্তগণ যে, শ্রীচৈতন্যদেবকে 'পরমেশ্বর' বলেন না, তাহা তাঁহাদের স্বকীয়-কল্পনা নহে, শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তিবলেই তাঁহারা ঐরূপ



শ্রীকাম্যবন (ব্রজমণ্ডল)

বলিতে সাহসী হ'ন। কিন্তু এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ একটুকু গম্ভীর ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, মায়াবাদি-সম্প্রদায় ও তদনুগত সাধারণলোক যে জীবকে 'ব্রহ্ম' বলেন, তাহা নিরাস করাই লোকশিক্ষক মহাপ্রভুর ঐ উক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য।

—ঃ(*)ঃ—

একসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

'পাঠান বৈষ্ণব'

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যধিক প্রেমোন্মাদ দেখিয়া শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য মহাপ্রভুকে ব্রজমণ্ডল হইতে 'প্রয়াগে' লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। 'সোরোক্ষেত্রে' গঙ্গাস্নান করিয়া প্রয়াগে যাইবেন,—এই সঙ্কল্প করিয়া রাজপুত শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীমথুরার সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ, বলভদ্র ভট্টাচার্য ও তাঁহার সঙ্গী আর একজন ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে সঙ্গে করিয়া যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে গাভী-গণের বিচরণ-দর্শন ও গোপমুখে অকস্মাৎ বংশীধ্বনি-শ্রবণে মহাপ্রভুর ব্রজলীলা-স্মৃতি উদ্দীপ্তা হওয়ায় প্রেমমূর্ছা হইল। এমন সময় তথায় দশজন অশ্বারোহী পাঠান আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহারা মহাপ্রভুকে ঐরূপ মূর্ছিত অবস্থায় দেখিয়া সন্দেহ করিলেন যে, মূর্ছিত সন্ন্যাসীর সঙ্গিগণ সন্ন্যাসীর অর্থাদি কাড়িয়া লইবার জন্য সন্ন্যাসীকে ধুতুরা খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়াছেন। তাঁহাদের দলপতি 'বিজলী খাঁ' সেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গিগণকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। মহাপ্রভু বাহ্যদশা-প্রাপ্ত হইলে বিজলী খাঁর দলের জনৈক মৌলানার সহিত প্রভুর কিছু কথোপকথন ও শাস্ত্র-বিচার হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু কোরাণ-শাস্ত্র হইতেই কৃষ্ণভক্তি স্থাপন করিলেন,—

তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে 'একই ঈশ্বর'।
'সর্বৈশ্বর্য-পূর্ণ তেঁহো শ্যাম-কলেবর'॥

উক্ত মৌলানা শ্রীমহাপ্রভুর শরণাগত হইলে মহাপ্রভু তাঁহার সংস্কার সম্পাদন করিয়া তাঁহার নাম 'রামদাস' রাখিলেন। বিজলী খাঁ ও তাঁহার অনুগত অশ্বারোহিগণ সকলেই শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্ত ও 'পাঠান বৈষ্ণব' নামে বিখ্যাত হইলেন এবং বিজলী খাঁর মহাভাগবত বলিয়া খ্যাতি হইল। *

—ঃ(*)ঃ—

দ্বিসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

পুনরায় 'প্রয়াগে'—'শ্রীরূপ-শিক্ষা'

সোরোক্ষেত্রে গঙ্গাস্নান করিয়া শ্রীমহাপ্রভু 'প্রয়াগে' 'ত্রিবেণীতে' আসিলেন এবং তথায় দবির্‌খাস্ (শ্রীরূপ) ও অনুপম মল্লিক্‌কে (শ্রীবল্লভকে) দেখিতে পাইলেন।

রামকেলি-গ্রামে মহাপ্রভুকে দর্শনের পর হইতেই দবির্‌খাস্ (শ্রীরূপ) ও সাকর্ মল্লিক্ (শ্রীসনাতন) দুই জনেই বিষয়-ত্যাগের নানাপ্রকার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। অবশেষে দবির্‌খাস্ কৌশলে হোসেন্ শাহের কার্য পরিত্যাগ করিয়া বহু ধন-রত্ন-সহ 'ফতেয়াবাদে' নিজগৃহে আসিলেন এবং সেই ধনের অর্ধভাগ —ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে, ও একচতুর্থাংশ—আত্মীয়-স্বজনকে বণ্টন করিয়া দিয়া বাকী একচতুর্থাংশ—নিজেদের ভাবি-বিপদুদ্ধারের

* চৈঃ চঃ মঃ ১৮।২১১-২১২

জন্য রাখিয়া দিলেন ; গৌড়দেশে শ্রীসনাতনের নিকট দশ হাজার মুদ্রা রাখিলেন। শ্রীরূপ শুনিতে পাইলেন যে, শ্রীমহাপ্রভু পুরীতে গিয়াছেন এবং তথা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে যাইবেন। শ্রীরূপ মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-গমনের সঠিক তারিখ জানিবার জন্য অবিলম্বে একজন দূত পাঠাইলেন।

এদিকে সনাতন রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার জন্য শারীরিক অসুস্থতার ছলনা করিয়া নিজের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিতেছিলেন। বাদশাহ্ হোসেন্ শাহ্ হঠাৎ একদিন শ্রীসনাতনের গৃহে উপস্থিত হইয়া শ্রীসনাতনকে সেই অবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিলেন। শ্রীরূপের প্রেরিত চর আসিয়া শ্রীসনাতনকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রার সংবাদ দিল। শ্রীরূপ শ্রীসনাতনকে তখন একটী পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে, তিনি ও অনুপম শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য যাইতেছেন, শ্রীসনাতন-প্রভু যেন শীঘ্রই যে-কোন-উপায়ে শ্রীমহাপ্রভুর নিকট চলিয়া আসেন।

শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য চলিতে চলিতে প্রয়াগে আসিলেন ; তথায় মহাপ্রভু আসিয়াছেন শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং একদিন মহাপ্রভু যখন এক দক্ষিণদেশীয় বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা করিবার জন্য গিয়াছেন, তখন তুই ভাই নির্জনে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া অত্যন্ত দৈন্যভরে কৃপা যাচ্ঞা করিলেন। অনন্তর শ্রীরূপ এই শ্লোকটীর দ্বারা মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়াছিলেন,—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥ *

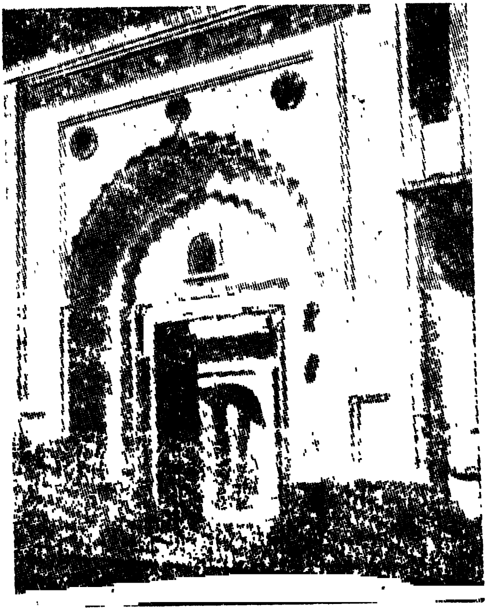
মহাপ্রভু শ্রীরূপকে শ্রীসনাতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরূপ জানাইলেন,—শ্রীসনাতন-প্রভু কারাগারে বন্দী আছেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—"সনাতন বন্ধনমুক্ত হইয়াছে, শীঘ্রই আমার নিকট আসিবে।"

সেইদিন মধ্যাহ্নে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম উভয়ে মহাপ্রভুর নিকট রহিলেন। ত্রিবেণীর উপরে মহাপ্রভুর বাসস্থানের নিকটেই শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম বাসা করিলেন। এই সময় শ্রীবল্লভ ভট্ট (পরবর্তিকালে 'শ্রীবল্লভাচার্য'-নামে বিখ্যাত) 'আড়াইল'-গ্রামে† বাস করিতেন। শ্রীমহাপ্রভুর প্রয়াগে আগমনের সংবাদ শুনিয়া বল্লভ ভট্ট তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন এবং দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া অনেক হরিকথা শ্রবণ করিলেন। শ্রীবল্লভ ভট্ট শ্রীগৌর-সুন্দরকে নিমন্ত্রণ করিয়া যমুনার অপরপারে আড়াইল-গ্রামস্থ স্বগৃহে লইয়া গিয়া ভিক্ষা করাইলেন এবং সবংশে তাঁহার পাদোদক গ্রহণ ও পূজা করিলেন; শ্রীমন্মহাপ্রভু তখন শ্রীরূপকে শ্রীবল্লভ

* হে দাতৃশিরোমণি কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামধারী গৌরকান্তি শ্রীকৃষ্ণ! তোমাকে নমস্কার।

† 'আড়াইল'-গ্রামে শ্রীবল্লভাচার্যের 'বৈঠক' বা 'গাদি এখনও বর্তমান আছে। যে-স্থানে এই গাদি অবস্থিত, সেই পল্লীর নাম 'দেওরথ'— নৈনী' ষ্টেশন হইতে আড়াই মাইল। যাঁহারা প্রয়াগ হইতে এই-স্থান দর্শন করিতে আসেন, তাঁহাদিগকে যমুনা পার হইতে হয়। বিশেষ বিবরণ 'গৌড়ীয়' নবমবর্ষ পঞ্চম-সংখ্যায় (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ২০ ভাদ্র) 'আড়াইল-গ্রাম'-শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

ভট্টের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। তথায় মিথিলাবাসী শ্রীমদ্-রঘুপতি উপাধ্যায়ের সহিত মহাপ্রভুর অনেক রসালাপ হইল।



শ্রীপ্রয়াগে শ্রীবেণীমাধবের শ্রীমন্দিরের বহির্দ্বার

শ্রীবল্লভ ভট্ট তাঁহার পুত্রকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে সমর্পণ করিলেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমোন্মাদ দেখিয়া তাঁহাকে প্রয়াগে লইয়া গেলেন।

শ্রীমহাপ্রভু প্রয়াগে দশদিন থাকিয়া 'দশাশ্বমেধঘাটে' নির্জন-স্থানে শ্রীরূপকে শক্তিসঞ্চার-পূর্বক সূত্ররূপে সমগ্র ভক্তিরসতত্ত্ব

শিক্ষা দিলেন এবং সেই সূত্র-অবলম্বনে 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থ রচনা করিতে আজ্ঞা দিলেন।

'শ্রীরূপ-শিক্ষা'র সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য এই,—চতুর্দশ-ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত বদ্ধজীব চৌরাশি-লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতেছে। জীবের মধ্যে স্থাবর ও জঙ্গম— দুইটী প্রধান শ্রেণী। জঙ্গম জীব তিন-প্রকার— জলচর, স্থলচর ও খেচর। ইহাদের মধ্যে স্থলচরই শ্রেষ্ঠ। স্থলচরের মধ্যে মানবজাতি সর্বশ্রেষ্ঠ। মানব-জাতির সংখ্যা অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা অতি অল্প। মানবগণের মধ্যে অসভ্য, অসদাচারী ও নাস্তিক ব্যক্তি অনেক। যাঁহাদিগকে সদাচারী ও বেদানুগ বলা হয়, তাঁহাদের মধ্যেও অর্ধভাগ মুখে-মাত্র বেদ স্বীকার করেন। ধার্মিকগণের মধ্যে অধিক-সংখ্যকই কর্মী, কোটিজন কর্মীর মধ্যে একজন জ্ঞানী হয়। কোটি জ্ঞানীর মধ্যে একজন মুক্ত পুরুষ পাওয়া যায়। এইরূপ কোটি মুক্তপুরুষের মধ্যে একজন শ্রীকৃষ্ণভক্ত পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ। শ্রীকৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, সুতরাং শান্ত; কর্মীই হউন, আর জ্ঞানীই হউন বা যোগীই হউন, ইঁহারা সকলেই কোন-না-কোন প্রকারে আত্মসুখের (ধর্ম, অর্থ, কাম, না হয় মুক্তির) জন্য কিছু-না-কিছু বাসনা করেন; এজন্য তাঁহারা অশান্ত। ইঁহারা কেহই শ্রীভগবানের সুখের অনুসন্ধান (চিন্তা, ধ্যান) করেন না।

জীবের স্বরূপ অতিসূক্ষ্ম; সূক্ষ্মতা-পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত জীব চিৎকণ অর্থাৎ জীবশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মের অণু বা কণা। বর্তমানে স্থূল ও সূক্ষ্ম (দেহ ও মনোবুদ্ধি-অহঙ্কার) দুইটী আবরণে বহির্মুখ জীবের

নিত্য স্বরূপ আবৃত। এইরূপ জীবের চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডে চৌরাশিলক্ষ জন্ম বারংবার ভ্রমণ করিতে করিতে যখন বন্ধনমোচনের সময়



শ্রীপ্রয়াগে দশাশ্বমেধঘাটে 'শ্রীরূপ-শিক্ষাস্থলী'

ভগবদিচ্ছায় উপস্থিত হয়, তখন কোনও জীব অকস্মাৎ কোন সাধু-সঙ্গ বা সাধুসেবা করিয়া পরম সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন, তখনই সেই ভাগ্যবান্ জীব সদ্‌গুরুর সন্ধান এবং শ্রীকৃষ্ণকৃপার

বাহন সদ্‌গুরুর নিকট হইতে ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হন। সেই বীজ সাধক-জীব মালীর ন্যায় আপন হৃদয়-ক্ষেত্রে রোপণ করেন এবং সাধুগুরুমুখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথা অনুক্ষণ শ্রবণ ও পরে সেই কথার অনুকীর্তনরূপ জলসেচন করিতে করিতে ভক্তিলতা-বীজকে অঙ্কুরিত করিতে পারেন। সেই ভক্তিলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া এই চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ডের পরে 'বিরজা' নামে এক চিন্ময়-নদী আছে; সেখানে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের পরস্পর দ্বন্দ্ব নাই—সকলেরই শান্ত ভাব। বিরজার পর পারে 'ব্রহ্মলোক'। নিরাকার-ধ্যান-কারিগণ ও ভগবানের হস্তে নিহত ভগবদ্‌বিদ্বেষিগণ এই ব্রহ্ম-লোক লাভ করেন। ইহারও ঊর্ধ্বে 'পরব্যোম' বা 'বৈকুণ্ঠ'। এখানে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ, শ্রীসীতারাম বা শ্রীবিষ্ণুর অন্যান্য অবতারের উপাসকগণ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎসেবা করেন। ইহারও উপরে 'শ্রীগোলোক বৃন্দাবন'। তথায় শ্রীকৃষ্ণচরণ-কল্পতরু নিত্য বর্তমান। শ্রীভক্তিলতা সেই কল্পতরুকে আশ্রয় করিলে তাহাতে প্রেমফল ধরে। কল্পতরুতে প্রেমফল ফলিলেও ভজনকারী মালী শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ জলসেচন-কার্য বন্ধ করেন না; তিনি অনন্ত-কাল শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ জলসেচন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখানু-সন্ধান করিতে থাকেন।

এইরূপ সাধন করিতে করিতে যদি অতীব দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন ব্যক্তির মহতের শ্রীচরণে অপরাধরূপ মত্তহস্তী আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই মত্তহস্তী ভক্তিলতার মূল-পর্যন্ত উৎপাটন

করিয়া ফেলে—তাহাতে লতা শুষ্ক হইয়া যায়। এইজন্য সাধক-মালীর সর্বদা বিশেষ সতর্ক থাকিয়া যত্ন-সহকারে ভক্তিলতার চতুর্দিকে আবরণ দেওয়া কর্তব্য, যেন বৈষ্ণবাপরাধ-হস্তী কোনও-রূপে ভক্তিলতার নিকটে আসিতে না পারে।

লতার সঙ্গে সঙ্গে যদি উপশাখা-সকল (যাহা দেখিলে লতার ন্যায় অর্থাৎ ভক্তির ন্যায়, বস্তুতঃ অবান্তর পদার্থ) উঠিতে থাকে, তাহা হইলে জলসেচনের অর্থাৎ সাধন-ভজনের বাহ্য অভিনয়ের দ্বারা উপশাখাগুলিই বাড়িয়া যায়। সেই উপশাখা বহুপ্রকার; তন্মধ্যে ভোগবাঞ্ছা, মোক্ষবাঞ্ছা, শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচার, কাপট্য, জীবহিংসা, স্ত্রী, অর্থ-প্রভৃতি লাভ করিবার পিপাসা, লোকের নিকট হইতে পূজা ও সম্মান-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা-প্রভৃতি প্রধান। সাধক প্রথমে এই-সকল উপশাখাকে ছেদন করিবেন, তাহা হইলেই মূলশাখা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-চরণরূপ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করিতে পারিবে।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের নিকট ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ তৃণতুল্য। ভোগ বা মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন-কামনা-পরিপূরক দেবতার পূজা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের সুখানু-সন্ধানময়ী ভক্তিই জীবের চরম প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণের সুখের ইচ্ছাব্যতীত কোনপ্রকার অভিলাষগত স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইবার চিন্তা বা জ্ঞান, স্মৃতিকথিত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম, ফল্গু বৈরাগ্য, যোগ, সাংখ্যজ্ঞান-প্রভৃতি যাহা শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানকে আবৃত করে, তাহাও পরিত্যাগ করিয়া

শ্রীকৃষ্ণের রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত যে কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টা ও ভাবময় অনুশীলন তাহাই 'উত্তমা বা শুদ্ধা ভক্তি'। এই শুদ্ধভক্তি হইতে 'প্রেমা' উৎপন্ন হয়। ভোগ বা মোক্ষ-বাঞ্ছা যদি বিন্দুমাত্রও অন্তরে থাকে, তবে কোটি জন্মকাল সাধনেও কৃষ্ণ-প্রেম-লাভ হয় না।

ভক্তির তিনটি অবস্থা—সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। প্রেমভক্তি যখন গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে থাকে, তখন তাহা স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব-পর্যন্ত উন্নত হয়।

ইহার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু বিভিন্ন রসের তারতম্য ও সেবার গাঢ়তার তারতম্যের কথা বর্ণন করিলেন; শ্রীরূপপ্রভুকে প্রয়াগ হইতে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীতে গমন করিলেন এবং শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহে বাসস্থান স্থির করিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

'শ্রীকাশীতে'—'শ্রীসনাতন শিক্ষা'

শ্রীসনাতন যখন বাদ্‌শাহ্ হোসেন্ শাহের বিরাগভাজন হইয়া কারাগারে আবদ্ধ, তখন তিনি শ্রীরূপের নিকট হইতে একপত্র পাইলেন। পত্র পাইবার পর শ্রীসনাতন কারা-রক্ষককে নানবিধ চাটুবাক্যে ভুলাইয়া ও তাহাকে সাত হাজার মুদ্রা উৎকোচ প্রদান করিয়া কারামুক্ত হইলেন এবং নানাপ্রকার বাধা অতিক্রম-পূর্বক

'কাশী'তে শ্রীচন্দ্রশেখরের গৃহের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন। অন্তর্যামী মহাপ্রভু গৃহদ্বারে শ্রীসনাতনের আগমনের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ভিতরে ডাকাইলেন এবং তাঁহার দরবেশী দাড়ি, চুল ক্ষৌর ও মলিন বেশ (যে ছদ্মবেশে পলায়ন করিয়াছিলেন) ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবোচিত বেশ পরিধান করাইলেন। শ্রীসনাতন শ্রীচন্দ্রশেখরের প্রদত্ত নূতন বস্ত্র গ্রহণ না করিয়া শ্রীতপন মিশ্রের প্রদত্ত একটী পুরাতন ধুতি লইয়া উহার দ্বারা দুইটী বহির্বাস ও কৌপীন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণটী শ্রীসনাতনকে তাঁহার কাশীতে থাকা-কালে নিজগৃহে প্রত্যহ ভিক্ষা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু শ্রীসনাতন একস্থানে ভিক্ষা করিবার পক্ষপাতী না হইয়া বিভিন্ন স্থান হইতে 'মাধুকরী'* ভিক্ষা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের বৈরাগ্য দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। গৌড়দেশ হইতে পলাইয়া আসিবার সময় পথে 'হাজীপুরে' শ্রীসনাতনের সহিত তাঁহার ভগ্নীপতি শ্রীকান্তের সাক্ষাৎকার হয়। অত্যন্ত শীতের প্রকোপ দেখিয়া শ্রীকান্ত বিশেষ অনুরোধ করিয়া শ্রীসনাতনকে একটী ভোট (ভুটানদেশীয়) কম্বল প্রদান করেন। শ্রীসনাতনের গাত্রে ঐ ভোট কম্বলটী ছিল। শ্রীমহাপ্রভু ঐ কম্বলের প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। শ্রীসনাতন শ্রীমহাপ্রভুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মধ্যাহ্নে স্নানকালে গঙ্গার ঘাটে বঙ্গদেশীয় এক ব্যক্তিকে

* মধুকর যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন ফুল হইতে মধু সঞ্চয় করিয়া আহার করে, সেরূপ নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ একস্থানে কোন বিষয়ী বা দাতার রাজসিক নিমন্ত্রণ স্বীকার না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দ্বার হইতে কিছু কিছু ভিক্ষা করিয়া থাকেন। ইহাই 'মাধুকরী' ভিক্ষা।



কাশীতে 'শ্রীসনাতন-শিক্ষাস্থলী'

নিজের বহুমূল্য সেই ভোট-কম্বলটী প্রদান করিয়া উহার পরিবর্তে সেই ব্যক্তির একখণ্ড কাঁথা গ্রহণ করিলেন।

শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীতে অবস্থান-কালে তাঁহার নিকট পরিপ্রশ্ন করিয়া জীবের স্বরূপ; কর্তব্য ও প্রয়োজন-সম্বন্ধে যে সারগর্ভ উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই 'শ্রীসনাতন-শিক্ষা'-নামে বিখ্যাত।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রপঞ্চিত দার্শনিক-সিদ্ধান্ত 'শ্রীসনাতনশিক্ষা'র মধ্যে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেব অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীভগবানের সহিত তাঁহার শক্তি ও শক্তিপরিণত বস্তুসমূহের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। জীবশক্তি-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস—জীবাত্মা। জীব সূর্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কিরণ-কণ-স্থানীয়, সূক্ষ্মতা-পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত। কিরণ-কণকে যেরূপ স্বয়ং সূর্য বলা যায় না, আবার তাহা যেমন সূর্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নও নহে, সেরূপ জীব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বা পরব্রহ্ম নহে আবার শ্রীকৃষ্ণ বা পরব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নও নহে। যে-সকল জীব অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া রহিয়াছে; তাহাদিগের সেই ভগবদ্‌বিস্মৃতিরূপ ছিদ্র পাইয়া মায়া তাহাদিগকে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া এই সংসারের সুখ ও দুঃখ দিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তির তটে (মধ্যস্থলে) অবস্থিত জীবশক্তি—'তটস্থা শক্তি' নামে খ্যাত। জীব অণু-চেতন পদার্থ, চেতনের স্বাভাবিক ধর্মই—স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতা। ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি চেতনমাত্রেই

আছে, তবে সেই চেতন পূর্ণচেতনের 'অণু অংশ' বলিয়া তাহার অণুস্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ জীবের স্বতন্ত্রতা অত্যন্ত সসীম। কিন্তু পরমেশ্বর পূর্ণচেতন বলিয়া তাঁহার স্বতন্ত্রতা অসীম ও তাহা মানবের চিন্তার অতীত ; তিনি স্বেচ্ছাময় স্বরাট্। মায়াবদ্ধ জীবের কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান নাই ; তাহাদের প্রতি সদয় হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সাধু-শাস্ত্র-গুরুরূপে আপনাকে প্রকাশ করেন। সাধু-শাস্ত্রের কৃপাতেই শ্রীকৃষ্ণকে জানিবার ইচ্ছা হয়। যেইরূপ লোকে দৈবজ্ঞের নিকট পিতৃধনের সন্ধান পাইয়া প্রকৃত স্থান হইতে গুপ্তধন তুলিয়া আনে, সেইরূপ সাধু-শাস্ত্র ও গুরু হইতে স্বীয় স্বরূপ, কর্তব্য ও প্রাপ্যবস্তুর সন্ধান পাইয়া তাঁহাদের উপদেশের অনুসরণে সাধন করিলে শ্রীগুরুকৃষ্ণ-কৃপায় জীবের প্রেমধন লাভ হয়।

শ্রীকৃষ্ণই—পরম-তত্ত্ব ; ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-জ্যোতিঃ। সূর্যকে যেরূপ আমরা পৃথিবী হইতে কেবল জ্যোতির্ময় দেখি, কিন্তু যাঁহারা সূর্যলোকে বাস বা সূর্যের নিকটে গমন করিতে পারেন, তাঁহারা সূর্যকে অবয়বযুক্ত দেখেন, সেরূপ শ্রীকৃষ্ণের অসম্যগ্-দর্শনে অর্থাৎ বাহিরের অঙ্গজ্যোতির্মাত্র-দর্শনে তাঁহাকে কেবল জ্যোতির্ময় বলিয়া ধারণা হয়। যোগিগণ শ্রীকৃষ্ণকে যে পরমাত্ম-রূপে দর্শন করেন, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে আংশিক দর্শন—কৃষ্ণের বৈভব-দর্শন-মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী শক্তি অনন্ত; কিন্তু সেই শক্তির ত্রিবিধ পরিজ্ঞান মুখ্যভাবে প্রসিদ্ধ। প্রথম—তাঁহার বহিরঙ্গা বা অচিৎ-শক্তি, দ্বিতীয়—তাঁহার অন্তরঙ্গা বা চিৎশক্তি এবং তৃতীয়—তাঁহার

চিৎ ও অচিৎ এই তুই শক্তির সন্ধিস্থলরূপ তটে অবস্থিত জীবশক্তি। অচিৎ মায়াশক্তি হইতে এই দৃশ্যমান জড় জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে ; অন্তরঙ্গা শক্তি হইতে ভগবানের নিজের ধাম ও তাঁহার সেবকগণ প্রকাশিত হইয়াছেন ; আর তটস্থা শক্তি হইতে জীবসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবানের সহিত জীবের যে সম্বন্ধ, সেই জ্ঞানের নাম—'***সম্বন্ধজ্ঞান***'। শ্রীভগবান্—'সম্বন্ধী' তত্ত্ব। মহতের কৃপায় নিত্যসিদ্ধ-ভাবকে হৃদয়ে প্রকট করাই 'সাধন', তাহাই '***অভিধেয়***'। সেই সাধনের যে চরম উদ্দেশ্য বা ফল, তাহাই জীবের '***প্রয়োজন***' বা প্রাপ্যবস্তু। শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের নিত্য প্রভু-সেবক-সম্বন্ধ, শ্রীকৃষ্ণ-সুখানুসন্ধানই জীবের প্রধান অভিধেয় এবং শ্রীকৃষ্ণকে সুখী দেখিয়া নিজে সুখানুভব করাই সাধনের ফল ; ইহাই ***প্রয়োজন*** বা ***শ্রীকৃষ্ণপ্রেম***।

'***সাধনভক্তি***' তুই-প্রকার—'বৈধী-ভক্তি' ও 'রাগানুগা ভক্তি' যাঁহারা শাস্ত্রের শাসন বা কর্তব্য-বুদ্ধিদ্বারা শাসিত হইয়া ভগবানের সেবা করিবার জন্য সাধন করেন, তাঁহাদিগের সেই সাধনকেই '***বৈধী ভক্তি***' বলে। শ্রীব্রজগোপীগণ, শ্রীনন্দ-যশোদা, শ্রীদাম-সুদাম, শ্রীরক্তক-পত্রক-চিত্রক-প্রভৃতি ব্রজের নিত্যসিদ্ধ সেবকগণ তাঁহাদের স্বাভাবিক অনুরাগের সহিত মাধুর্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের যে সেবা করেন, তাহাকে '***রাগাত্মিকা-সাধ্যভক্তি***' বলে। সেই 'রাগাত্মিকা ভক্তি'তে যাঁহাদের স্বাভাবিক অনুরাগ বা লোভ হয়, তাঁহারা সেই-সকল ব্রজবাসীর অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের যে সেবা করেন তাহাকে '***রাগানুগা ভক্তি***' বলে।

অন্তরে আদৌ শ্রদ্ধা'র উদয় হইলে জীব 'সাধুসঙ্গ' করিয়া থাকে। সাধুসঙ্গে হরিকথা 'শ্রবণ, কীর্তন' করিতে করিতে শ্রদ্ধালু-ব্যক্তির হৃদয়ের নানাপ্রকার কামনা-বাসনা, দুর্বলতা, অপরাধ, নিজের স্বরূপের ভ্রান্তি-প্রভৃতি অনর্থ সমূহ দূর হয়। এই অবস্থার নাম—'অনর্থ-নিবৃত্তি'। ইহার পরে 'নিষ্ঠা'র উদয় হয় অর্থাৎ ভগবানের সেবায় সর্বক্ষণ লাগিয়া থাকিবার ইচ্ছা হয়। পরে সেই সেবায় স্বাভাবিকী 'রুচি' ও তৎপরে 'আসক্তি' জন্মে; এই পর্যন্ত ***'সাধন-ভক্তি'***। ইহার পরে শ্রীকৃষ্ণে প্রীতির অঙ্কুর বা '**ভাবে**'র উদয় হয়। এই ভাব ক্রমশঃ পরিপক্ক হইয়া ***'প্রেম'***-রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভগবৎ-প্রেমলাভের ইহাই ক্রম।

শ্রীসনাতনের প্রার্থনানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীতে "আত্মা-রাম"-শ্লোকের*একষষ্টি-প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীসনাতনকে বৈষ্ণব-স্মৃতিশাস্ত্র 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস'-রচনার জন্য আদেশ করিয়া উহার বিষয়-সকল সূত্রাকারে নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন।

---

* আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥
—ভাঃ ১।৭।১০; চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৮৬

চতুঃসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

শ্রীপ্রকাশানন্দ-উদ্ধার

একদিন শ্রীচন্দ্রশেখর ও শ্রীতপন মিশ্র অত্যন্ত দুঃখের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জানাইলেন যে, কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে (শ্রীমন্মহাপ্রভুকে) সর্বক্ষণ নিন্দা করিয়া মহাপরাধে মগ্ন হইতেছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন,—"অদ্য আমার গৃহে কাশীর সকল সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি ; আপনি যদি কৃপা করিয়া আমার গৃহে একবার পদার্পণ করেন, তবে আমার অনুষ্ঠান পূর্ণ ও সফল হয়। আপনি কাশীর সন্ন্যাসিগণের সহিত মিশেন না, ইহা আমি জানি। তথাপি, আজ আমার প্রতি একবার কৃপা করুন।"

ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই বিপ্রগৃহে সন্ন্যাসিগণের সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন, সকলকে নমস্কার করিয়া বাহিরে গিয়া পদ প্রক্ষালন করিলেন এবং সেই স্থানেই বসিয়া কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্যপ্রকাশ করিলেন। সন্ন্যাসিগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের মহাতেজোময় রূপ দর্শন করিয়া স্ব-স্ব আসন পরিত্যাগ-পূর্বক ত্বরায় দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাদের গুরু শ্রীপ্রকাশানন্দও শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া উত্তম স্থানে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং বিশেষ সম্মানের সহিত সভার মধ্যে তাঁহাকে বসাইলেন।

শ্রীপ্রকাশানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে কাশীর সন্ন্যাসিগণের সহিত না মিশিবার জন্য অনুযোগ করিলেন। শ্রীমহাপ্রভু ছলনা করিয়া দৈন্যভরে বলিলেন যে, তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে 'মূর্খ' ও 'বেদান্তে অনধিকারী' দেখিয়া শাসন করিয়াছেন এবং সর্বদা শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণনাম জপ করিবার আদেশ করিয়াছেন,—

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্বমন্ত্র-সার নাম—এই শাস্ত্র-মর্ম।
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

—চৈঃ চঃ আঃ ৭।৭৩-৭৪, ৭৬

ইহার দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু কৌশলে জানাইলেন যে, যাঁহারা আপনাদিগকে বেদান্তের অধিকারী অভিমান করিয়া শ্রীহরিনামকে সামান্য বস্তু বিচার করেন, বস্তুতঃ তাঁহারাই বেদান্তে অনধিকারী। সকল বেদ-মন্ত্রের সার ও সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম—শ্রীহরিনাম। এই জন্যই বেদমন্ত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণবের (ওঁকারের) ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক 'বেদান্ত সূত্রে'র আদিতে ও অন্তে এই শব্দব্রহ্ম বা প্রণব রহিয়াছেন। বেদান্তের 'ফলপাদে'র প্রথমসূত্র—"ওঁ আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" ও চরমসূত্র—"ওঁ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, ওঁ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" শব্দব্রহ্ম শ্রীনামের অনুক্ষণ আবৃত্তি ও তদ্দ্বারাই সংসারে অপুনরাবৃত্তি (অগমনাগমন) উপদেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রের দ্বারা জীবের সংসার-মোচন

এবং শ্রীনামের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম-লাভ হয়। এই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-সম্বন্ধে শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন,—

কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।
যা'র আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি-আনন্দ যা'র নহে একবিন্দু ॥

—চৈঃ চঃ আঃ ৭।৮৪-৮৫

মহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন,—"বেদান্তশাস্ত্র 'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য-অর্থে সবিশেষ-স্বরূপ ভগবান্‌কেই নির্দেশ করিয়াছেন। জীবতত্ত্ব—শক্তি; কৃষ্ণতত্ত্ব—শক্তিমান্। জীবের স্বরূপ স্ফুলিঙ্গকণের ন্যায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সূক্ষ্মতাপরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর, লীলা ও ধামকে 'প্রাকৃত' বা সগুণ (ব্যবহারিক) বলিয়া কল্পনা করার ন্যায় নাস্তিকতা আর কিছুই নাই। বেদান্তে 'শক্তি-পরিণামবাদ'ই স্বীকৃত হইয়াছে। চিন্তামণির রত্ন-প্রসবের ন্যায় ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি এই জড়জগৎ প্রসব করিয়াও নিজে অবিকৃত থাকে। আচার্য শ্রীশঙ্কর বেদ হইতে যে সকল 'মহাবাক্য' * চয়ন করিয়াছেন, তাহাকে 'মহাবাক্য' বলা যায় না, তাহাতে

* বেদের মূল বাক্যকে 'মহাবাক্য' বলা যায়। কেহ কেহ "তত্ত্বমসি" (ছাঃ ৬।৮।৭), "ইদং সর্বং যদয়মাত্মা, ব্রহ্মেদং সর্বম্" (বৃঃ আঃ ২।৫।১), "আত্মৈবেদং সর্বম্" (ছাঃ ৭।২৫।২), "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (কঠ ২।১।১১; বৃঃ আঃ ৪।৪।১৯) ইত্যাদিকে 'মহাবাক্য' বলেন। বস্তুতঃ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মন্ত্রে যাহা উদ্দিষ্ট হয়, তাহা কেবল বেদের একদেশব্যাপী উপদেশ। যাহা বেদের সর্বদেশব্যাপী, তাহাই 'মহাবাক্য'। প্রণবই (ওঁকারই) একমাত্র ব্রহ্মবাচক 'মহাবাক্য'।

বেদের সার্বদেশিক বিচার পাওয়া যায় না। বেদতরুর বীজ প্রণবই মহাবাক্য ও ঈশ্বরের স্বরূপ। ভগবান্‌কে কেবল নির্বিশেষ বলিয়া তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী নিত্যা শক্তিকে অস্বীকার করিলে ভগবানের অর্ধস্বরূপ-মাত্র-স্বীকারের ফলে তাঁহার পূর্ণতারই অস্বীকার করা হয়।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মুখে বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্যের ঐরূপ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় মায়াবাদের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিলেন। কাশীতে একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত 'শ্রীবিন্দুমাধবে'র মন্দিরে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে সশিষ্য শ্রীপ্রকাশানন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর শ্রীচরণে পড়িয়া নিজের পূর্বকার্যের জন্য আপনাকে ধিক্কার দিয়া বেদান্ত-সঙ্গত ভক্তিতত্ত্বের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতকেই 'বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য' বলিয়া জানাইলেন।

ইহার পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপমের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

শ্রীসুবুদ্ধি রায়

হোসেন্ শাহের পূর্বে 'সুবুদ্ধি রায়'-নামক এক ব্যক্তি 'গৌড়ের' ভূম্যধিকারী ছিলেন। হোসেন্ খাঁ তখন সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে কর্মচারী। কথিত হয় যে, সুবুদ্ধি রায়ের নির্দেশমত পুষ্করিণী-খননের পর্যবেক্ষকের কার্যে নিযুক্ত হইয়া হোসেন্ খাঁ ঐ কার্যের শিথিলতা করায় সুবুদ্ধি রায়ের নিকট হইতে বেত্রদণ্ড লাভ করেন। তাঁহার পৃষ্ঠে ঐ সময়ের বেত্রাঘাতের চিহ্ন অনেক দিন পর্যন্ত ছিল। হোসেন্ শাহ্ যখন গৌড়ের বাদ্‌শাহ্ হইলেন, তখন তিনি তাঁহার বেগমের অনুরোধে সুবুদ্ধি রায়কে জাতিভ্রষ্ট করেন। সুবুদ্ধি রায় কাশীর পণ্ডিতগণের নিকট প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা সুবুদ্ধি রায়কে তপ্তঘৃত পান করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা দেন। মহাপ্রভু যখন কাশীতে আসিলেন, তখন সুবুদ্ধি রায় মহাপ্রভুর নিকট আনুপূর্বিক সকল কথা বলিয়া নিজের কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পণ্ডিতগণের ঐ-সকল ব্যবস্থায় কোনও বাস্তব কল্যাণের সম্ভাবনা নাই জানাইয়া নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তনের উপদেশ করিলেন,—

"এক 'নামাভাসে' তোমার পাপ-দোষ যা'বে।
আর 'নাম' লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি॥"

—চৈ চঃ মঃ ২৫।১৯২-১৯৩

শ্রীসুবুদ্ধি রায় শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া সুতীব্র শ্রীহরি-ভজনময় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রভুর সহিত শ্রীবৃন্দাবনের 'দ্বাদশ-বন' ভ্রমণ করিলেন।

ষট্‌সপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

পুনরায় শ্রীনীলাচলে

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্যের সহিত 'পুরী'তে ফিরিয়া আসিলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীমহাপ্রভুর পুরীতে প্রত্যাগমনের সংবাদ শুনিয়া পুরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীশিবানন্দ সেনের সহিত একটী ভগবদ্ভক্ত কুক্কুরও পুরী-অভিমুখে আসিতেছিল। একদিন শ্রীশিবানন্দের ভৃত্য কুক্কুরটীকে রাত্রিতে আহার দিতে ভুলিয়া যাওয়ায় কুক্কুরটী কোথায় চলিয়া গেল—কেহই সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে ভক্তগণ পুরীতে পৌঁছিয়া মহাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—সেই কুক্কুরটী মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের সম্মুখে কিছু দূরে বসিয়া আছে। শ্রীমহাপ্রভু কুক্কুরটীকে নারিকেলশস্য প্রসাদ ফেলিয়া দিতেছেন এবং "রাম, কৃষ্ণ, হরি বল" বলিতেছেন। কুক্কুরটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত মহাপ্রসাদ পাইয়া পুনঃ-পুনঃ "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলিতেছিল। ইহা দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইলেন। শ্রীশিবানন্দ সেনও দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া কুক্কুরের নিকট নিজের অপরাধের

ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ইহার পর সেই কুক্কুরকে আর কেহ দেখিতে পাইলেন না। কুক্কুর সিদ্ধদেহ পাইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিল।

শ্রীরূপ গোস্বামি-পাদ শ্রীবৃন্দাবন-ধাম হইতে শ্রীপুরুষোত্তমে আসিয়া ঠাকুর শ্রীল হরিদাসের সহিত অবস্থান করিলেন। শ্রীরূপ-পাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে মহাপ্রভুর রথাগ্রে নৃত্যকালে 'কাব্যপ্রকাশে'র একটী বিরহ-শ্লোক * শ্রবণ করিয়াছিলেন। ঐ শ্লোকের গূঢ় তাৎপর্য একমাত্র শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামি-পাদই অবগত ছিলেন। শ্রীরূপপাদ মহাপ্রভুর শ্রীমুখে ঐ শ্লোক শুনিয়া তদনুরূপ একটী শ্লোক রচনা করিয়া ও উহা একটী তালপত্রে লিখিয়া নিজের বাসার চালে গুঁজিয়া রাখিয়া সমুদ্রস্নান করিতে গেলেন। সেই সময় অকস্মাৎ শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরূপের সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহার বাসায় আসিয়া চালে গোঁজা তালপত্রে একটী শ্লোক দেখিতে পাইলেন। শ্লোকটী দেখিয়াই মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হইলেন। এদিকে শ্রীল রূপপাদ সমুদ্র-স্নান করিয়া ফিরিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইলে শ্রীমহাপ্রভু স্নেহাধিক্যবশতঃ শ্রীরূপকে চাপড় মারিয়া কোলে করিয়া বলিলেন,—

"মোর শ্লোকের অভিপ্রায় না জানে কোন জনে।
মোর মনের কথা তুঞি জানিলি কেমনে ?"

—চৈঃ চঃ মঃ ১।৬৯

* যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিত-মালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

—কাব্যপ্রকাশ, ১ম উল্লাস

মহাপ্রভু শ্রীরূপকে বহুভাবে স্নেহকৃপা করিলেন এবং শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর নিকট শ্রীরূপপাদের রচিত এই শ্লোকটী * লইয়া গিয়া দেখাইলেন। শ্রীস্বরূপ বলিলেন,—"আপনার অন্তরের কথা শ্রীরূপ জানেন, সুতরাং শ্রীরূপ আপনার কৃপার ভাজন, অন্তরঙ্গ নিজজন। মহাপ্রভু বলিলেন যে, তিনি শ্রীরূপের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাতে সর্বশক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। শ্রীরূপই অপ্রাকৃত গূঢ়রসের বিচারে যোগ্য পাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ গোস্বামীকেও বলিয়া দিলেন,—"তুমিও তাঁহাকে গূঢ় রসের কথা বলিও।"

আর একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরায়রামানন্দ, শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য, শ্রীস্বরূপ গোস্বামি-প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীহরিদাস ঠাকুরের বাসায় গিয়া শ্রীরূপের সহিত মিলিত হইলেন; শ্রীরূপের কৃত "প্রিয়ঃ সোঽয়ং" ও "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী" † শ্লোক-দুইটীর প্রশংসা অতিশয় উল্লাসভরে করিতে লাগিলেন; প্রসঙ্গক্রমে শ্রীরূপের

* প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি! কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুর-মুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

—পদ্যাবলী, ৩৮৩

হে সহচরি! আমার সেই অতি প্রিয় কৃষ্ণ অদ্য কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইলেন, আমিও সেই রাধা; আবার আমাদের উভয়ের মিলন-সুখ তাহাই বটে; তথাপি বনমধ্যে ক্রীড়াশীল এই কৃষ্ণের মুরলীর পঞ্চমস্বরে আনন্দ-প্লাবিত কালিন্দীপুলিনগত বনের জন্য আমার চিত্ত স্পৃহা করিতেছে।

† তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী

'শ্রীললিত-মাধব' ও 'শ্রীবিদগ্ধ-মাধব' নাটক-দ্বয়ের মুখবন্ধাদি-শ্লোক শ্রবণ করিলেন। শ্রীরামানন্দরায় নাটক-দ্বয়ের অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচার করিয়া দুইটী নাটকই যে সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা জ্ঞাপন করিলেন।

'শ্রীভগবান্ আচার্য'-নামক এক সরল ব্রাহ্মণ পুরীতে মহাপ্রভুর নিকট থাকিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপাল ভট্টাচার্য কাশীতে মায়াবাদিগণের নিকট বেদান্ত পড়িয়া পুরীতে মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন। শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে বাহিরে শিষ্টাচার দেখাইলেও অন্তরে আদর করিলেন না।

চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥

—বিঃ মাঃ নাঃ ১।১৫

'কৃষ্ণ'—এই দুইটী বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানি না;—দেখ, যখন (নটীর ন্যায়) তাহা তুণ্ডে (মুখে) নৃত্য করে, তখন বহু তুণ্ড (মুখ) পাইবার জন্য রতি বিস্তার (অর্থাৎ আসক্তিবর্ধন) করে, যখন কর্ণকুহরে-প্রবেশ করে (অঙ্কুরিত হয়), তখন অর্বুদকর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়, যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে (সঙ্গিনীরূপে) উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে।

সপ্তসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

ছোট হরিদাস

একদিন শ্রীভগবান্ আচার্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তনীয়া ছোট হরিদাসকে শ্রীশিখিমাহিতির ভগিনী শ্রীমাধবীদেবীর নিকট গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য কিছু সূক্ষ্ম চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিতে বলিলেন। শ্রীমাধবীদেবী বৃদ্ধা, তপস্বিনী ও পরমা বৈষ্ণবী। শ্রীমহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে মাত্র সাড়ে তিন জন শ্রীরাধিকার গণ ছিলেন; এক—শ্রীস্বরূপ গোস্বামী, দুই—শ্রীরায়রামানন্দ, তিন—শ্রীশিখিমাহিতি এবং অর্ধেক—তাঁহার ভগিনী শ্রীমাধবীদেবী।

মধ্যাহ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীভগবান্ আচার্যের গৃহে আসিয়া ভোজন-কালে "এই উত্তম সূক্ষ্ম চাউল কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে?"—জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, ছোট হরিদাস ঐ চাউল শ্রীমাধবীদেবীর নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছেন। বাসায় ফিরিয়া আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগোবিন্দকে আদেশ করিলেন,—"ছোট হরিদাসকে এখানে আর আসিতে দিও না। তুমি আজ হইতে আমার এই আদেশ পালন করিবে।"

'দ্বার-মানা' হইয়াছে শুনিয়া শ্রীহরিদাস মনের দুঃখে উপবাসী থাকিলেন। 'শ্রীস্বরূপ গোস্বামিপাদ-প্রমুখ ভক্তগণ শ্রীহরিদাসের অপরাধের বিষয় জানিতে চাহিলে মহাপ্রভু বলিলেন,—

* * বৈরাগী করে' প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন ॥

দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারুপ্রকৃতি হরে' মুনেরপি মন ॥

—চৈঃ চঃ অঃ ২।১১৭-১১৮

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥ *

—ভাঃ ৯।১৯।১৭; মনুসংহিতা ২।২১৫; চৈঃ চঃ অঃ ২।১১৯

অন্যদিন শ্রীপরমানন্দপুরীপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীহরিদাসের প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্য অনুরোধ করিলে শ্রীমহাপ্রভু তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া 'পুরী' ত্যাগ করিয়া 'আলালনাথে'† গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পূর্ণ একবৎসর অতীত হইয়া গেল, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রসন্ন হইলেন না দেখিয়া শ্রীহরিদাস (ছোট) শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাপ্রাপ্তির সঙ্কল্প করিয়া প্রয়াগে আসিয়া 'ত্রিবেণী'র পুণ্যজলে দেহ ত্যাগ করিলেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত পরবর্তী চাতুর্মাস্যকালে পুরীতে আসিবার পর মহাপ্রভুর নিকট হরিদাসের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু "স্বকর্মফলভুক্ পুমান্" অর্থাৎ জীব স্বস্ব কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে,—এইমাত্র

---

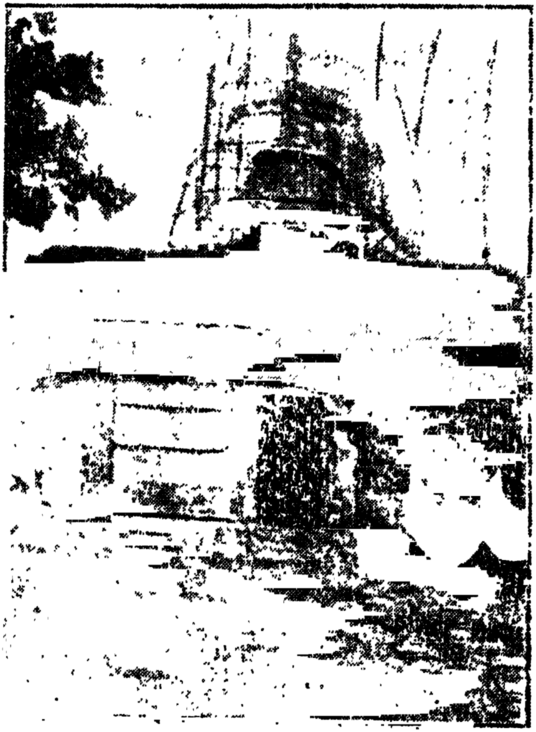
* মাতার সহিত, ভগ্নীর সহিত অথবা দুহিতার সহিত কখনও একাসনে থাকিবে না; কেন না, বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান্ পুরুষেরও মন আকর্ষণ করিতে পারে।

† 'আল্‌বর্‌নাথ'-শব্দের অপভ্রংশ—'আলালনাথ'। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ে প্রাচীন সিদ্ধপার্ষদ মহাপুরুষগণ 'আল্‌বর'-শব্দে অভিহিত হন। আল্‌বরগণের নাথ চতুর্ভুজ-বিষ্ণুমূর্তি শ্রীজনার্দন এস্থানে বিরাজিত আছেন। ১৪৩২ শকাব্দায় মহাপ্রভুর প্রথমবার এস্থানে পদার্পণ করেন। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে এস্থানে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা একটী শাখা মঠ স্থাপিত হইয়াছে।

ত্তর দিলেন। শ্রীশ্রীবাস তখন শ্রীহরিদাসের ত্রিবেণীতে দেহত্যাগের বৃত্তান্ত বলিলে মহাপ্রভু বলিলেন,—

"প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত।"

—চৈঃ চঃ অঃ ২।১৬৫



শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দির ; এইস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু পদার্পণ করিয়াছেন।

নিজ-জন শ্রীহরিদাসের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর দণ্ডবিধানরূ অমায়ায় দয়া ও শ্রীমহাপ্রভুর প্রতি শ্রীহরিদাসের সেবাবুদ্ধি

গাঢ় অনুরাগ কত অধিক পরিমাণে ছিল তাহা দেখাইবার জন্য প্রভু তাঁহার সামান্য ত্রুটিও সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। প্রভুর গাঢ় অনুরাগের পাত্র হইতে ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক শুদ্ধ ভজনেচ্ছু ভক্তেরই সকলপ্রকার ঐহিক ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত, নতুবা শ্রীগৌরহরি তাঁহাকে সেবক বলিয়া গ্রহণ করেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও শিক্ষা দিলেন যে, কেহ শ্রীপ্রয়াগাদি বিষ্ণুতীর্থে দেহ পরিত্যাগ করিলে অপরাধাদি হইতে মুক্ত হইয়া সদ্‌গতি লাভ করেন। লোকশিক্ষার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজভক্ত শ্রীহরিদাসকে প্রথমে গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু পরে তাঁহার মুখে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-সেবা স্বীকার করিয়া নিজভক্ত বলিয়াই তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। নিজপার্ষদভক্ত শ্রীহরিদাসের দণ্ডলীলাদ্বারা মহাপ্রভু গৃহত্যাগী সাধক বৈরাগীর আচার শিক্ষা দিয়াছেন। প্রচারকারী বৈষ্ণবাচার্যের আসন ও আচরণকারী ভক্তের আসন কিরূপ হওয়া উচিত, এই লীলাদ্বারা শ্রীমহাপ্রভু তাহা সর্বসাধারণকে উপদেশ দিয়াছেন। অসচ্চরিত্র ও গোপনে ব্যভিচার-পরায়ণ বৈষ্ণববেষধারী ব্যক্তিগণকে দেখিয়া যাঁহারা তাহাদিগকে মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব মনে করেন, তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা মহাপ্রভুর নিজপার্ষদ ছোট হরিদাসের দণ্ডলীলাদ্বারা সংশোধিত হওয়া উচিত।

যেখানে পাপ, সেখানে কোনও বিষ্ণু-সম্বন্ধ নাই; যদি বা দৈবাৎ পাপ হইয়া যায়, তাহাতে বিষ্ণুভক্তের আদর হয় না। লৌকিক-শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিরও পাপ করিতে গেলে মনে কশাঘাত

লাগে,—বিষ্ণু ইহাতে সুখী হইবেন না ; তখন তিনি আর পাপ করেন না, শীঘ্রই পাপ ছাড়িয়া দিয়া শ্রদ্ধাবান্ হইয়া যা'ন। সুতরাং যাঁহার শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তে পাপ থাকিতেই পারে না।

শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা,* যাহা শুদ্ধা ভক্তির কারণ, সেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তের কোনওরূপ পাপ থাকিতে পারে না ; জ্ঞানমিশ্র সাধক-ভক্তের অধিকারোচিত দণ্ডদান ও দণ্ডস্বীকার—কল্যাণদায়ক ; এই দুইটী মহতী শিক্ষা নিজপার্ষদ ভক্ত ছোট হরিদাসের প্রতি দণ্ড-লীলার দ্বারা মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন। মুমুক্ষু-সাধকোচিত-শিক্ষা কিন্তু জাতভাব ব্যক্তির উপর আরোপ করিলে অপরাধভাজন হইয়া চিরতরে ভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে। শ্রীরূপগোস্বামি-পাদ বলিয়াছেন,—জাতভাব ব্যক্তিতে যদি (বাহ্য দুরাচারতারূপ) বৈগুণ্যবৎ কিছু দেখাও যায়, তথাপি তাহাতে অসূয়া করিবে না, যেহেতু তিনি তাহাতে নির্লিপ্ত থাকেন, সুতরাং ভাবলাভে সর্বতো-ভাবেই তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন। পূর্ণচন্দ্র বাহিরে মৃগচিহ্নে লাঞ্ছিত হইলেও কিন্তু কখনও অন্ধকারের নিকট পরাভূত হয় না, তদ্রূপ শ্রীভগবান্ হরিতে অনন্যচিত্ত মানবও বাহিরে অত্যন্ত দুরাচারতা-শীল বলিয়া দেখা গেলেও কিন্তু অন্তর্বিরাজমান ভক্তিবলে অন্যান্য লোকগণকে পরাভব করিয়াই শোভা বিস্তার করেন।

* শাস্ত্র বহির্মুখ মানবজাতির জন্য যে নিত্য শাসন বিধান করিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃঢ় অবিচলিত বিশ্বাসযুক্ত শাস্ত্রার্থাবধারণজাত শ্রদ্ধা বা 'শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা'।

† ভঃ রঃ সিঃ ১।৩।৫৯-৬০।

অষ্টসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ

শ্রীনীলাচলে বিবিধ-শিক্ষা-প্রচার

[১]

'পুরী'তে কোনও সুন্দরী বিধবা ব্রাহ্মণ-যুবতীর একটী অতি সুদর্শন পুত্রকে প্রতিদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে আসিতে দেখিয়া এবং মহাপ্রভু ঐ বালককে স্নেহ করেন দেখিয়া শ্রীদামোদর পণ্ডিত * মহাপ্রভুকে কহিলেন,—"এই বালককে আদর করিলে লোকে আপনার চরিত্রের প্রতি সন্দেহ করিবে।" এই কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন শ্রীদামোদরকে নবদ্বীপে শ্রীশচী-মাতার তত্ত্বাবধানের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ইহার দ্বারা মহাপ্রভু জানাইলেন যে, সাধক জীবের জন্য যে শাসনের প্রয়োজন, সিদ্ধ-পুরুষ বা ভগবান্‌কে সেইরূপ শাসনের অধীন করিলে তাহা কেবল নিজের ভ্রম নহে, পরন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার চরণে অপরাধ করা হয়।

অধিকারী বৈষ্ণবের না বুঝি' ব্যবহার।
যে-জন নিন্দয়ে, তা'র নাহিক নিস্তার॥
অধম জনের যে আচার, যেন ধর্ম।
অধিকারী বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম॥
কৃষ্ণকৃপায় সে ইহা জানিবারে পারে।
এ-সব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে॥

—চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।৩৮৭-৩৮৯

---

* শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীদামোদর পণ্ডিত—দুইজন পৃথক্ ব্যক্তি। এই দুই জনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত।

[২]

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীমথুরামণ্ডল হইতে 'ঝারিখণ্ডে'র বনপথে 'পুরী'তে আসিলেন। কৃষ্ণ-বিরহের আতিশয্যে তিনি রথচক্রের নীচে পড়িয়া শরীর পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, শুনিতে পাইয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—"দেহত্যাগে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না, ভজনেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়—অহৈতুকী ভক্তি।"

মহাপ্রভু সাধক-জীবের জন্য এই শিক্ষা দিলেও প্রেমী ভক্ত শ্রীসনাতনের দেহত্যাগের তাৎপর্য উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—

গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন।
তা'তে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ॥

—চৈঃ চঃ অঃ ৪।৬২

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই প্রসঙ্গে জীবের জন্য আরও অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—

নীচ-জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥

—চৈঃ চঃ অঃ ৪।৬৬-৬৮

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীসনাতনের দ্বারা ভক্তিশাস্ত্র-প্রচার ও শ্রীবৃন্দাবনের গুপ্ত-তীর্থ-উদ্ধার-প্রভৃতি অনেক লোকহিতকর কার্য

করিবেন—জানাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে সেই বৎসর শ্রীক্ষেত্রে থাকিয়া পরের বৎসর শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার জন্য আদেশ করিলেন।

[৩]

শ্রীহট্ট-নিবাসী শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট শ্রীকৃষ্ণ-কথা শুনিবার ইচ্ছা করিলে, শ্রীগৌরহরি তাঁহাকে শ্রীরামানন্দ-রায়ের নিকট পাঠাইলেন। শ্রীরামানন্দের গৃহে গমন করিয়া শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র জানিতে পারিলেন যে, শ্রীরামানন্দপ্রভু যুবতী দেবদাসীগণকে নির্জন উদ্যানে তাঁহার নিজের রচিত 'শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ-নাটকের গীত ও নৃত্য শিক্ষা দিতেছেন। শ্রীরামানন্দ রায় ছিলেন—শ্রীব্রজলীলায় শ্রীমতীর নিজ-জন। শ্রীগৌরলীলায় তিনি পরমমুক্ত বিজিতেন্দ্রিয়-শিরোমণির আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সাধারণ সাধকজীব ছিলেন না। কিন্তু শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র তাহা বুঝিতে না পারিয়া শ্রীরামানন্দের ঐরূপ ব্যবহারের কথা শুনিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দের পরম মহত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রের ভ্রান্তি দূর করিলেন। অতঃপর মিশ্র পুনরায় শ্রীল রায়রামানন্দের নিকট গিয়া অনেক তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ করিলেন।

[৪]

মহাপ্রভু যে-কোন প্রাকৃত কবি বা সাহিত্যিকের কবিতা বা গীত-নাটকাদি শ্রবণ করিতে পারিতেন না। যে-সকল কবিত্বে ও সাহিত্যে তত্ত্ববিরোধ ও রসের বিপর্যয় আছে, তাহা মহাপ্রভুর

নিকট বড়ই অপ্রীতিকর ও অসহনীয় হইত। যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত, তাঁহারাই এই কথার মর্ম ভালরূপে বুঝিতে পারিবেন। তাঁহারাও যে-কোন কবির তত্ত্ববিরোধ ও রসাভাস-দুষ্ট কাব্য, গান ও সাহিত্য কখনও শুনিতে পারেন না, তাহা তাঁহাদের নিকট অসহনীয় হয়; অথচ ইহা সাধারণ লোকের বোধগম্য হয় না।

প্রথমে শ্রীস্বরূপদামোদর পরীক্ষা করিয়া দিলে পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা শ্রবণ করিতেন। বঙ্গদেশীয় এক কবি মহাপ্রভুর লীলা-সম্বন্ধে একখানি নাটক রচনা করিয়া মহাপ্রভুকে শ্রবণ করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে প্রথমে শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিপ্রভু তাহা শ্রবণ করিলেন। সভাস্থ সকলেই সেই নাটকের প্রশংসা করিলেন; কিন্তু শ্রীস্বরূপদামোদর-প্রভু তাহাতে মায়াবাদ-দোষ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন,—"তিনিই শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলা বর্ণন করিতে পারেন, যিনি শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদপদ্মকে জীবনের একমাত্র সম্বল করিয়াছেন। তাহা বর্ণন করিবার যোগ্যতা গ্রাম্য কবি ও সাধারণ সাহিত্যিকের হয় না।"

আধুনিক কালে অনেকের ধারণা—লৌকিক সাহিত্য ও কাব্য-রচনায় পারদর্শী ব্যক্তিরই শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলা বর্ণন করিবার যোগ্যতা হয়। কিন্তু শ্রীমহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীস্বরূপদামোদর আমাদিগকে জনোইয়াছেন যে, মহতের আনুগত্য ও একান্তভাবে শ্রীচৈতন্যের শ্রীচরণ আশ্রয় না করিয়া এবং সর্বক্ষণ প্রীতি ও আবেশের সহিত শ্রীচৈতন্য-ভক্তগণের সঙ্গ না করিয়া শ্রীচৈতন্য বা শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে সাহিত্য ও গ্রন্থাদি রচনা

করিবার চেষ্টা কেবল ধৃষ্টতা নহে,—তাহাতে শিব গড়িতে বানরই গঠিত হইয়া পড়ে। *

শ্রীস্বরূপদামোদরের এই উপদেশে সেই কবি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ভগবদ্ভক্তগণের চরণে আত্ম-সমর্পণ ও মহাপ্রভুর শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া পুরীতে বাস করিতে লাগিলেন।

[৫]

শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীকৃষ্ণবিরহ-ব্যকুলতা ক্রমশঃই তীব্র হইতে তীব্রতর-রূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই অবস্থায় শ্রীরায়-রামানন্দের শ্রীকৃষ্ণকথা ও শ্রীস্বরূপের কীর্তনই মন্মহাপ্রভুর একমাত্র জীবাতু হইল।

এদিকে মহাপ্রভুর শিক্ষানুযায়ী শ্রীরঘুনাথ দাস গৃহে ফিরিয়া গিয়া বাহিরে বিষয়ী লোকের মত ব্যবহার করিতে লাগিলেন; কিন্তু অন্তরে কৃষ্ণ-সেবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন। 'সপ্তগ্রামে'র কোন মুসলমান জমিদার নবাবের উজীরের সাহায্যে হিরণ্য ও গোবর্ধন দাসকে নির্যাতন করিবার ইচ্ছা করিলে তাঁহারা পলায়ন করিলেন। শ্রীরঘুনাথের বুদ্ধিবলে তাঁহাদের সেই উৎপাত মিটিয়া গেল। শ্রীরঘুনাথ নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভুর নিকট চলিয়া আসিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি 'পানি-হাটী'তে গিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং প্রভুর আজ্ঞায় তথায় এক 'দধি-চিঁড়া-মহোৎসব' করিলেন। সেই

* চৈঃ চঃ অঃ ৫।৯১-১৫৮

মহোৎসবের পরদিন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীরঘুনাথকে কৃপা করিয়া শ্রীচৈতন্যচরণ-প্রাপ্তির জন্য আশীর্বাদ করিলেন।

শ্রীরঘুনাথ দাস একদিন রাত্রিতে কোন কার্যচ্ছলে শ্রীযদুনন্দন আচার্যের গৃহে আসিলেন এবং তাঁহার সহিত কিছুদূর গিয়া একাকী গুপ্তপথে বার দিনে পুরীতে পৌঁছিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রণত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে 'স্বরূপের রঘু' এই নাম দিয়া শ্রীস্বরূপ-গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। শ্রীরঘুনাথ পাঁচ দিন মহাপ্রভুর অবশেষ-প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেন। পরে তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারে অযাচক-বৃত্তি * অবলম্বন করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথের এই বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—

বৈরাগীর কৃত্য—সদা নাম-সংকীর্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

—চৈঃ চঃ অঃ ৬।২২৬-২২৭

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশ প্রত্যেক হরিভজনকারী ব্যক্তিরই বিশেষভাবে পালনীয়। শ্রীল রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট কিছু

---

* নিজে যাচ্ঞা করিবার পরিবর্তে কেহ নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু দিবেন, সেই আশায় বসিয়া থাকিয়া ভিক্ষা করাকে 'অযাচক-বৃত্তি' বলে।

উপদেশ শ্রবণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু 'রাগানুগ' * ভক্তের পালনীয় আচার সংক্ষেপে নির্দেশ করিলেন,—

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে ।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ॥
অমানী, মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে ॥

—চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৩৬-২৩৭

শ্রীগোবর্ধন দাস পুত্রের সংবাদ পাইয়া পুরীতে শ্রীরঘুনাথের নিকট লোক ও অর্থ পাঠাইলেন ; শ্রীরঘু তাঁহাদের নিকট হইতে কোন স্থূল অর্থ গ্রহণ করিলেন না । প্রতিমাসে মহাপ্রভুকে দুই-বার নিমন্ত্রণ করিবেন, এইজন্য শ্রীরঘুনাথ উক্ত প্রেরিত অর্থের কিয়দংশ গ্রহণ করিলেন ; কিন্তু বিষয়ীর দ্রব্য গ্রহণে মহাপ্রভুর প্রীতি হয় না, অথচ নিমন্ত্রণকারীর কেবল সম্মান-লাভই ফল হয়, —এই বিচার করিয়া অবশেষে গোবর্ধনের অর্থের দ্বারা মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ-সেবাও পরিত্যাগ করিলেন ।

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন ।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥

—চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৭৮

কিছুদিন পরে শ্রীরঘুনাথ সিংহদ্বারে অযাচক-বৃত্তিও পরিত্যাগ করিয়া মাধুকরী ভিক্ষা স্বীকার করিলেন । ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—

* 'রাগানুগ'—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ সেবক শ্রীব্রজগোপী, শ্রীশ্রীনন্দ-যশোদা, শ্রীসুদাম-শ্রীদাম বা শ্রীরক্তক-পত্রক-চিত্রকের শ্রীকৃষ্ণসেবার প্রকারে লুব্ধ হইয়া তাঁহাদের অনুগতভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতে অনুরাগী হ'ন ।

"সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি—বেশ্যার আচার।"

—চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৮৪

বেশ্যাকে যদ্রূপ পরপুরুষের আশায় দ্বারে অপেক্ষা করিতে হয়, ভিক্ষাপ্রাপ্তির লোভে সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকাও তদ্রূপই।

শ্রীরঘুনাথ মাধুকরী ভিক্ষা করিতেছেন শুনিয়া এবং শ্রীরাধা-কৃষ্ণের রাগময়ী সেবায় তাঁহার রুচি দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার নিজের শ্রীগুঞ্জামালা ও শ্রীগোবর্ধন-শিলা শ্রীরঘুনাথকে দান করিলেন। ইহার পর শ্রীরঘুনাথ পথে পরিত্যক্ত ও পর্যুষিত (বাসি) শ্রীমহাপ্রসাদ জলে-ধৌত করিয়া তাহাই গ্রহণ করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীস্বরূপদামোদর ইহাঁতে অধিক সন্তুষ্ট হইয়া একদিন শ্রীরঘুনাথের নিকট হইতে সেই মহাপ্রসাদ বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়া আস্বাদন করিলেন।

উনাশীতিতম পরিচ্ছেদ

'পুরী'তে শ্রীবল্লভ ভট্ট

শ্রীবল্লভ ভট্ট একবার রথযাত্রার পূর্বে পুরীতে আসিয়া শ্রীগৌর-সুন্দরের চরণে প্রণত হইলেন। শ্রীবল্লভ ভট্ট শ্রীগৌরসুন্দরকে বলিলেন,—"কলিকালের ধর্ম—কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন; কৃষ্ণশক্তি স্বরূপশক্তি শ্রীরাধা বা তাঁহার গণ-ব্যতীত অপর কেহই তাহা প্রচার করিতে পারেন না। আপনি কৃষ্ণশক্তিধর; তজ্জন্য অদ্য

আপনার কৃপায় জগতে শ্রীকৃষ্ণনাম প্রকাশিত হইতেছে।" শ্রীমন্মহাপ্রভু দৈন্যভরে নিজের অযোগ্যতা-প্রকাশপূর্বক শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভৃতি ভক্তগণের মহিমা কীর্তন করিয়া শ্রীবল্লভ ভট্টের নিকট আত্মগোপন করিলেন।

আর একদিন শ্রীবল্লভ ভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া বলিলেন যে, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের একটী টীকা রচনা করিয়াছেন এবং তাহাতে শ্রীকৃষ্ণনামের বহুপ্রকার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবল্লভ ভট্টের হৃদয়ের যশোলিপ্সা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—"আমি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ স্বীকার করি না। শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীযশোদানন্দন,—এই মাত্র জানি।" শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্যও শ্রীবল্লভ ভট্টের নানাপ্রকার তত্ত্ববিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিলেন। একদিন শ্রীবল্লভ ভট্ট শ্রীমৎ-অদ্বৈতাচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জীব—প্রকৃতি, আর কৃষ্ণ—পতি। অতএব পতিব্রতা-স্বরূপ জীব কিরূপে অপরের নিকট পতিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিতে পারে?" শ্রীঅদ্বৈতাচার্য বল্লভ ভট্টকে সাক্ষাদ্ 'ধর্মবিগ্রহ' শ্রীমহাপ্রভুর নিকট এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। ভট্টের প্রশ্নোত্তরে শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন,—"স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালন করাই পতিব্রতার ধর্ম, পতি যখন নিরন্তর তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে বলিয়াছেন, তখন পতিব্রতা তাঁহার স্বামীর আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারেন না।"

আর এক দিন বৈষ্ণব-সভায় শ্রীবল্লভ ভট্ট মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া বলিলেন যে, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীশ্রীধরস্বামীর টীকা

খণ্ডন করিয়া একটী নূতন ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। ইহা শুনিয়া শ্রীমহাপ্রভু রহস্যচ্ছলে শ্রীবল্লভ ভট্টের ঐরূপ কার্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—

* * 'স্বামী' না মানে যে জন।
বেশ্যার ভিতরে তা'রে করিয়ে গণন॥

—চৈঃ চঃ অঃ ৭।১১১

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবল্লভ ভট্টকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন,—"জগদ্গুরু শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের প্রসাদেই আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য জানিতে পারি। তিনি—ভক্তির একমাত্র রক্ষক। গুরুর উপরে গুরুগিরি করিতে যাওয়া ভীষণ অপরাধ। শ্রীশ্রীধরস্বামীর অনুগত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা কর, অভিমান ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর, অপরাধ ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন কর, তবেই শ্রীকৃষ্ণ চরণ লাভ করিতে পারিবে।" কিছুদিন পরে শ্রীমহাপ্রভুর অনুমতি লাভ করিয়া শ্রীবল্লভ ভট্ট শ্রীল গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী হইতে কিশোরগোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীবল্লভ ভট্টের ন্যায় পণ্ডিত, বুদ্ধিমান ও সর্ববিষয়ে সুযোগ্য ব্যক্তিরও শ্রীল শ্রীধরস্বামীকে 'মায়াবাদী' বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। বস্তুতঃ শ্রীস্বামিপাদ মায়াবাদী নহেন—তিনি 'ভক্ত্যেকরক্ষক জগদ্গুরু' পরম বৈষ্ণব।

অশীতিতম পরিচ্ছেদ

রামচন্দ্র পুরী

রামচন্দ্র পুরী-নামক এক সন্ন্যাসী নিজেকে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী পাদের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতেন, বস্তুতঃ তাঁহার শুদ্ধভক্তির কোন বিচার ছিল না। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ অন্তর্ধানকালে শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তন করিতে করিতে প্রেমে ক্রন্দন করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া রামচন্দ্র পুরী শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী-পাদকে বলিলেন,—"আপনি ব্রহ্মবিৎ হইয়া কেন শোকমোহ-গ্রস্তের ন্যায় এরূপ ক্রন্দন করিতেছেন?" শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ ইহাতে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া রামচন্দ্রকে ত্যাগ করিলেন।

রামচন্দ্র পুরী শ্রীনীলাচলে আসিয়া ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের নিন্দা আরম্ভ করিয়া দিলেন। "মহাপ্রভু নানা উপচারে ভূরিভোজন করেন, মিষ্টদ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন, সুতরাং তিনি সন্ন্যাসের বিধি পালন করেন না।"—এইরূপ নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। একদিবস প্রাতঃকালে রামচন্দ্রপুরী শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাসস্থানে আসিয়া দেখিলেন, কতকগুলি পিপীলিকা শ্রেণীবদ্ধভাবে তথায় বিচরণ করিতেছে। ইহা দেখিয়াই মণিময় মন্দিরমধ্যে পিপীলিকার ছিদ্র-দর্শনের ন্যায় স্বাভাবিক ছিদ্রানুসন্ধিৎসু রামচন্দ্র পুরী মহাপ্রভুকে বলিতে লাগিলেন,—"রাত্রিকালে এই স্থানে নিশ্চয়ই ইক্ষুজাত গুড় ছিল, তজ্জন্যই পিপীলিকা-সকল বিচরণ করিতেছে।

অহো! বিরক্ত সন্ন্যাসিগণেরও কি এইরূপ ইন্দ্রিয়-লালসা!” এই কথা বলিয়াই রামচন্দ্র পুরী সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু সেই দিন হইতে তাঁহার দৈনিক আহারের পরিমাণ খুব কমাইয়া ফেলিলেন।

রামচন্দ্র পুরী বিশেষ কুটিলস্বভাব ব্যক্তি ছিলেন। তিনি লোককে নিজেই অনুরোধ করিয়া অধিক ভোজন করাইতেন, আবার নিজেই তাহাকে ‘অত্যাহারী’ বলিয়া নিন্দা করিতেন। মহাভাগবত গুরুদেব শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের উপেক্ষার ফলে রামচন্দ্র পুরীর ভগবচ্চরণে অপরাধ করিবার দুর্বুদ্ধি জাগিল।

গুরু উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর-পর্যন্ত অপরাধ ঠেকয় ॥

—চৈঃ চঃ অঃ ৮।৯৭

রামচন্দ্র পুরী ও অমোঘের ন্যায় চিত্তবৃত্তি আমাদের অনেকেরই আছে। আমরা অনেক-সময় ভগবান্ ও মহাভাগবত বৈষ্ণবকেও কাম-ক্রোধ-লোভের অধীন ক্ষুদ্র সাধকজীবের ন্যায় মনে করিয়া তাঁহাদের আহার, বিহারাদির নিন্দা করিয়া থাকি। শ্রীগৌরসুন্দর এই লীলাদ্বারা আমাদের এই দুর্বুদ্ধিকে শাসন করিয়াছেন।

একাশীতিতম পরিচ্ছেদ

শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক

শ্রীভবানন্দ রায়ের পুত্র * ও শ্রীরায়রামানন্দের ভ্রাতা—শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক তখন উৎকলাধিপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অধীনে মেদিনীপুরের ('মালজাঠ্যা দণ্ডপাটে'র) ভূসম্পত্তিরক্ষক ও রাজস্ব-আদায়ের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীগোপীনাথ রাজ-কোষের কিছু অর্থ নষ্ট করায় ও অন্যভাবে যুবরাজের অপ্রীতি-ভাজন হওয়ায় যুবরাজ শ্রীগোপীনাথের প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। শ্রীমহাপ্রভুকে গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করেন এবং শ্রীরায়রামানন্দও মহাপ্রভুর বিশেষ আদরের পাত্র ;—ইহা জানিয়া কতিপয় ব্যক্তি শ্রীগোপীনাথের প্রাণরক্ষার্থ রাজাকে অনুরোধ করিবার জন্য শ্রীমহাপ্রভুর নিকট আসিলেন। ইহাতে শ্রীমহাপ্রভু ঐরূপ বিষয়-কথায় তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই জানাইয়া শ্রীগোপীনাথকে তিরস্কার করিলেন। পরে আরও কতিপয় ব্যক্তি আসিয়া সবংশে গোপীনাথের বন্ধনের কথা জানাইলে মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,— "তোমরা কি বলিতে চাহ যে, আমি রাজার নিকটে গিয়া গোপীনাথের বংশের জন্য আঁচল পাতিয়া অর্থ ভিক্ষা করিব ?"

* শ্রীভবানন্দ রায়ের পাঁচ পুত্র—(১) শ্রীরামানন্দ রায়, (২) শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক, (৩) শ্রীকলানিধি, (৪) শ্রীসুধানিধি ও (৫) শ্রীবাণীনাথ।

কিছুক্ষণ পরে "গোপীনাথকে প্রাণদণ্ডের জন্য খড়োর উপরে পাতিত করা হইতেছে।"—এইরূপ সংবাদ আসিল। মহাপ্রভুকে এই কথা জানাইলেও তিনি বলিলেন,—"আমি ভিক্ষুক ব্যক্তি, আমি কি করিব? তোমরা এই কথা শ্রীজগন্নাথকে জানাও।"

এদিকে শ্রীহরিচন্দন মহাপাত্র মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের নিকট গিয়া শ্রীগোপীনাথের প্রাণ ভিক্ষা করিলে শ্রীপ্রতাপরুদ্র বলিলেন যে, তিনি এইসকল কথা কিছুই শুনেন নাই। যাহাতে শ্রীগোপীনাথের প্রাণরক্ষা হয়, তজ্জন্য শীঘ্র ব্যবস্থা করা উচিত। ইহাতে শ্রীহরিচন্দন যুবরাজকে বলিয়া শ্রীগোপীনাথের প্রাণ রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

অনন্তর মহাপ্রভু রাজদণ্ড-বিষয়ক সংবাদদাতাকে শ্রীগোপীনাথের তৎকালের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে যখন যুবরাজের লোক শ্রীগোপীনাথকে রাজদ্বারে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন শ্রীগোপীনাথ দুই হস্তের করে সংখ্যা রাখিয়া নির্ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র কীর্তন করিতেছিলেন। এই কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্তরে সন্তুষ্ট হইলেন।

শ্রীকাশীমিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিলে মহাপ্রভু বলিলেন যে, তিনি 'শ্রীআলালনাথে' চলিয়া যাইবেন; পুরীতে থাকিয়া আর বিষয়ীর ভাল-মন্দ-কথা শুনিতে চাহেন না।

ইহা শুনিয়া শ্রীকাশীমিশ্র মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধরিয়া সকাতর নিবেদন করিলেন যে, শ্রীরামানন্দের অনুজ শ্রীগোপীনাথ কখনই

শ্রীমহাপ্রভুর নিকট নিজের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে অনুরোধ করিবার কোন কথা বলেন নাই। মহাপ্রভুর দ্বারা নিজের কোনপ্রকার সেবা করাইয়া লওয়া শ্রীগোপীনাথের উদ্দেশ্য নহে; তবে তাঁহার হিতৈষীগণ শ্রীগোপীনাথকে শ্রীমহাপ্রভুর শরণাগত ভক্ত জানিয়া ও তাঁহার নিধনের উদ্যোগ দর্শন করিয়া শ্রীগোপীনাথের প্রাণরক্ষার জন্য মহাপ্রভুকে জানাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীগোপীনাথ শুদ্ধভক্তের স্বভাব শ্রবণ করিয়াছেন,—

সেই 'শুদ্ধ ভক্ত, যে তোমা ভজে তোমা লাগি'।
আপনার সুখ-দুঃখে নহে ভোগ-ভাগী॥
তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাৎ মিলে তাঁ'রে তোমার চরণ॥

—চৈঃ চঃ অঃ ৯।৭৫-৭৬

শ্রীকাশীমিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিলেন যে, কেহই তাঁহাকে কখনও কোন বিষয়ীর কথা শুনাইবেন না। তিনি কৃপাপূর্বক পুরীতেই অবস্থান করুন।

এদিকে কাশীমিশ্রের সহিত শ্রীপ্রতাপরুদ্রের সাক্ষাৎকার হইলে মিশ্র শ্রীপ্রতাপরুদ্রের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর পুরী পরিত্যাগ করিয়া 'আলালনাথে' যাইবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্র বড়ই ব্যথিত হইয়া মিশ্রকে অনুরোধ করিলেন, যাহাতে শ্রীমহাপ্রভু কোনরূপে পুরী ত্যাগ না করেন, তজ্জন্য সর্বতোভাবে প্রযত্ন করিতে হইবে। শ্রীমহাপ্রভু ব্যতীত রাজ্য, ঐশ্বর্য্য কিছুরই মূল্য নাই।

মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীকাশীমিশ্রকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীভবানন্দরায়ের গোষ্ঠীর প্রতি তাঁহার (রাজার) স্বাভাবিক-প্রীতির কথাও জ্ঞাপনের জন্য অনুরোধ করিলেন। এদিকে যুবরাজ শ্রীগোপীনাথকে ডাকাইয়া তাঁহাকে সমস্ত দায় হইতে অব্যাহতি দিলেন এবং তাঁহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপ্রতাপরুদ্রের দৈন্য ও ঔদার্যের কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। শ্রীল ভবানন্দ রায় পঞ্চ পুত্রের সহিত মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইয়া বলিলেন,—"জাগতিক মহাবিপৎ হইতে রক্ষা পাওয়াই শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপার মুখ্যফল নহে, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রীতিই তাঁহার অকপট-কৃপার ফল। শ্রীরামানন্দরায় ও শ্রীবাণীনাথ মহাপ্রভুর সেইরূপ **শুদ্ধকৃপা** লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐরূপ কৃপা আমি কবে লাভ করিতে পারিব ?"

কিন্তু তোমার স্মরণের নহে এই 'মুখ্যফল'।
'ফলাভাস' এই, যা'তে 'বিষয়' চঞ্চল ॥
রামরায়ে, বাণীনাথে কৈলা 'নির্বিষয়'।
সেই কৃপা আমাতে নাহি, যা'তে ঐছে হয় ॥
শুদ্ধকৃপা কর', গোসাঞি, **ঘুচাহ 'বিষয়'**।
নির্বিণ্ণ হইনু, মোতে 'বিষয়' না হয় ॥

—চৈঃ চঃ অঃ ৯।১৩৭-১৩৯

দ্ব্যশীতিতম পরিচ্ছেদ

'শ্রীরাঘবের ঝালি'

গৌড়ীয় ভক্তগণ রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য পুনরায় পুরীতে যাত্রা করিলেন। 'পানিহাটী'র শ্রীমদ্ রাঘব পণ্ডিত তাঁহার ভগ্নী শ্রীদময়ন্তীর নির্মিত নানাপ্রকার প্রভুপ্রিয় খাদ্য পেটরা বা ঝুড়িতে ভরিয়া শ্রীমহাপ্রভুর সেবার জন্য পুরীতে লইয়া আসিলেন। ইহাই 'রাঘবের ঝালি' নামে প্রসিদ্ধ।

বৈষ্ণবগৃহিণী ও মহিলাগণ দূর হইতে এইরূপ ভাবে মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। তাঁহারা প্রত্যেক বৎসর রথযাত্রার পূর্বে পুরীতে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী শ্রবণ করিয়া যাইতেন এবং সম্বৎসর গৃহে অবস্থান করিয়া সর্বক্ষণ শ্রীমহাপ্রভুর সুখানুসন্ধান-স্মৃতিতে বিভাবিত থাকিয়া মহাপ্রভুর প্রিয় ভোজ্য-সামগ্রী-সমূহ সংগ্রহ ও প্রস্তুত করিতেন। অতএব গৃহে অবস্থান করিলেও তাঁহাদের গৃহ গোলোকের স্মৃতিতে উদ্ভাসিত থাকিত। তাঁহাদের সংসার —শ্রীকৃষ্ণেরই সংসার। দেহ-সম্পর্কীয় পতি, পুত্র বা পরিবার-পরিজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান, আহারের সংস্থান, তাহাদের বিলাসোপকরণ-সংগ্রহ, বহির্মুখ-সামাজিকতা ও লৌকিকতা পালন করিয়া যাঁহারা মায়ার সংসার করেন: তাঁহাদের সংসার হইতে বৈষ্ণবগৃহস্থ ও বৈষ্ণবের সহধর্মিণীগণের সংসার যে সম্পূর্ণ পৃথক্, তাহা আমরা গৌড়ীয় ভক্তগণের আদর্শে দেখিতে পাই। বৈষ্ণব-গৃহস্থগণ মহাপ্রভুর সেবার জন্য গৃহে বাস করিতেন এবং চাতকের ন্যায় উৎকণ্ঠিত থাকিতেন,—কবে নীলাচলে গমন করিয়া

সাক্ষাৎ-ভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের সুখ বিধান করিবেন, তাঁহার উপদেশামৃত পান করিতে পারিবেন।

শ্রীদময়ন্তীদেবী মহাপ্রভুর সেবায় কিরূপ বাৎসল্যরসে আবিষ্ট হইয়া বিচিত্রতাপূর্ণ ঝালি সাজাইতেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থের অন্ত্যলীলার দশম পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়। আম্র-কাশন্দি, আদা-ঝাল-কাশন্দি, নেম্বু-আদা, আম্রকলি, আম্‌সি, আম্রখণ্ড, তৈলাম্র, আমসত্ত্বা, পুরাণ সুখ্‌তা, ধনিয়া-মৌহরীর তণ্ডুলদ্বারা চিনির পাক-করা নাড়ু, শুণ্ঠিখণ্ড, কোলিশুণ্ঠি, কোলিচূর্ণ, কোলিখণ্ড, শত-প্রকার আচার, নারিকেল-খণ্ড, গঙ্গা-জলী নাড়ু, চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার, চিরস্থায়ী ক্ষীরসার, মণ্ডাদি-বিকার, বিবিধপ্রকার অমৃত-কর্পূর, শালি-ধান্যের আতপ-চিড়া, ঘৃতভর্জিত হুড়ুম, শালিধান্যের তণ্ডুল-ভাজা-চূর্ণদ্বারা চিনির পাক-করা নাড়ু-প্রভৃতি শতশত ভোজ্য-দ্রব্য শ্রীরাঘবের নির্দেশানুসারে শ্রীদময়ন্তীদেবী পরম স্নেহ-ভক্তির সহিত প্রস্তুত করিয়াছিলেন। গঙ্গামৃত্তিকার পর্পটি ও অপর মৃৎপাত্রে চন্দনাদি পরিপূর্ণ করিয়া শ্রীরাঘব পরম যত্নের সহিত ঝালি সাজাইলেন এবং ঝালির মুখ বন্ধ করিয়া উহার উপর মোহর প্রদান করিলেন। এই ঝালির 'মুন্‌সিব' অর্থাৎ পরিদর্শক ও পরিচালক হইলেন—পানিহাটী-গ্রামবাসী শ্রীরাঘব পণ্ডিতের অনুগত শ্রীগৌরসেবাগত-প্রাণ 'শ্রীমকরধ্বজ কর'। তিনি সযত্নে ঝালি-রক্ষক হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সহিত মহার্তি-সহকারে নীলাচলের পথে চলিতেন।

ত্র্যশীতিতম পরিচ্ছেদ

‘শ্রীনরেন্দ্র-সরোবরে শ্রীচন্দন-যাত্রা’

পূর্বকালে ‘শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন’-নামক এক মহাসদ্‌গুণ-বিভূষিত বৈষ্ণব ভূ-পতি ছিলেন। ‘মালব’দেশের অন্তর্গত ‘অবন্তীপুরী’ তাঁহার রাজধানী ছিল। ইনি শ্রীজগন্নাথদেবের পরম ভক্ত ও সেবক ছিলেন। মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নকে শ্রীজগন্নাথদেব বৈশাখ-মাসের শুক্লপক্ষীয়া অক্ষয়তৃতীয়া-তিথিতে সুগন্ধ-চন্দনের দ্বারা তাঁহার শ্রীঅঙ্গ লেপন করিবার আদেশ করেন। জগতের লোক নিজের ভোগের জন্য কুক্কুর-শৃগালের ভক্ষ্য দেহে নানাপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য ও প্রসাধন-সামগ্রী ব্যবহার করিয়া থাকে। তদ্দ্বারা এই নশ্বর দেহেতে আসক্তি ও দেহারামতাই বর্ধিত হয়; এজন্য ভগবদ্‌ভক্ত-গণ ঐসকল দ্রব্য ভগবানের সেবায় নিয়োগ করিয়া অনায়াসে দেহাসক্তি ছেদন ও শ্রীভগবানে প্রীতি লাভ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

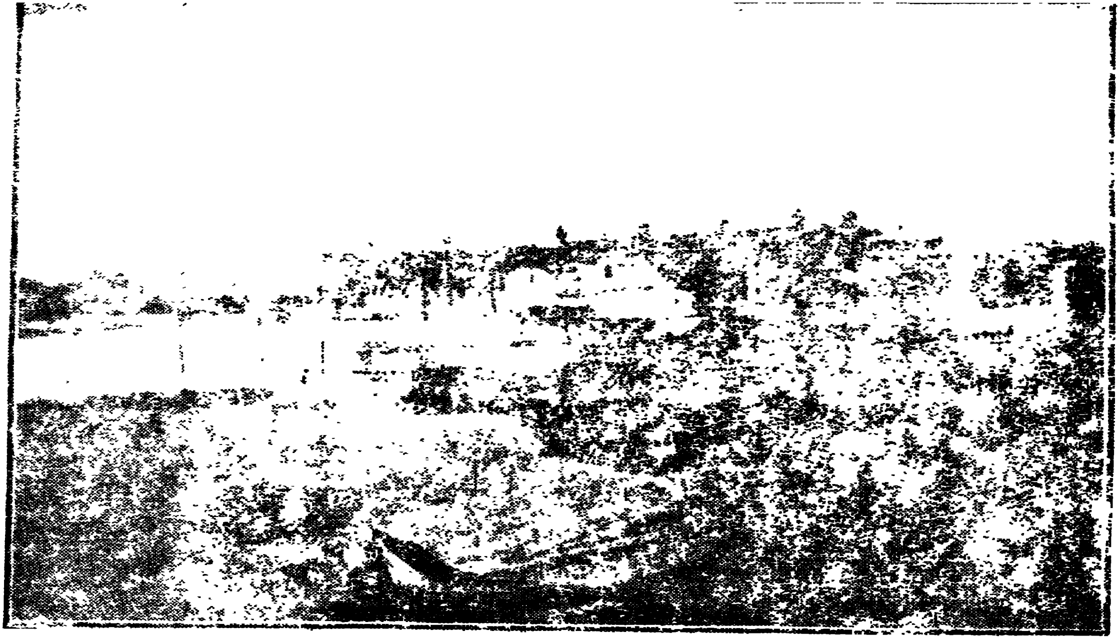
মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি শ্রীজগন্নাথদেবের এই আজ্ঞা অনুসরণ করিয়া এখনও ‘অক্ষয়-তৃতীয়া’ হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ-মাসের শুক্লা অষ্টমী-তিথি পর্য্যন্ত প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথদেবের বিজয়-বিগ্রহ-স্বরূপ শ্রীমদনমোহনকে শ্রীমন্দির হইতে বিমানে আরোহণ করাইয়া ‘শ্রীনরেন্দ্র-সরোবরে’র তীরে আনয়ন করা হয়। শ্রীমদনমোহন-দেব স্বীয় মন্ত্রী শ্রীলোকনাথ মহাদেবাদির সহিত

সরোবরে নৌকাবিলাস করেন। শ্রীমদনমোহনদেবের ‘শ্রীচন্দন-যাত্রা’ অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া শ্রীনরেন্দ্র-সরোবর ‘চন্দনপুকুর’-নামেও কথিত হয়।



শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর, পুরী ; এইস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণসহ জলকেলি করিতেন।

গৌড়ীয় ভক্তগণ ‘চন্দনযাত্রা’র দিনই শ্রীনীলাচলে আসিয়া পৌঁছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর পূর্বেই শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ-প্রমুখ গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচলাভিমুখে আগমনের সংবাদপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ‘কটক’ পর্য্যন্ত শ্রীমহাপ্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং ‘আঠারনালা’ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গৌড়ীয় ভক্তগণকে অভ্যর্থনা করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাদি গৌড়ীয়-গোষ্ঠী ও শ্রীগৌরসুন্দর-প্রমুখ নীলাচল-গোষ্ঠীর পরস্পর মিলনে মহানন্দ-সাগর উচ্ছলিত হইল। নৃত্য-গীত-সংকীর্তনের সহিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুকে অগ্রণী করিয়া ‘নরেন্দ্র-সরোবরে’র তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।



শ্রীনরেন্দ্র-সরোবর বা চন্দনপুকুর ; চন্দন-যাত্রাকালে এই সরোবরে শ্রীমদনমোহনের নৌকাবিলাস হয়।
শ্রীমন্মহাপ্রভু এইস্থানে ভক্তগণসহ জলকেলি করিয়াছিলেন।

তখন নরেন্দ্র-সরোবরে শ্রীমদনমোহনের নৌকাবিলাস হইতেছিল, সেই সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুও সরোবরের মধ্যে ভক্তগণের সহিত জলকেলি করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে নানাপ্রকার বাদ্যের ধ্বনি ও সংকীর্তনের মহাকোলাহল উপস্থিত হইল।

গৌড়দেশীয় ও উৎকলবাসী ভক্তগণ একযোগে সংকীর্তন করিতে লাগিলেন। জলকেলির পর শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণকে লইয়া শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে গেলেন। গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট অবস্থান করিয়া সর্বক্ষণ তাঁহার কথামৃত পান করিতে লাগিলেন।

চতুরশীতিতম পরিচ্ছেদ

সংকীর্তন-রাস-নৃত্য

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সংকীর্তনের 'পিতা' বা 'প্রবর্ত্তক' বলা হয়। বহুলোক মিলিত হইয়া যে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন, তাহাকেই 'সংকীর্তন' বলে। বহুলোকের মধ্যে শ্রীভগবানের মহিমা প্রচার ও শ্রীভগবদ্-ভজনের এইরূপ সহজ-পথ আর আবিষ্কৃত হয় নাই। সংকীর্তনের মধ্যে 'বেড়াসংকীর্তন' বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহাকে 'সংকীর্তন-রাস-নৃত্য' নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। শ্রীমন্দির বা কোনস্থান বেষ্টন করিয়া নৃত্য-সংকীর্তনকেই 'বেড়াসংকীর্তন' বলে।

শ্রীগৌরহরি নীলাচলে সাতটী সংকীর্তন-সম্প্রদায় রচনা করিয়া একদিন 'বেড়াসংকীর্ত্তন-নৃত্য আরম্ভ করিলেন। এক-এক সম্প্রদায়ে এক-এক জন নৃত্যকারী নির্ধারিত হইল। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ, পণ্ডিত শ্রীবক্রেশ্বর, শ্রীঅচ্যুতানন্দ, পণ্ডিত শ্রীশ্রীবাস, কুলীনগ্রামের শ্রীসত্যরাজ খান্ ও শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর—এই সাতজন সাতটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ে নৃত্য করিলেন। মহাপ্রভু এই সাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! প্রত্যেক সম্প্রদায়ই মনে করিলেন যে, একমাত্র তাঁহাদের গোষ্ঠীর মধ্যেই শ্রীমহাপ্রভু উপস্থিত আছেন। সমস্ত উৎকলবাসী এইরূপ অদ্ভুত সংকীর্ত্তন-রাস-নৃত্য দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। স্বয়ং মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র পরিজনসহ এই সংকীর্ত্তন-নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন। সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মহাপ্রভুর অষ্টসাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হইতে থাকিল। ক্ষণে-ক্ষণে শ্রীমহাপ্রভুর প্রেমানন্দ-সাগর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমহাপ্রভুকে ক্রমশঃ বাহ্যদশায় আনিবার জন্য ক্রমে ক্রমে মন্দস্বরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভু ক্রমে-ক্রমে বাহ্যদশা লাভ করিয়া ভক্তগণের সহিত সমুদ্র-স্নান করিতে গেলেন এবং তৎপরে ভক্তগণকে লইয়া মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন।

পঞ্চাশীতিতম পরিচ্ছেদ

'সেবা সে নিয়ম'

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রসাদ-সেবনের পর 'গম্ভীরা'র * দ্বারে আসিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। সেবক শ্রীগোবিন্দের একটী প্রাত্যহিক নিয়ম ছিল যে, যেই সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রসাদ সম্মান করিয়া বিশ্রাম করিতেন, শ্রীগোবিন্দ সেই সময় মহাপ্রভুর পাদ-সম্বাহন-সেবা করিতেন এবং মহাপ্রভু নিদ্রিত হইলে গোবিন্দ মহাপ্রভুর অবশেষ-** গ্রহণার্থ গমন করিতেন। সেইদিন মহাপ্রভু অত্যন্ত শ্রান্ত হওয়ায় গম্ভীরার সমস্ত দ্বার ব্যাপিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীগোবিন্দ ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রভুর পাদসেবন করিতে না পারায় প্রভুকে কিঞ্চিৎ পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক গমনের স্থান প্রদান করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। মহাপ্রভু বলিলেন,—"আমি সরিতে পারিব না। তোমার যাহা ইচ্ছা কর।" তখন গোবিন্দ অগত্যা নিজের বহির্বাসদ্বারা মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া মহাপ্রভুকে উল্লঙ্ঘন করিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার শ্রীপাদ-সম্বাহন-সেবা করিতে লাগিলেন। নিদ্রাভঙ্গের পরে মহাপ্রভু গোবিন্দকে গৃহের অভ্যন্তরে দেখিয়া অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিলেন এবং এতক্ষণ অনাহারে তথায় বসিয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা

* চাতাল বা বারান্দার পর দালান, উহার ভিতরের ক্ষুদ্র গৃহকে 'গম্ভীরা' কহে।

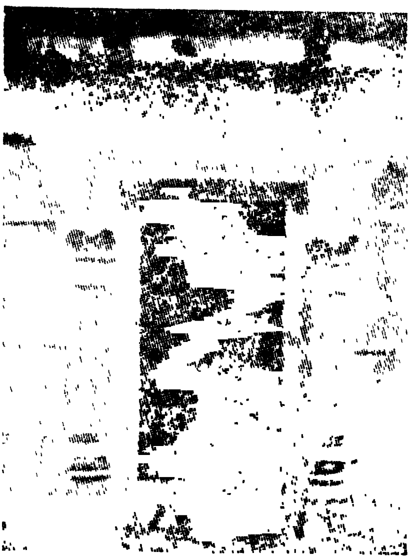
** শ্রীমহাপ্রভুর ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ।

করিলেন। গোবিন্দ বলিলেন,—"আপনি দ্বারে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, আমি কি করিয়া যাই?" মহাপ্রভু বলিলেন,—"তুমি যেইভাবে ভিতরে আসিয়াছিলে, সেই ভাবেই বাহিরে গেলে না কেন?"

শ্রীগোবিন্দ নিরুত্তর হইয়া মনে-মনে বিচার করিতে লাগিলেন,—

* * আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিংবা নরকে গমন॥
সেবা লাগি' কোটি 'অপরাধ' নাহি গণি।
স্ব-নিমিত্ত 'অপরাধাভাসে' ভয় মানি॥

—চৈঃ চঃ অঃ ১০।৮৭-৯১



পুরীতে শ্রীকাশীমিশ্রের গৃহ-নামে পরিচিত 'গম্ভীরা' গৃহের দ্বার

"সেবাই আমার মূল লক্ষ্য, সেবা করিতে গিয়া যদি আমার নরকে গমন হয়, তাহাতেও আপত্তি নাই, কিন্তু আমার নিজের সুখের হেতু ভোজন করিবার জন্য আমি অপরাধের আভাস-মাত্রকেও ভয় করি। মহাপ্রভুর সেবার প্রয়োজনেই মহাপ্রভুকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, এখন নিজের প্রয়োজনে কিছুতেই তাহা আর করিতে পারি না।"

পাঠক! শ্রীগোবিন্দের এই সেবার আদর্শে শুদ্ধভক্তির রহস্য-বিজ্ঞান পরিস্ফুট হইয়াছে। ভগবদ্ভক্ত কখনও নিজের সুখ, শান্তি বা তৃপ্তির জন্য সেবার ছলনা করেন না। **যাহাতে কোনপ্রকার আত্মেন্দ্রিয়সুখ-বাঞ্ছা, ভুক্তি-মুক্তি-কামনা লুক্কায়িত থাকে, উহার বাহ্য আকার সেবার ন্যায় দৃষ্ট হইলেও, উহা সেবা নহে, উহা সেবার নামে 'ভোগ' অথবা ভক্তির নামে 'ভুক্তি'।**

ষড়শীতিতম পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যদাসের নিমন্ত্রণ

শ্রীশিবানন্দ সেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া একদিন মহাপ্রভুকে দর্শন করিতেআসিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীশিবানন্দের পুত্রের নাম জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীশিবানন্দ জানাইলেন, বালকের নাম—'শ্রীচৈতন্যদাস'। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নিজের দাস্যসূচক নাম-

শ্রবণে আত্মগোপন করিবার ছলে শ্রীশিবানন্দকে বলিলেন,—"তুমি এ কি নাম রাখিয়াছ ? ইহা কিছুই বোঝা যায় না।"

শ্রীশিবানন্দ বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ আমার চিত্তে যাহা স্ফূর্তি করাইয়াছেন, সেই নামই রাখিয়াছি।" ইহার পর শ্রীল শিবানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন এবং শ্রীজগন্নাথের বহুমূল্য মহাপ্রসাদ আনাইয়া ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন। শ্রীশিবানন্দের প্রতি গৌরববুদ্ধি-বশতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রসাদ সম্মান করিলেন সত্য, কিন্তু ঐ প্রকার অতি গুরুদ্রব্য-ভোজনে মহাপ্রভুর চিত্ত প্রসন্ন হইল না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া আর একদিন শ্রীচৈতন্যদাস মহাপ্রভুকে অগ্নিমান্দ্য-নাশক দধি, লেবু, আদা প্রভৃতি দ্রব্যের দ্বারা সেবা করিলেন। এই সকল দ্রব্য দেখিয়া শ্রীমহাপ্রভু বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন,—"এই বালক আমার অভিমত জানে। আমি ইহার নিমন্ত্রণে সন্তুষ্ট হইয়াছি।" ইহা বলিয়া শ্রীমহাপ্রভু দধি-অন্ন ভোজন করিলেন এবং শ্রীচৈতন্য-দাসকে নিজের উচ্ছিষ্ট প্রদান করিলেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীচৈতন্যদাস অপ্রাকৃত 'কবি' বলিয়া বিখ্যাত হন॥

সপ্তাশীতিতম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর হরিদাসের নির্যাণ

শ্রীনামাচার্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস শ্রীগৌরসুন্দরের বাসস্থানের নিকটে নির্জন পুষ্পোদ্যানে * বাস করিয়া নিরন্তর সংখ্যা রাখিয়া হরিনাম গ্রহণ করিতেন। একদিন শ্রীগোবিন্দ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নিকট শ্রীমহাপ্রসাদ লইয়া গিয়া দেখিলেন, ঠাকুর শয়ন করিয়া রহিয়াছেন এবং অতি ধীরে-ধীরে সংখ্যানাম সংকীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীহরিদাস শ্রীমহাপ্রসাদের একটী কণামাত্র সম্মান করিলেন। আর একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং আসিয়া শ্রীহরিদাসের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীহরিদাস বলিলেন,—

"শরীর সুস্থ হয় মোর, অসুস্থ বুদ্ধি মন।"

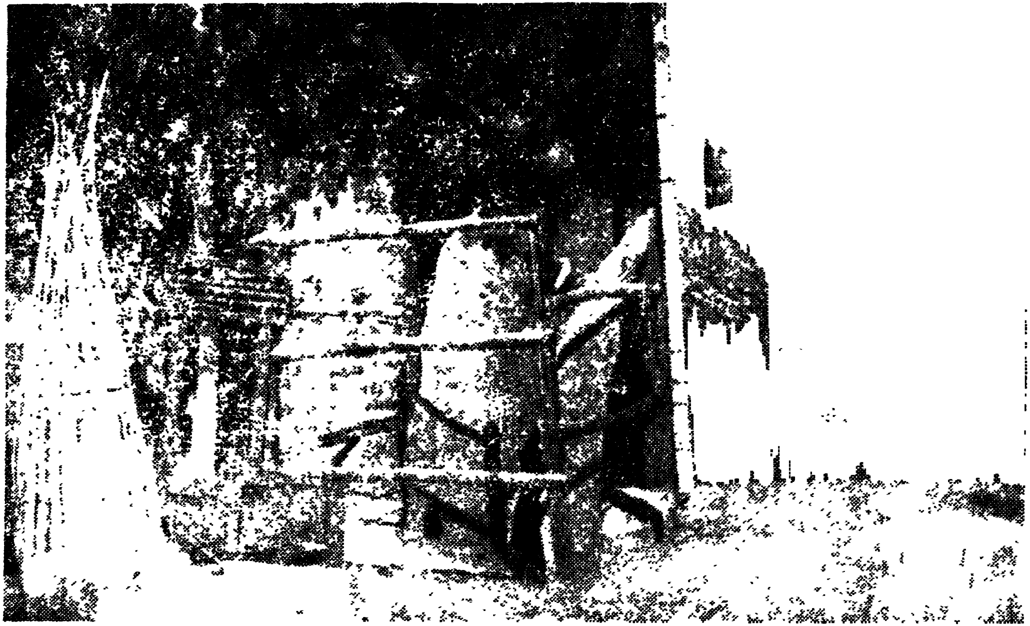
—চৈঃ চঃ অঃ ১১।১২

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—"হরিদাস, তোমার কি ব্যাধি হইয়াছে?" হরিদাস উত্তর করিলেন,—আমার সংখ্যা-নাম-কীর্ত্তন পূর্ণ হইতেছে না, ইহাই আমার ব্যাধি।" মহাপ্রভু বলিলেন,—"তোমার সিদ্ধদেহ, সুতরাং ঐরূপ সাধনাভিনয়ে আগ্রহের কি প্রয়োজন?"

হরিদাস মহাপ্রভুর নিকট অনেক দৈন্য করিলেন এবং তাঁহার একটী বিশেষ প্রার্থনা জানাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার হৃদয়ের একান্ত অভিলাষ তিনি মহাপ্রভুর শ্রীচরণযুগল হৃদয়ে ধারণ ও তাঁহার চন্দ্রবদন দুই নয়নে দর্শন করিয়া মুখে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'

---

* এস্থান 'সিদ্ধ-বকুল'-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

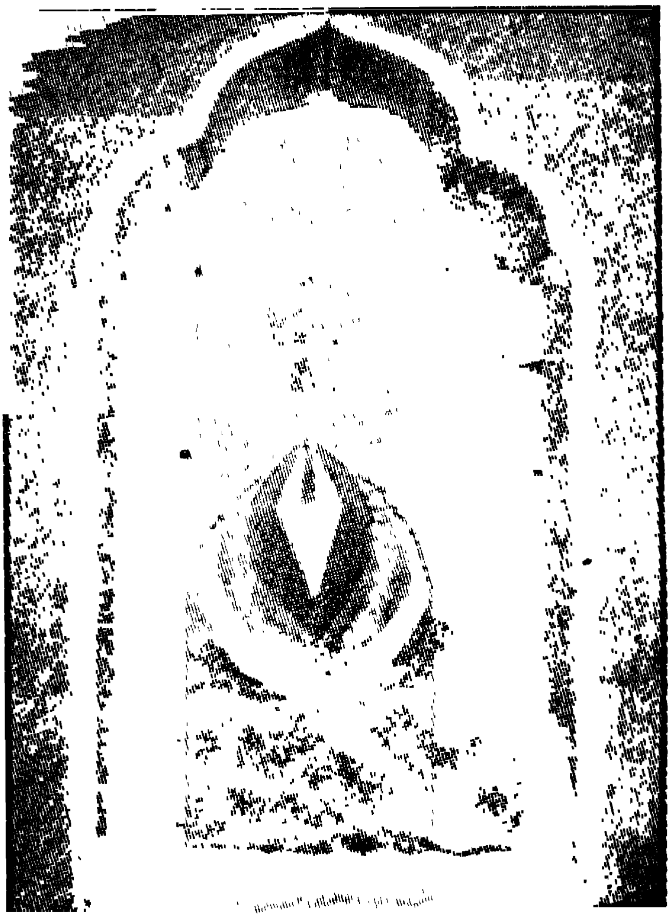


শ্রীশ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলী 'সিদ্ধ-বকুল' । পুরী

নাম উচ্চারণ করিতে করিতে অন্তর্হিত হন। কারণ, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটলীলার পর আর পৃথিবীতে থাকিতে পারিবেন না।

মহাপ্রভু সেইদিন চলিয়া গেলেন এবং পরদিন প্রাতে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিবার পর ভক্তগণকে লইয়া পুনরায় শ্রীহরিদাসের নিকট আগমন করিলেন। শ্রীহরিদাসের কুটীরের সম্মুখে মহা-সংকীর্তন আরম্ভ হইল—সকলে শ্রীহরিদাসকে বেষ্টন করিয়া শ্রীনাম সংকীর্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তখন সকল বৈষ্ণবের নিকট শ্রীহরিদাসের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সমবেত বৈষ্ণবগণ শ্রীহরিদাসের চরণে প্রণত হইলেন। শ্রীল হরিদাস সম্মুখে মহাপ্রভুকে বসাইয়া প্রভুর শ্রীমুখচন্দ্র দর্শন করিতে লাগিলেন, মহাপ্রভুর চরণযুগল লইয়া নিজের হৃদয়ে স্থাপন করিলেন, সমস্ত ভক্তের পদরেণু মস্তকে ধারণ করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ মুখে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু,—এই নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম-উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে ভীষ্মের নির্যাণের ন্যায় ঠাকুর শ্রীহরিদাসের 'মহাপ্রয়াণ' হইল। সকলে 'হরি', 'কৃষ্ণ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া মহাসংকীর্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমানন্দে অতীব বিহ্বল হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে বিমানে আরোহণ করাইয়া ভক্তগণের সহিত নৃত্য করিতে করিতে সমুদ্রতীরে লইয়া গেলেন। শ্রীহরিদাসের চিদানন্দ-দেহকে সমুদ্রজলে স্নান করাইয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—"অদ্য হইতে সমুদ্র মহাতীর্থ হইল।" মহা-



শ্রীশ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি: পুরী

প্রভুর ভক্তগণ শ্রীহরিদাসের পদধৌত জল পান করিলেন, শ্রীহরিদাসের অঙ্গে প্রসাদী চন্দন লেপন করিলেন এবং বস্ত্রাদির দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ঐ-দেহ বালুকার গর্তে শয়ন করাইলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং 'হরি বল', 'হরি বল', বলিতে বলিতে নিজ-হস্তে শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে সমাধিস্থ করিলেন এবং তাঁহার উপরে বালি দিয়া তদুপরি সমাধিপীঠ নির্মাণ করাইয়া দিলেন। অনুক্ষণ ভক্তগণের সংকীর্তন ও নৃত্য হইতে লাগিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু 'ঠাকুর শ্রীহরিদাসের সমাধিপীঠ' প্রদক্ষিণ করিলেন এবং হরি-সংকীর্তন করিতে করিতে সিংহদ্বারে আসিলেন। "হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসবের জন্য আমাকে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা দাঁও।"—এই বলিয়া মহাপ্রভু পসারিগণের নিকট হইতে স্বয়ং আঁচল পাতিয়া শ্রীমহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিলেন।

প্রচুর মহাপ্রসাদ সংগৃহীত হইল; ঠাকুর হরিদাসের বিরহ-মহোৎসবে মহাপ্রভু স্বয়ং নিজ-হস্তে সকলকে প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ পরিবেশন করিলেন; পরে পুরী, ভারতী-প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণের সহিত নিজের প্রসাদ সম্মান করিলেন। ভক্তগণ আকণ্ঠ পূরিয়া প্রসাদ ভোজন করিয়া হরিকীর্তন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু ঠাকুর শ্রীহরিদাসের বিরহে পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা,—কৈলা সঙ্গ-ভঙ্গ॥

—চৈঃ চঃ অঃ ১১।৯৪

ঃ—ঃ(✱)ঃ—ঃ

অষ্টাশীতিতম পরিচ্ছেদ

শ্রীপুরীদাস ও পরমেশ্বর মোদক

প্রতিবর্ষের ন্যায় এবর্ষেও গৌড়ীয়ভক্তগণ শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিলেন। শ্রীশিবানন্দ সেনের তিন পুত্রও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে শ্রীশিবানন্দ কনিষ্ঠ পুত্রের নাম 'শ্রীপরমানন্দ-পুরীদাস' রাখিয়াছিলেন। যখন শ্রীশিবানন্দ বালক পরমানন্দকে মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত করিলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বালকের মুখে নিজের পদাঙ্গুষ্ঠ প্রদান করিলেন। বালক সেই অঙ্গুষ্ঠ চুষিতে লাগিল। এই পরমানন্দ-দাসই 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক' ও 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'র প্রসিদ্ধ রচয়িতা 'শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী'। ইঁহার রচিত আনন্দবৃন্দাবন-চম্পূ', 'অলঙ্কার-কৌস্তভ'-প্রভৃতি গ্রন্থও গৌড়ী-বৈষ্ণব-সাহিত্য ভাণ্ডারের মহামণি-স্বরূপ।

শ্রীধাম-নবদ্বীপে বাল্যলীলাকালে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমায়াপুরের 'পরমেশ্বর মোদক'-নামক একজন মোদকের (ময়রার) গৃহে দুগ্ধ-খণ্ডাদি মিষ্টান্নের জন্য প্রায়ই গমন করিতেন। সেই ভাগ্যবান মোদক তাঁহার পত্নীর সহিত পুরীতে আসিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিলেন। মোদক মহাপ্রভুর বাল্যলীলা স্মরণ করিয়া মহাপ্রভুকে বলিলেন,—"আমার সঙ্গে মুকুন্দের মাতাও (নিজপত্নীও) আসিয়াছে।" সন্ন্যাসীর আদর্শ-প্রদর্শনকারী লোকশিক্ষক মহা-

প্রভু মুকুন্দের মাতার নাম শুনিয়া কিছু সঙ্কুচিত হইলেন, কিন্তু সরল গ্রাম্যস্বভাব মোদককে কিছু বলিলেন না ; কিন্তু অন্তরে সুখী হইলেন।

উননবতিতম পরিচ্ছেদ

পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ

পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ শ্রীশিবানন্দ সেনের গৃহ হইতে এক কলসী সুগন্ধি চন্দনাদি-তৈল বহু যত্নের সহিত আনয়ন করিয়া মহাপ্রভুর ব্যবহারের জন্য শ্রীগোবিন্দের হস্তে প্রদান করিলেন। লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসীর আচরণ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীগোবিন্দকে বলিলেন,—"একে ত' সন্ন্যাসীর কোনও তৈলেই অধিকার নাই, তাহাতে আবার সুগন্ধি তৈল ! এই তৈল শ্রীজগন্নাথের সেবায় দাও, উহাতে তাঁহার প্রদীপ জ্বলিবে, তোমাদের পরিশ্রম সফল হইবে।"

দশদিন পরে আবার গোবিন্দ মহাপ্রভুকে শ্রীজগদানন্দের অনুরোধ জানাইলে মহাপ্রভু ক্রোধ-প্রকাশপূর্বক বলিলেন,—"যখন জগদানন্দ তৈল দিয়াছে, তখন একজন মর্দনিয়াও দরকার। এই সুখের জন্যই ত' সন্ন্যাস করিয়াছি ! আমার সর্বনাশ, আর তোমাদের পরিহাস ! পথে চলিবার কালে, যখন লোকে তৈলের গন্ধ পাইবে, তখন আমাকে 'দারি-সন্ন্যাসী' বলিয়া স্থির করিবে।"

পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ শ্রীগোবিন্দের মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই-সকল কথা শুনিয়া প্রণয়াভিমান-রোষে শ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখেই তৈল-ভাণ্ডটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং নিজ-গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অনাহারে শয়ন করিয়া রহিলেন। ভক্তপ্রেমবশ মহাপ্রভু ভক্তের মানভঙ্গ করিবার জন্য তৃতীয় দিবসে শ্রীজগদানন্দের গৃহে গেলেন এবং স্বয়ং উপযাচক হইয়া পণ্ডিতের দ্বারা রন্ধন করাইয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং পণ্ডিতকে প্রসাদ সেবন করাইলেন।

এই লীলাদ্বারা মহাপ্রভু জানাইলেন যে, সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণের দ্বারা একমাত্র পরমেশ্বরেরই স্বারসিকী সেবা * করিতে হইবে। সাধক নিজের ইন্দ্রিয় সুখ ত্যাগ করিয়া আদর্শ জীবন যাপন পূর্বক হরিসেবা করিবেন। তিনি কখনও ভোগের বা মহা ভাগবতের চেষ্টার অনুকরণ করিবেন না।

কৃষ্ণ-বিরহানলে মহাপ্রভুর দেহ সর্বদা তপ্ত থাকিত বলিয়া তিনি কলার খোলে শয়ন করিতেন। মহাপ্রভুর এইরূপ বৈরাগ্যের আচরণ দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা হইত। পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ মহাপ্রভুর জন্য গেরুয়া বর্ণের আচ্ছাদন দিয়া তোশক, বালিশ তৈয়ার করাইলেন। শ্রীমহাপ্রভু কিন্তু তাহা অঙ্গীকার করিলেন না। অবশেষে শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিপ্রভু শুষ্ক কলার পাত নখে চিরিরা চিরিয়া তাহা বহির্বাসের মধ্যে ভরিয়া তোশক, বালিশ

* স্বারসিকী সেবা—স্ব=নিজ, রসের অনুযায়ী সেবা; অর্থাৎ নিজের যে যে দ্রব্য ভোগ করিতে রুচি হয়, সেই-সকল দ্রব্য নিজে ভোগ না করিয়া তাহা ভগবানের ভোগে নিযুক্ত করা।

করিয়া দিলেন। অনেক চেষ্টার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা ব্যবহার করিতে স্বীকৃত হইলেন। এই লীলার-দ্বারাও মহাপ্রভু সাধক সন্ন্যাসিগণকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির জন্য ভোগ-ত্যাগের আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন।

—(ঃঃ*ঃঃ)—

নবতিতম পরিচ্ছেদ

দেবীদাসীর 'শ্রীগীতগোবিন্দ'-গান

একদিন মহাপ্রভু দূর হইতে শ্রীজয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র একটা পদ গান শুনিতে পাইলেন। স্ত্রী, কি পুরুষ— কে গান করিতেছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া মহাপ্রভু প্রেমাবেশে আত্ম-হারা হইয়া অর্ধবাহ্যদশায় কণ্টকবনের মধ্য দিয়া গায়িকা দেব-দাসীর দিকে ধাবিত হইতেছিলেন। সেবক শ্রীগোবিন্দ শ্রীমন্মহা-প্রভুকে অবরোধ করিয়া উহা স্ত্রীলোকের সঙ্গীত বলিয়া জানাইলেন। 'স্ত্রী'-নাম শুনিবা-মাত্র মহাপ্রভু বাহ্যদশা-প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন,—

* * গোবিন্দ, আজ রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ॥
এ-ঋণ শোধিতে আমি নারিমু তোমার।

—চৈঃ চঃ অঃ ১৩।৮৫-৮৬

মহাপ্রভু এই লীলাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-শ্রবণের ছলে রমণীর মধুরকণ্ঠ ও রূপ উপভোগ করিবার প্রচ্ছন্ন-পিপাসা, যাহা ভবিষ্যতে

সহজিয়া-সম্প্রদায়ে সংক্রামক-ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা সর্বতোভাবে নিষেধ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-গান শ্রবণের ছলনা করিয়া মুমুক্ষু সন্ন্যাসী বা সাধক-জীবের পক্ষে স্ত্রীলোকের গান শ্রবণ করা কর্তব্য নহে। সাধক-জীব এই বিষয়ে সর্বক্ষণ সাবধান থাকিবেন।

একনবতিতম পরিচ্ছেদ

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট

শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট-গোস্বামী শ্রীকাশী হইতে শ্রীপুরুষোত্তমে আসিবার সময় 'রামদাস বিশ্বাস'-নামক রামানন্দি-সম্প্রদায়ের জনৈক পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। রামদাসের অন্তরে মুক্তির পিপাসা ও পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার ছিল, তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু রামদাসের বাহ্য-দৈন্য ও বৈষ্ণব সেবার অভিনয় দেখিয়াও তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া মহাভাগবত শ্রীতপন মিশ্রের ও মিশ্রসহধর্মিণীর সেবা করিবার জন্য পুনরায় কাশীতে পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীরঘুনাথ দাসগোস্বামী প্রভুর বৃদ্ধ পিতা-মাতা পুত্রের পরমার্থে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথকে তাঁহাদের সঙ্গ হইতে অন্যত্র আনিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীরঘুনাথ ভট্টের বৃদ্ধ পিতা-মাতা ভগবানের একান্ত সেবক-সেবিকা ছিলেন।

তাই মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ ভট্টকে বৃদ্ধ পিতা-মাতার অন্তর্ধানের পর নীলাচলে আগমন করিবার আদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাদের সেবার্থ গৃহে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট পিতা-মাতার কৃষ্ণপ্রাপ্তির পর নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট চলিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ ভট্টকে নিজের নিকট অষ্ট-মাসকাল রাখিবার পর শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ-সনাতনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং সর্বক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীকৃষ্ণনাম করিতে আদেশ করিলেন।

মহাপ্রভু এই লীলায় একটী মহতী শিক্ষা আছে। যে ব্যক্তি সংসারে প্রবিষ্ট হন নাই, অথচ যাঁহার হৃদয়ে অকপটে হরিভজন করিবার প্রবৃত্তি আছে, তাঁহাকে বহির্মুখ সংসারী হইবার প্ররোচনা দিলে তাঁহার প্রতি হিংসাই করা হয়। আবার মহাপ্রভু বৈষ্ণব পিতা-মাতার সেবার সুযোগের ছলনায় নূতন করিয়া সংসার-পত্তন বা ভোগময় সংসারে প্রবেশের যে প্রচ্ছন্ন ভোগবৃত্তি মানবের হৃদয়ে আছে, তাহাও শ্রীল রঘুনাথ ভট্টকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া নিবারণ করিয়াছেন।

দ্বিনবতিতম পরিচ্ছেদ

উৎকলবাসিনী ভক্তমহিলা

মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণভক্তের আদর্শ জগতের জীবকে শিক্ষা দান করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠা আরাধিকা শ্রীরাধারাণীর ভাব ও কান্তি স্বীকার করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্তিরূপ করে' আরাধনে।
অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে॥

—চৈঃ চঃ আঃ ৪।৮৭

স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ সর্বেন্দ্রিয়ে সর্বতোভাবে সর্বক্ষণ পূর্ণ করিবার জন্যই যিনি শ্রীবিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন, তিনিই শ্রীরাধিকা। শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা-কারিণী বলিয়াই তাঁহার নাম 'শ্রীরাধা'। যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক, তিনি কখনও সেব্যতত্ত্বের দ্বারা নিজের ভোগ সাধন করাইয়া লইবার জন্য সচেষ্ট নহেন। তিনি সর্বক্ষণ সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্বতোভাবে কি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধান করিবেন তদনু-সন্ধানের আবেশেই আবিষ্ট ও উন্মত্ত। এই আবেশের ও উন্মত্ততার পরাকাষ্ঠাই 'দিব্যোন্মাদ' বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রের পরিভাষায় কথিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজেকে শ্রীরাধারাণীর একজন দাসী অভিমান করিতেন। ইহার মধ্যেও তাঁহার একটী শিক্ষা আছে,—পাছে

নিজকে রাধা অভিমান করিলে লোকে 'আমি—রাধা' এই কল্পনা করিয়া 'অহংগ্রহোপাসনা'র * প্রশ্রয় প্রদান করে, এই জন্য মহাপ্রভু আপনাকে শ্রীরাধারাণীর দাসী বলিয়া অভিমান করিতেন।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন, মুরলী বদন শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীরাধারাণীর সহিত গোপীমণ্ডলীবদ্ধ হইয়া নৃত্য করিতেছেন। এদিকে মহাপ্রভুর উঠিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া গোবিন্দ মহাপ্রভুকে জাগাইবার চেষ্টা করিলেন। মহাপ্রভু জাগরিত হইয়া অতিশয় কৃষ্ণবিরহ-বিধুর হইয়া পড়িলেন। অভ্যাসবশে নিত্য-কৃত্য সম্পাদন করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনার্থ শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের নাট্য-মন্দিরে একটি 'গরুড়স্তম্ভ' আছে। উহা গর্ভমন্দির হইতে বহুদূরে অবস্থিত। মহাপ্রভু সেই গরুড়-স্তম্ভের পশ্চাৎ হইতেই শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতেন। ইহার দ্বারা মহাপ্রভু শিক্ষা দিতেন যে, শ্রীগরুড় শ্রীনারায়ণের নিত্য-পার্ষদ ভক্ত; তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়াই অর্থাৎ ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের অনুগত হইয়াই শ্রীভগবানের দর্শনের জন্য আর্তিবিশিষ্ট হইলে ভগবান্ কৃপাপূর্বক দর্শন দান করেন।

মহাপ্রভু গরুড়স্তম্ভ হইতে ভাবাবেশে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন করিতেছিলেন, তাঁহার সম্মুখভাগ হইতেও লক্ষ লক্ষ লোক

* 'অহংগ্রহোপাসনা' দুই প্রকার—(১) জীবের আপনাকে 'বিষয়বিগ্রহ' বলিয়া অভিমান ও (২) আপনাকে 'মূল আশ্রয়বিগ্রহ' বলিয়া অভিমান। শেষোক্ত 'অহংগ্রহোপাসনা' অধিকতর অপরাধময়।

শ্রীজগন্নাথের দর্শন লাভ করিতেছিল ; এমন সময় একজন উৎকলবাসিনী নারী অত্যন্ত ভীড়ের মধ্যে শ্রীজগন্নাথের দর্শন না পাইয়া মহাপ্রভুর স্কন্ধে পদার্পণপূর্বক গরুড়ের স্তম্ভের উপর আরোহণ করিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া গোবিন্দ অতিশয় ব্যস্ত হইয়া সেই স্ত্রীলোকটীকে নীচে নামাইয়া দিলেন। মহাপ্রভু গোবিন্দকে নিষেধ করিয়া বলিলেন,—"ইনি শ্রীজগন্নাথদেবের সেবা করিতেছেন, সুতরাং ইঁহার সেবায় বাধা দেওয়া উচিত নহে। ইনি ইচ্ছামত শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন লাভ করুন।" স্ত্রালোকটী যখন বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্কন্ধে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন অবিলম্বে অবতরণ করিয়া শ্রী-মহাপ্রভুকে প্রণামপূর্বক পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মহাপ্রভু সেই মহিলার আর্তি-দর্শনে বলিতে লাগিলেন,—"অহো! শ্রীজগন্নাথের সেবায় আমার ত' এইরূপ আর্তিলাভ হয় নাই! ইঁহার দেহ-মন-প্রাণ সমস্তই জগন্নাথের পাদপদ্মে আবিষ্ট, তাই অপরের স্কন্ধে যে পদ স্থাপন করিয়াছেন, সেই বাহ্যজ্ঞানও ইঁহার নাই। এই মহিলা পরমা ভাগ্যবতী, আমি ইঁহার কৃপা প্রার্থনা করি ; ইঁহার কৃপায় যদি আমার কোনও দিন ঐরূপ আর্তির উদয় হয়।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই লীলার দ্বারা শিক্ষা দিলেন যে, ঐকান্তিক কৃষ্ণ-সেবোপকরণকে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে স্ত্রী-পুরুষাদি বাহ্য পরিচয়ে দর্শন করা উচিত নহে। **যতক্ষণ আমাদের প্রকৃতিজাত স্ত্রী-পুরুষ—এইরূপ অভিমান থাকে, ততক্ষণ শ্রীজগন্নাথের দর্শন**

হয় না; তাঁহার সেবার জন্য প্রকৃত আর্তিও হয় না। যাঁহার চিত্ত সর্বদা শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানে আবিষ্ট, তিনি সর্বত্র সর্বদা কৃষ্ণ-সেবার উপকরণসমূহ দর্শন করেন।

ত্রিনবতিতম পরিচ্ছেদ

দিব্যোন্মাদ

শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ (শ্রীকৃষ্ণবিরহ) ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। রাত্রিতে তিনি শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামানন্দের নিকট বিলাপ করিতে করিতে কত ভাবেই না শ্রীকৃষ্ণ-সুখানুসন্ধানের ব্যাকুলতা জানাইতেন। একদিন রাত্রিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার শয়নকক্ষের তিনটি দ্বারই বন্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। গভীর রাত্রিতে প্রভুর কোন সাড়া-শব্দ না পাইয়া শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীস্বরূপের সন্দেহ হইল। কোন-প্রকারে গৃহদ্বার খুলিয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন—সমস্ত ঘরের দ্বার বন্ধ থাকা-সত্ত্বেও মহাপ্রভু ঘরে নাই। শ্রীস্বরূপাদি ভক্তগণ অনুসন্ধান করিতে করিতে মহাপ্রভুকে শ্রী-জগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারের উত্তরে অচেতন অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। ভক্তগণ কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে থাকিলে মহাপ্রভুর জ্ঞান হইল। ভক্তবৃন্দ প্রভুকে ঘরে লইয়া গেলেন।

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতেছিলেন, অকস্মাৎ 'চটকপর্বত' * দর্শন করিয়া মহপ্রভুর গোবর্ধন-জ্ঞান হইল। মহাপ্রভু গোবর্ধনের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক পাঠ করিতে করিতে বায়ুবেগে পর্বতের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহার দেহে অদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকারসমূহ প্রকাশিত হইল, তিনি মূর্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। মহাপ্রভু অর্ধবাহ্যদশায় শ্রীরাধার দাসী-অভিমানে নিজের ভাবাবস্থা-সমূহ বর্ণন করিতে লাগিলেন।

এইভাবে মহাপ্রভু রাত্রিদিন কৃষ্ণবিরহে প্রেমাবেশে আবিষ্ট থাকিতেন। তাঁহার কখনও অন্তর্দশা, কখনও অর্ধবাহ্য-দশা, কখনও বা বাহ্যস্ফূর্তি। কেবল স্বভাব ও অভ্যাসক্রমে তিনি স্নান, দর্শন, ভোজন-প্রভৃতি কৃত্য করিতেন। তিনি মহাভাবে শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামানন্দের কণ্ঠ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্য বিলাপ করিতেন। আপনাকে 'গোপীর দাসী' অভিমান করিয়া ও পুষ্পোদ্যানসমূহকে শ্রীবৃন্দাবনরূপে দর্শন করিয়া তথায় প্রবেশ করিতেন এবং তরু-লতা-গুল্ম-মৃগ-সমূহের নিকট শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণবিরহে বিহ্বল হইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিবার সময় শ্রীজগন্নাথকে শ্রীশ্যামসুন্দর মুরলীবদনরূপে দর্শন করিতেন, কখনও বা মহাভাবাবেশে মন্দিরের দ্বাররক্ষকের হাত ধরিয়া বলিতেন,—"আমার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে দেখাও।"

---

*শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর শ্রীটোটা-গোপীনাথের শ্রীমন্দিরের শ্রীমন্দিরের সম্মুখে যে বালির পর্বতের ন্যায় উচ্চ স্তূপ আছে, তাহা 'চটকপর্বত'-নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপাদ 'শ্রীপুরুষোত্তম মঠ' স্থাপন করিয়াছেন।

একদিন পাণ্ডাগণ মহাপ্রভুকে শ্রীজগন্নাথের বাল্যভোগ-মহাপ্রসাদ গ্রহণ করাইবার চেষ্টা করিলেন। শ্রীমহাপ্রভু তাহা হইতে কিঞ্চিন্মাত্র গ্রহণ করিলেন; তৎক্ষণাৎ তাঁহার সর্বাঙ্গে পুলক হইল এবং নয়নে অশ্রুধারা বহিতে থাকিল। ঐরূপ প্রসাদে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত সঞ্চারিত হইয়াছে—এই স্মৃতি হইতেই শ্রীমহাপ্রভু প্রেমাবেশে শ্রীকৃষ্ণের অধরের বহু গুণ বর্ণন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত-পানের জন্য শ্রীরাধা ও শ্রীগোপীগণের যে সুতীব্র উৎকণ্ঠা, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুতে প্রকাশিত হইল।

চতুর্নবতিতম পরিচ্ছেদ

শ্রীকালিদাস ও শ্রীঝড়ু ঠাকুর

শ্রীকালিদাস-নামে শ্রীলরঘুনাথ দাসগোস্বামীপ্রভুর এক জ্ঞাতি-খুড়া ছিলেন। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করাই তাঁহার জীবনব্যাপী সাধন ও সাধ্য ছিল। মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য গৌড়দেশ হইতে যত বৈষ্ণব 'পুরী'তে আসিতেন' শ্রীকালিদাস তাঁহাদের সকলেরই উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন। বৈষ্ণব দেখিলেই তিনি তাঁহার নিকট উত্তম উত্তম খাদ্যদ্রব্য 'ভেট' লইয়া যাইতেন এবং তাঁহাদের ভোজনের অবশেষ চাহিয়া লইতেন। "বৈষ্ণবে কোনরূপ জাতিবুদ্ধি করিতে নাই।"—ইহার উজ্জ্বল আদর্শ শ্রীকালিদাস স্বীয় জীবনে আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত শ্রীঝড়ুঠাকুর ভুঁইমালী-কুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীকালিদাস একদিন কিছু মিষ্ট আম 'ভেট' লইয়া ঝড়ুঠাকুরের নিকট গেলেন এবং ঝড়ুঠাকুর ও তাঁহার সহধর্মিণীর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শ্রীঝড়ুঠাকুর শ্রীকালিদাসকে অভ্যর্থনা করিয়া কোন ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহার আতিথ্যের ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শ্রীকালিদাস বুঝিতে পারিলেন, শ্রীঝড়ুঠাকুর দৈন্য করিয়া তাঁহাকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীকালিদাস শ্রীঝড়ুঠাকুরের পদধূলি প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহার শ্রীচরণ নিজমস্তকে ধারণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

কালিদাস ঝড়ুঠাকুরের গৃহ হইতে চলিয়া যাইবার সময় ঝড়ুঠাকুর কিয়দ্দূর পর্যন্ত কালিদাসের অনুগমন করিলেন। ঝড়ুঠাকুর গৃহে ফিরিয়া গেলে কালিদাস পথের উপর ঝড়ুঠাকুরের যেই চরণ-চিহ্ন পড়িয়াছিল, তাহা হইতে ধূলি লইয়া সর্বাঙ্গে মাখিলেন এবং শ্রীঝড়ুঠাকুর যাহাতে দেখিতে না পা'ন —এরূপ একস্থানে লুকাইয়া রহিলেন।

এদিকে ঝড়ুঠাকুর ভগবান্‌কে মনে-মনেই আমগুলি নিবেদন করিয়া সেই প্রসাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহার সহধর্মিণী ঝড়ুঠাকুরের ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করিয়া আমের খোসা ও চোষা আঠিগুলি বাহিরে আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিলেন।

কালিদাস এতক্ষণ লুকাইয়া ছিলেন; তিনি উচ্ছিষ্টগর্ত হইতে সেই আমের খোসা ও চোষা আঠিগুলি সংগ্রহ করিয়া চূষিতে চূষিতে প্রেমে বিহ্বল হইলেন।

মহাপ্রভু যখন মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে যাইতেন, তখন সিংহ-দ্বারের নিকটে সিঁড়ির নীচে একটী গর্তমধ্যে পদ ধৌত করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতেন। তিনি শ্রীগোবিন্দকে বিশেষ-ভাবে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, কেহ যেন তাঁহার পদধৌত-জল কোনরূপে গ্রহণ করিতে না পারে। দুই একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত-ব্যতীত সেই জল কেহই গ্রহণ করিতে পারিতেন না। একদিন মহাপ্রভু পদ ধৌত করিতেছেন, এমন সময় শ্রীকালিদাস তিন অঞ্জলি পাদোদক পান করিলেন। তিনি শ্রীগোবিন্দের নিকট হইতে মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট চাহিয়া লইয়া ভোজন করিতেন।

শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্টের নাম '***মহাপ্রসাদ***', আর কোনও মহা-ভাগবত যখন মহাপ্রসাদ আস্বাদন করিয়া অবশেষ রাখেন, তখন তাহাকে '***মহামহাপ্রসাদ***' বলে। ***মহাভাগবতের পদধূলি, মহাভাগবতের পদজল*** ও ***মহাভাগবতের ভুক্তাবশেষ —এই তিনটীই সাধকের বল।*** এই তিন বস্তুর সেবা হইতে শ্রীকৃষ্ণপদে প্রেমলাভ হয়,—এই সিদ্ধান্তে দৃঢ়নিষ্ঠ শ্রীকালিদাস এই তিন অপ্রাকৃত বস্তুর সেবাকেই সাধ্য ও সাধন-রূপে নিশ্চয় করিয়াছিলেন।

পঞ্চনবতিতম পরিচ্ছেদ

শ্রীপুরীদাসের কবিত্ব-স্ফূর্তি

এক বৎসর শ্রীল শিবানন্দ সেন তাঁহার পত্নী ও শিশু-পুত্র শ্রীপুরীদাসকে সঙ্গে লইয়া নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপনীত হন। শ্রীশিবানন্দ যখন পুরীদাসকে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে প্রণত করাইলেন, তখন মহাপ্রভু বালককে পুনঃ পুনঃ 'কৃষ্ণ কহ, কৃষ্ণ কহ' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-নাম উচ্চারণ করিবার জন্য প্ররোচনা প্রদান করিতে লাগিলেন, কিন্তু বালক কিছুতেই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিল না, সম্পূর্ণ মৌনভাব অবলম্বন করিয়া থাকিল। শ্রীল শিবানন্দও বালককে কৃষ্ণনাম বলাইবার জন্য বহু যত্ন করিলেন, কিন্তু পিতারও সমস্ত-চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তখন মহাপ্রভু অত্যন্ত বিস্ময়াভিভূত হইয়া বলিলেন,—"আমি স্থাবরকে পর্যন্ত কৃষ্ণনাম বলাইলাম, কিন্তু জগতের মধ্যে একমাত্র এই বালককেই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করাইতে পারিলাম না!" ইহা শুনিয়া শ্রীস্বরূপগোস্বামি-প্রভু বলিলেন,—"আমি অনুমান করিতেছি, আপনি শ্রীপুরী-দাসকে যে কৃষ্ণনাম-মন্ত্র উপদেশ করিয়াছেন, তাহা সে অন্য লোকের নিকট প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহে। এই জন্যই মন্ত্রটী উচ্চারণ না করিয়া সে মনে-মনে তাহা জপ করিতেছে।"

আর একদিন শ্রীপুরীদাসকে শ্রীমন্মহাপ্রভু কিছু পাঠ করিতে বলিলে বালক এই শ্লোকটী রচনা করিয়া পাঠ করিল,—

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণো রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ॥

(শ্রীকবিকর্ণপূরকৃত 'আর্যাশতকে' ১ম শ্লোক)

যিনি শ্রবণ-যুগলের নীলকমল, চক্ষুর অঞ্জন, বক্ষের ইন্দ্রনীল-মণিময় হার—শ্রীবৃন্দাবন-রমণীদিগের অখিলভূষণ-স্বরূপ সেই শ্রীহরি জয়যুক্ত হইতেছেন।

সাত বৎসরের শিশু—যাহার অধ্যয়ন নাই, সে কি করিয়া ঐরূপ শ্লোক রচনা করিতে পারে, ইহার কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং একমাত্র মহাপ্রভুর কৃপায়ই ইহা সম্ভব হইয়াছে, সকলে বিচার করিলেন। এই পুরীদাসই পরে শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামি-নামে খ্যাত হন। ইঁহার রচিত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক' শ্রীগৌর-লীলার একটী প্রামাণিক গ্রন্থ। ইনি ১৪৪৮ শকাব্দায় আবির্ভূত হইয়া ১৪৯৮ শকাব্দা পর্যন্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

ষণ্ণবতিতম পরিচ্ছেদ

অপ্রাকৃত ভাবাবেশে কূর্মাকৃতি

শ্রীমন্মহাপ্রভু দিবারাত্র শ্রীকৃষ্ণের বিরহে উন্মত্ত হইয়া নানা-প্রকার উন্মাদের চেষ্টা ও প্রলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ-সাধনার্থ ব্যাকুলতার পরাকাষ্ঠা হৃদয়ে উদিত হইলে এইরূপ অপ্রাকৃত ভাবের উদয় হয়।

এই সময় শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীরায়রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে-সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকিতেন। তাঁহারা প্রভুর ভাবোপযোগী বিভিন্ন সঙ্গীত প্রভুর প্রিয় গ্রন্থ হইতে পাঠ ও কীর্তন করিতেন। মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুও কোন কোন শ্লোক পাঠ করিয়া বিলাপ করিতে করিতে শ্লোকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেন। একদিন এইরূপে প্রায় অর্ধরাত্র অতিবাহিত হইল। শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীরামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শয়ন করাইয়া স্ব-স্ব বাসস্থানে গমন করিলেন; গম্ভীরার দ্বারে শ্রীগোবিন্দ শয়ন করিয়া রহিলেন। অর্ধরাত্রকালে মহাপ্রভু উচ্চ-সংকীর্তন করিতে লাগিলেন। তিনটী দ্বারে কপাট বন্ধ ছিল; কিন্তু কি আশ্চর্য! দ্বার রুদ্ধ থাকা সত্ত্বেও মহাপ্রভু ভাবাবেশে তিনটী প্রাচীরই উল্লঙ্ঘন করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। সিংহদ্বারের দক্ষিণে যে-স্থানে 'তৈলঙ্গী'* গাভীগণ অবস্থান করে, তথায় গমন করিয়া মহাপ্রভু মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। এদিকে শ্রীগোবিন্দ গম্ভীরায় মহাপ্রভুর কোন সাড়া-শব্দ না পাইয়া শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিপাদকে ডাকাইলেন। শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রদীপ জ্বালিয়া ভক্তগণের সহিত প্রভুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। নানা-স্থানে অন্বেষণ করিতে করিতে সিংহদ্বারে আসিয়া দেখিলেন, গাভীগণের মধ্যে মহাপ্রভু কূর্মাকৃতি হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন! মহাপ্রভুর মুখে ফেন, শ্রীঅঙ্গে পুলক, নয়নে অশ্রুধারা, বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দ! চতুর্দিকে গাভীগণ

---

* দ্রাবিড়ের পূর্বোত্তরস্থিত দেশকে 'তৈলঙ্গ-দেশ' বলে। এই স্থানের গাভীকে 'তৈলঙ্গী গাভী' বলে।

মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের ঘ্রাণ লইতেছে, দূরে সরাইয়া দিলেও উহারা প্রভুর অঙ্গ-স্পর্শ পরিত্যাগ করিতেছে না !

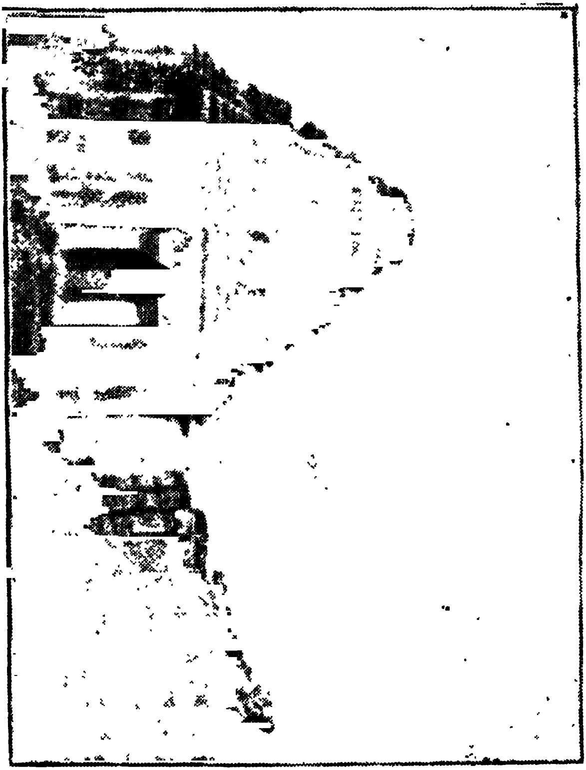
ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লইয়া আসিলেন এবং কর্ণে অনেক-ক্ষণ উচ্চনাম-সংকীর্তন করিবার পর মহাপ্রভু অর্ধবাহ্যদশা লাভ করিলেন ; তখন প্রভুর হস্ত-পদাদি বাহিরে আসিল। মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপের নিকট আবার বিরহের বিলাপ করিতে লাগিলেন।

সপ্তনবতিতম পরিচ্ছেদ

সমুদ্র-বক্ষে

শরৎকালের কোন জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে মহাপ্রভু নিজ-ভক্তগণের সহিত কৃষ্ণবিরহে বিভাবিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক শ্রবণ, কীর্তন করিতে করিতে বিভিন্ন উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে মহাপ্রভু 'আই-টোটা'-নামক স্থান হইতে অকস্মাৎ সমুদ্র দেখিতে পাইলেন। নীলাম্বুধির উচ্ছলিত তরঙ্গে চন্দ্রের জ্যোৎস্না পতিত হওয়ায় তাহা ঝলমল্ করিতেছিল। ইহা দেখিয়া মহাপ্রভুর যমুনার স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইল। মহাপ্রভু যমুনা-বিচারে অতিবেগে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইলেন এবং সকলের অলক্ষ্যে সমুদ্রের জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। সমুদ্রে পতিত হইয়াই প্রভু মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। সমুদ্রের তরঙ্গ কখনও মহা-প্রভুকে ডুবাইয়া, কখনও ভাসাইয়া, কখনও তরঙ্গের সঙ্গে-সঙ্গে নাচাইয়া, কখনও বা তীরে বহিয়া আনিতে লাগিল। এইরূপে

মূর্চ্ছিতাবস্থায় তরঙ্গের দ্বারা চালিত হইয়া মহাপ্রভু 'কোণার্কে'র* দিকে গমন করিলেন। শ্রীমহাপ্রভু গোপীর দাসী অভিমান করিয়া যমুনাতে কৃষ্ণের জলকেলি-উৎসব-দর্শনের ভাবে মগ্ন ছিলেন।



'কোণার্ক' বা 'কণারক' এর সূর্য্যমন্দির

* পুরী হইতে ১৯ মাইল উত্তরে সমুদ্র-তটে কৃষ্ণপ্রস্তরময় সূর্য্যমন্দির অবস্থিত বলিয়া এস্থানকে 'কোণার্ক' বা 'অর্কতীর্থ' বলে। 'অর্ক'-শব্দের অর্থ—সূর্য। চলিত-ভাষায় এই স্থানকে 'কণারক'ও বলে।

এদিকে শ্রীস্বরূপদামোদর-প্রভৃতি ভক্তগণ মহাপ্রভুকে দেখিতে না পাইয়া মনে-মনে নানা বিতর্ক করিতে লাগিলেন এবং নানা-স্থানে অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোথায়ও মহাপ্রভুকে দেখিতে পাইলেন না। এইরূপ ভাবে অন্বেষণ করিতে করিতে যখন রাত্রি প্রায় অবসান হইল, তখন সকলেই নিশ্চয় করিলেন যে, মহাপ্রভু অন্তর্হিত হইয়াছেন। প্রভুর বিচ্ছেদে কাহারও দেহে আর প্রাণ রহিল না। বন্ধু-হৃদয়ের স্বভাবই এই যে, তাহা অনিষ্টের আশঙ্কা করে। তথাপি কেহই মহাপ্রভুকে পুনরায় দর্শনের আশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না; আবার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় শ্রীস্বরূপগোস্বামিপাদ দেখিতে পাইলেন, এক ধীবর নিজ-স্কন্ধে মৎস্য ধরিবার জাল স্থাপন করিয়া অদ্ভুত ভাবাবেশে 'হরি হরি' বলিতে বলিতে আসিতেছে। ধীবরের ঐরূপ ভাবাবেশ দেখিয়া তাহাকে শ্রীস্বরূপগোস্বামী ঐরূপ ভাবাবেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ধীবর বলিল যে,—তাহার জালে একটী মৃত মনুষ্য উঠিয়াছে। সে একটী বৃহৎকায় মৎস্য মনে করিয়া ঐ মৃত ব্যক্তিকে সযত্নে উঠাইয়াছিল। জাল হইতে উহাকে বাহির করিবার কালে যখন তাঁহার গাত্রস্পর্শ হইয়াছে, তখন তাহার হৃদয়ে এক ভূত প্রবেশ করিয়াছে এবং ভয়ে তাহার শরীরে পুলক, কম্প, অশ্রু ও গদ্‌গদ-স্বর প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার দর্শন-মাত্রই মনুষ্যের শরীরে যেন ভৌতিক ব্যাপারসমূহ প্রবিষ্ট হয়। ঐ ভূতটী মৃত মানুষের রূপ ধারণ করিয়া কখনও 'গোঁ', 'গোঁ' শব্দ করে, কখনও বা অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে

ধীবর আরও বলিল,—"আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে আমার স্ত্রী-পুত্র কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে ?—এই ভয়ে আমি ভূত ছাড়াইবার জন্য ওঝার নিকট যাইতেছি। আমি প্রত্যহ রাত্রিতে একাকী নির্জনে মৎস ধরিয়া বেড়াই। শ্রীনৃসিংহদেবের নাম-স্মরণে ভূত-প্রেত আমাকে কিছুই করিতে পারে না ; কিন্তু কি আশ্চর্য ! 'নৃসিংহ'-নাম করিলেই এই ভূত আরও দ্বিগুণভাবে যেন ঘাড়ে চাপিয়া বসে ! তোমরা তথায় কিছুতেই যাইও না, তথায় গেলে তোমাদেরও ভূতে ধরিবে।"

ধীবরের মুখে এইসকল কথা শুনিয়া শ্রীস্বরূপগোস্বামিপাদ প্রকৃত বিষয়টী বুঝিলেন এবং ধীবরকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন,—"আমি একজন বড় ওঝা, তিন চাপড়েই তোমার ভূত ছাড়াইতেছি, তোমার কোন ভয় নাই। তুমি যাঁহাকে ভূত মনে করিয়াছ, তিনি সাক্ষাদ্‌ভগবান্। প্রেমাবিষ্ট হইয়া তিনি সমুদ্রের জলে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন ; তুমি তাঁহাকে তোমার জালে উঠাইয়াছ। তাঁহার স্পর্শমাত্র তোমার শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইয়াছে। তুমি তাঁহাকে কোথায় উঠাইয়া রাখিয়াছ, আমাকে সত্বর দেখাও।"

ধীবর ভক্তগণকে লইয়া শ্রীমহাপ্রভুকে প্রদর্শন করিলে শ্রীস্বরূপাদি ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুকে সমুদ্রবালুকায় মুর্ছিতাবস্থায় শিথিলকায় দেখিয়া আর্দ্র কৌপীন দূর করিয়া শুষ্কবস্ত্র পরিধান করাইলেন এবং সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্তন করিতে ও মহাপ্রভুর কর্ণে কৃষ্ণ নাম বলিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মহাপ্রভু অর্ধবাহ্যদশায় আগমন করিলেন এবং ভাবাবেশে বলিতে লাগিলেন,—"আমি শ্রীযমুনা দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, তথায় শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগোপীগণের সঙ্গে মহাজল-ক্রীড়া করিতেছেন। আমি তীরে থাকিয়া সখীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সেই বিচিত্র-লীলা দর্শন করিতেছিলাম।"

যখন মহাপ্রভু অর্ধবাহ্যদশায় আগমন করিলেন, তখন তিনি শ্রীস্বরূপগোস্বমিপাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা আমাকে লইয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছ কেন?" শ্রীস্বরূপদামোদর আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বলিলেন। মহাপ্রভুও তাঁহার অবস্থা অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট বর্ণন করিলেন।

অষ্টনবতিতম পরিচ্ছেদ

লীলা-সঙ্গোপনের ইঙ্গিত

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর প্রতিবৎসর বাৎসল্যরস-মূর্তি শ্রীশচীমাতাকে আশ্বাস দিবার জন্য শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে শ্রীমায়াপুরে পাঠাইতেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীপরমানন্দ-পুরীপাদের অনুরোধে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশচীদেবীর জন্য শ্রীনবদ্বীপে বস্ত্র ও মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া দিতেন। তিনি পার্ষদ ভক্তগণের জন্যও মহাপ্রসাদ প্রেরণ করিতেন।

একবার শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপ ও শান্তিপুর হইয়া যখন পুরীতে আসিলেন, তখন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীজগদানন্দের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হেঁয়ালি-চ্ছলে এইরূপ কএকটি কথা বলিয়া পাঠাইলেন,—

বাউলকে কহিহ,—লোক হইল বাউল *।
বাউলকে কহিহ,—হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিহ,—কাযে নাহিক আউল †।
বাউলকে কহিহ,—ইহা কহিয়াছে বাউল ॥

—চৈঃ চঃ অঃ ১৯।২০-২১

অর্থাৎ প্রেমোন্মত্তকে (শ্রীকৃষ্ণবিরহিণী গোপীর ভাবে বিভাবিত মহাপ্রভুকে) বলিও,—লোক প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে। প্রেমের হাটে প্রেমরূপ চাউল বিক্রয়ের আর স্থান নাই। অর্থাৎ, আর বহুলোক এই শ্রীগোপীপ্রেমের তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারিবে না। তাঁহাকে বলিও,—আউল অর্থাৎ প্রেমাতুর (অদ্বৈতাচার্য) আর সাংসারিক কার্যে নাই। প্রেম-পাগলকে বলিও যে, প্রেম-পাগল বা প্রেমোন্মত্ত শ্রীঅদ্বৈত এইরূপ বলিয়াছে। অর্থাৎ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের যে তাৎপর্য ছিল, তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে; এখন প্রভু যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুন।

এই তর্জা শুনিয়া মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলেন, "আচার্যের যে আজ্ঞা" বলিয়া মৌন হইলেন। শ্রীস্বরূপগোস্বামিপাদ এই তর্জার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু সঙ্কেতমাত্র করিয়া বলিলেন,—

*বাউল—'বাতুল'-শব্দের অপভ্রংশ।

†আউল —'আকুল' বা 'আতুর'-শব্দের অপভ্রংশ।

* * আচার্য হয় পূজক প্রবল ।
আগম-শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল ॥
উপাসনা লাগি' দেবের করেন আবাহন ।
পূজা লাগি' কত কাল করেন নিরোধন ॥
পূজা নির্বাহণ হৈলে পাছে করেন বিসর্জন ।

—চৈঃ চঃ অঃ ১৯।২৫-৭২

শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঙ্গিতে জানালেন যে, শ্রীঅদ্বৈতাচার্যপ্রভুই শ্রীমায়াপুরের গঙ্গাতীরে গঙ্গাজল-তুলসীদ্বারা পূজা করিয়া মহাপ্রভুকে গোলোক হইতে আহ্বান করিয়া ভূলোকে আনিয়াছিলেন। পূজা নির্বাহ করিয়া পূজক যেরূপ দেবতা বিসর্জন করেন, বোধ হয়, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য এখন সেইরূপ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছেন।

আচার্যের এই হেঁয়ালি পাঠ করিবার পর হইতে মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহদশা আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিরহোন্মাদে মহাপ্রভু রাত্রিতে গম্ভীরার ভিত্তিতে মুখ ঘর্ষণ করিতেন। শ্রীস্বরূপ ও শ্রীরামরায় সময়োচিত গানের দ্বারা মহাপ্রভুকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেন ; কিন্তু প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-সমুদ্র নানাভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিত।

একদিন বৈশাখ-মাসের পূর্ণিমা-তিথিতে রাত্রিকালে মহাপ্রভু 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ' * উদ্যানে মহাভাবাবেশে দশ-প্রকার চিত্রজল্পোক্তি প্রকাশ করিলেন। দৈন্য, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় মহাপ্রভু কখনও কখনও শ্রীস্বরূপ-রামানন্দের সহিত তাঁহার স্ব-রচিত,

* 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ'—'গুণ্ডিচা—বাড়ী' ও মন্দিরের প্রায় মধ্যস্থলে শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ'-নামক একটি উদ্যান আছে।

শিক্ষাষ্টকে'র * শ্লোক আস্বাদন করিতে করিতে রাত্রি যাপন করিতেন ; কখনও বা 'শ্রীগীতগোবিন্দ', 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত', 'শ্রী-জগন্নাথবল্লভ-নাটক' (শ্রীরামানন্দরায়ের কৃত), শ্রীচণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী কখনও বা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক আস্বাদন করিতে করিতে মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহ-মহাভাবসাগর নবনবায়মান-ভাবে উচ্ছলিত হইয়া উঠিত।

এইসকল অপ্রাকৃত মহাভাবের লক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠা সেবিকা ও প্রিয়তমা একমাত্র শ্রীরাধারাণীতেই সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। যাঁহারা জগতের অভিনিবেশ বা শুষ্ক বৈরাগ্যের সামান্য সম্বল লইয়া ব্যবসায় করেন, এইসকল উচ্চভাবের কথা তাঁহারা ধারণাই করিতে পারিবে না। এমন কি, যাঁহাদের চিত্ত বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট, তাঁহারাও শ্রীরাধার প্রেমোন্মাদের কথা কিছুই বুঝিতে পারেন না। শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণপ্রেম—সেবা-রাজ্যের চরম সীমা। সেই সেবার পরাকাষ্ঠাকে—প্রেমের পরাকাষ্ঠাকে এই প্রপঞ্চে রূপায়িত করিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব।

পূর্ণতমভাবে সর্বাঙ্গদ্বারা সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সুখের অনুসন্ধান (আবেশের সহিত ধ্যান) করিয়াও 'কিছুই সেবা করিতে পারিতেছি না, কিরূপভাবে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিব ?'—এজন্য যে সর্বক্ষণ প্রবলোৎকণ্ঠা, তাহাকেই 'বিপ্রলম্ভ' বা 'কৃষ্ণবিরহ' বলে। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই অতি উচ্চতম ভজনের কথাই জগতে বিতরণ করিয়াছেন। ইহা পূর্বে আর কখনও কোথাও বিতরিত হয় নাই।

* গ্রন্থের পরিশিষ্টে শ্রীচৈতন্যদেবের রচিত 'শিক্ষাষ্টক' দ্রষ্টব্য।

এই প্রকারে শ্রীমহাপ্রভু প্রথম চব্বিশ বৎসর গৃহস্থলীলাভিনয়, দ্বিতীয় চব্বিশ বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর সন্ন্যাসি-শিরোমণি আচার্যের লীলায় সমগ্র ভারতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচার, শেষ আঠার বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর ভক্ত-সঙ্গে বাস ও পুরীতে আচার্য-লীলাভিনয় এবং সর্বশেষ বার বৎসর অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত সর্বক্ষণ রসাস্বাদন-লীলা প্রকাশ করিয়া আটচল্লিশ বৎসর-কাল প্রকটলীলা করিয়াছিলেন। অতঃপর ভক্তগণকে অধিকতর বিরহে ও শ্রীকৃষ্ণভজনে উন্মত্ত করিবার জন্য স্বীয় প্রকটলীলা সঙ্গোপন করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই শ্রীরূপগোস্বামীপাদ শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকটের পর বিরহব্যথিত হইয়া গাহিয়াছেন,—

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালীকলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্য-স্মরণজনিত-প্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥

—'স্তবমালা', শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথমাষ্টক

সমুদ্রতীরে উপবনসমূহ দর্শন করিয়া মুহুর্মুহুঃ বৃন্দাবন-স্মৃতিতে যিনি প্রেমবিবশ হইতেন, কখনও বা অবিরাম শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্তনে যাঁহার রসনা চঞ্চল হইত, সেই ভক্তিরস-রসিক শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নেত্রের গোচরীভূত হইবেন?

একোনশততম পরিচ্ছেদ

অপ্রকট-লীলা

অনেকে শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকট-লীলাকে সাধারণ মনুষ্যের দেহত্যাগের গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখিতে চাহেন! সাধারণ যোগিগণেরও দেহ অলক্ষিতভাবে অদৃশ্য হইবার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ভক্তবর শ্রীধ্রুবের সশরীরে নিত্যধামে গমনের কথা * শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়। আর, যে শ্রীচৈতন্যদেব যোগেশ্বর-গণেরও পরমেশ্বর, ভক্তিযোগিগণের নিত্য ধ্যানের বস্তু, তাঁহার সচ্চিদানন্দ-তনু কি প্রকারে অন্তর্হিত হইয়াছিল, তাহা একটুকু সেবোন্মুখ-প্রকৃতিস্থ হইয়া বিচার করিলেই তাঁহার কৃপায় বুঝিতে পারা যায়। মহাপ্রভু প্রকটলীলা-কালেও বহুবার বহুস্থান হইতে অন্তর্ধান-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইহা অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব ব্যাপার নহে। যিনি সপ্তকীর্তন-সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সম্প্রদায়ে একই সময়ে নৃত্য-কীর্ত্তন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যিনি শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের মৃতপুত্রের মুখে তত্ত্বকথা বলাইয়াছিলেন, যিনি বিসূচিকা ব্যাধিতে মৃতপ্রায় অমোঘকে স্পর্শমাত্র রোগমুক্ত ও সুস্থ করিয়া সেই মুহূর্তেই কৃষ্ণনামে নৃত্য করাইয়াছিলেন, যিনি প্রবল তরঙ্গে আলোড়িত সমুদ্রের মধ্যে মহাভাব-মূর্ছায় সমস্তরাত্রি অবস্থান করিয়াছিলেন, যে কৃপালু ভগবান্ গলিতকুষ্ঠ বাসুদেবকে আলিঙ্গন করিবামাত্র সুপুরুষ ও

---

*ভাঃ ৪।১২।৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণপ্রেমিক করিয়াছিলেন, সেই অচিন্ত্য অতর্ক্য অনন্ত ঐশ্বর্য-প্রকটনকারী শ্রীভগবানের সশরীরে অন্তর্হিত হওয়া বা একই সময়ে বহুস্থানে প্রকটিত থাকা কিছু অস্বাভাবিক ও অসম্ভব ব্যাপার নহে। শ্রীরামচন্দ্রাদি ভগবদবতারগণেরও সশরীরে ও সপার্ষদে বৈকুণ্ঠ-বিজয়ের কথা ভারতবর্ষে শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ ব্যাপার। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সশরীরে অপ্রকট-লীলায় প্রবেশের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়।

লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যান-মঙ্গলম্।
যোগধারণয়াগ্নেয্যাঽদগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্॥
—ভাঃ ১১।৩১।৬

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ধ্যান-ধারণার বিষয়ীভূত লোকাভিরাম শ্রী-বিগ্রহ আগ্নেয়ী যোগ-ধারণার দ্বারা দগ্ধ না করিয়াই নিজধামে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।

স্বচ্ছন্দমৃত্যু যোগিগণ নিজদেহকে আগ্নেয়ী যোগধারণা-দ্বারা দগ্ধ করিয়া লোকান্তরে প্রবেশ করেন। পরন্তু ভগবানের অন্তর্ধান সেরূপ নহে, ভগবান্ নিজ নিত্য সচ্চিদানন্দ-তনু দগ্ধ না করিয়াই ঐশরীরের সহিতই বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করেন। উহার কারণ এই যে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে লোকসমূহের অবস্থান ; সুতরাং সর্ব-জগতের আশ্রয়-স্বরূপ তাঁহার শরীরটী দগ্ধ হইলে জগতেরও দাহ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়।

অজাতো জাতবদ্ বিষ্ণুরমৃতো মৃতবত্তথা।
মায়য়া দর্শয়েন্নিত্যমজ্ঞানাং মোহনায় চ॥
—ব্রাহ্মে

ভগবান্ বিষ্ণু অজ্ঞান ব্যক্তিগণের মোহনের নিমিত্ত মায়া-বলে অজাত হইয়াও জাত জীবের ন্যায় এবং অমৃত হইয়াও মৃত জীবের ন্যায় আনপাকে প্রদর্শন করেন।

শততম পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যদেবের রচিত গ্রন্থ

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের দ্বারা ভক্তিশাস্ত্র রচনা করাইয়াছেন। যে-যে ভক্তিগ্রন্থ লিখিতে হইবে, উহাদের সূত্র-সমূহ তিনি কাশীধামে অবস্থান-কালে শ্রীসনাতনকে বলিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীসনাতনের রচিত 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত,' 'শ্রীবৃহদ্-বৈষ্ণবতোষণী,' 'শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব' মহাপ্রভুরই সিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থরাজ। শ্রীরূপের রচিত 'শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃত,' 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু,' 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থও তদ্রূপ। মহাপ্রভু প্রয়াগে ঐ-সকল গ্রন্থের সূত্র শ্রীরূপকে বলিয়াছিলেন। শ্রীরূপের 'শ্রীললিতমাধব,' 'শ্রীবিদগ্ধমাধব'-প্রভৃতি নাটক এবং শ্রীসনাতনের কতিপয় রচনা শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং দেখিয়া পূর্ণভাবে অনুমোদন করিয়াছিলেন। শ্রীল গোপাল ভট্টগোস্বামিপাদ, শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামিপাদ ও পরবর্তিকালে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও মহাপ্রভুর প্রদত্ত সূত্র ও সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়াছে।

'কুমারহট্ট' বা 'হালিসহর'-নিবাসী শ্রীল শিবানন্দ সেন প্রতিবৎসর বহু গৌড়ীয় ভক্তকে লইয়া শ্রীনীলাচলে শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণান্তিকে গমন করিতেন। শ্রীশিবানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীচৈতন্যদাস ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীপরমানন্দদাস ('কবিকর্ণপুর') শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন ও কৃপা লাভ করিয়াছিলেন এবং স্বচক্ষুতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিভিন্ন লীলা দর্শন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন,—'শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য' শ্রীশিবানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র কবিকর্ণপূরের লিখিত বলিয়া উক্ত হইলেও * শ্রীল শিবানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীচৈতন্যদাসই প্রকৃতপক্ষে উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাতেও শ্রীচৈতন্যদেবের বিস্তৃত চরিত-কথা পাওয়া যায়। শ্রীল শিবানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র—যিনি শ্রীপরমানন্দদাস বা শ্রীপুরীদাস অথবা 'শ্রীকবিকর্ণপূর'-নামে বিখ্যাত, তাঁহারই মুখে শ্রীচৈতন্যদেব নিজ পদাঙ্গুষ্ঠ প্রদান করিয়াছিলেন। ইনিই 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটকে' ও 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদবৃন্দের চরিত বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামি-প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় পার্ষদ ছিলেন; তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেবের যে-সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই সর্বসাধারণের জন্য বঙ্গভাষায় 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীমুরারিগুপ্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীনবদ্বীপ-লীলার সঙ্গী ছিলেন, আর শ্রীস্বরূপদামোদর 'পুরী'তে সর্বক্ষণ মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিয়া

* শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য ২০।৪৬

তাঁহার অন্ত্যলীলা স্বচক্ষুতে দর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা, চরিত, শিক্ষা, ভজনাদর্শ, তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তাহা যথাক্রমে 'শ্রীমুরারিগুপ্তের কড়চা' ও 'শ্রীস্বরূপদামোদরের কড়চা' নামে খ্যাত। শ্রীস্বরূপ-দামোদরের কড়চা অবলম্বনে শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামিপাদ শ্রী-চৈতন্যদেবের লীলাত্মক কতিপয় স্তব ও প্রভুর সিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রীল দাসগোস্বামিপাদের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়াই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত অর্থাৎ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহা-প্রভুর অভিন্নাত্মা শ্রীমন্নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ শিষ্য এবং শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের দৌহিত্র (ভ্রাতৃদুহিত্রাত্মজ) ছিলেন—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। তিনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীঅদ্বৈতাচার্যপ্রভু, শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীগৌরভক্তগণের শ্রীমুখে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা-কথা শ্রবণ করিয়া 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-গ্রন্থ লিখিয়াছেন। শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চা অবলম্বন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা ও শিক্ষা গুম্ফিত করিয়াছেন। এইসকল গ্রন্থই শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত-সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ।

শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং 'শিক্ষাষ্টক'-নামে খ্যাত আটটী শ্লোক রচনা করেন; তাহাতে তাঁহার শিক্ষার সার নিহিত রহিয়াছে। এতদ্-ব্যতীত শ্রীমহাপ্রভুর রচিত আরও কয়েকটী বিক্ষিপ্ত শ্লোক পাওয়া যায়। তাহা শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভু "শ্রীপদ্যাবলীতে" প্রকাশ করিয়াছেন। মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যের পয়স্বিনী-নদীর তীরস্থ 'আদি

কেশব'-মন্দির হইতে 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা' ও 'কৃষ্ণবেণ্বা'র তীর হইতে 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত'-নামক দুইটী গ্রন্থ আনয়ন করিয়া উহাতে যথাক্রমে তাঁহার প্রচার্য তত্ত্বসিদ্ধান্ত ও রসসিদ্ধান্তের বিচার জগতে প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালীয় পার্ষদগণের মধ্যে আরও অনেকে গৌড়ীয়ভাষায় ও সংস্কৃতভাষায় বহু পদাবলী ও সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীবাসু ঘোষ, শ্রীমাধব ঘোষ, শ্রীগোবিন্দ ঘোষ, শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীরামানন্দ বসু, শ্রীবাসুদেব দত্ত-ঠাকুর, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীবংশীবদন, শ্রীমাধব দেবী প্রভৃতি শ্রীগৌর-পার্ষদগণ পদাবলী রচনা করিয়া শ্রীগৌরহরির বিভিন্ন-লীলা গ্রন্থন করিয়াছেন। শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম —'শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী'। পানিহাটি-নিবাসী শ্রীরাঘব পণ্ডিত-গোস্বামী 'শ্রীভক্তি-রত্নপ্রকাশ', শ্রীলোকনাথ গোস্বামিপাদ ও শ্রীশ্রীনাথ পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতীয় দশম স্কন্ধের টীকা, শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত', উৎকলনিবাসী শ্রীকানাই খুঁটিয়া 'মহাভাব-প্রকাশ', শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রী'চৈতন্য-চন্দ্রামৃত' ও 'শ্রীবৃন্দাবনশতক'-প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

একাধিক শততম পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার ও সিদ্ধান্ত

"শ্রীমন্মহাপ্রভু যে চব্বিশ বৎসর গৃহস্থলীলা অভিনয় করিয়াছিলেন, তৎকালে শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে, গঙ্গাতীরে; চতুষ্পাঠীতে, পথে-পথে ও পল্লীর দ্বারে-দ্বারে আপামর-সাধারণের নিকট হরিনাম-মাহাত্ম্য ও হরিকীর্ত্তনের কর্ত্তব্যতা প্রচার করিয়াছিলেন, পরে সন্ন্যাস-অবলম্বন-পূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য-প্রভৃতিকে. বিদ্যানগরে শ্রীরায়রামানন্দকে, দক্ষিণদেশে শ্রীব্যেঙ্কট ভট্ট-প্রভৃতিকে, প্রয়াগে শ্রীরূপ-গোস্বামীকে এবং ভঙ্গীক্রমে শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় ও শ্রীবল্লভ ভট্টমহোদয়কে, বারাণসীতে শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী-প্রভৃতিকে যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতেই শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা যথাযথ লাভ করা যায়।

জগজ্জীবের প্রতি অপার দয়া প্রকাশ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত ভারতে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিযাছিলেন। কোন দেশে স্বয়ং গিযা প্রচারকার্য করেন, কোন কোন দেশে প্রচারক পাঠাইয়া ঐ কার্য সম্পন্ন কবেন। প্রচারকগণকে অসীমশক্তি-সঞ্চারপূর্ব্বক দেশে দেশে পাঠাইয়াছিলেন। প্রেমসূত্রে মহাপ্রভুর প্রচাবকগণ কার্য করিতেন। তাঁহারা কোন বেতন বা পুবস্কার আশা করেন নাই।"—"শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত", শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীভাগবতধর্ম প্রচার করিয়াছেন। ভাগবত-ধর্মের সিদ্ধান্ত-অনুসারে পরতত্ত্ব—অদ্বয়জ্ঞান বা অদ্বিতীয়-তত্ত্ব। তাঁহার ত্রিবিধ-প্রতীতি—(ক) 'ব্রহ্ম', (খ) 'পরমাত্মা' ও (গ) 'ভগবান্'। পরতত্ত্ব 'সনাতন' অর্থাৎ নিত্য, পূর্ণ' অর্থাৎ অখণ্ড ও 'পরমানন্দ' অর্থাৎ সৎ, চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপ। পরতত্ত্বের আনন্দ দুই প্রকার—(১) তাঁহার স্বরূপের আনন্দ ও (২) স্বরূপ-

শক্ত্যানন্দ। স্বরূপশক্তির আনন্দে অধিক বিলাস ও বিচিত্রতা আছে। বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম যেখানে প্রকাশিত হয় না, তাহাই 'ব্রহ্ম'। যেস্থলে গুণ, ধর্ম বা শক্তি বস্তুর পরিচয় দান করে না; অথচ চেতন ও সত্তামায়, সেই দুর্নির্ণেয় তত্ত্বই 'ব্রহ্ম'। তৎপরেই ঈশ্বর, পুরুষ, অন্তর্যামী বা পরমাত্মা। এই 'পরমাত্মা' সর্বব্যাপক ও সর্ব-নিয়ন্তা। তাঁহার সত্তায় সকলের সত্তা; তাঁহার অসত্তায় অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে নিষ্ক্রিয়াবস্থায় সকলের অসত্তা। তিনি মায়া ও জীবকে প্রকট করিয়া নিয়মন করেন। প্রতিজীবের হৃদয়পুরে তিনি অন্তর্যামী নিয়ামকরূপে অবস্থান করেন। আর 'শ্রীভগবান' এক-মাত্র স্বরূপশক্তির সহিত বিলাস করেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, শ্রীনারায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণ—একই তত্ত্ব। কেবল শক্তির প্রকাশ ও আবির্ভাবের তারতম্য আছে। **পরতত্ত্বের পূর্ণতম আবির্ভাবই —শ্রীকৃষ্ণ।** পরতত্ত্বের সর্ববৈশিষ্ট্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই যে,—তিনি ভালবাসেন এবং ভালবাসা স্বীকার করেন। তিনি সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়তম। কেন তাঁহাকে ভালবাসা যায়, তাহার কোন কারণ নাই। কারণ, ভালবাসা ও ভালবাসা স্বীকার করা—তাঁহার স্বরূপেরই নিত্যসিদ্ধ-স্বভাব।

শ্রীভগবৎ-তত্ত্ব এক অদ্বিতীয় হইয়াও শক্তির প্রকাশভেদে বিভিন্ন নিত্য নাম, নিত্য রূপ, নিত্য গুণ, নিত্য-লীলা ও নিত্য পরিকরে প্রকাশিত। শ্রীমৎস্য, শ্রীকূর্ম, শ্রীবরাহ প্রভৃতি ভগবত্তত্ত্বে আংশিক-শক্তির আংশিক প্রকাশ। ইহাদের অপেক্ষা শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে অধিকশক্তির প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণে পরিপূর্ণ-

শক্তির প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের মধ্যে শ্রীদ্বারকেশ 'পূর্ণ', শ্রী-মথুরেশ 'পূর্ণতর' ও শ্রীগোকুলেশ 'পূর্ণতম'। শ্রীগোকুলেশ শ্রী-ব্রজেন্দ্রনন্দনই—যুগলবিহারী শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণভিন্ন অন্য ভগবদ্-বিগ্রহের ভক্ত তাঁহার উপাস্যকে এত ভালবাসেন না, বা অন্য ভগবদ্বিগ্রহও তাঁহার ভক্তকে এত ভালবাসেন না। স্বয়ং ভগবানের ভক্তবাৎসল্য এবং তদীয়-ভক্তের ভক্তি উভয়ই অসমোর্ধ্ব।

অংশী ভগবত্তত্ত্বের যেরূপ সামর্থ্য, যেরূপ স্বরূপ, যেরূপ স্থিতি, স্বাংশেরও সেইরূপ। স্বাংশ ও অংশীর মধ্যে সামান্যও ভেদ নাই, তন্মধ্যে কেবল শক্তিপ্রকাশের তারতম্য ও লীলার বিচিত্রতা প্রকাশিত।

জীব ভগবানের 'বিভিন্নাংশ'—বিশেষরূপে ভিন্ন অংশ অর্থাৎ জীবশক্তি বিশিষ্ট শ্রীভগবানের অংশ, কিন্তু কৃষ্ণের শুদ্ধ অংশ বা লীলাবতারাদি স্বাংশের ন্যায় শক্তিমান অংশ বা বিষ্ণুতত্ত্ব নহে। শক্তিমানের স্বরূপসিদ্ধা শক্তিরই বিবিধ বিক্রম—(১ 'চিৎ-শক্তি' বা স্বরূপশক্তি। ইনি শক্তিমানের সঙ্গে থাকেন, শক্তিমানকে সুখ দেন—আনন্দ দেন। যিনি ভগবান্‌কে আনন্দ দেন, তিনিই ভক্তকেও সুখী করেন। (২) 'অচিৎ-শক্তি' বা বিরূপশক্তি, ইহাকেই বলে 'মায়া'। ইহা জীবকে শক্তিমান্ হইতে ঢাকিয়া রাখে, তাঁহাকে দেখিতে দেয় না, ভোগ দেয়। (৩) এই দুই শক্তির মধ্যবর্তী স্থানে (তটে) অবস্থিতা তটস্থা 'জীবশক্তি'; ইহা অণুচেতন, অনন্ত ও নিত্য। জীব—পরমাত্মার বৈভব; আর স্বরূপশক্তি—শ্রীভগবানের বৈভব।

মৎস্য, কূর্ম, বরাহ-প্রভৃতি স্বাংশ ভগবত্তত্ত্বগণ—পরমেশ্বর। তাঁহারা ভগবদংশ বলিয়া কথিত হইলেও বিভিন্নাংশ জীবের ন্যায় নহেন। যেমন, তেজের অংশী সূর্য্য আর তেজের অংশ খদ্যোত উভয়েই অখণ্ড তেজের অংশ হইলেও সূর্য ও জোনাকি পোকা এক নহে। মহাপ্রভাবশালী ঋষি, মনু, দেবতা, মনুপুত্র, প্রজাপতি ইঁহারা—শ্রীহরির বিভূতি। মহত্তম জীবে শ্রীভগবানের অল্পশক্তি প্রকাশিত হইলে 'বিভূতি' ও অধিকশক্তি প্রকাশিত হইলে 'আবেশাবতার' বলা যায়। দেবতাগণ—তেজোময় শরীর-বিশিষ্ট সত্ত্বগুণ-যুক্ত, স্বচ্ছন্দগতি, মানবের পূজ্য, ভক্তের অভিলষিত-বর-দাতা স্বর্গলোকবাসী।

দেবতাগণের মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ। স্বর্গলোকে বামনরূপী শ্রীউপেন্দ্র (ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) পত্নী 'কীর্তি'র সহিত সর্বদা ইন্দ্রকে বিপদ্ হইতে রক্ষা ও তাঁহার পূজা গ্রহণ করিতেছেন। এই ইন্দ্র হইতে ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মলোকে সহস্রশীর্ষা যজ্ঞাধিষ্ঠাতা মহাপুরুষ ভগবান্ শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মার প্রদত্ত যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন। শ্রীব্রহ্মা হইতে শ্রীমহাদেব শ্রেষ্ঠ। ইনি কৈলাস পর্বতে ঈশান কোণের পালকরূপে পরিবারবর্গ-বেষ্টিতা শ্রীউমাদেবীর সহিত শ্রীসঙ্কর্ষণ বিষ্ণুর সেবা করিতেছেন। শ্রীমহাদেব হইতে শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ। ইনি ভগবদ্ভক্তের আদর্শ ; ইনি সুতলে ধ্যানযোগে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের সেবা করিতেছেন। শ্রীপ্রহ্লাদ হইতে শ্রীহনুমান্ শ্রেষ্ঠ। ইনি কিম্পুরুষ-বর্ষে শ্রীরাম-চন্দ্রের নিত্য দাস্য করিতেছেন। শ্রীহনুমান্ হইতে পাণ্ডবগণ

শ্রেষ্ঠ। ইঁহারা বন্ধু ও স্বজনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপাত্র ও কৃপাপাত্র। পাণ্ডবগণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন; তাঁহাদের সারথির কার্য, মন্ত্রিত্ব, দৌত্য, অনুগমন, স্তব ও নতি করিয়াছেন। পাণ্ডবগণ অপেক্ষাও যাদবগণ শ্রেষ্ঠ। শ্রীদ্বারকাপুরে যাদবগণ সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় দেহ-গেহ-কর্মে ব্যস্ত থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণে প্রেমবশতঃ নিজ-নিজ স্ত্রী-পুত্রাদিকেও বিস্মৃত হন। যাদবগণের মধ্যে আবার মহিষীগণ, তদপেক্ষা শ্রীসঙ্কর্ষণ ও শ্রীপ্রদ্যুম্ন শ্রেষ্ঠ। ইঁহাদের অপেক্ষাও শ্রীউদ্ধব শ্রেষ্ঠ। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিজমূর্তি অপেক্ষাও শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রিয়। ব্রহ্মাদি শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ, সঙ্কর্ষণাদি ভ্রাতৃগণ, শিবাদি সুহৃদ্‌গণ, রমাদি ভার্যাগণ, অথবা শ্রীকৃষ্ণের নিজমূর্তিও শ্রীউদ্ধবের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নহে। * শ্রীউদ্ধব হইতেও শ্রীব্রজদেবীগণ শ্রেষ্ঠ। দুস্ত্যজ্য স্বজন ও বিধিপথ-পরিত্যাগকারিণী শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীব্রজসুন্দরীগণের শ্রীপাদপদ্মসেবী শ্রীবৃন্দাবনীয় গুল্ম, লতা ও ওষধির মধ্যে জন্ম প্রার্থনা করিয়া শ্রীউদ্ধব শ্রীব্রজদেবীর মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। † সেই ব্রজদেবীগণের মধ্যে আবার সমস্ত ইন্দ্রিয়ে সর্বতোভাবে, সর্বদা, সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনাকারিণী শ্রীরাধিকা সর্বশ্রেষ্ঠা। উপাসকগণের মধ্যে তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রীভগবানের প্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতির গাঢ়তার তারতম্য হইতেই ভক্তের এইরূপ তারতম্য স্বতঃই প্রকাশিত হইয়াছে।

* ভাঃ ১১।১৪।১৫   † ভা ১০।৪৭।৬১

অনাদিকাল হইতে জীব পরতত্ত্বের উপাসনা ভুলিয়া গিয়া অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকায় সেই বিমুখতার ছিদ্র পাইয়া মায়া জীবের বন্ধনের কারণ—জীবের সকল দুঃখের মূল যে জড়-প্রধান, উহার সহিত আত্মবোধ করাইয়া ত্রিতাপ দুঃখ দিতেছে। বর্তমানে জীবের প্রথম কার্য—পরতত্ত্বের দিকে অন্ততঃ ঘাড় ফিরান। নিজে প্রকৃত কর্তা না হইয়াও বদ্ধজীব কর্তৃত্বাভিমানে যে কায (কর্ম) করিতেছে, সেইটাই তাহার বন্ধনের কারণ। যাহা (কর্ম) বন্ধনের কারণ, তাহাই কখনও মুক্তির কারণ হইতে পারে না। সুতরাং নৈষ্কর্ম্য আসা দরকার। ঘাড় ফিরানই হইল কর্মার্পণ; ফলটা আত্মসাৎ না করাই কর্মার্পণ। এই ফলকামনা ত্যাগ হইল উপাসনার পূর্বাভাস।

পরতত্ত্ব—মায়ার প্রভু। যে ব্যক্তি পরতত্ত্বে বিমুখ, তাহার পরতত্ত্ব-ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুতে আত্মবোধ ও তাহাতে অভিনিবেশ হয়। দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতেই ভয় উপস্থিত হয়। যেখানে ভীতি, সেখানে ভগবৎপ্রীতি নাই। মায়ার ভজনের দ্বারা মায়া হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না। যাঁহার মায়া, যিনি মায়ার প্রভু, সেই মায়াবীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেই মায়ার রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। শ্রীগুরুদেবে ঈশ্বর ও প্রেষ্ঠদৃষ্টি-যুক্ত হইয়া মায়াধীশের ভজনের আভাসেই মায়া হইতে উদ্ধার লাভ করা যায়। *

যাঁহার সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ আছে, সেই উপাস্য বস্তুকেই 'সম্বন্ধি-তত্ত্ব' বলে। সেই সম্বন্ধী বস্তুর প্রাপ্তির উপায় বা তদ্বিষয়ে

* ভাঃ ১১।২।৩৭।

কৃত্যই সাক্ষাৎ 'অভিধেয়'। কর্মযোগ বা কর্মার্পণ গৌণ উপায়; জ্ঞান, যোগ ও সাক্ষাদ্‌ভক্তিই—মুখ্য উপায়। জ্ঞান ও যোগকে 'বিচারপ্রধান পথ' এবং ভক্তিকে 'রুচিপ্রধান পথ' বলা হইয়াছে। অতন্নিরসনই জ্ঞানমার্গের প্রধান কৃত্য বা অভিধেয় এবং ব্রহ্ম-সাযুজ্য ইহার প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা পরমাত্মার প্রতি বিমুখ ইন্দ্রিয়গ্রামকে প্রত্যাহার পূর্বক একমুখী করাই—যোগমার্গের কৃত্য বা সাধন। পরমাত্মার উপাসনাটা ভক্তির আকাররূপ ধ্যান ও সমাধির অধীন না হইলে সফলা হয় না। যোগমার্গের প্রয়োজন ক্রমমুক্তি অর্থাৎ পরমাত্মায় সাযুজ্যাদি-প্রাপ্তি। এই ঈশ্বর-সাযুজ্য ব্রহ্ম-সাযুজ্য অপেক্ষাও ঘৃণিত; কেন না, ইহাতে সাধনের প্রাথমিক অবস্থায় ভগবদ্‌বিগ্রহের স্বীকার ও তাঁহার আনুগত্যের অর্থাৎ ভক্তির ভাণ আছে।

বিমুখ জীবের উন্মুখ হওয়ার একমাত্র নিদান—সাধুসঙ্গ। শাস্ত্রমূর্তি সাধু বা মহৎই হ্লাদিনীশক্তির দূত। সর্বশ্রেষ্ঠ সাধু বা মহৎই—শ্রীগুরুদেব। তিনি পরব্রহ্মে প্রচুররূপে নিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। নৈষ্ঠিকী ভক্তিহেতু তিনি ভগবানে পরম্যাবিষ্টতা-প্রাপ্ত।

অজাতরুচি ব্যক্তির পক্ষে বিচারপ্রধান মার্গ, আর জাতরুচি ব্যক্তির পক্ষে রুচিপ্রধান মার্গ। বিচারপ্রধান মার্গ মনীষা বা মস্তিষ্কের পথ। স্বীয় অযোগ্যতার তীব্র অনুভূতি হইতে রুচির উদয় হয়। প্রীতির আধার হৃদয়ই এই রুচির আবির্ভাব-স্থান।

সকল অভিধেয় বা সাধনের মধ্যে ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়; কেন না, অন্যান্য সাধনের যাহা ফল, তৎসমস্তই ভক্তি নিরপেক্ষ-

ভাবে অনায়াসে দান করিতে পারে ; কিন্তু ভক্তির যে ফল, তাহার আভাসও অন্যান্য সাধনের দ্বারা পাওয়া যাইবে না। যদি ভগবানের সুখের চিন্তাযুক্ত-ভক্তি অনুষ্ঠিতা হয়, তাহা হইলে তাহা শীঘ্রই সাধ্যভক্তি প্রীতিতে পর্যবসিত হয়। শ্রীভগবানের সুখ-চিন্তাযুক্ত, নিরবচ্ছিন্ন অমৃতধারাবৎ স্মৃতি-সংযুক্ত যে নববিধ ভক্ত্যঙ্গ—ইহাই কেবলা, অকিঞ্চনা বা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। বর্ণাশ্রম-ধর্ম-পালনের দ্বারা যে বিষ্ণুতোষণ, তাহা ভক্ত্যাভাসমাত্র। তাহার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, আত্মার প্রসন্নতা বা মুক্তিলাভ হইতে পারে, কিন্তু শ্রীভগবানের প্রীতিলাভ হয় না। নিরন্তর আবেশ-ময়ী অকিঞ্চনা ভক্তিদ্বারাই প্রীতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের অনুভব ও লীলারসের আস্বাদন হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম পরিত্যাগপূর্বক শাস্ত্রবিধি-অনুসারে ভজনই—'বৈধী সাধনভক্তি', ইহাকে 'অনন্যা ভক্তি'ও বলা যায়। আর অভিরুচি-সহকারে অভিমানযুক্ত হইয়া ভজনই 'রাগানুগা ভক্তি' ; ইহার অপর নাম—'অনন্যা ভাবভক্তি। 'ভাবভক্তি' ও 'প্রেমভক্তি' উত্তরোত্তর গাঢ়। প্রেম-ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাঁহার স্বরচিত 'শিক্ষাষ্টকে' * নিম্নলিখিত উপদেশসমূহ প্রদান করিয়াছেন :—

১। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তনে চিত্তদর্পণ সমগ্রভাবে মার্জিত হয়, ভীষণ সংসার-দাবানল হেলায় সর্বতোভাবে নির্বাপিত হয়, সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মমঙ্গল পূর্ণবিকসিত

* পরিশিষ্টে 'শিক্ষাষ্টক' দ্রষ্টব্য।

হয়। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন—পরবিদ্যার বা ভক্তির জীবনস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন—প্রেমানন্দের সংবর্ধনকারী, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন—পদে-পদেই পরিপূর্ণ অমৃত আস্বাদন করাইয়া থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন-প্রভাবেই জীবগণ সুশীতল শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবাসমুদ্রে অবগাহন করিতে পারে।

২। নাম ও নামীতে কোনও ভেদ নাই। নামী ভগবান্ তাঁর নিজনামে সর্বশক্তি অর্পণ করিয়া তাহা জগতে **অবতীর্ণ** করাইয়াছেন; নামকীর্তনের কালাকাল, স্থানাস্থান বা পাত্রা-পাত্রের বিচার নাই। কিন্তু দুর্দৈব অর্থাৎ অপরাধ থাকিলে নামে রুচি হয় না। সেই অপরাধ দশ প্রকার, তন্মধ্যে মহতের নিন্দাই প্রথম অপরাধ। *

৩। তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু হইতেও সহিষ্ণু, নিজে অমানী ও অপরের প্রতি মানদানকারী হইয়া **সর্বক্ষণ** হরিনাম **কীর্তন** করিতে হইবে।

'তৃণাদপি সুনীচ'-বাক্যের অর্থ এই যে, জীব এই জড়জগতের অন্তর্গত কোন বস্তু নহে; বস্তুতঃ জীব—অপ্রাকৃত অণুচৈতন্য,

* দশাপরাধ—(১) সাধুনিন্দা; (২) অন্যদেবে স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধি এবং কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে কৃষ্ণস্বরূপ হইতে পৃথগ্‌বুদ্ধি, (৩) নামতত্ত্ববিদ্ গুরুর প্রতি অবজ্ঞা; (৪) নামমহিমবাচক শাস্ত্রের নিন্দা; (৫) শাস্ত্রে নামের যে মাহাত্ম্য ও ফল লিখিত আছে, তাহাতে অর্থবাদ করিয়া কল্পনা মনে করা ; (৬) নামবলে পাপবুদ্ধি; (৭) শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নাম উপদেশ করা; (৮) অন্য শুভকর্মের সহিত হরিনামকে সমান মনে করা; (৯) নামগ্রহণ-বিষয়ে অনবধান; (১০) 'আমি ও আমার' আসক্তি যে নামমাহাত্ম্য জানিয়াও তাহাতে প্রীতি না করা।

শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মের নিত্যরেণু অর্থাৎ তাঁহাদের নিত্য সেবকানুসেবক।

৪। শ্রীহরিকীর্তনকারী শ্রীহরিনামের নিকট ধন, জন, সুন্দরী কামিনী, জাগতিক কবিত্ব বা বিদ্যা অর্থাৎ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রার্থনা করিবেন না। অধিক কি, পুনর্জন্ম হইতেও নিস্কৃতি বা মুক্তি,ত্রিতাপ-জ্বালার শান্তিও চাহিবেন না। প্রতিজন্মে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধান-ব্যতীত অন্য কামনা করিলে কখনও কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইবে না।

৫। জীব নিজের স্বরূপকে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের ধুলিকণা-সদৃশ জানিয়া সর্বদা উৎকণ্ঠার সহিত-শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধান করিবে।

৬। নাম গ্রহণ করিতে করিতে সিদ্ধির বাহ্যলক্ষণে অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকারসমূহ স্বতঃই অঙ্গে প্রকাশিত হইবে।

৭। সিদ্ধির অন্তর্লক্ষণে শ্রীকৃষ্ণসন্তোষচিন্তা-ব্যতীত নিমেষ-কালও যুগের ন্যায় মনে হইবে। অন্তরের অকৃত্রিম সেবা-ব্যাকুলতা-জনিত অশ্রু বর্ষাকালের বারিধারার ন্যায় প্রবাহিত হইবে, কৃষ্ণ-বিরহ-ব্যাকুলতায় সমস্ত জগৎ শূন্যবোধ হইবে অর্থাৎ জগদ্-ভোগের পিপাসার পরিবর্তে সকলবস্তুর দ্বারা কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সন্তোষ-বিধানার্থ আবেশময়ী ব্যাকুলতা হইবে।

৮। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছাবশতঃ যদি কৃপাপূর্বক দর্শন দান করেন—ভাল, আর যদি দেখা না দিয়া মর্মাহত করেন, তথাপি সেই স্বতন্ত্র পরমপুরুষের অব্যভিচারিণী সেবার আশাতেই পড়িয়া থাকিতে হইবে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই যথাসর্বস্ব নিত্যপ্রভু।

শ্রীচৈতন্যদেব দশটি সিদ্ধান্ত জগতে জানাইয়াছেন। এই-সকলই তাঁহার শিক্ষার মূলসূত্র ঃ—

(১) 'শব্দ' বা বেদ-বাক্যই প্রধান প্রমাণ। শ্রীমদ্ভাগবত সেই বেদ-কল্পতরুর প্রপক্ক ফল এবং ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। বেদবীজ প্রণবই মহাবাক্য।

(২) শ্রীকৃষ্ণই অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব।

(৩) তিনি সর্বশক্তিমান্—স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির আশ্রয়

(৪) তিনি অখিল রসামৃতের সমুদ্রস্বরূপ।

(৫) জীবসকল জীবশক্তিযুক্ত পরমাত্মার অণুচিদংশ (বিভিন্নাংশ) নিত্য, বহু ও অনন্ত। নিত্যবদ্ধ বা অনাদিবহির্মুখ এবং নিত্যমুক্ত বা অনাদি-উন্মুখ-ভেদে দ্বিবিধ জীব।

(৬) বহির্মুখতা-ছিদ্রদোষে জীব মায়াশক্তির দ্বারা কবলিত ও আবৃতজ্ঞান।

(৭) পরতত্ত্বের জ্ঞানাভাবময় বৈমুখ্য অনাদি হইলেও বিনাশী।

(৮) শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি, তটস্থাশক্তি ও মায়াশক্তি এবং তত্তৎ-শক্তিপরিণত তত্ত্বসমূহ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে শ্রীকৃষ্ণ হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ (অচিন্ত্য-ভেদাভেদ)।

(৯) বৈমুখ্যবিরোধি সাক্ষাদ্ভগবৎ-সাম্মুখ্য-শ্রেষ্ঠ ভক্তিই প্রধান অভিধেয় বা সাধন।

(১০) পরতত্ত্বের অনুভব বিমুক্তি বা বিজ্ঞানরূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন বা সাধ্য।

দ্ব্যধিক-শততম পরিচ্ছেদ

বেদান্তভাষ্য ও সম্প্রদায়

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—"শ্রীব্যাসসূত্রের অর্থ পরম গম্ভীর, শ্রীব্যাস—ভগবান্। তাঁহার সূত্রের অর্থ জীবের অগোচর; এইজন্য তিনি স্বয়ংই নিজসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সূত্রকর্তা যদি নিজে সূত্রের ব্যাখ্যা করেন, তবে সেই সূত্রের প্রকৃত অর্থ-বিষয়ে লোকের জ্ঞান হয়। প্রণবের যেই অর্থ, তাহা গায়ত্রীতে প্রকাশিত আছে। চতুঃশ্লোকী শ্রীভাগবত সেই অর্থ বিস্তার করিয়াছেন। সৃষ্টির আদিতে শ্রীনারায়ণ শ্রীব্রহ্মাকে যে চারিটী শ্লোক উপদেশ করেন, শ্রীব্রহ্মা তাহা শ্রীনারদকে বলেন, এবং শ্রীনারদ আবার তাহা শ্রীব্যাসদেবকে বলেন। শ্রীল ব্যাসদেব তাহা শুনিয়া, বিচার করিয়া দেখিলেন যে, তিনি যে-সকল সূত্র করিয়াছেন, চতুঃশ্লোকী সেইসকল সূত্রেরই সংক্ষিপ্ত ভাষ্যস্বরূপ। তখন চতুঃশ্লোকীকে বিস্তৃত করিয়া তিনি সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ শ্রী-ভাগবত রচনা করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং চারিবেদ ও উপনিষৎ-সমূহের সার সমুদ্ধার করিলেন। সূত্রের আকরস্বরূপ শ্রুতিমন্ত্র-সমূহই শ্রীভাগবতে শ্লোকাকারে নিবদ্ধ হইল। অতএব শ্রীমদ্-ভাগবতই 'শ্রীব্যাসসূত্রে'র অকৃত্রিম ভাষ্য। শ্রীভাগবতের শ্লোক আর উপনিষৎ একই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছে।"

শ্রীগরুড়পুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—

> অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।
> গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুপাদ 'তত্ত্বসন্দর্ভে * লিখিয়াছেন,—**শ্রীভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যভূত**, সুতরাং এই স্বতঃসিদ্ধ ভাষ্যভূত শ্রীভাগবতের সমক্ষে অন্যান্য অর্বাচীন বা আধুনিক ভাষ্যসমূহ স্বস্বকপোলকল্পিত-মাত্র, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত ভাষ্য-মাত্রই আদরণীয়।

এই জন্যই শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদগণের কেহ পৃথক্ 'বেদান্ত-সূত্রের' ভাষ্য প্রণয়ন করিবার প্রয়াস করেন নাই। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকাশীধামে শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকট ও শ্রীনীলাচলে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকট বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত-অবলম্বনেই ব্রহ্মসূত্রের 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ' প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। সেই সিদ্ধান্ত-অবলম্বনেই শ্রী সনাতন গোস্বামিপাদ 'শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতে', শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ 'শ্রী-সংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে' এবং শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপাদ 'ক্রমসন্দর্ভে', 'ষট্‌সন্দর্ভে' ও বিশেষভাবে 'সর্বসম্বাদিনী'তে 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ' স্থাপন করিয়াছেন।

"অপরে তু 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১১) ভেদেঽপ্যভেদেঽপি নির্মর্যাদদোষসন্ততি-দর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদং সাধয়ন্ত-স্তদ্বদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ ভেদমপি সাধয়ন্তোঽচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদং স্বীকুর্বন্তি।"

—পরমাত্ম-সন্দর্ভীয়া 'সর্বসম্বাদিনী' (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সং ১৪৯ পৃঃ)।

* "ব্রহ্মসূত্রাণামর্থস্তেষামকৃত্রিমভাষ্যভূত ইত্যর্থঃ। * * তস্মাদ্‌ভাষ্যভূতে স্বতঃসিদ্ধে তস্মিন্ সত্যর্বাচীনমন্যদন্যেষাং স্বস্বকপোলকল্পিতং, তদনুগতমেবাদরণীয়-মিতি গম্যতে।" —তঃ সঃ, ১১ অনু

এক সম্প্রদায়ী বৈদান্তিকগণ বলেন,—শ্রুতির প্রমাণানুসারে তর্কের দ্বারা পরম সত্য নির্ণীত হইতে পারে না বলিয়া ভেদেও এবং অভেদেও নিখিল-দোষশ্রেণী-দর্শনে জীব ও ব্রহ্মের সম্পূর্ণ ভিন্নতা চিন্তা করা অসম্ভব ; এইজন্য যেইরূপ 'ভেদ' সাধন করা দুষ্কর, সেইরূপ আবার অভিন্নভাব চিন্তা করিয়া 'অভেদ' সাধন করাও দুষ্কর। এইরূপে 'ভেদাভেদ' উভয় সাধন করিতে গিয়া ইহারা অপ্রাকৃত তত্ত্বে ভেদাভেদ-সাধনে চিন্তার অসমর্থতার উপলব্ধিতে অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদই স্বীকার করিয়াছেন। পরম-তত্ত্ব 'অচিন্ত্য-শক্তি' বলিয়া গৌড়ীয়মতে 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'ই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

কথিত হয়, জয়পুরে' 'গল্‌তা'র গদিতে রামানন্দি-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ জয়পুরের শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর তদানীন্তন সেবাইত গৌড়ীয়গণকে স্বীকৃত চারিপ্রকার সম্প্রদায়ের অর্থাৎ 'শ্রীরামানুজ', 'শ্রীবিষ্ণুস্বামী', 'শ্রীনিম্বার্ক' ও 'শ্রীমধ্ব'—সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের 'কোন্ সম্প্রদায়ের অনুগত ?' বলিয়া প্রশ্ন করেন। শ্রীল বলদেব বিদ্যা-ভূষণ বিচারের দ্বারা প্রতিপক্ষগণকে পরাজিত করেন। প্রতিপক্ষ গণ সাম্প্রদায়িক বেদান্তভাষ্য দেখিতে চাহিলে, তিনি শ্রীগোবিন্দ-জীউর স্বপ্নাদেশে 'গোবিন্দ-ভাষ্য'-নামক বেদান্ত-ভাষ্য নির্মাণ করেন। শ্রীবলদেব গৌড়ীয়-মতে প্রবেশ করিবার পূর্বে তত্ত্ববাদী পণ্ডিত * ছিলেন। তিনি তাৎকালিক প্রয়োজনানুসারে এবং

* শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা ১৩০৪ বঙ্গাব্দ, ৯ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা, [illegible] পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তিনি লিখিয়াছেন,—"তিনি (শ্রীবলদেব) তত্ত্ববাদি-

কিছুটা তাঁহার পূর্বসিদ্ধান্তের সহিত সমন্বয়ার্থ গৌড়ীয়গণকে মাধ্ব-মতান্তর্গত বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ, গৌড়ীয়গণের শাস্ত্র, মন্ত্র, ঋষি, উপাস্য, সাধন, ধাম ও প্রয়োজন-বিচারে তাঁহাদের সম্প্রদায় সকল সম্প্রদায়েরই আকর বা অংশী। **গৌড়ীয়গণের শাস্ত্র—শ্রীমদ্ভাগবত**; তাহা সর্ববেদান্ত-সার, সমস্ত-শাস্ত্রের আকর। অন্য সমস্ত শাস্ত্রই শ্রীমদ্ভাগবতের অংশ, বা স্থল-বিশেষে সোপান বা বিকৃত প্রতিফলন; অথবা তাঁহার সহিত অভিন্ন হইয়াও অল্পশক্তির আকরবস্তুকে প্রকাশ করিয়াছেন। গৌড়ীয়-গণের 'শ্রীগোপাল'-মন্ত্রের মধ্যে সমস্ত-মন্ত্র; উপাস্যবিগ্রহ শ্রী-কৃষ্ণের মধ্যে ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি-আবির্ভাব; ঋষি শ্রীগান্ধর্বার মধ্যে সমস্ত-উপাসক; সাধনভক্তির মধ্যে সমস্ত-সাধন এবং প্রয়োজন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের মধ্যে সমস্ত প্রয়োজন অন্তর্ভুক্ত আছে।

যেখানে জড়ীয় ভেদ, সেইখানেই মতবাদ উপস্থিত হইয়াছে। জীব—মায়াবশযোগ্য এবং পরতত্ত্ব—মায়াধীশ; সুতরাং জীবের ও পরতত্ত্বের মধ্যে ভেদ আছে। আবার, পরতত্ত্ব—শক্তিমান্; জীব শক্তিমানেরই শক্তি। অগ্নি হইতে দাহিকা-শক্তি যেমন অভিন্ন, তেমন শক্তিমান্ পরমেশ্বর হইতে জীবশক্তির অভিন্নতা আছে। ইঁহারা অভিন্ন হইলেও ইঁহাদের মধ্যে পরিমাণগত ভেদ আছে। পরমেশ্বর ও জীব উভয়ই—সচ্চিদানন্দ। কিন্তু, পরমেশ্বর পূর্ণ সৎ, পূর্ণ চিৎ ও পূর্ণ আনন্দ। জীবের সত্তা, চেতনতা ও আনন্দময়তা

মঠে বিরাজমান ছিলেন। প্রথমে শঙ্কর-ভাষ্যাদি পাঠ করিয়া মাধ্বভাষ্য ভালরূপে অধ্যয়ন করেন। তিনি তত্ত্ববাদীদিগের শিষ্য হইয়া মাধ্বসম্প্রদায় ভুক্ত হন

সমস্তই পরতত্ত্বের অধীন ও অণুপরিমাণ। এই যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ' সিদ্ধান্ত, ইহা বাদ নহে, ইহাই সম্পূর্ণ নির্দোষ সিদ্ধান্ত।

ভক্তিকে জ্ঞান হইতে পৃথক্ করিবার চেষ্টা করা হয় বলিয়াই নির্বিশেষ জ্ঞানকে'মতবাদ'বলা হয়। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ মুক্তিকে প্রেমভক্তি হইতে পৃথক্ করিতে চেষ্টা করেন বলিয়াই মুক্তিকে 'কৈতব' বলিয়া গর্হণ করা হয়। **আনুকূল্যময়ী গাঢ়তৃষ্ণার নাম 'ভক্তি'।** তাঁহার দ্বারা পরতত্ত্বকে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্ম-পরমাত্মার আশ্রয়, তখন শ্রীকৃষ্ণভক্তিও জ্ঞান-কর্মযোগের আশ্রয়। প্রকৃত যোগিত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব ভক্তের মধ্যেই আছে। পূর্ণতম অংশিবস্তুর মধ্যেই সকল অংশ আছে। শ্রীকৃষ্ণ—পূর্ণতম অংশী পরাৎপর-তত্ত্ব। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ংকৃষ্ণ—পূর্ণতম তত্ত্ব। সুতরাং তাঁহার উপাসক গৌড়ীয়গণ—পূর্ণ সম্প্রদায়। তাঁহাদের অন্তর্গত অন্য সমস্ত আংশিক সম্প্রদায়। শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যদি অন্যতম অবতার-বিশেষ হন, তাহা হইলে গৌড়ীয়গণও একটী সম্প্রদায়-বিশেষ ; আর যদি শ্রীকৃষ্ণ আংশিক অবতার-বিশেষ না হইয়া অংশী হন, তাহা হইলে গৌড়ীয়গণকেও 'পূর্ণ-সম্প্রদায়' বলিতে হইবে। অদ্বয়জ্ঞান পূর্ণবস্তুকে অদ্বয়-জ্ঞানময় অংশ বলিলে তত্ত্ববিচারে দোষ না হইলেও রসবিচারে দোষ হয় ; সুতরাং গৌড়ীয়গণকে 'মাধ্ব' বলা ঠিক হয় না। মাধ্বমতে—শ্রীমহাভারত সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র; শ্রীকৃষ্ণ পরশুরামের ন্যায়ই পূজ্য। এইমতে সাধন —বিষ্ণুর আজ্ঞা-পালনপূর্বক বিষ্ণুতে কর্মার্পণ ; প্রয়োজন—বায়ু

বা ব্রহ্মার মধ্যদিয়া মুক্তিলাভ ; বায়ু বা ব্রহ্মা অভিন্ন, তাঁহার উপর লক্ষ্মী, তিনি বিষ্ণুর অধীনা, তাঁহার উপর পুরুষোত্তম। লক্ষ্মীর বশীভূত পুরুষোত্তমের বিচার মাধ্বমতে নাই। 'রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ—পরমকারুণিক'—একথাও তাঁহারা বলেন না। শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তে—দেবতাগণ অধম অর্থাৎ সর্বনিম্ন উপাসক, আর গোপীগণ চরম অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসক। কিন্তু মাধ্বসিদ্ধান্ত ইহার বিপরীত। শ্রীমধ্বপ্রণীত 'ভাগবত-তাৎপর্যে' গোপীর চরম মাহাত্ম্যসূচক "আসামহো" * শ্লোকের তাৎপর্য নাই। এইজন্য ষড়্গোস্বামিগণ কেহই শ্রীমন্মধ্বাচার্যকে স্ব-সম্প্রদায়ের গুরুরূপে স্বীকার করেন নাই।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ 'শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী'তে ও শ্রীশ্রী-জীব গোস্বামিপাদ 'সংক্ষেপ বৈষ্ণবতোষণী'তে, 'ষট্সন্দর্ভে' ও সর্ব-সম্বাদিনী'তে এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-ঠাকুর (দশম স্কন্ধের) 'সারার্থদর্শিনীতে শ্রীমাধ্বমত খণ্ডন করিয়াছেন। †

স্ব-সহস্রসম্প্রদায়াধিদেবতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যাঁহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাঁহারাই 'গৌড়ীয়'। শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথের উপাসক গৌড়ীয়-সম্প্রদায় কোনও অংশ-শক্তিপ্রবর্তিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহেন। শ্রীশ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ 'শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটকে'র প্রারম্ভে গৌড়ীয়গণকে

* ভাঃ ১০।৪৭।৬১ ; † এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থকারের "অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ' ও 'বৈদান্তিক মতবাদ'-নামক বিস্তৃত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

'রসিক-সম্প্রদায়' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গৌড়ীয়গণের মূল-মহাজন—শ্রীশ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামিপাদ, তাঁহার অভিন্ন-হৃদয় শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামিপাদ, তাঁহাদের অনুগত চারি গোস্বামী।

ত্র্যধিক-শততম পরিচ্ছেদ

'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'

অচিন্ত্যানন্ত-শক্তিশালী ("অতর্ক্যসহস্রশক্তিঃ"—ভাঃ ৩।৩৩।৩) পরতত্ত্বের শক্তিসমূহ ও শক্তি-পরিণত বস্তুসমূহের সহিত পরতত্ত্বের যে 'অচিন্ত্য' (অপৌরুষেয়-শব্দ-গম্য, কিন্তু পুরুষের অর্থাৎ জীবের ক্ষুদ্রচিন্তাশক্তি বা যুক্তি-তর্কের গম্য নহে), যুগপৎ ভেদ ও অভেদযুক্ত সম্বন্ধ, তাহাই 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'। ভেদ ও অভেদের সহস্থিতি এবং উভয়ই সমভাবে সত্য ও নিত্য—ইহা 'অবোধ্য' বা 'অচিন্ত্য' বলিয়া মানব-যুক্তি বা ধারণায় প্রতীয়মান হইলেও 'শাস্ত্রোপদিষ্ট' বলিয়া অবশ্য স্বীকার্য। অপ্রাকৃত বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র অভ্রান্ত প্রমাণ। উপনিষদে, ব্রহ্মসূত্রে ও তাহার অকৃত্রিম-ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীগীতা ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদি শব্দ-প্রমাণের মধ্যে এই 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'-রূপ 'সর্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত'*

---

* "সর্বতন্ত্রাবিরুদ্ধস্তন্ত্রেঽধিকৃতোঽর্থঃ সর্বতন্ত্র-সিদ্ধান্তঃ" ('ন্যায়দর্শন ১।১।২৮)—অর্থাৎ যাহা সর্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রে কথিত, তাহাই 'সর্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত' ('তন্ত্র'-শব্দের অর্থ শাস্ত্র)।

গ্রথিত আছে। তাহাই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ও গৌড়ীয়-গোস্বামিগণের প্রপঞ্চিত দার্শনিক সিদ্ধান্ত। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীনীলাচলে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকট শাঙ্কর-ভাষ্য-শ্রবণ-লীলা-কালে, শ্রীকাশীধামে কেবলাদ্বৈতবাদী শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর মতবাদ-খণ্ডনকালে ও শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুপাদকে লক্ষ্য করিয়া লোকশিক্ষা-প্রদান-কল্পে এই 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত' প্রকট করিয়াছিলেন। শ্রীসনাতনপাদ 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে' ও 'শ্রীবৈষ্ণবতোষণী'তে, তচ্ছিষ্য শ্রীরূপপাদ 'শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে' ও শ্রীসনাতন-রূপপাদের শিষ্যবর্য শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামি-প্রভুপাদ বিস্তৃতভাবে 'ষট্‌সন্দর্ভে' ও 'সর্বসম্বাদিনী'তে এই 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামিচরণ 'শ্রীভগবৎসন্দর্ভে' * শ্রীমদ্ভাগবতের (৪।১৭।৩৩) শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন,—সেই সমুন্নদ্ধ-(গর্বিত) বিরুদ্ধ-শক্তিশালী, নিগ্রহ-অনুগ্রহের বিধাতা পরমপুরুষকে প্রণাম করি। পরমেশ্বরের বিরুদ্ধ শক্তিসমূহের অচিন্ত্যত্ব-প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন,—'আপনি জীবসমূহের ঈশ্বর, আপনার শক্তিসমূহ তর্কের অতীত অর্থাৎ অচিন্ত্য ও অনন্ত।' পরতত্ত্বের যুগপৎ শক্তিমত্ত্ব ও শক্তির অচিন্ত্যত্ব ব্রহ্মসূত্রের 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' (২।১।২৭), 'আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি' (২।১।২৮) সূত্রে উক্ত হইয়াছে।

* "তস্মৈ সমুন্নদ্ধবিরুদ্ধশক্তয়ে, নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় বেধসে॥ (ভাঃ ৪।১৭।৩৩); তাসামচিন্ত্যত্বমাহ—'আত্মেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্রশক্তিঃ' (ভাঃ [illegible]।৩) * * উক্তাচিন্ত্যত্বম্—'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' ইত্যাদৌ, 'আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি' ইত্যাদৌ (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭-২৮)।" —ভগঃ সঃ, ১৪-১৫ অনু।

কোন প্রমাণসিদ্ধ কার্যের অন্য কোনও প্রকারে উপপত্তি (সমাধান, সিদ্ধি) হয় না বলিয়া অগত্যা যে জ্ঞান হইয়া থাকে, সেই-প্রকার জ্ঞানের যাহা বিষয়, তাহাকেই 'অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর' বলা যায় ; প্রত্যেক ভাব-বস্তুতে যে শক্তি আছে, তাহাই অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে ; যেহেতু শক্তিমাত্রেরই এই প্রকার স্বভাব লোকসিদ্ধ। এই কারণে ব্রহ্মে যে-সকল শক্তি আছে, তাহা সকলই অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর।

সমস্ত ভাব-বস্তুরই শক্তি-সমূহ অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর। 'জল', 'অগ্নি'-প্রভৃতি ভাব-বস্তু ; কিন্তু জলে কেন অগ্নি নিবাইবার শক্তি আছে ? অগ্নিতে কেন পোড়াইবার শক্তি আছে ?—ইহা আধুনিক বিজ্ঞানও বলিতে পারে না। একভাগ 'অম্লজান' ও 'দুইভাগ 'উদজান' মিলিয়া 'জল' হয়, ইহা বিজ্ঞান বলিতে পারে ; কিন্তু 'কেন হয় ?' তাহা বিজ্ঞান বলিতে পারে না। **যে জ্ঞান কোন যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, অথচ প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া যাহাকে স্বীকার না করিয়াও থাকিতে পারা যায় না, তাহাই 'অচিন্ত্য-জ্ঞান' বা 'অর্থাপত্তি-জ্ঞান'।** 'দেবদত্ত' দিনে ভোজন করেন না ; অথচ তাঁহার শরীরটী বেশ সুস্থ, সবল, স্থূল ; সুতরাং কল্পনা করিয়া লইতে হয়, তিনি নিশ্চয়ই রাত্রিতে ভোজন করেন। এখানে দেবদত্তের যে দিনে 'অভোজন' ও 'স্থূলত্ব', তাহা প্রত্যক্ষ লৌকিক প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ, ইহাকে 'দৃষ্টার্থাপত্তি' বলে ; আর যাহা প্রকৃতির অতীত প্রমাণ বা

স্বতঃপ্রমাণ 'বেদে'র দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহাকে 'শ্রুতার্থাপত্তি' বলে। 'দেবদত্ত'-নামক কোন ব্যক্তি জীবিত আছেন, ইহা যাঁহার নিশ্চিত, তিনি কোন আপ্ত (বিশ্বস্ত) ব্যক্তির নিকটে 'দেবদত্ত গৃহে নাই'—এই কথা শুনিয়া সেই দেবদত্তের বহিঃসত্তার (বাহিরে স্থিতির) কল্পনা করেন ; কারণ, জীবিত ব্যক্তির যে নিজ গৃহে অসত্তা (অস্তিত্বহীনতা), তাহা তাঁহার বহিঃসত্তা (বাহিরে স্থিতি) ব্যতীত উপপন্ন (সিদ্ধ) হয় না। শ্রুতির প্রমাণবলে নিশ্চিত হইয়াছে, 'ব্রহ্ম ও জীবে, শক্তিমান্ ও শক্তিতে অভেদ'। আবার শ্রুতির উপদেশ (আপ্তোপদেশ) শ্রবণ করিয়াই জানা গিয়াছে,—'ব্রহ্ম ও জীবে ভেদ, শক্তিমান্ ও শক্তিতে ভেদ।' সুতরাং অব্যভিচারী প্রমাণের আপাতবিরুদ্ধ দুইটী উক্তির অর্থাৎ 'দেবদত্ত আছেন ও নাই', 'শক্তিমান্ ও শক্তিতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ'—এই সত্য-দ্বয়ের কিভাবে সঙ্গতি হইতে পারে, তাহা অব্যভিচারী প্রমাণ-মূলক শ্রুতির অর্থের (তাৎপর্যের) আপত্তি-(কল্পনা) দ্বারাই নির্ধারণ করিতে হয়। এই কল্পনা শব্দ-মূলক, শব্দ-প্রমাণের ন্যায় বাস্তব সত্য। আর শব্দ-প্রমাণ (ব্রহ্মসূত্র ২।১।২৭, শাঙ্করভাষ্য-সহিত ; শ্রীমহাভারত, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি) যেখানে স্পষ্টভাষায় শ্রুতির ঐরূপ সমকালীন ভেদ ও অভেদকে (শক্তি ও শক্তিমানে) শ্রুতার্থাপত্তি-জ্ঞানগোচর' বা 'অচিন্ত্য-জ্ঞান-গোচর' বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন, তখন আর জীবের ক্ষুদ্র-চিন্তা অথবা কোন ঋষি বা মহামানবের স্বকপোল-কল্পনার কোন অবকাশই থাকিল না। মহামনীষী আচার্য শ্রীশঙ্কর অভেদপর-

শ্রুতিকে 'পারমার্থিক সত্য' ও ভেদপর-শ্রুতিকে 'ব্যবহারিক বা মিথ্যা' বলিয়া স্বকপোলকল্পনা করিয়াছেন ; মায়াকে 'অনির্বচনীয়া' বলিয়াছেন। শ্রুতিতে স্বাভাবিকী নিত্যসিদ্ধা পরা-শক্তি ও তাহার বহুত্ব, চেতনের বহুত্ব, জীবের নিত্যত্ব ও বহুত্ব-প্রভৃতি সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত থাকা সত্ত্বেও ঐসকল শ্রুতিকে 'ব্যবহারিক' বলিয়া তিনি কল্পনা করিয়াছেন। 'শ্রুতার্থাপত্তি'-প্রমাণ 'শব্দ-মূলক' বলিয়া উহাতে কোনরূপ স্বকপোল-কল্পনার অবসর নাই। 'দৃষ্টার্থাপত্তি'-প্রমাণে কখনও বা ব্যভিচার সম্ভবপর হইতে পারে ; কিন্তু 'শ্রুতার্থাপত্তি'তে তাহা কখনই সম্ভবপর নহে ; কারণ, উহা সম্পূর্ণ শব্দমূলক বা 'শব্দপ্রমাণে'রই পরিস্ফূর্তি, বিবৃতি ও সঙ্গতি। এজন্য গৌড়ীয়বৈষ্ণব দার্শনিকগণ 'অতীন্দ্রিয় বস্তু'-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত 'শ্রুতার্থাপত্তি'-প্রমাণবলেই স্থাপন করিয়াছেন। ইহাই 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদে'র সুদৃঢ় সুদার্শনিক ভিত্তি। এইজন্যই 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'—বেদান্তের 'সর্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত'। শ্রুতিতে স্পষ্ট-ভাষায় পরব্রহ্মের শক্তি মায়ার তত্ত্ব-নিরূপণ থাকা সত্ত্বেও আচার্য শ্রীশঙ্কর মায়াকে 'অনির্বচনীয়া' বলিয়াছেন। গৌড়ীয়বৈষ্ণব-দার্শনিকগণের 'অচিন্ত্য' শব্দ ও শঙ্করের 'অনির্বচনীয়'-শব্দ এক নহে। মায়াকে স্পষ্টভাষায় 'ব্রহ্মশক্তি' বলিয়া স্বীকার করিলে 'অদ্বৈতসিদ্ধি' হয় না, অথচ মায়াকে অস্বীকার করিলেও কার্য চলে না, এজন্য যে 'অনির্বচনীয়'-শব্দের প্রয়োগ, 'অচিন্ত্য'-শব্দের প্রয়োগ সেই জাতীয় নহে। 'অচিন্ত্য'-শব্দের অর্থটী—'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' (২।১।২৭) এই ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা সমর্থিত ; ইহা

আচার্য শঙ্করও তাঁহার উক্ত সূত্রের ভাষ্যে স্বীকার করিয়াছেন। 'অচিন্ত্য'-শব্দের অর্থ—'শব্দমূলক, শ্রুতার্থাপত্তি-জ্ঞানগোচর'; ইহা সমস্বরে কি শ্রুতি, কি ব্রহ্মসূত্র, কি মহাভারত, কি গীতা, কি বিষ্ণুপুরাণ, কি আচার্য শঙ্কর, কি শ্রীধর স্বামিপাদ এবং সর্বোপরি স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ এইরূপ 'শ্রুতার্থাপত্তি'রই অবতারণা করিয়াছেন।

পরতত্ত্বের 'স্বরূপশক্তি', তটস্থাখ্যা 'জীবশক্তি' ও বহিরঙ্গা 'মায়াশক্তি' এবং যথাক্রমে ঐসকল শক্তির পরিণতি 'ভগবৎ-পরিকর', 'ভগবদ্ধাম', অনন্ত 'মুক্ত' ও 'বদ্ধ' জীব ও অনন্ত 'ব্রহ্মাণ্ড'—এই সকল শক্তি ও শক্তিপরিণত বস্তুর সহিত পরতত্ত্বের যে 'সম্বন্ধ', তাহা লইয়াই দার্শনিক মতবাদসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ বলেন,—"শক্তি ও শক্তিমানে আত্যন্তিক ভেদ আছে।" এই মতবাদ **শ্রীমন্মধ্বাচার্যের 'কেবলভেদবাদ'** প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আবার কেহ বলেন,—"'ভেদাংশ' 'ব্যবহারিক' বা 'প্রাতীতিক' মাত্র; পরমার্থতঃ ব্রহ্মের কোন 'শক্তি'ই নাই। ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করিলে ব্রহ্মের অতিরিক্ত দ্বিতীয় তত্ত্ব এবং শক্তিক্রিয়া হইতে উৎপন্ন 'ভেদ' স্বীকার করিতে হয়; ব্রহ্ম আর 'অদ্বিতীয়' থাকেন না। প্রত্যক্ষদৃষ্ট ভেদসমূহ 'ব্যবহারিক' মাত্র। পরমার্থতঃ ইহাদের ভেদ স্বীকার করা যায় না।" ইহাই **শ্রীশঙ্করাচার্যের 'কেবলাদ্বৈতবাদ'**। আবার কেহ শক্তি ও শক্তিমানের 'ভেদ' স্বীকার করিয়া 'শক্তি' স্বরূপেরই অন্তর্ভুক্তা, ইহা প্রতিপাদন

করেন। ইহা হইতে **শ্রীরামানুজাচার্যের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'** প্রকাশিত। 'ভেদ' ও 'অভেদ' উভয়ই সমভাবে সত্য, নিত্য, স্বাভাবিক ও অবিরুদ্ধ বলিয়া খ্যাপন-পূর্বক **শ্রীনিম্বার্কাচার্য স্বাভাবিক 'ভেদাভেদবাদ'** স্থাপন করেন। আবার কেহ কেহ তর্কের দ্বারা 'ভেদ'-বাদ বা 'অভেদ'-বাদ স্থাপন না করিয়া অথবা শক্তি ও শক্তিমানে 'ভেদ' ও 'অভেদ' উভয়ই স্বাভাবিক,—এই-রূপও কল্পনা না করিয়া 'শ্রুতার্থাপত্তি'-প্রমাণ বা শব্দমূলক-প্রমাণ-বলে শক্তি ও শক্তিমানের 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-স্থাপন-পূর্বক শ্রুতি-মন্ত্র ও বেদান্তসূত্রসমূহের সমন্বয় বিধান করিয়াছেন। ইহাই **গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'**। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব দার্শনিকগণ কস্তূরী ও উহার গন্ধ, অগ্নি ও দাহিকাশক্তি-প্রভৃতি দৃষ্টান্তদ্বারা শক্তিমান্ ও শক্তির সম্বন্ধের কথা বুঝাইয়াছেন। কস্তূরীর গন্ধরূপ শক্তিকে, আর অগ্নির দাহিকাশক্তিকে কস্তূরী বা অগ্নি হইতে পৃথক্ বা বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ ভিন্ন করা যায় না। এই দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায়,—শক্তি শক্তিমান্ হইতে 'অভিন্ন'। আবার অনেক সময় কস্তূরী ও অগ্নি লোকলোচনের বহির্ভূত থাকিয়াও গন্ধ ও উত্তাপ প্রকাশ করে। 'মৃগনাভি'র বহির্দেশেও যখন গন্ধের অনুভব হয়, অদৃশ্য অগ্নি হইতেও যখন কোন-কোন সময় উত্তাপ অনুভূত হইয়া থাকে, তখন প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত বস্তুশক্তি সম্পূর্ণ 'অভিন্ন', ইহাও বলা যায় না। আবার কস্তূরী ও উহার গন্ধের মধ্যে অথবা অগ্নি ও উহার দাহিকা-শক্তির মধ্যে সম্পূর্ণ 'ভেদ' আছে, ইহা কল্পনা করিলেও উভয়কে দুইটী বস্তু বলিয়া স্থাপন

করিতে হয়। জলের 'অম্লজান' ও 'উদজানে'র মত কস্তূরী ও উহার গন্ধকে দুইটী পৃথক্ উপাদান সিদ্ধান্ত করিলে, গন্ধ বাহির হইয়া গেলে কস্তূরীর ওজন কমিয়া যাইত। সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানে 'কেবলভেদবাদ' স্থাপন করিতে গেলেও অনেক দোষ উপস্থিত হয়। নির্দোষভাবে 'কেবলভেদবাদ' স্থাপন করা যেমন দুষ্কর, 'কেবল-অভেদবাদ' স্থাপন করা সেইরূপই দুষ্কর। এজন্য কোন কোন বৈদান্তিক 'কেবলভেদ' বা 'কেবলাভেদ'-সাধনে মানবচিন্তার অসামর্থ্য উপলব্ধি করিয়া শব্দপ্রমাণমূলক 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ' স্বীকার করেন। স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না বলিয়া শক্তির ভেদপ্রতীতি, আবার ভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না বলিয়া অভেদপ্রতীতি হয়। অতএব শক্তি ও শক্তি-মানের মধ্যে 'ভেদ' ও 'অভেদ' এবং এই 'ভেদাভেদ' 'অচিন্ত্য'-অর্থাৎ 'প্রকৃতির অতীত বা তর্কের অগম্য ব্যাপার'—এই 'সিদ্ধান্ত' স্বীকার করিতে হয়। 'ভেদ' ও 'অভেদ' একই সঙ্গে কিরূপে 'সত্য'; 'হাঁ' ও 'না', উষ্ণ ও শীতল একই সঙ্গে কিরূপে সম্ভব; ইহা কোন যুক্তি-তর্কের দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু প্রকৃতির অতীত রাজ্যে একই সঙ্গে বিরুদ্ধ ব্যাপারের অপূর্ব সমন্বয় হয়; ইহা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র সমস্বরে প্রতিপাদন করেন। অতএব শক্তি ও শক্তিমানের যুগপদ্‌বিরুদ্ধ সম্বন্ধটী শ্রুতার্থাপত্তি-জ্ঞানগোচর—শব্দপ্রমাণগম্য, উহা কোন জীব-যুক্তিতর্কের দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। ইহাই 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে'র সংক্ষিপ্ত মর্ম।

চতুরধিক-শততম পরিচ্ছেদ

'গৌড়ীয়দর্শনে'র মৌলিকতা ও সার্বভৌমিকতা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রপঞ্চিত 'গৌড়ীয়দর্শন' বা শ্রীভাগবত-দর্শনে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। তত্ত্ব এক ব্যতীত দুই নহে। সেই অদ্বয় পরতত্ত্বে স্বাভাবিকী ত্রিবিধা শক্তি—(১) স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তি, (২) তটস্থা শক্তি বা জীবশক্তি, (৩) বহিরঙ্গা শক্তি বা মায়াশক্তি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রপঞ্চিত 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' অদ্বয়তত্ত্বের স্বরূপানুবন্ধি-শক্তিবৈচিত্র্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ইহা সম্পূর্ণ মৌলিক ও সার্বভৌম 'সর্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত'; অর্থাৎ কোন পূর্ববর্তী আচার্যের আনুকরণিক মতবাদ নহে, পরন্তু বেদান্তের সার্বদেশিক সিদ্ধান্ত এবং বিভিন্ন ভাষ্যকার আচার্যবৃন্দের সিদ্ধান্তসমূহের সম্পূর্ণতা ও সুসমন্বয়-বিধানকারী।

'অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে' স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদী শ্রী-নিম্বার্কাচার্যের ন্যায় 'স্বতন্ত্র' ও 'অস্বতন্ত্র' দুইটী তত্ত্বের স্বীকৃতি নাই। শ্রীনিম্বার্কের মতে ঈশ্বর—স্বতন্ত্র তত্ত্ব, জীব ও প্রকৃতি—অস্বতন্ত্র তত্ত্ব; কিন্তু অস্বতন্ত্র তত্ত্বের সত্তা স্বতন্ত্র তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। শ্রীনিম্বার্কের মতে শ্রীপুরুষোত্তমের সত্তা জীবের ও প্রকৃতির সত্তা হইতে অতিরিক্ত। শ্রীমধ্বাচার্যও জীব ও ব্রহ্মকে দুইটী পৃথক্ তত্ত্ব বলিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-পাদ বলেন,—জীব ও প্রকৃতিকে পৃথক্ তত্ত্ব বলিলে অদ্বয়তার

হানি হয়, কিন্তু উহাদিগকে শক্তিরূপে বিচার করিলে অদ্বয়তত্ত্বের সম্যক্ স্ফূর্তি ও প্রতিষ্ঠা হয়। শক্তি ও শক্তিমানের অবিচ্ছেদ্যতার উপরই 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' প্রতিষ্ঠিত। শক্তিমান্ হইতে শক্তিকে পৃথক করা যায় না বলিয়াই শক্তি ও শক্তিমান্ মিলিয়াই এক অদ্বিতীয় বস্তু বা তত্ত্ব। বস্তু—'বিশেষ্য', আর বস্তুশক্তি—'বিশেষণ'; 'বিশেষণ'যুক্ত বিশেষ্যই বস্তু।" প্রশ্ন হইতে পারে—"বিশেষ্য ও বিশেষণ মিলিয়াই যদি বস্তু হয়, বিশেষণকে বিশেষ্য হইতে, শক্তিকে শক্তিমান হইতে, যদি পৃথকই না করা যায়, তাহা হইলে পৃথগ্ভাবে শক্তিকে স্বীকার করারই বা আবশ্যকতা কি?" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যানুচর শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন,—"ইহা বেদান্তিগণের মত নহে; কারণ, বস্তু থাকা সত্ত্বেও মন্ত্র-মহৌষধাদির প্রভাবে শক্তিকে মাত্র স্তম্ভিত হইতে দেখা যায়; হাত না পুড়িলেও আগুন দেখা যায়। সুতরাং অগ্নি ও উহার দাহিকা-শক্তিকে পৃথঙ্ নামে অভিহিত করাই যুক্তিসঙ্গত, যদিও তথায় বস্তু বা তত্ত্ব দুইটী নহে। স্বাভাবিকী শক্তির বিচিত্রতার দ্বারা শক্তিমানের অদ্বয়ত্বের ব্যাঘাত হয় না। এজন্য স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে শক্তিকে চিন্তা করা যায় না বলিয়া উহার 'ভেদ', আবার ভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না বলিয়া 'অভেদ'। অতএব শক্তি ও শক্তিমানের 'ভেদাভেদ' স্বীকৃত এবং তাহা 'অচিন্ত্য' অর্থাৎ তর্কযুক্তির অগম্য হইলেও শাস্ত্রগম্য। 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-দর্শনে ব্রহ্মের কোনরূপেই ভেদ-স্বীকার নাই। 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী' শ্রীরামানুজ চিদচিদ্‌বিশিষ্ট-ব্রহ্মকে অদ্বয়তত্ত্ব বলেন। তাঁহার মতে—ঈশ্বরের সহিত জীব ও প্রকৃতির

ভেদ নাই, কিন্তু তত্ত্বটী বিশেষণ-বিশিষ্ট ; চিৎ (জীব) ও অচিৎ (জড়বর্গ) ব্রহ্মের 'বিশেষণ' ; অর্থাৎ শ্রীরামানুজের মতে কেবল জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিশেষণ, কিন্তু গৌড়ীয়দর্শনে ব্রহ্মের সমস্ত শক্তিই ব্রহ্মের বিশেষণ। শ্রীরামানুজাচার্য শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ স্বীকার করেন, কিন্তু শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শক্তি ও শক্তিমানের 'কেবল-ভেদ' স্বীকার করেন নাই। শ্রীরামানুজাচার্যের মতে চিৎ ও অচিদ্ব্রহ্মের 'স্বগত-ভেদ' ; কিন্তু শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ব্রহ্মের কোনরূপই 'ভেদ' স্বীকার করেন না। অতএব কি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীরামানুজ, কি কেবলভেদবাদী শ্রীমধ্ব, কি স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদী শ্রীনিম্বার্ক—সকল বৈষ্ণবাচার্যের মত হইতেই গৌড়ীয়দর্শনে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব স্থাপন ও তৎপ্রসঙ্গে শক্তি-বিচারের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্ব আছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের চরণানুচর শ্রীজীবপাদ শ্রীমধ্বের ন্যায় জীব ও ঈশ্বরকে দুইটী 'নিত্যসিদ্ধ পৃথক্ তত্ত্ব' বলেন নাই। সুতরাং শ্রীমধ্ব যেভাবে ঈশ্বর হইতে জীবের তত্ত্বতঃ 'অত্যন্ত ভেদ' স্বীকার করিয়াছেন ; শ্রীজীবপাদ সেভাবে 'অত্যন্ত-ভেদ' স্বীকার করেন নাই। ব্রহ্মের স্বাভাবিকী স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তির ন্যায় জীবশক্তিও শক্তি-রূপেই পরমাত্মার অংশ—যথা অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গ ; অগ্নিত্বে উভয়েরই অভেদ, কিন্তু পরিমাণাদিতে উভয়ের ভেদ : তথাপি শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ।

শ্রীমধ্বাচার্য তাঁহার 'ভাগবত-তাৎপর্য-নির্ণয়ে' (১১।৭।৫১) যে 'ব্রহ্মতর্কের' বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-

বাদে'র ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও শ্রীমধ্বাচার্যকে 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী' বলা যায় না ; কারণ শ্রীমধ্বাচার্য ভেদের নিত্যত্বের ন্যায় অভেদের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। ভাস্করাচার্য অভেদের নিত্যত্ব এবং ভেদের সাময়িক সত্যত্ব স্বীকার করেন। অপর পক্ষে, শ্রীমধ্বাচার্য ভেদের নিত্যত্ব ও অভেদের একাংশে সত্যত্ব স্বীকার করেন। আর শ্রীনিম্বার্ক ভেদ ও অভেদ উভয়েরই সমসত্যত্ব, সমনিত্যত্ব অর্থাৎ সর্বকালে সর্বাবস্থায় সমভাবে ভেদাভেদের নিত্যত্ব স্বীকার করেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনে পরব্রহ্মকে স্বরূপাখ্য-জীবাখ্য-মায়াখ্য-শক্তির আশ্রয় এক 'অদ্বিতীয় তত্ত্ব' বলিয়া স্থাপন করায় তথায় একাধিক তত্ত্বের কোন প্রসঙ্গই উপস্থিত হয় না। এজন্য একাধিক তত্ত্বের সহিত অত্যন্ত ভেদ (যাহা শ্রীমধ্বের সিদ্ধান্ত), অথবা কোন ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক একাধিক তত্ত্বের সহিত পারমার্থিক অত্যন্ত অভেদ বা ব্যবহারিক ভেদাভেদ (যাহা শ্রীশঙ্করাচার্যের সিদ্ধান্ত), কিংবা কারণরূপী বা কার্যরূপী ব্রহ্মের দ্বিরূপ বা একাধিক তত্ত্বের সহিত সাময়িক ভেদ ও নিত্য অভেদ (যাহা শ্রীভাস্করাচার্যের সিদ্ধান্ত), অথবা স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র তত্ত্বের সহিত সমভাবে স্বাভাবিক ভেদ ও স্বাভাবিক অভেদ (যাহা শ্রীনিম্বার্কাচার্যের সিদ্ধান্ত), অথবা কারণ ও কার্যরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মের মধ্যে যে অভেদ (যাহা শ্রীবল্লভাচার্যের মত)—কোনটীরই অনুকরণ অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে নাই। ভাস্করাচার্যকে প্রকৃত প্রস্তাবে 'ভেদবাদী' বলা যায় না ; তাঁহাকে 'অভেদবাদী' বলাই সঙ্গত। শ্রীমধ্বাচার্যকেও তদ্রূপ 'ব্রহ্মতর্কে'র উদ্ধৃত বাক্যের প্রমাণ

হইতে 'ভেদাভেদবাদী' বলা যায় না ; তাঁহাকে 'কেবল-ভেদবাদী' বলাই সঙ্গত। শ্রীনিম্বার্কাচার্যের ভেদাভেদবাদে ভেদবাদ ও অভেদবাদ উভয়ই স্বাভাবিক হইলে জীবগত দোষ-সমূহ ব্রহ্মের স্বাভাবিক হইয়া পড়ে ; আবার ব্রহ্মের সৃষ্টি-কর্তৃত্বাদি-গুণসমূহ জীবের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। শ্রীবল্লভাচার্য কেবলাদ্বৈত-মতবাদোক্ত কার্যের (জীব-জগতের) মিথ্যাত্বের আশ্রয়ে কার্য-কারণের (জীবজগৎ ও ব্রহ্মের) অভেদবাদ নিরসনপূর্বক কার্য-কারণরূপ শুদ্ধ (মায়াসংস্পর্শহীন) ব্রহ্মের অভেদত্ব বা অদ্বয়ত্ব স্থাপন করিয়া 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে জীব—বহুভবনেচ্ছু সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের তিরোভূতানন্দাংশ চিদংশ। ব্রহ্মই জগৎকার্যরূপে অবিকৃত পরিণাম-প্রাপ্ত। গৌড়ীয়-দর্শনের শক্তিসিদ্ধান্তের সূক্ষ্মতা ও শক্তিপরিণামবাদের স্বীকৃতি এই মতবাদে না থাকায় ইহাতে অসম্পূর্ণতা দৃষ্ট হয়। জীবশক্তি-যুক্ত অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের শক্ত্যংশ জীব শক্তিমান্ স্বাংশতত্ত্ব হইতে জীবশক্তির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ও তৎ-পরিণত জগৎ, অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি ও তৎপরিণত ভগবদ্ধামাদি এবং স্বরূপশক্তির সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-বৃত্তির প্রভাবের বিশ্লেষণ—গৌড়ীয়-দর্শনে শক্তিতত্ত্বের অপূর্ব বৈজ্ঞানিক সুসূক্ষ্ম বিচার। অথচ সেইসকল শক্তি-বৈচিত্র্য অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের অদ্বয়তার ব্যাঘাত না করিয়া তৎপরিপোষক। শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের কথিত বস্তুর অংশ জীব, বস্তুর শক্তি মায়া, বস্তুর কার্য জগৎ, তাহা সকলই বস্তুই—এই 'অদ্বয়বস্তুবাদ' বা অদ্বয়তত্ত্ববাদেও নিরংশবস্তুর অংশ,

অবিকৃত বস্তুর কার্য-(বিকার বা পরিণাম) প্রভৃতি উক্তি বস্তু তত্ত্ববিজ্ঞানে অসম্পূর্ণতা আনয়ন করে ; কিন্তু স্বরূপানুবন্ধিনী অর্থাৎ স্বাভাবিকী শক্তিবৈচিত্রী বস্তু বা তত্ত্বের অখণ্ডতা বা অদ্বয়-তত্ত্ব পরিস্ফুট করিয়া শক্তির কার্যসমূহ সুসম্পন্ন করে। অদ্বয়তত্ত্বের শক্তি স্বীকার করিলে (শ্রুতিপ্রমাণানুযায়ী) পরতত্ত্বের অদ্বয়ত্বের কোন-প্রকার হানি হয় না এবং জীব ও ব্রহ্মে নিত্য ভেদ ও অভেদের স্বাভাবিকত্ব স্বীকার করায় যে-সকল দোষ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, অথবা অত্যন্ত ভেদ স্বীকার করায় শ্রুতি, বেদান্ত ও তাহার অকৃত্রিম ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তের সহিত যে বিরোধ উপস্থিত হয়, অথবা জীবকে 'শক্তি' না বলিয়া কেবল 'চিদংশ' বা 'বস্ত্বংশ' বলায় যে নিরংশ অদ্বয়তত্ত্বের অংশ কল্পনা করিতে হয়, তাহাও স্বীকার করিতে হয় না এবং সমস্ত শব্দ-প্রমাণের সুসঙ্গতি ও মর্যাদা রক্ষিত হয়। গৌড়ীয় দার্শনিকগণের 'অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে'র মধ্যে একাধারে শ্রুতি, বেদান্ত ও সূত্রের যথার্থ ভাষ্যের সিদ্ধান্তের সমন্বয় এবং সমগ্র আচার্যগণের শ্রৌত-সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণতা-সাধন হইয়াছে। কেবলাদ্বৈত-মত-প্রবর্তক শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের মতবাদের মধ্যেও যাহা শ্রুতির অবিরোধী, তাহা শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা অনুসরণ করিয়া 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে' এবং শ্রীজীব গোস্বামিপাদ 'সন্দর্ভে' আদর করিয়াছেন : ভক্ত্যেকরক্ষক শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের ও শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদের শুদ্ধাদ্বৈতপর সিদ্ধান্তের, তথা বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদাচার্য শ্রীরামানুজের ও তত্ত্ববাদগুরু শ্রীমধ্বের সিদ্ধান্তের সঙ্গতি,

সমন্বয় ও সম্পূর্ণতা অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব, 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'ই সর্বশাস্ত্রসমন্বয়কারী মৌলিক সার্বভৌম সর্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত-সম্রাট্।

পঞ্চাধিক-শততম পরিচ্ছেদ

পরমপুরুষার্থ বা প্রয়োজন-তত্ত্ব

শ্রীচৈতন্যদেব বলেন,—"নিজের ইন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার নামই—'কাম' এবং শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-প্রীতির ইচ্ছাই—অপ্রাকৃত 'প্রেম'।" জীবের আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছাই ধর্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-কামনা-রূপে চারি পুরুষার্থ (পুরুষ = জীব + অর্থ = প্রয়োজন বা কাম্য)। স্বর্গাদি-সুখ-কামনাকে 'ধর্ম-কামনা' বলে। অর্থলাভের উদ্দেশ্যে ভগবানের আরাধনার ছলনা, কিংবা যে-কোনও কামনাসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কামদাত্রী দেবতার পূজা, অথবা সংসারের যন্ত্রণা হইতে শান্তি-লাভের ইচ্ছা-প্রভৃতি সমস্তই 'কাম'। সাধারণতঃ লোকে ধর্ম বা পুণ্য-কামনা-সিদ্ধির জন্য সূর্যদেবতার পূজা ও অর্থকামনা-পরিপূরণের জন্য সিদ্ধিদাতা গণেশ-দেবতার পূজা, পুত্র, রাজ্য, অভ্যুদয়-প্রভৃতি কামনা করিয়া শক্তির পূজা এবং মোক্ষ কামনা করিয়া রুদ্রের পূজা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার বিষ্ণুকে কর্মাধীন ও কর্মফল-দাতা বিচার করিয়া বিষ্ণুর পূজা (?) করেন;

কেহ বা তাঁহাকে দণ্ডমুণ্ড-বিধাতা পরম ঐশ্বর্যশালী বিচারে পূজা করেন ; ইহাতেও উপাস্যবস্তুতে প্রেমের অভাব লক্ষিত হয়।

শ্রুতি পরম তত্ত্বকে "রসো বৈ সঃ," "অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানাং মধুঃ" প্রভৃতি মন্ত্রে নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায়, পরতত্ত্ব ক্লীব ব্রহ্মমাত্র নহেন, কিংবা তিনি পুরুষ-ভোগ্যা প্রকৃতি বা শক্তিতত্ত্ব নহেন, তিনি মায়া ও জীবশক্তির ঈশ্বর পরমাত্মমাত্র নহেন, তিনি পরিপূর্ণ-সর্বশক্তি-বিশিষ্ট, স্বরূপ-শক্তির সহিত লীলাময়, রসময়, মধুময় লীলাপুরুষোত্তম। তিনি পরিপূর্ণতমস্বরূপে চিদ্বিলাসী, সচ্চিদানন্দ-তনু, অপ্রাকৃত কামদেব, স্বরাট্ ও অদ্বিতীয় ভোক্তা।

তিনি ভালবাসেন, ভালবাসা চা'ন এবং ভালবাসার বশীভূত হন। তিনি সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতম ও প্রিয়তম। এরূপ নয় যে, তিনি কেবলই সুদূরবর্তী ; অথবা এরূপও নহেন, যখন উপাসক নিকটবর্তী হন, তখনও কেবল খুব বড় লোকের মত ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হইয়া ভীতি ও সম্ভ্রমের পাত্রবৎ অবস্থান করেন। সূর্যকে আলোক হইতে পৃথক করা যায় না, যেহেতু উহা তাহার স্বরূপেরই ধর্ম ; সেইরূপ রসময় পরতত্ত্বের ভালবাসা-বৃত্তিটী তাঁহা হইতে পৃথক্ করা যায় না। কেন তাঁহাকে ভালবাসা যায়, তাহার কোন কারণ নাই ; কারণ, ঐ প্রিয়ত্বধর্মটী তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী গুণ। তিনি যে কেবল প্রীতিই স্বীকার করেন, তাহা নহে ; তিনি প্রীতির বশীভূত হইয়া যা'ন। এইটী তাঁহার অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। এই জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহাকে (কৃষ্ণকে) ভালবাসা যায় না, বা

ঐ জড়েন্দ্রিয়কেও তিনি ভালবাসেন না। **এই ভালবাসা বদ্ধ বা তটস্থ-দশায় অবস্থিত অণুচিত জীবের পক্ষে সম্ভব নহে, তথাপি তাঁহারই আনন্দদায়িনী স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর কৃপাশক্তি যে ইন্দ্রিয়ে অবতরণ করিয়াছেন, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই পরতত্ত্ব-বস্তুর সাক্ষাৎকার-লাভ হয়।** যেই শক্তির দ্বারা পরতত্ত্বকে ভালবাসা যায় এবং তাঁহার দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া যায়, যেই শক্তি পরতত্ত্ব ও জীব উভয়কে সুখী করেন, **সেই শক্তির প্রধান ও প্রথম ধর্ম 'করুণা'।** জীবের কোনও সাধ্য নাই, পরতত্ত্ব-বস্তুকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পায় ; তথাপি **সাধু বা মহতের আকারে সেই হ্লাদিনী-শক্তির প্রকাশ অবতীর্ণ হইয়া জীবকে পরতত্ত্বের সহিত যোগযুক্ত করেন। হ্লাদিনী-শক্তির কৃপাক্রমে হ্লাদিনীর সঙ্গে তাদাত্ম্যাপন্ন ইন্দ্রিয় পরতত্ত্বকে সুখী করিতে পারে।** হ্লাদিনী-শক্তির যে সেবা—পরতত্ত্ব শ্রীভগবান্‌কে 'সুখী' দেখা, তাহা তখন সেই ইন্দ্রিয়ে নামিয়া আসে। সকল স্থানে, সকল কালে, সকল পাত্রে ও সকল অবস্থায় তিনিই ভালবাসার বস্তু।

কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি সাধন 'উপায়'-মাত্র, 'উপেয়' নহে ; অর্থাৎ তাহাই জীবের চরম প্রয়োজন নহে ; কিন্তু 'প্রেমভক্তি' উপায় ও উপেয় ; অর্থাৎ উহাই 'প্রয়োজন'। প্রেমভক্তিদ্বারা যাহা লভ্য হইবে, সেইটীও 'ভক্তি'ই, তাহারই অপর নাম পরতত্ত্বে 'প্রীতি'। কর্ম-জ্ঞান যোগাদির পথ সার্বজনীন নহে, অর্থাৎ তাহাতে সকলের অধিকার নাই। বিকলেন্দ্রিয় বা অর্থহীন ব্যক্তি যজ্ঞাদি-কর্ম-

করিতে পারে না। মূর্খ, নীচ, পাপী, ভোগী ও রোগী ব্যক্তি জ্ঞান-যোগাদির অনুষ্ঠান করিতে পারে না; কিন্তু ভক্তি সকলেই অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

ভক্তির আভাসেই অর্থাৎ তুচ্ছফলরূপেই কর্ম-জ্ঞানাদির চরম প্রাপ্য সমস্ত প্রয়োজনই অনায়াসে লভ্য হয়। **ভক্তি স্বতঃই সুখরূপা, এজন্য 'অহৈতুকী'**; কর্ম-জ্ঞানাদি ফলরূপে সুখের আকাঙ্ক্ষা করে বলিয়া উহাদের অনুষ্ঠানে 'হেতু' থাকে। যেস্থানে স্বয়ং 'সুখ'ই সাধন ও সাধ্য, সেস্থানে আর আত্মসুখানুসন্ধান-চেষ্টারূপ হেতু থাকিতে পারে না। **ভক্তি করার মত এমন সুখ কিছুতে নাই, আর ভক্তি না করার মত এমন দুঃখও আর কিছুতে নাই।** এজন্য ভক্তি **'অপ্রতিহতা'** অর্থাৎ কিছুতেই বাধাপ্রাপ্ত হয় না। বাধা পাইলে ইঁহার বেগ আরও বহুগুণে বাড়িয়া যায়।

ভক্তি—পরমধর্ম; কারণ, ইহা 'পরতত্ত্বে'র একমাত্র সন্তোষের জন্য কৃত হয়। নিবৃত্তিমাত্র-লক্ষণ ধর্মেও বিমুখতা থাকে, অর্থাৎ পরতত্ত্বের সন্তোষ-চিন্তা থাকে না, নিজের স্বার্থ-চিন্তাই অধিক পরিমাণে থাকে।

ভক্তি—সর্বত্রই অনুষ্ঠিতা হয়। সর্বশাস্ত্র, সর্বকর্তা, সর্বদেশ, সর্বকরণ, সর্বদ্রব্য, সর্বকার্য ও সর্বকালে ভক্তির অনুষ্ঠান হয়। সর্বদা ভক্তির অনুশীলন হয়; সৃষ্টিতে, চতুর্বিধ প্রলয়ে, চারিযুগে, সর্বাবস্থায় (মাতৃগর্ভে, বাল্যে, যৌবনে, বার্ধক্যে, মরণে, স্বর্গে ও নরকে) ভক্তির অধিষ্ঠান আছে।

ভক্তি—সর্বকামপ্রদা, অশুভহারিণী, সর্ববিঘ্নবিনাশিনী, সর্বতাপ-ক্লেশ-নাশিনী, অপ্রারব্ধহারিণী, পাপবাসনাহারিণী, অবিদ্যাবিনাশিনী, সর্বতোষণী, সর্বগুণদায়িনী, সর্বসুখপ্রদায়িনী, অভক্তিবিঘাতিনী, স্বতঃই নির্গুণা, নির্গুণতাবিধায়িনী, স্বপ্রকাশ-স্বরূপা, পরমসুখ-স্বরূপা, রতিপ্রদা, প্রেমৈক-সর্বস্বা, ভগবদ্বশকারিণী ও প্রয়োজন-পরাকাষ্ঠা-প্রদায়িনী।

কেবল দুঃখনিবৃত্তি পুরুষার্থ নহে, পরমানন্দ-প্রাপ্তিই যথার্থ বাস্তব পুরুষার্থ বা মুক্তি। 'মুক্তি'-শব্দে প্রকৃতপ্রস্তাবে পরমানন্দ-প্রাপ্তিকেই লক্ষ্য করে। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—তিনটীর আবির্ভাবই আনন্দস্বরূপ ; ইহাদের প্রাপ্তি—মুক্তি। এই মুক্তি বা আনন্দপ্রাপ্তি সকলই পূর্ণ ; কারণ, পরতত্ত্বের সকল আবির্ভাবই পূর্ণ। ব্রহ্মে নিজ শক্তির বা ধর্মের প্রকাশ নাই বলিয়া ব্রহ্ম—নির্বিশেষ। পরমাত্মায় শক্তির বা ধর্মের আংশিক প্রকাশ আছে। পরমাত্মা হইতেও ভগবানে প্রিয়ত্বধর্ম-গুণটী সর্বতোভাবে অধিক আছে বলিয়া শ্রীভগবান্ গুণবিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। শ্রীভগবানের সবিশেষত্বের মধ্যে চমৎকারিতা বা আনন্দবৈচিত্রী আছে। শ্রীভগবান্ সর্বগুণসম্পন্ন হইয়াও নিরপেক্ষ নহেন। তিনি উপাসকের প্রীতি চাহেন এবং নিজেও প্রীতি করেন। শ্রীভগবান্‌কে সুখী করাই মূল প্রয়োজন বটে ; কিন্তু ইহার মধ্যেও বৈশিষ্ট্য এই যে, ভগবান্ যেভাবে সুখী হইতে চাহেন, সেভাবে তাঁহাকে সুখী করিতে চেষ্টা করাই 'প্রীতি'। যেইভাবে তাঁহাকে পাইলে—তাঁহাকে সেবা করিলে—ভালবাসিলে, তিনি সুখী হ'ন, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে

বা নিজের সুখকামনামূলে নহে ; সেইভাবে তাঁহাকে পাইবার ইচ্ছা প্রীতিকে বিস্তার করে। ইহাকে 'স্বার্থশূন্য ভালবাসা' বলা হয়। নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-কামনা ইহার মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়। সুখ—মায়াশক্তির সত্ত্বগুণের বৃত্তি ; আর ভগবৎপ্রীতি—স্বরূপশক্তির বৃত্তি। প্রীতি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপরিকরগণে স্বতঃসিদ্ধরূপে নিত্য বর্তমান আছে। তাঁহাদের কৃপাপরম্পরাক্রমে যোগ্য নির্মল জীবাত্মায় প্রীতির আবির্ভাব হয়। এই প্রীতিই সর্বোত্তম পরমানন্দলাভের একমাত্র উপায় ও উপেয়।

প্রেম-সম্বন্ধে পৃথিবীতে বিকৃত ধারণার প্রচার হইয়াছে। তাই, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

"কি আর বলিব তোরে মন !
মুখে বল' 'প্রেম,' 'প্রেম,' বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম,
শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন ॥
অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফঝম্প অকস্মাৎ,
মূর্চ্ছাপ্রায় থাকহ পড়িয়া।
এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎ-সঙ্গ,
কামিনী-কাঞ্চন লভ' গিয়া ॥
প্রেমের সাধন—'ভক্তি,' তা'তে নৈল অনুরক্তি,
শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে ?
দশ-অপরাধ ত্যজি,' নিরন্তর নাম ভজি,'
কৃপা হ'লে সুপ্রেম পাইবে ॥
না মানিলে সুভজন, সাধুসঙ্গে সংকীর্তন,
না করিলে নির্জনে স্মরণ।

না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি,'
দুষ্টফল করিলে অর্জন ॥
অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন সুবিমল হেম,
এই ফল নৃলোকে দুর্লভ।
কৈতবে বঞ্চনা-মাত্র, হও আগে যোগ্য পাত্র,
তবে প্রেম হইবে সুলভ ॥
কামে প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু 'কাম' 'প্রেম' নাহি হয়।
তুমি ত' বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে 'প্রেম' নাম
আরোপিলে, কিসে শুভ হয়?

* * *

শ্রদ্ধা হৈতে সাধুসঙ্গে, ভজনের ক্রিয়া-রঙ্গে,
নিষ্ঠা-রুচি-আসক্তি-উদয়।
আসক্তি হইতে ভাব, তাহে প্রেম-প্রাদুর্ভাব,
এই ক্রমে প্রেম উপজয় ॥"

—'কল্যাণকল্পতরু'

"বিশ্বপ্রেম অথবা মানুষে-মানুষে প্রেম কেবল 'আত্ম-প্রেমের' বিকার-মাত্র। আত্মা ও আত্মাতে যে প্রেম, তাহাই একমাত্র আত্ম-প্রেমের আদর্শ। প্রীতির স্বরূপ না বুঝিয়া যাঁহারা 'মনোবিজ্ঞান,' 'প্রীতিবিজ্ঞান' ইত্যাদি লিখিয়াছেন, তাঁহারা যতই যুক্তি যোগ করুন না কেন, কেবল ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া বৃথা শ্রম করিয়াছেন, দম্ভে মত্ত হইয়া স্বীয়-স্বীয় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র,—জগতের কোন উপকার করা দূরে থাকুক, বহুতর অমঙ্গলের সৃষ্টি

করিয়াছেন। ** একটী বিস্ফুলিঙ্গ যেরূপ দাহ্য-বিষয় লাভ করিয়া ক্রমশঃ মহাগ্নির পরিচয় দিয়া জগৎকে দহন করিতে সমর্থ হয়, একটী জীবও তদ্রূপ প্রেমের প্রকৃত বিষয় যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহাকে লাভ করিয়া প্রেমের মহাবন্যা উদয় করিতে সমর্থ হয়।"

"পরমেশ্বরের বিশুদ্ধ-গুণগণের কীর্তন ও তাঁহার প্রেমে সকলের ভ্রাতৃত্ব-স্থাপনই 'বিশুদ্ধ-ধর্ম'। ক্রমশঃ সংস্থাপিত ধর্ম-সকলের হেয়াংশ দূরীভূত হইলে সম্প্রদায়-বিশেষের ভজনভেদ ও সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে বিবাদ থাকিতে পারে না। তখন সকল বর্ণ, সকল জাতি, সর্বদেশের মনুষ্য একত্রিত হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ব-সহকারে পরমারাধ্য পরমেশ্বরের নাম-কীর্তন সহজেই করিয়া থাকিবেন। তখন কেহ কাহাকেও চণ্ডাল বলিয়া ঘৃণা করিবেন না এবং নিজের জাত্যভিমানে মুগ্ধ হইয়া জীবসমূহে সাধারণ ভ্রাতৃত্ব আর ভুলিতে পারিবেন না; তখন শ্রীহরিদাস প্রেমরসের কলসী লইয়া শ্রীশ্রীবাসের মুখে ঢালিতে থাকিবেন এবং শ্রীশ্রীবাস হরিদাসের চরণরেণু সর্বাঙ্গে মাখিয়া 'হা চৈতন্য! হা নিত্যানন্দ!' বলিয়া সহজেই নৃত্য করিবেন।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ষড়ধিক-শততম পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা ও সার্বভৌম ধর্ম

পরমবিদ্বচ্ছিরোমণি শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইবার পর তাঁহাকে স্তব করিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন,—

"বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী, কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥"

যে এক করুণাসাগর সনাতনপুরুষ বৈরাগ্য (বিপ্রলম্ভ), বিদ্যা (পরবিদ্যা ভক্তি) ও নিজভক্তিযোগ (উন্নতোজ্জ্বলরসাবেশময়ী প্রেমভক্তি) শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবিগ্রহ'-রূপে অবতীর্ণ, আমি তাঁহাকে আশ্রয় করি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের 'আদি', 'মধ্য', ও 'অন্ত্য'—এই ত্রিবিধ প্রকটলীলার প্রত্যেকটী আচরণ সাধকের ও সিদ্ধের—বদ্ধ-মুমুক্ষু-মুক্তকুলের আদর্শ-শিক্ষার প্রদর্শনীস্বরূপ। শ্রীচৈতন্যচরিতে এক-দিকে যেরূপ শক্ত্যাবেশাবতার হইতে সর্বাবতারী স্বয়ংভগবত্তত্ত্বের লীলাপরাকাষ্ঠা পর্যন্ত প্রপঞ্চিত হইয়াছে, অপরদিকে সেরূপ জীবের গৌণ সাম্মুখ্য বা সাম্মুখ্যের দ্বার (কর্মার্পণ) হইতে সাক্ষাৎ সাম্মুখ্য-পরাকাষ্ঠার (প্রেমভক্তির) এবং নিত্যমুক্তগণের সাধ্য-শিরোমণির (প্রেমবিলাসবিবর্তের) ভাবসম্পৎ পর্যন্ত মূর্ত হইয়া প্রকটিত হইয়াছে।

জন্মযাত্রাকালে চন্দ্র-গ্রহণের ছলে শ্রীনবদ্বীপের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার জিহ্বা-মরু-প্রাঙ্গণে শ্রীহরিনামের অবতারণ এবং আনুষঙ্গিকভাবে অলক্ষ্যগতিতে সমসাময়িক পৃথিবীর বহির্মুখ-অবস্থার অভূতপূর্ব যুগান্তর-সাধনলীলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রচিত 'শ্রীশিক্ষাষ্টকে'র "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্" বাণীর বিজয়বৈজয়ন্তী। শৈশবে শ্রীহরিনাম-শ্রবণে ক্রন্দননিবৃত্তির লীলায় তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন-পিতৃত্ব এবং অন্নপ্রাশন-সংস্কারকালে স্বীয় রুচি-পরীক্ষার মধ্যে 'শ্রীমদ্ভাগবত'-আলিঙ্গনলীলায় 'বিদ্যা ভাগবতাবধি'—এই শিক্ষা-সার আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবার সর্প-ধারণলীলা-প্রভৃতির দ্বারা শেষ-শয়ন-লীলা-প্রমুখ ভগবল্লীলাও প্রকটিত হইয়াছে। বাল্যে চৌর্য ও দুরন্ত-লীলা ; তৈর্থিক ব্রাহ্মণের নৈবেদ্য-ভোজনলীলা ; একাদশীতে শ্রীজগদীশ-হিরণ্য পণ্ডিতের বিষ্ণু-নৈবেদ্য-ভক্ষণলীলা ; বর্জ্য ভাণ্ডের উপর উপবেশন-পূর্বক দত্তাত্রেয়াবেশে ও অন্য সময় কপিলের ভাবে শ্রীশচীমাতাকে উপদেশদান-লীলা ; বিষ্ণু-খট্বায় আরোহণলীলা ; মহাপ্রকাশ-লীলা ; কাজীদমন-লীলা ; ষড়্ভুজ-প্রদর্শনলীলা-প্রভৃতির মধ্যে তাঁহার ভগবত্তা পরিব্যক্ত হইয়াছে। আবার, অপরদিকে অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীশ্রীবাসাদি বৈষ্ণববৃন্দের প্রতি মর্যাদা-দানলীলা ; গঙ্গার ঘাটে বৈষ্ণববৃন্দের বিভিন্ন পরিচর্যালীলা ; যথাবিধি শ্রীবিষ্ণুপূজা ; শ্রীতুলসী-সেবা ; বিষ্ণুনৈবেদ্য-গ্রহণ ; শ্রীশচীমাতাকে শ্রীএকাদশীতে অন্ন-গ্রহণে নিষেধ; স্বয়ং ঊর্ধ্বপুণ্ড্র-ধারণ ও পড়ুয়াগণকে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র-ধারণাদি সদাচার-শিক্ষাদান ; অন্তর্যামি-দৃষ্টিতে দীন-দরিদ্রের সৎকার-

লীলা ; সপরিবারে অতিথিসেবা ; বৈষ্ণবসেবা ; সহধর্মিণী শ্রী-লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবার আদর্শ-প্রকটীকরণ ; পরস্ত্রী-সম্ভাষণাদিতে সর্ববিধ সতর্কতাবলম্বন ; পূর্ববঙ্গে বিজয়পূর্বক অধ্যাপনা ; নিজের শুক্লবৃত্তিতে অর্থ-সংগ্রহলীলা ; শ্রীতপনমিশ্র-প্রভৃতিকে সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের উপদেশ ; দিগ্বিজয়ি-জয়লীলার দ্বারা প্রাকৃত বিদ্যা ও প্রতিভার ব্যর্থত্ব ও অমানি-মানদত্ব-শিক্ষা-দান . শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বৈকুণ্ঠবিজয়-বার্তা-শ্রবণে শরণাগত গৃহস্থের নিজকর্মানুরূপ ফল-স্বীকৃতি ও ভগবদনুকম্পাবোধে কায়মনো-বাক্য ভগবৎসেবায় নিয়োগ-শিক্ষাদানলীলা ; দ্বিতীয়দার-পরিগ্রহ-লীলার মধ্যে বুদ্ধিমন্ত খাঁর ও শ্রীসনাতন মিশ্রের বৈষ্ণবগৃহস্থোচিত আচারের আদর্শ-প্রকটন ; 'গয়াধামে' গমন-কালে বিপ্রপাদোদক-পানলীলা এবং শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে পিতৃশ্রাদ্ধলীলা ও শ্রীঈশ্বর পুরীপাদের অর্থাৎ মহতের পাদাশ্রয়লীলার মধ্যে বিষ্ণুতোষণপর কর্মার্পণকারী বৈষ্ণবগৃহস্থের আদর্শ, তথা মহতের কৃপায় আরোপসিদ্ধা ভক্তি হইতে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির উদয়রূপ ভাগবত-শিক্ষাসমূহ আবিষ্কার করিয়া শ্রীগৌরহরি নরলীলার সমন্বয় করিয়াছেন।

দিগ্বিজয়ীর প্রতি তাঁহার উপদেশ—"সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। 'কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয়'।" (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৩।১৭৮)। ছাত্রগণের প্রতি তাঁহার শিক্ষা—"যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥ কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণ-ধন। চরণে ধরিয়া বলি,—

'কৃষ্ণে দেহ' মন'॥" (চৈঃ ভাঃ মঃ ১।৩৪২-৩৪৩) ; "যে পড়িলা, সেই ভাল, আর কার্য নাই। সবে মেলি' 'কৃষ্ণ' বলিবাঙ এক ঠাঁই॥" (চৈঃ ভাঃ মঃ ১।৩৯৩)। ব্যাকরণের প্রত্যেক বর্ণ, ধাতু, সূত্র সমস্তই কৃষ্ণনাম-পর—এই চরমশিক্ষাটী শ্রীগৌরহরি তাঁহার অধ্যাপকবর্য-লীলার উপসংহারে জগজ্জীবকে প্রদান করিয়াছেন। ইহাই সর্ব-অধ্যাপকশিরোমণি জগদ্গুরুর ছাত্রোপম সমগ্র জীবজগতের প্রতি তাঁহার শিক্ষাসার। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুপাদ জগদ্গুরুর এই শিক্ষা অবলম্বন করিয়াই শ্রীহরিনামপর 'শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ' গুম্ফিত করিয়াছেন।

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসের প্রতি শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীনবদ্বীপের ঘরে ঘরে উপস্থিত হইয়া "বল' কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর' কৃষ্ণশিক্ষা" (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।৯) এই ভিক্ষা যাচ্ঞার এবং প্রত্যহ দিবাবসানে উহার ফলাফল অর্থাৎ বহির্মুখ জীবের কৃষ্ণ-সাম্মুখ্যের দিকে গতির হিসাব-নিকাশ-প্রদানের আদেশ—সর্বশিক্ষাগুরু শ্রীগৌর-সুন্দরের মহাবদান্যময়ী জীবশিক্ষার এক অভূতপূর্ব আদর্শ। এই কৃপা-মহাবন্যার মহাবর্তে পড়িয়া মহাপাপী জগাই-মাধাইও 'মহাভাগবত' হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরি ক্ষমা ও কৃপার দ্বারা তাঁহার নিন্দকের প্রতিশোধ লইবার আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসী, অমোঘ, অভিশাপ-প্রদানকারী ব্রাহ্মণ-প্রভৃতির প্রতি তাঁহার ব্যবহারে এই শিক্ষা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বহির্মুখ-বাক্যে বধিরতা ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিয়াছেন ; কিন্তু যখন শ্রীহরিতোষণকারীর প্রতি দ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে, তখন তিনি

'চক্র, চক্র' বলিয়া 'শ্রীসুদর্শন'-চক্রের আহ্বানলীলা, কাজীদমন-লীলা, ভাগবতী দেবানন্দ-দণ্ড-লীলা, শ্রীশচীমাতার অপরাধ-(?) ক্ষালনলীলা, 'কাহাঁরে রাবণা' (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।৩৪) বলিয়া ক্রোধপ্রকাশ-লীলা, 'খড়-জাঠিয়া বেটা' (চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১৮৫) শ্রীমুকুন্দ দত্তের চিজ্জড়-সমন্বয়বাদে অসহিষ্ণুতা-প্রকাশ-প্রভৃতি কৃষ্ণতোষণপরা শুদ্ধভক্তির শিক্ষাপ্রচারে পশ্চাৎপদ হন নাই। শ্রীগৌরহরি শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীরায়রামানন্দ ও শ্রীখণ্ডের রাজবৈদ্য শ্রীমুকুন্দ দাসের (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১১৯-১২৭) আদর্শের দ্বারা বিষয়িপ্রায় থাকিয়া অন্তর্নিষ্ঠা ও বাহ্যে লোকব্যবহারের সহিত হরিভজনই বহির্মুখ-জগতে ভজন-চাতুর্য—এই শিক্ষা দিয়াছেন। সপরিকর শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের দ্বারা তিনি বৈষ্ণব-গৃহস্থের আদর্শ-শিক্ষা প্রকট করিয়াছেন। আবার হরিভজনের প্রাতিকূল্য-বর্জনের জন্য সাধকদিগের নিকট নিত্যসিদ্ধ নিজজন শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীরঘুনাথের সাধনলীলার শিক্ষা উদ্ঘাটন করিয়াছেন। তাঁহার আত্মদৈন্যময়ী সন্ন্যাসলীলা উন্মুখের নিকট কৃষ্ণানুসন্ধান-শিক্ষা প্রচার করিয়াছে এবং বহির্মুখের নিকট ঐশ্বর্য প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে মঙ্গলের পথে আকর্ষণ করিয়াছে। সন্ন্যাসলীলার প্রাক্কালে সকলের প্রতি তাঁহার শিক্ষা—"যদি আমা' প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার। তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর॥" (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৮।২৭)।

শ্রীগৌরহরিই বঙ্গদেশে পারমার্থিক রঙ্গমঞ্চের এবং নগর-সংকীর্তন ও হরিসংকীর্তনের আদিপ্রবর্তক। তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দ-

মকরন্দ-লোভী ভৃত্যবর্গ পারমার্থিক মৌলিক গৌড়ীয়-সাহিত্য ও বৈষ্ণব-পদাবলী-কীর্তনের আদিসূত্রধার। ব্যাকরণ ('শ্রীহরি-নামামৃত'), কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, ছন্দঃ, দর্শন, স্মৃতি, ইতিহাস, পরমার্থনীতি, পারমার্থিক বিজ্ঞান ('শ্রীহরিভক্তিবিলাস' দ্রষ্টব্য) —সর্ববিষয়েই তাঁহারা আদর্শ মৌলিক শিক্ষক। শ্রীগৌরহরি তৌর্যত্রিক অর্থাৎ নৃত্য, গীত ও বাদ্যকে ব্যসনপর জড়বিলাস হইতে সর্বোৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণতোষণপর চিদ্বিলাসে পরিণত করিবার আদর্শ শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। অপরদিকে বঙ্গদেশী বিপ্র কবির দৃষ্টান্তের দ্বারা (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৫।৯১-১৫৮) সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, রসাভাসদুষ্ট ও জড় প্রতিষ্ঠাশাপর গ্রাম্য কবিত্ব ও শ্রীকৃষ্ণ-তোষণপর অপ্রাকৃত কবিত্বের পার্থক্য শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—"জন্ম-বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোর-যুবাকালে। হরিনাম লওয়াইলা প্রভু নানা-ছলে॥ বাল্য-ভাবছলে প্রভু করেন ক্রন্দন। 'কৃষ্ণ', 'হরি', নাম শুনি' রহয়ে রোদন॥ বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন। সর্বত্র লওয়াইল প্রভু নাম-সংকীর্তন॥ পৌগণ্ড-বয়সে পড়েন, পড়ান শিষ্যগণে। সর্বত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যানে॥ সূত্র-বৃত্তি-টীকায় কৃষ্ণনামের তাৎপর্য। শিষ্যের প্রতীত হয়,—সবার আশ্চর্য॥ যা'রে দেখে, তা'রে কহে—কহ কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণনামে ভাসাইলা নবদ্বীপ-গ্রাম॥ কিশোর-বয়সে আরম্ভিলা সংকীর্তন। রাত্রিদিনে প্রেমে নৃত্য, সঙ্গে ভক্তগণ॥ নগরে নগরে ভ্রমে কীর্তন করিয়া। ভাসাইলা ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া॥ চব্বিশ বৎসর ঐছে নব-

দ্বীপ-গ্রামে। লওয়াইলা সর্বলোকে কৃষ্ণপ্রেম-নামে ॥ চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস। ভক্তগণ লঞা কৈলা নীলাচলে বাস ॥ তা'র মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর। নৃত্য, গীত, প্রেমভক্তি-দান নিরন্তর ॥ সেতুবন্ধ, আর গৌড়ব্যাপি বৃন্দাবন। প্রেম-নাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ ॥ দ্বাদশ-বৎসর-শেষ রহিলা নীলাচলে। প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদন-ছলে ॥" (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১৩।২২-২৩, ২৭-৩৬, ৩৯)।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণতোষণপর সুবৃহৎ পরিবার-পরিজন-পোষক (শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৪১) শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের নিরন্তর সপরিকরে শ্রীকৃষ্ণতোষণের আদর্শের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সংসারের গৃহস্থের কোন অভাব থাকিতে পারে না, ইহা শিক্ষা দিয়াছেন। "প্রভু বলে,—'কি বলিলি পণ্ডিত শ্রীবাস! তোর কি অন্নের হইবে উপাস! যদি কদাচিৎ বা লক্ষ্মীও ভিক্ষা করে। তথাপিহ দারিদ্র্য নহিব তোর ঘরে ॥ আপনে যে গীতা-শাস্ত্রে বলিয়াছোঁ মুঞি। তাহো কি শ্রীবাস, এবে পাসরিলি তুঞি ॥ যে-যে জন চিন্তে মোরে অনন্য হইয়া। তা'রে ভিক্ষা দেঁও মুঞি মাথায় বহিয়া। যেই মোরে চিন্তে, নাহি যায় কারো দ্বারে। আপনে আসিয়া সর্বসিদ্ধি মিলে তা'রে ॥ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—আপনে আইসে। তথাপিহ না চায়, না লয় মোর দাসে ॥ মোর সুদর্শন-চক্রে রাখে মোর দাস। মহাপ্রলয়েও যা'র নাহিক বিনাশ ॥ যে মোহার দাসেরেও করয়ে স্মরণ। তাহারেও করোঁ মুঞি পোষণ-পালন ॥ সেবকের দাস সে মোহার প্রিয় বড়।

অনায়াসে সেই সে মোহারে পায় দঢ় ॥ কোন্ চিন্তা মোর সেবকের ভক্ষ্য করি'। মুঞি যা'র পোষ্টা আছোঁ সবার উপরি ॥'' (শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৫৩-৬৩)।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরিত ও শিক্ষা—মূর্ত 'শ্রীমদ্ভাগবত' ও 'ভাগবতধর্ম'। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সমস্ত শাস্ত্রে, সমস্ত কর্তায়, সমস্ত ক্রিয়ায়, সর্ব-স্থান-কাল-পাত্রে, সমস্ত ভুবনে ও করণে, সমস্ত কার্যে ও কারণে, সমস্ত সাধনে ও ফলে ভক্তির অধিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। ভক্তি সার্বত্রিক, সার্বকালিক, সার্বজনিক ও সার্বভৌম ধর্ম—এই শিক্ষা শ্রীচৈতন্যদেবের চরিতে দেদীপ্যমান। **মাতৃগর্ভে** অবস্থানকালে শ্রীশিবানন্দসেনাত্মজ 'শ্রীপুরীদাসে'র শ্রীগৌরকৃপালাভ (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১২।৪৫-৫০) এবং **বাল্যে** সেই সপ্তম বর্ষীয় শিশুর অদ্ভুত শ্রীকৃষ্ণতোষণপর ভক্তি ও কবিত্বের বিকাশ (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৬,৭৩-৭৫), শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীরঘুনন্দন-প্রভৃতির বাল্যে শ্রীগৌরসেবা ; শ্রীশ্রীবাস-ভ্রাতৃ-দুহিতা চারি বৎসরের বালিকা শ্রীনারায়ণীর শ্রীগৌরকৃপায় কৃষ্ণনামে ক্রন্দন ও প্রেমবিকার (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২।৩২৪) ; **যৌবনে** শ্রীরঘুনাথ দাসাদির ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য, অপ্সরাসমা ভার্যা ও সুখময় গৃহ ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌর-সেবায় আত্মাহুতি-দান ; **প্রৌঢ়ে** শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীরামরায়-শ্রীসুবুদ্ধিরায়ের বিষয়-বৈভবত্যাগলীলা ও শ্রীগৌরহরির ভৃত্যত্ব-লাভ ; **বার্ধক্যে** শ্রীভবানন্দ রায়, শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য, শ্রীকাশী-মিশ্র-প্রভৃতির শ্রীগৌরকৃপালাভ ;

নির্যাণকালে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নাম-উচ্চারণের সহিত প্রাণ-উৎক্রমণ ; আবার **মুমূর্ষু অবস্থায়** বিসূচিকারোগগ্রস্ত 'অমোঘে'র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উপদেশ, শিক্ষা ও কৃপালাভে দেহরোগ ও ভবরোগ হইতে নিষ্কৃতি ; **গলিত-কুষ্ঠী** বাসুদেবের শ্রীগৌরকৃপায় ও শিক্ষায় 'নষ্টকুষ্ঠ, রূপপুষ্ট ও ভক্তিতুষ্ট' হইয়া আচার্যত্বলাভ (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৭।১৪৮) ; **মৃত্যুর পরে** শ্রীশ্রীবাসের মৃতশিশু-পুত্রের শ্রীগৌরোপদেশ-শ্রবণ-ফলে দিব্যজ্ঞানপ্রাপ্তি ও সপরিবার শ্রীশ্রীবাসের শোকশাতন ; **কারাগৃহে** শ্রীসনাতনের ও শ্রীহরিদাসের শ্রীনামভজনলীলা ; শ্রীভবানন্দ-পুত্রের প্রাণঘাতী **রাজদণ্ডভোগকালে** সংখ্যাযুক্ত শ্রীনামগ্রহণ ও শ্রীগৌরকৃপালাভ (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৯।৫৬) , পয়ঃপানকারী **সদাচারী ব্রহ্মচারীর,** অপরপক্ষে জগাই-মাধাইর ন্যায় অতি **দুরাচারী মহাপাতকীর,** 'ললিতপুরের দারি-সন্ন্যাসীর ও দুরাচারী দানীর (শ্রীচৈঃভাঃ অঃ ২।১৮১), মদ্যপ যবন রাজার (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৬।১৭৮-১৯৯) শুদ্ধভক্তিলাভ ; শ্রীশ্রীধরের ন্যায় থোড়-কলা-মূলা-বিক্রেতা **নিঃস্ব ব্যক্তির** বা শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ন্যায় ভিক্ষুকের, খেয়ারি মাঝির (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৬। ২০২), অপরদিকে গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের ন্যায় **মহারাজ-চক্রবর্তীর** প্রেমসম্পত্তি-প্রাপ্তি ; শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহের দাসী 'দুঃখী'র সেবানিষ্ঠাফলে 'সুখী'-নাম-প্রাপ্তি ; শ্রীশ্রীবাস-গৃহের **দাসদাসী, কুকুর-বিড়ালের** (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৮।২১) পর্যন্ত ভক্তিলাভ ; শ্রীশিবানন্দ সেনের কুক্কুরের শ্রীচৈতন্য-প্রদত্ত

ব্রহ্মাদি দুর্লভ ভগবৎ প্রসাদ-সেবন, নাম-শ্রবণ কীর্তন ও সিদ্ধদেহে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১।৩২) ; তথা 'কুলীন-গ্রামে'র ভক্তগণের সম্পর্কিত কুক্কুরাদির এবং সেই স্থানে **শূকরচারণকারী ডোমের** পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণগানে রতি (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১০।৮৩) ; 'ঝারিখণ্ডে'র ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বন্যহস্তি-প্রভৃতি হিংস্র **পশুগণের** শ্রীচৈতন্য-শ্রীমুখে হরিনামশ্রবণে হিংসা ভুলিয়া মৃগাদি পশুর সহিত প্রভুর অনুগমন (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৭।৩৭), কৃষ্ণ-কীর্তন-নৃত্য ও পরস্পর আলিঙ্গন (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ১৭।৪২), ময়ূরাদি **পক্ষিগণেরও** কৃষ্ণনামে নৃত্য, বৃক্ষলতাদি যাবতীয় **স্থাবর-জঙ্গমের** প্রেমস্ফূর্তি ; শ্রীশ্রীবাসের বস্ত্রসীবনকারী **যবন দর্জির** বৈষ্ণবতা-লাভ ও কৃষ্ণপ্রেমবিকার (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ১৭।২৩২) ; হোসেন শাহের ন্যায় প্রবল-প্রতাপান্বিত বিধর্মী **পাৎসাহের,** চাঁদকাজীর ন্যায় পরাক্রান্ত **প্রদেশপালের,** বিজলী খানের ন্যায় **পাঠান রাজকুমারের** (শ্রীচৈঃ চঃমঃ ১৮।২০৭-২১২), রামদাসের (শ্রীচৈতন্যপ্রদত্ত নাম) ন্যায় **পাঠান পীরের,** সশিষ্য **বৌদ্ধাচার্যের** (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৯।৪৭-৬২) ও যাবতীয় মতবাদিগণের শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রতি ভগবদ্‌বুদ্ধি; এমন কি, কাহারও কাহারও ভাগবত-ধর্মে প্রবেশ ও মহাভাগবত্ব-প্রাপ্তি হইয়াছিল। শ্রীঅভিরাম-ঠাকুর ও শ্রীকাশীশ্বরের ন্যায় বলবান্, রাজপুত শ্রীকৃষ্ণদাসের ন্যায় অসীম-সাহসী **যোদ্ধা** কৃষ্ণ-সন্তোষার্থ বল ও বীর্য নিয়োগ **করিয়া** শ্রুতি-প্রতিপাদ্য ('মুণ্ডক' ৩।২।৪) প্রকৃত বলের পরিচয় দিয়াছেন। আবার শ্রীগৌরগোপালের অলঙ্কার-অপহরণকারী

চৌর (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ৪।১৩২), শ্রীনিত্যানন্দের অলঙ্কার লুণ্ঠন-কামী **দস্যু-সেনাপতি** ও দস্যুদল পর্যন্ত প্রেম-সম্পত্তির অধিকারী (শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৫২৬) হইয়াছিল। শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের ন্যায় শ্রেষ্ঠ **বৈদান্তিক** ও **স্মার্তপণ্ডিত,** শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর ন্যায় কেবলাদ্বৈতী **সন্ন্যাসিগুরু,** শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্যের ন্যায় **সঙ্গীতাচার্য**, শ্রীবল্লভ ভট্টের ন্যায় কনকাভিষিক্ত **দিগ্বিজয়ী আচার্য**, কেশব কাশ্মিরী বা কেশব ভট্টের ন্যায় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীরায়-রামানন্দ-শ্রীসুবুদ্ধিরায়ের ন্যায় **রাজামাত্যবর্গ** এবং শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ, শ্রীরামরায়, শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীশ্রীসনাতন-রূপ, শ্রীল রঘুনাথ দাস, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীসত্যরাজ খাঁ, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীমাধব, শ্রীবাসুদেব, শ্রীগোবিন্দ ঘোষ, শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য, শ্রীকবিকর্ণপূর-প্রভৃতি শতশত **কবিকুল-শিরোমণিগণ** অমর-মুখর ভাষায় শ্রীচৈতন্য-দেবের কৃপা ও শিক্ষাবৈশিষ্ট্য প্রচার করিয়াছেন। শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য, শ্রী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রভৃতির ন্যায় শ্রেষ্ঠ **কুলীন ব্রাহ্মণগণ** শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া 'তৃণাদপি সুনীচ' ধর্মের মূর্ত প্রতীক হইয়াছিলেন ; অপর দিকে **ভুঁইমালী**-কুলে উদ্ভূত শ্রীঝড়ু ঠাকুর, যবনকুলে উদ্ভূত শ্রীহরিদাস ঠাকুর, করণকুলে আবির্ভূত শ্রীরামানন্দ রায়, বণিক্-কুলোদ্ভূত শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর, 'বঙ্গবাটী শ্রীচৈতন্যদাস'(শ্রীচৈঃচঃ

আঃ ১২।৮৫) শ্রীগৌর-নিতাইর কৃপালাভ করিয়া নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপের তন্তুবায়, গোয়ালা, শঙ্খবণিক, গন্ধবণিক, মালাকার, তাম্বূলী, গণক (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১২।১০৮-১৭৭), মোদক, ভিক্ষুক, কাঙ্গাল, চৌর, দস্যু, অতিথি, (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ২,৫) প্রভৃতি সকলেই শ্রী শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপালাভে ধন্য হইয়াছেন।

যবনকুলে অবতীর্ণ হরিদাস ঠাকুর ও ম্লেচ্ছ রাজদরবারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন প্রভুদ্বয়ের দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর নামমহিম-বিস্তার, শ্রীমথুরাপ্রদেশে ভক্তিসদাচার-প্রবর্তন, লুপ্ত তীর্থোদ্ধার, ভক্তিগ্রন্থ-প্রণয়ন এবং **শূদ্র-বিষয়ী** গৃহস্থের লীলাভিনয়কারী শ্রীরামরায়ের নিকট হইতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রেমরসতত্ত্ব শ্রবণ করিবার ও শ্রীমৎ প্রদ্যুম্ন মিশ্রাদি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবকে শ্রবণ করাইবার লীলা প্রদর্শন করাইয়াছেন। শ্রীগৌরহরি শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের দ্বারা জীবদুঃখকাতরতা ও ঔদার্য, শ্রীরাঘব পণ্ডিতের দ্বারা ভগবৎসেবায় নিষ্ঠা ও প্রীতি, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের দ্বারা সহিষ্ণুতা ও শ্রীনামভজনৈকনিষ্ঠা; শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদির দ্বারা দৈন্য ও অকিঞ্চনতা; শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রী-শ্রীধর প্রভৃতির দ্বারা বহির্মুখবাক্যের প্রতি বধিরতা; শ্রীপ্রতাপ-রুদ্র, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান, শ্রীকানাই খুঁটিয়া, শ্রী-জগন্নাথ মাহাতি প্রভৃতির দ্বারা বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবায় ধননিয়োগের আদর্শশিক্ষা; ছোট হরিদাসের দণ্ডলীলার দ্বারা মুমুক্ষু সাধক-বৈরাগীর (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ২।১১৭-১১৮; শ্রীচৈঃ চঃ নাঃ ৮।২৩) আচার-শিক্ষা; শ্রীদামোদর পণ্ডিত প্রভৃতির দ্বারা নিরপেক্ষতা; শ্রী-

রামানন্দ রায়, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রী-রঘুনাথ পুরী প্রভৃতির দ্বারা পরমহংস গুরুবৈষ্ণবের সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র আচার শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রীরামদাস বিশ্বাস প্রভৃতি মুমুক্ষুর লীলাকারী ব্যক্তিগণের দ্বারা মুমুক্ষুরও শুদ্ধভাগবত-ধর্ম্মাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং নিত্যমুক্ত ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীপরমানন্দপুরী প্রভৃতি গুরুবর্গের দ্বারাও ভাগবতধর্মের সৌন্দর্য প্রকট করিয়াছেন। শ্রীসুবুদ্ধি রায়ের চরিতের দ্বারা শ্রী-মন্মহাপ্রভু কর্ম্মজড়স্মার্ত মতবাদের খণ্ডিত-প্রাকৃত বিচার ও শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তের চমৎকারিতা ও সার্বভৌমত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন। শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য, কৃষ্ণদাস বিপ্র প্রভৃতির দ্বারাও শ্রীগৌরহরি ব্যতিরেকভাবে জীবের স্বতন্ত্রার কুফল শিক্ষা দিয়াছেন। রাম-চন্দ্রপুরী, রামচন্দ্র খাঁ, অমোঘ প্রভৃতির দ্বারা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে মর্ত্যবুদ্ধির পরিণাম শিক্ষা দিয়াছেন। মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের মাধবী মাতার নিকট হইতে নিজের সেবার্থ চাউল ভিক্ষার জন্য দণ্ডদান-লীলা; অপরদিকে শ্রীদামোদর পণ্ডিতের তাঁহাকে সুন্দরী যুবতি বিধবার পুত্রের প্রতি আদর করিতে দেখিয়া সতর্কীকরণ জন্য দামোদরকে স্থানান্তরিতকরণ; শ্রীরামানন্দ রায়ের প্রতি শ্রী-প্রদ্যুম্ন মিশ্রের এবং শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রতি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের সন্দেহ-লীলাদি-দ্বারা সাধক ও সিদ্ধের, অণুচৈতন্য ও বিভুচৈতন্যের শিক্ষার আদর্শ বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য-গৃহিণী শ্রীসীতাদেবী, শ্রীনিত্যানন্দ-জননী শ্রী-পদ্মাবতী, শ্রীশচীমাতা, শ্রীশ্রীবাসপত্নী শ্রীমালিনী, শ্রীরাঘবভগ্নী শ্রীদময়ন্তী, শ্রীসার্বভৌম-গৃহিণী, আচার্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখরের পত্নী,

আচার্য্যা শ্রীজাহ্নবা-বসুধা-ঠাকুরাণী, শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী, শ্রীশিবানন্দসেন-পত্নী, শ্রীনন্দিনী-জঙ্গলী, শ্রীশিখি মাহাতির ভগ্নী বিদুষী শ্রীমাধবীমাতা প্রভৃতি বহু বৈষ্ণবী শক্তি, অপরদিকে শ্রীপরমেশ্বরমোদক-পত্নী 'মুকুন্দের মাতা' (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১২ ৫৯), 'আদিবস্যা' উড়িয়া স্ত্রীলোক (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৪।২৬), শ্রীবাস-পরিচারিকা 'দুঃখী' বা 'সুখী' ; এমন কি, রামচন্দ্র খাঁর প্রেরিতা বারবনিতা, পরে ঠাকুর হরিদাসের কৃপালব্ধা পরমা বৈষ্ণবী মহান্তী, দেবদাসী প্রভৃতি শক্তিগণও শ্রীগৌর ও শ্রীগৌরজন-কৃপার আদর্শ-শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য প্রচার করিয়াছেন। শ্রী শ্রীবাস শাশুড়ীর (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৬।১৭) দৃষ্টান্তে শ্রীগৌরহরির নিরপেক্ষতা ও শ্রীকৃষ্ণসন্তোষ সাপেক্ষতার আদর্শ শিক্ষা প্রচারিতা হইয়াছে।

"যে দৈত্য-যবনে মোরে কভু নাহি মানে। এ যুগে তাহারা কান্দিবেক মোর নামে॥ যতেক অস্পৃষ্ট দুষ্ট যবন চণ্ডাল। স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত অধম রাখাল॥" (শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৪।১২১-১২২), "পাত্রাপাত্র-বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান। যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান॥ উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়। স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক-যুবা সকলই ডুবায়॥" (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৭।২৩, ২৫) "যা'রে দেখ, তা'রে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তা'র এই দেশ॥" (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৭।১২৮) প্রভৃতি উক্তি শ্রীগৌরহরি-প্রচারিত প্রেমভক্তিধর্মের সার্বজনিকতার অভূতপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব সাক্ষ্যস্বরূপ রহিয়াছে।

"এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈলা ধন্য॥ মথুরাতে পাঠাইলা রূপ-সনাতন। দুই সেনাপতি কৈলা ভক্তি-প্রচারণ॥ নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠাইলা গৌড়দেশে। তেঁহো ভক্তি প্রচারিলা অশেষ-বিশেষে॥ আপনে দক্ষিণদেশে করিলা গমন। গ্রামে গ্রামে কৈলা কৃষ্ণনাম-প্রচারণ। সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈলা ভক্তির প্রচার। কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈলা সবার নিস্তার॥" (শ্রীচৈঃ চঃ আঃ ৭।১৬৫-১৬৭); "পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ-গ্রাম। সর্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম॥" (শ্রীচৈঃ ভাঃ অঃ ৪।১২৬) প্রভৃতি উক্তি পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরহরির প্রচারিত প্রেমধর্মের সার্বত্রিকতার সাক্ষ্যস্বরূপ।

শ্রীচৈতন্যদেব প্রত্যেক কার্য্যে স্বয়ং ও অনুচরগণের দ্বারা ভক্তির নিত্য অধিষ্ঠান শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জ্ঞাতিখুড়া মহাভাগবত শ্রীল কালিদাসের দ্বারা কৃষ্ণনাম-সঙ্কেতের সহিত সমস্ত ব্যবহারিক কার্য-নির্ব্বাহ, এমন কি, কৌতুকে পাশাখেলার মধ্যে (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ১৬।৫-৭) ভাগবতধর্মের অধিষ্ঠান প্রচার করিয়াছেন। "কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে। অহর্নিশ চিন্ত' কৃষ্ণ, বলহ বদনে॥" (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২৮।২৮)—এই উক্তি শ্রীগৌরহরি-প্রচারিত শ্রীভাগবতধর্মের সার্বকালিকতা সুষ্ঠুভাবে প্রচার করিতেছে।

সপ্তাধিক-শততম পরিচ্ছেদ

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

কোটি-কোটি মহাভাগবত বহিঃসাক্ষাৎকার ও অন্তঃসাক্ষাৎকার-দ্বারা যাঁহার ভগবত্তা সুনিশ্চিত করিয়াছেন, ভগবত্তাই যাঁহার নিজস্বরূপ, যেই স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীচরণকমল আশ্রয় করিয়া অন্যত্র দুর্লভ সহস্র-সহস্র প্রেম-পীযূষময়ী ভাগীরথী-ধারা যদীয় নিজাবতার-প্রকটনে প্রচারিত হইয়াছে, যিনি স্বীয় সহস্র-সহস্র-সম্প্রদায়ের অধিদেবতা, সেই 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নামক শ্রীভগবান্‌কেই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র এই কলিযুগে বৈষ্ণববৃন্দের 'সদোপাস্য' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন এবং একটী পদ্যে তাঁহার স্তব গান করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে কলিযুগের উপাস্য-প্রসঙ্গে এই পদ্যের * অবতারণা দৃষ্ট হয়।

কান্তিতে যিনি 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ গৌরবর্ণ; সর্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধিমান্ জনগণ সংকীর্তনবহুল যজ্ঞদ্বারা কলিযুগে সেই শ্রীগৌরসুন্দরেরই উপাসনা করেন। এই উপাস্য বিগ্রহের গৌরত্ব-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেই প্রমাণ দৃষ্ট হয়। ** শ্রীগর্গাচার্য মহাশয় শ্রীনন্দমহারাজকে বলিতেছেন,—"যুগে যুগে তোমার পুত্র

---

* "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥"

—ভাঃ ১১।৫।৩২

** "আসন্‌, বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥"

—ভাঃ ১০।৮।১৩

অবতীর্ণ হন; শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই তিন বর্ণের তনু, গত তিন যুগে প্রকটিত হইয়াছে। অধুনা (দ্বাপরে) ইনি কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সত্যযুগে ইঁহার শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ; অতএব পারিশেষ্য প্রমাণে কলিযুগে এই উপাস্যদেব যে পীতবর্ণ ধারণ করেন, তাহা প্রতিপন্ন হইল। কারণ, 'ইদানীং' এই পদদ্বারা দ্বাপরে কৃষ্ণ-অবতারের কথাই বলা হইয়াছে। সত্যযুগের অবতার শুক্লবর্ণ, ত্রেতাযুগের অবতার রক্তবর্ণ—এ কথা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। 'আসন্' এই ক্রিয়া-পদ অতীতকালের নির্দেশ করে। এ-স্থলে অতীত-কালের ক্রিয়াদ্বারা যে পীতবর্ণ সূচিত হইয়াছে, তাহাতে অতীত-কলিকালকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধে শ্যামত্ব, মহারাজত্ব ও বাসুদেবাদি-চতুর্মূর্তি ও তদীয় আকার-প্রকার এবং পরিচয়-কথন-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—শ্রীকৃষ্ণই দ্বাপরে উপাস্য।

কিন্তু 'শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তর'-নামক শাস্ত্রে যে যুগাবতারের বর্ণন আছে তাহা হইতে জানা যায়, দ্বাপরযুগের যুগাবতারের বর্ণ—শুকপক্ষ-(টিয়া পাখীর পাখার ন্যায়) বর্ণ এবং কলিযুগাবতারের বর্ণ—নীলঘন। যে দ্বাপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ না হন, সেই দ্বাপর-অবতারের বর্ণসূচক প্রমাণ-বাক্য বলিয়াই ইহা জানিতে হইবে। আর যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, উহার অব্যবহিত পরের কলিযুগেই শ্রীগৌরসুন্দর অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ইহা হইতে ইহাই জানা যায় যে, শ্রীগৌরসুন্দর

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-বিশেষ। যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণাবতার হন, উহার পরের কলিতেই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হন, এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। 'শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তর'-গ্রন্থে প্রতিকূলবৎ প্রতীয়মান একটী বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়,—"সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর-যুগে যেরূপ প্রত্যক্ষরূপধারী যুগাবতার প্রকটিত হ'ন, কলিতে শ্রীহরি সেরূপ কোন প্রত্যক্ষরূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন না। এইজন্য তিনি 'ত্রিযুগ' নামে অভিহিত হন। কলির অবসানে শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মবাদী কল্কিতে অনুপ্রবেশ করিয়া জগৎ রক্ষা করেন।" এ প্রমাণও অমান্য নহে। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত ও অসীম ঐশ্বর্য-প্রভাবে সময়ে-সময়ে উক্ত শাস্ত্র-প্রমাণের অতিক্রম দৃষ্ট হয়। কলি-কালেও শ্রীভগবান্ আত্মদেহ প্রকট করিয়া অবতীর্ণ হন। কলির প্রারম্ভেও শ্রীকৃষ্ণলীলার স্থিতি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে (৫।৩২) কলিকালে শ্রীগৌর-সুন্দরের আবির্ভাবের উল্লেখ একটি শ্লোকের বাক্য-বিশেষ-দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছে,—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

এই শ্লোকে 'কৃ-ষ্ণ' এই দুইটি অক্ষর আছে। ইহার বিশেষ তাৎপর্য এই যে, যাঁহার পূর্ণ নামে 'কৃ-ষ্ণ' এই দুইটি বর্ণ (অক্ষর) আছে, তাঁহাকেই 'কৃষ্ণবর্ণ' বলা হইয়াছে। ফলিতার্থ এই, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নামে শ্রীকৃষ্ণত্ব-অভিব্যঞ্জক 'কৃষ্ণ'—এই বর্ণদ্বয় প্রযুক্ত হইয়াছে।

'কৃষ্ণবর্ণ'-পদের অপর অর্থও হইতে পারে.—যিনি শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণন করেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দ-বিলাস স্মরণ-জনিত উল্লাসবশতঃ যিনি স্বয়ং কৃষ্ণগুণোৎকীর্তন করেন এবং সর্বজীবের প্রতি পরমকরুণাবশতঃ সকললোকের প্রতিই শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন, এমন যে অবতারী, তিনিই 'কৃষ্ণবর্ণ'।

অথবা স্বয়ং 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ গৌরকান্তি ধারণ করিয়া যিনি কৃষ্ণ-সম্বন্ধে উপদেষ্টা এবং যাঁহাকে দর্শন করিয়া সকলের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্তি হয়, এমন যে বিগ্রহ, তাঁহাকেই উক্ত পদ্যে 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণম্' বলা হইয়াছে। কিংবা সাধারণের দৃষ্টিতে যিনি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌররূপে প্রতিভাত হন, ভক্ত-বিশেষের দৃষ্টিতে তাঁহারই প্রকাশবিশেষক কান্তিতে যিনি 'কৃষ্ণবর্ণ' অর্থাৎ শ্যামসুন্দর বলিয়া প্রতীত হন, তিনিই 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং' পদে অভিহিত হইয়াছেন। অতএব তাঁহাতে সর্ব্বপ্রকারেই শ্রীকৃষ্ণরূপের প্রকাশহেতু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—শ্রীকৃষ্ণেরই সাক্ষাৎ আবির্ভাব-বিশেষ।

উক্ত ভাগবতীয় পদ্যে তাঁহার ভগবত্তাও স্পষ্টরূপে সূচিত হইয়াছে। উক্ত পদ্যে আর একটি পদ আছে, 'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্'। বহু-বহু মহানুভব বহুবার তাঁহার ভগবত্তাসূচক অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র-পার্ষদ-সমন্বিতরূপে তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াই অনুভব করিয়াছেন। গৌড়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, সুহ্ম, * উৎকলাদি-দেশবাসী মহানুভবগণের মধ্যে তাঁহার এই

* 'সুহ্ম'—গৌড়ের পশ্চিম বীরভূমের পূর্ব ও দামোদরের উত্তরবর্তী ভূভাগ; মহাভারত-টীকাকার 'নীলকণ্ঠে'র মতে সুহ্মই 'রাঢ়দেশ'।

ভগবত্তা মহা-প্রসিদ্ধ। পরমমনোহরত্ব-হেতু তাঁহার অঙ্গসমূহ এবং মহা-প্রভাবত্ব-হেতু তাঁহার উপাঙ্গ অর্থাৎ ভূষণসমূহই তাঁহার অস্ত্র, তাঁহার অঙ্গ-উপাঙ্গসমূহ সর্ব্বদা নিত্যরূপে তাঁহার সহিত বিদ্যমান বলিয়া উহারাই তাঁহার পার্ষদরূপে গণ্য।

শ্রীমদদ্বৈতাচার্য মহানুভবচরণ-প্রভৃতি শ্রীগৌরহরির অত্যন্ত প্রেমাস্পদ বলিয়া তাঁহারাও অঙ্গোপাঙ্গতুল্য; সুতরাং তাঁহারাই পার্ষদ। ইঁহাদের সঙ্গে যিনি বর্তমান, এমন যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ জনগণ যজ্ঞসমূহ-দ্বারা তাঁহার যজন করেন। 'যজ্ঞ'-শব্দের অর্থ—পূজার সম্ভার। সংকীর্তনপ্রধান যজ্ঞই কলি-যুগে শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়। বহু সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি একত্র মিলিত হইয়া যে শ্রীকৃষ্ণসুখতাৎপর্য-পর শ্রীকৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা গান করেন, তাহাই সংকীর্ত্তন। শ্রীগৌরচরণাশ্রিত-দিগের মধ্যে সংকীর্তন-প্রধান উপাসনাই পরিদৃষ্ট হয়।*

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীভগবানের অবতার-তত্ত্বালোচন-প্রসঙ্গে শ্রীনৃসিংহদেবকে স্তব** করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আপনি নর, তির্যক, ঋষি, দেবতা, মৎস্য-প্রভৃতি অবতারসমূহের দ্বারা ত্রিভুবন পালন করেন এবং জগদ্‌দ্রোহীদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। হে মহাপুরুষ! আপনি যুগক্রমাগত ধর্মকে রক্ষা ও

* শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপাদের 'সর্বসম্বাদিনী'র সিদ্ধান্তানুসরণে লিখিত।

** ইত্থং নৃতির্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং, ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥

—ভাঃ ৭।৯।৩৮

পালন করিয়া থাকেন। কলিযুগে প্রচ্ছন্নরূপে অবতীর্ণ হন বলিয়া আপনি 'ত্রিযুগ' নামে প্রসিদ্ধ।"

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া নীলাচলে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীগোপীনাথ আচার্যকে বলেন,—"শ্রীচৈতন্যদেব—মহাভাগবত, কিন্তু ভগবদবতার নহেন; কারণ, কলিকালে বিষ্ণুর অবতার হয় না। এজন্য তাঁহার একটি নাম 'ত্রিযুগ'। চতুর্যুগের মধ্যে তাঁহার তিন যুগে আবির্ভাব-হেতু তিনি 'ত্রিযুগ'! আর বাকী এক যুগে অর্থাৎ কলিযুগে তাঁহার অবতার নাই।"

ইহার উত্তরে শ্রীমদ্‌গোপীনাথ আচার্য শ্রৌতবিচার প্রদর্শন করিয়া বলেন,—"শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমন্মহাভারত এই দুইটি প্রধান শাস্ত্রের প্রমাণ হইতে জানা যায়, কলিতে স্বয়ংরূপে অবতারীর (অবতারের মূল পুরুষের) অবতার হয়। কলিযুগে নাম-প্রেম-প্রচারক পীতবর্ণ দ্বিভুজ স্বয়ং ভগবান্‌ই অবতীর্ণ হন। কলিতে লীলাবতার নাই বলিয়াই ভগবানের নাম 'ত্রিযুগ' হইয়াছে। তদ্দ্বারা যুগাবতার বা সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র অবতারীর অবতার নিষিদ্ধ হয় নাই।" *

শ্রীমহাপ্রভুও স্বয়ং বলিয়াছেন,—

* * —"অন্যাবতার শাস্ত্র-দ্বারে জানি।
কলিতে অবতার তৈছে শাস্ত্র-বাক্যে মানি॥
সর্বজ্ঞ মুনির বাক্য—শাস্ত্র-'প্রমাণ'।
আমা-সবা জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারা 'জ্ঞান'॥

---

* শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৬।৯৪-১১০

অবতার নাহি কহে,—'আমি অবতার'।
মুনি-সব জানি' করে' লক্ষণ বিচার ॥
যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ ॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩৫০-৩৫২, ঐ ২০।৩৫৩ ও ভাঃ ১০।১০।২৮

অপ্রাকৃত-শরীরী পরমেশ্বরের অবতার-তত্ত্ব জীবের পক্ষে দুরধিগম্য। অতুল, অতিশয় ও অলৌকিক বীর্য-দ্বারা আপনার অবতার-সমূহ কথঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া পরমবিদ্বৎ-শিরোমণি শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য যখন প্রচ্ছন্নাবতারী শ্রী-গৌরহরিকে 'স্বয়ংভগবান্' বলিয়া অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার হৃদয়ের উপলব্ধি ও সাক্ষাৎ দর্শন নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয়ে ব্যক্ত করেন,—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ,-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী, কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥

যিনি কৃপাসাগর ও পুরাণপুরুষ, যিনি বৈরাগ্য, বিদ্যা ও নিজভক্তিযোগ অর্থাৎ উন্নতোজ্জ্বল-রসাবেশময়ী ভক্তির শিক্ষা-প্রদানার্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবিগ্রহ-রূপে অবতীর্ণ, আমি তাঁহার শরণাগত হই।

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ, প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥

কালক্রমে নিজভক্তিযোগকে বিলুপ্ত দেখিয়া যে 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য'-নামক মহাপুরুষ, তাহা পুনরায় প্রচার করিবার জন্য

জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমার চিত্ত-ভ্রমর অতিশয় গাঢ়রূপে আসক্ত হউক।

'স্বরূপ' ও 'তটস্থ'—এই দুইটী লক্ষণের দ্বারা বস্তুর বিজ্ঞান-লাভ হয়। * আকার ও স্বভাবগত লক্ষণই—'স্বরূপ-লক্ষণ' এবং কার্যদ্বারা যে লক্ষণের জ্ঞান হয়, তাহাই 'তটস্থ-লক্ষণ'—এইটাই অসাধারণ লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আকৃতি সুবর্ণ-বর্ণ, হেমাঙ্গ বা অকৃষ্ণগৌর; তিনি সন্ন্যাসচিহ্নে চিহ্নিত এবং তাঁহার প্রকৃতিতে বা স্বভাবে উপরম-বিশিষ্টতা, মহাভাব-পরায়ণতা, মহাবদান্যতা প্রভৃতি গুণ দৃষ্ট হয়। ইহা তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ। প্রেমদান, সংকীর্তন-প্রচার ইত্যাদি তাঁহার কার্য। ইহাই তাঁহার তটস্থ-লক্ষণ-রূপ অসাধারণ লক্ষণ। শ্রীমহাভারতের 'সহস্রনামে' + তাঁহাকে সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ (সর্বসুন্দর গঠন) ও 'চন্দনাঙ্গদী' (চন্দন-মালা-শোভিত) [তাঁহার গৃহস্থ-লীলার আকৃতি] এবং 'সন্ন্যাস-কৃৎ' (সন্ন্যাসাশ্রমের চিহ্নে চিহ্নিত) [সন্ন্যাসলীলার আকৃতি] ইত্যাদি আকারের কথা বলা হইয়াছে এবং শম, শান্ত, নিষ্ঠা শান্তিপরায়ণ

* "স্বরূপ লক্ষণ' আর 'তটস্থ-লক্ষণ'। এই দুই লক্ষণে 'বস্তু' জানে মুনিগণ ॥
আকৃতি, প্রকৃতি, স্বরূপ,—স্বরূপ-লক্ষণ। কার্যদ্বারা জ্ঞান,—এই তটস্থ-লক্ষণ ॥
অবতার-কালে হয় জগতের গোচর। এই দুই লক্ষণে কেহ জানেন ঈশ্বর ॥"
সনাতন কহে,—"যাতে ঈশ্বর-লক্ষণ। পীতবর্ণ, কার্য—প্রেমদান-সংকীর্তন ॥
কলিকালে সেই 'কৃষ্ণাবতার' নিশ্চয়। সুদৃঢ় করিয়া কহ, যাউক সংশয় ॥"
—(চৈঃ চঃ মঃ ২০।৩৫৪-৩৫৫, ৩৬১-৩৬৩)

+ সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ"
(মঃ ভাঃ দানধর্মে ১৪৯ অঃ, শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম ৭৫)
"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী" (ঐ—৯২)

প্রভৃতি পদ তাঁহার প্রকৃতির নির্দেশ করিতেছে। এই আকৃতি-প্রকৃতি-গত লক্ষণই তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণ।

আর তটস্থ-লক্ষণ বা কার্য দ্বারা লক্ষণ, যাহা একমাত্র শ্রী-গৌরাবতারেই অসাধারণ বা অপূর্ব—তাহা অনর্পিতচরী উন্নত-উজ্জ্বল-রসময়ী স্বভক্তিশ্রী আপামরে বিতরণ-রূপ কার্য-দ্বারা সম্প্রকাশিত হইয়াছে। * অতএব স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ, এই উভয় লক্ষণের দ্বারা এবং শাস্ত্র-প্রমাণ ও সহস্র সহস্র বিদ্বদনু-ভবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে 'কলিযুগপাবনাবতারী' বলিয়া জানা যায়।

বঙ্গদেশের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয় এই যে, এস্থানে প্রেমামর-কল্পতরু স্বয়ংভগবান্ বাঙ্গালীর বেশে অবতীর্ণ হইয়া বঙ্গভাষায় অপ্রাকৃত প্রেমের বাণী আপামর সকলের নিকট প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু, বঙ্গদেশে আবির্ভূত এই সর্বপ্রথম স্বয়ংভগবানের অবতারের অবৈধ অনুকরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের অব্যবহিত পরেই অনেক কল্পিত অবতার সৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। বঙ্গদেশে এইসকল নকল অবতারের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। বঙ্গদেশের আদিকবি, শ্রীনিত্যানন্দের শিষ্য শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর পূর্ববঙ্গ ও রাঢ়বঙ্গে নকল অবতারের প্রাদুর্ভাবের কথা জানাইয়া অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। †

---

* যুগধর্ম-প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে।।
—চৈঃ চঃ আঃ ৩।২৬

† সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ সর্ব বঙ্গদেশে। শ্রীচৈতন্য-সংকীর্তন করে' স্ত্রী-পুরুষে।।
মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপিগণ গিয়া। লোক নষ্ট করে' আপনারে লওয়াইয়া।।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রাক্কালে কথিত, "অচিরেই আমার আরও দুইটী অবতার হইবে।"—এই বাক্যের সুযোগ লইয়া বঙ্গদেশে অনেক নকল অবতারের ছড়াছড়ি দেখা যাইতেছে। বস্তুতঃ—

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।"

—চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২২

'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
তিনে 'ভেদ' নাহি,— তিন 'চিদানন্দ-রূপ'॥

—চৈঃ চঃ মঃ ১৭।১৩১

শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস-গ্রহণের অব্যবহিত পরেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মাতা ও ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যের বিগ্রহ প্রকাশ এবং তাঁহার 'গৌরহরি' নামের আরাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাতেই অবিলম্বে 'দুই অবতারের আবির্ভাব' সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইয়াছে। তিনিই (শ্রীচৈতন্যদেবই) গৌর-অর্চা ও গৌর-নামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সংকীর্তন-মুখেই অর্চা-মূর্তির অবতার হয় এবং শ্রীনামও সংকীর্তনেই সুষ্ঠুরূপে অবতীর্ণ হন। এই সিদ্ধান্ত না বুঝিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকটের পরেই আরও কত নকল

উদর ভরণ লাগি' পাপিষ্ঠসকলে। 'রঘুনাথ' করি' আপনারে কেহ বলে'॥
কোন পাপিগণ ছাড়ি' কৃষ্ণ-সংকীর্তন। আপনারে গাওয়ায় বলিয়া 'নারায়ণ'॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার। কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার?
রাঢ়ে আর এক মহা—ব্রহ্মদৈত্য আছে। অন্তরে রাক্ষস, বিপ্রকাচ মাত্র কাচে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় 'গোপাল'। অতএব তা'রে সবে বলেন 'শিয়াল'॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।৮১-৮৭

অবতারের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা তদানীন্তন বৈষ্ণব-সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুরের নামে আরোপিত 'গৌরগণ-চন্দ্রিকা' নাম্নী পুঁথি হইতে জানা যায়, এক দ্বিজ বাসুদেব আপনাকে 'গোপালদেব' বলিয়া প্রচার করিয়া ভাগবতের শৃগাল বাসুদেবের ন্যায় 'শৃগাল' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিল। পূর্ববঙ্গে 'বিষ্ণুদাস কবীন্দ্র'-নামক একব্যক্তি আপনাকে রঘুনাথের অবতার বলিয়া প্রচার করিয়াছিল। মাধব-নামক এক দেবল ব্রাহ্মণ চূড়াধারী হইয়া অবতার সাজিয়া বসিয়াছিল। *

* চৈতন্যদেবে জগদীশবুদ্ধীন্, কেচিজ্জনান্ বীক্ষ্য চ রাঢ়বঙ্গে।
স্বস্যেশ্বরত্বং পরিবোধয়ন্তো, ধৃত্বেশবেশং ব্যচরন্ বিমূঢ়াঃ॥
তেষান্তু কশ্চিদ্দ্বিজবাসুদেবো, গোপালদেবঃ পশুপাঙ্গজোঽহম্।
এবং হি বিখ্যাপয়িতুং প্রলাপী, শৃগালসংজ্ঞাং সমবাপ রাঢ়ে॥
শ্রীবিষ্ণুদাসো রঘুনন্দনোঽহং, বৈকুণ্ঠধাম্নঃ সমিতঃ কপীন্দ্রাঃ।
ভক্তা মমেতি চ্ছলনাপরাধাৎ-ত্যক্তঃ কপীন্দ্রেতি সমাখ্যয়ার্যৈঃ॥
উদ্ধারার্থং ক্ষিতিনিবসতাং শ্রীল-নারায়ণোঽহং
সংপ্রাপ্তোঽস্মি ব্রজবনভুবো মূর্ধ্নি চূড়াং নিধায়।
মন্দং হ্যন্যন্নিতি চ কথয়ন্ ব্রাহ্মণো মাধবাখ্য-
শ্চূড়াধারী ত্বিতি জনগণৈঃ কীর্ত্যতে বঙ্গদেশে॥
কৃষ্ণলীলাং প্রকুর্বাণঃ কামুকঃ শূদ্রযাজকঃ।
দেবলোঽসৌ পরিত্যক্তশ্চৈতন্যেনেতি বিশ্রুতঃ॥
অতিভবাদয়োঽপ্যন্যে পরিত্যক্তাস্তু বৈষ্ণবৈঃ।
তেষাং সঙ্গো ন কর্তব্যঃ সঙ্গাদ্ধর্মো বিনশ্যতি॥
আলাপাদ্গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সঞ্চরন্তীহ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥

—শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্তি-কৃতা 'গৌরগণ-চন্দ্রিকা'

'শ্রীভক্তিরত্নাকরে'র লেখক শ্রীনরহরি চক্রবর্তিঠাকুরও (১৪শ তরঙ্গে) কতিপয় নকল অবতারের কথা জানাইয়াছেন।*

অষ্টাধিক-শততম পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদবৃন্দ

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের লীলার সহায়ক অগণিত পার্ষদবৃন্দের মধ্যে কতিপয় পার্ষদের অতি সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।†

১। **শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু**ঃ—রাঢ়দেশে 'একচাকা' গ্রামে মৈথিল-বিপ্রকুলোদ্ভূত শ্রীহাড়াই পণ্ডিত বা শ্রীহাড়ো ওঝা ও তৎসহধর্মিণী শ্রীপদ্মাবতীদেবীর গৃহে মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী-তিথিতে শ্রীনিত্যানন্দ অবতীর্ণ হন। শ্রীনিত্যানন্দ যখন দ্বাদশ বৎসরের

---

* কেহ কহে,—"অহে। ভাই বহির্মুখগণ। হইয়া স্বতন্ত্র, ধর্ম করয়ে লঙ্ঘন॥
বহির্মুখগণমধ্যে যে প্রধান তা'রে। 'রঘুনাথ' সাজাইয়া ভাঁড়ায় লোকেরে॥
স্বমত রচিয়া যে পাপিষ্ঠ দুরাচার। কহয়ে কবীন্দ্র বঙ্গদেশেতে প্রচার॥"
কেহ কহে,—"দেখিলাম, মহাপাপিগণ। আপনাকে গাওয়ায় ছাড়ি' শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন।
কেহ কহে,—"রাঢ়দেশে এক বিপ্রাধম। 'মল্লিক' খেযাতি, দুষ্ট নাহি তা'র সম॥
সে পাপিষ্ঠ আপনাকে 'গোপাল' কহায়। প্রকাশি' রাক্ষসমায়া লোকেরে ভাঁড়ায়॥"
—ভঃ রঃ, ১৪শ তঃ

† শ্রীগৌরপার্ষদবৃন্দ ও ষড়্‌গোস্বামীর বিস্তৃত চরিতাবলী গ্রন্থকারের রচিত গ্রন্থে ও তৎসম্পাদিত 'গৌড়ীয়'-পত্রে দ্রষ্টব্য।

বালক, তখন এক পরিব্রাজক বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী অতিথিরূপে আসিয়া শ্রীনিত্যানন্দকে তাঁহার মাতা-পিতার নিকট হইতে ভিক্ষা-স্বরূপ লইয়া যান। সেই সন্ন্যাসীর সহিত শ্রীনিত্যানন্দ ভারতের বহু তীর্থ পর্যটন করেন। পশ্চিম ভারতে ভ্রমণকালে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের সহিত শ্রীনিত্যানন্দের সাক্ষাৎকার হয়। শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহার বিংশতি-বৎসর বয়স পর্যন্ত ঐরূপে তীর্থ ভ্রমণ করিয়া, শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনবদ্বীপে আত্মপ্রকাশ করিলে, তথায় আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীশ্রীবাস-গৃহে শ্রী-গৌরসুন্দরকে শ্রীব্যাসরূপে পূজা এবং শ্রীগৌরহরির ষড়্‌ভুজরূপ দর্শন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞায় শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস ঠাকুর নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে শ্রীকৃষ্ণভজনের কথা প্রচার করিবার কালে মদ্যপায়ী 'মাধাই' শ্রীনিত্যানন্দের মস্তকে আঘাত করে। শ্রীনিত্যানন্দ মাধাইর সকল পাপ ও অপরাধ অপনোদন করিয়া 'জগাই-মাধাই' দুই ভাইকে শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় অভিষিক্ত করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলা-চলাভিমুখে যাইবার সময় শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের দণ্ডটী তিন খণ্ড করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। কারণ, স্বয়ংভগবানের সাধক জীবের ন্যায় সন্ন্যাস বা দণ্ডগ্রহণের কোন আবশ্যকতা নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু গৌড়দেশে প্রেমভক্তি প্রচার করেন।

●

'বেনাপোলে'র রামচন্দ্র খাঁ নামক এক বৈষ্ণববিদ্বেষী পাষণ্ডী জমিদার শ্রীনিত্যানন্দের চরণে অপরাধ করিয়া সপরিবারে বিনষ্ট

হয়। 'পানিহাটি' গ্রামে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীল রঘুনাথ দাসের দ্বারা 'দধি-চিড়া-দণ্ডমহোৎসব' করাইয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গের বহুমূল্য অলঙ্কার-অপহরণকামী দস্যু-দলপতিরও চিত্তশুদ্ধি ও প্রেমভক্তিলাভ হইয়াছিল।

শ্রীনিত্যানন্দ 'অবধূত' অর্থাৎ আশ্রমাতীত পরমহংসের লীলা করিয়াছেন। ব্রজলীলায় যিনি শ্রীবলরাম, শ্রীগৌরাবতারে তিনিই শ্রীনিত্যানন্দ। শ্রীজাহ্নবা ও শ্রীবসুধা এই দুইজন শ্রীনিত্যানন্দ-শক্তি। শ্রীনিত্যানন্দের আত্মজরূপে শ্রীবসুধার গর্ভসিন্ধুতে শ্রীবীরভদ্র গোস্বামিপ্রভু অবতীর্ণ হন। ইনি শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণীর শিষ্য। প্রভু শ্রীবীরভদ্র 'ঝামটপুর' গ্রাম-নিবাসী শ্রীযদুনাথ আচার্যের ঔরসজাত-কন্যা শ্রীমতী ও পালিতা কন্যা শ্রীনারায়ণীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের কোন সন্তান হয় নাই। শ্রীবীরভদ্রপ্রভুর পালিত তিন পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র 'খড়দহে', জ্যেষ্ঠ শ্রীগোপীজনবল্লভ বর্ধমান জেলার 'লতা' গ্রামে ও মধ্যম শ্রীরামকৃষ্ণ মালদহের নিকট 'গয়েশপুরে' বাস করেন। শ্রীনিত্যানন্দের পার্ষদগণ ব্রজের সখা 'দ্বাদশ গোপাল' নামে খ্যাত। শ্রীনিত্যানন্দের গণ অসংখ্য। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকার ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন আপনাকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর 'সর্বশেষ ভৃত্য' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

২। **শ্রীঅদ্বৈতাচার্য**:—শ্রীগৌরহরির আবির্ভাবের পূর্বে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য শ্রীহট্ট হইতে 'শান্তিপুরে' আসিয়া বাস করেন এবং শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীবাস-অঙ্গনের অনতিদূরে একটি বৈষ্ণব-

সভা স্থাপন করেন। তাঁহার পূর্ব নাম 'শ্রীকমলাক্ষ' (চৈঃ চঃ আঃ ৬।৩০)। তিনি স্বয়ং বিষ্ণুতত্ত্ব ; ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন বলিয়া তাঁহার নাম—'অদ্বৈত'। "মহাবিষ্ণুর অংশ—অদ্বৈত গুণধাম। ঈশ্বরে অভেদ, তেঞি 'অদ্বৈত' পূর্ণনাম॥ ভক্তি-উপদেশ বিনু তাঁ'র নাহি কার্য। অতএব নাম হৈল "অদ্বৈত-আচার্য'॥ বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো জগতের আর্য। দুই নাম-মিলনে হৈল অদ্বৈত-আচার্য॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৬।২৫, ২৮-২৯)। মাঘী শুক্লা সপ্তমী শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের আবির্ভাব-তিথি। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য শ্রী-মাধবেন্দ্র পুরীগোস্বামিপাদের শিষ্যের লীলা করিয়াছিলেন। তদানীন্তন বহির্মুখ জীবের কুমতি ও দুর্দশা দেখিয়া তিনি নবদ্বীপ মায়াপুরে-জলতুলসীদ্বারা কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌর-সুন্দরের অবতারণের জন্য আরাধনা করিতেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর শান্তিপুরের নিকটবর্তী 'ফুলিয়া' গ্রামে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের সঙ্গ ও কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য হরিদাসকে নিজ-পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধপাত্র ভোজন করাইয়াছিলেন। শ্রী-গৌরহরি অবতীর্ণ হইয়া ও আত্মপ্রকাশ করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের সহিত বিভিন্ন লীলাবিলাস এবং জগজ্জীবের প্রতি কৃপা বিতরণ করিয়াছিলেন। শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে 'শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে' শ্রীগৌরহরি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীশ্রীবাস, শ্রীহরিদাস প্রভৃতি ভক্ত-বৃন্দের সহিত ব্রজলীলাভিনয় করিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য মহাবিদূষকের 'কাচ' বা বেশ গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসলীলার অব্যবহিত পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তিপুরে

শ্রীঅদ্বৈতমন্দিরে শ্রীশচীমাতার শ্রীহস্তপাচিত নৈবেদ্য ভোজন ও কীর্তন-নর্তন-বিলাস করিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতনন্দন পঞ্চবর্ষবয়স্ক শ্রীঅচ্যুতানন্দের শ্রীচৈতন্যদেবে স্বাভাবিকী ভগবদ্‌বুদ্ধি ও ভগবদ্‌ভক্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের দুই পত্নী ও ছয় পুত্র ; শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র ও শ্রীগোপালদাস শ্রীসীতা দেবীর গর্ভসম্ভূত ; ইহারা শ্রীগৌরভক্ত ছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের অন্য তিন পুত্রের নাম—বলরাম, স্বরূপ ও জগদীশ। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রতিবৎসর গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত রথযাত্রায় নর্তন, কীর্তন করিতেন। শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে শ্রীশুকদেব বা শ্রীপ্রহ্লাদের ন্যায় বৈষ্ণব বলায় শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীঅদ্বৈতের মহিমা খ্যাপন করিয়া বলেন,—"শুক-আদি করি' সব বালক উঁহার। নাড়ার (শ্রীঅদ্বৈতের) পাছে সে জন্ম জানিহ সবার॥ অদ্বৈতের লাগি মোর এই অবতার। মোর কর্ণে বাজে আসি' নাড়ার হুঙ্কার॥ শয়নে আছিনু মুঞি ক্ষীরোদ-সাগরে। জাগাই' আনিল মোরে নাড়ার হুঙ্কারে॥" (চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।২৯৬-২৯৮)

৩। **শ্রীগদাধর পণ্ডিতঃ**—পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরহরির শক্তি-অবতার শ্রীগদাধর পণ্ডিতগোস্বামী। শ্রীলগদাধর—শ্রীমাধব মিশ্রের পুত্র। ইঁহার মাতার নাম—শ্রীরত্নাবতী। শৈশবকাল হইতেই শ্রীগদাধর বিষয়ে বিরক্ত ও শ্রীকৃষ্ণে রতিবিশিষ্ট ছিলেন। শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদ শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগদাধরকে 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থ পড়াইয়াছিলেন। নবদ্বীপে শ্রীনিমাই পণ্ডিতের সহিত ন্যায়ের

বিভিন্ন বিষয় লইয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিতের প্রায়ই কোন্দল হইত। আজন্ম সংসারবিরক্ত গদাধরচট্টগ্রামবাসীমহাভাগবতশ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে 'ভোগীর প্রায়' দেখিয়া প্রথমে তাঁহার বৈষ্ণবতা-সম্বন্ধে কিছু সংশয়ের লীলা প্রকাশ করেন; কিন্তু পরে বিদ্যানিধির অপূর্ব বিপ্রলম্ভ-প্রেমবিকার-দর্শনে জীবশিক্ষার্থ স্বীয় অপরাধক্ষালনাভিপ্রায়ে শ্রীপুণ্ডরীকের নিকট হইতে দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলার পর শ্রীগদাধর নীলাচলে 'যমেশ্বর-টোটা'য় গিয়া স্থায়িভাবে বাস ও তথায় 'শ্রীগোপীনাথের সেবা' প্রকাশ করেন। 'শ্রীনরেন্দ্র-সরোবরে'র তীরে শ্রীল গদাধর পণ্ডিতসপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন। শ্রীবল্লভ ভট্ট (পরে 'শ্রীবল্লভাচার্য' নামে খ্যাত) পূর্বে বালগোপাল-মন্ত্রে কৃষ্ণসেবা করিতেন। পরে তিনি শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীকিশোর গোপাল-উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের জ্যেষ্ঠাত্মজ শ্রীঅচ্যুতানন্দ শ্রীগদাধর পণ্ডিতের প্রধান শিষ্য ছিলেন। 'বরাহ-নগরে'র শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্যও শ্রীগদাধর পণ্ডিতের অন্যতম শিষ্য। শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামি-প্রভৃতি শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য।

৪। **শ্রীহরিদাস ঠাকুর**:—শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীহরিদাস ঠাকুর যশোহর জেলার অন্তর্গত 'বূঢ়ন' গ্রামে মুসলমান-কুলে আবির্ভূত হন। তিনি যবনকুলের সামাজিক রীতি নীতি পরিহার করিয়া শ্রীহরিনাম-গ্রহণে ব্রতী হন এবং

যুবকালেই 'বূঢ়ন'-গ্রাম ত্যাগ করিয়া 'বেনাপোলে'র নিকটে একটী নির্জন বনে কুটীর বাঁধিয়া তুলসিসেবা ও দিবারাত্র তিন-লক্ষ নাম-শ্রীসংকীর্তন ও ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা-নির্বাহ করেন। সেই দেশের জমিদার বৈষ্ণব-বিদ্বেষী পরশ্রীকাতর 'শ্রীরামচন্দ্র খাঁ' শ্রীহরিদাসের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিবার জন্য তাঁহার নিকট একটী সুন্দরী যুবতী বেশ্যাকে প্রেরণ করে। বেশ্যা মহাভাগবত শ্রীহরিদাসের ঐকান্তিক ভজন লক্ষ্য করিয়া ও তাঁহার মুখে অনর্গল শ্রীহরিনাম-কীর্তন শ্রবণ করিয়া ঠাকুরের কৃপায় নির্বেদ-গ্রস্তা হইয়া পড়েন এবং চিরতরে পাপবৃত্তি-ত্যাগপূর্বক বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিতা হন। রামচন্দ্র খাঁর মহতের চরণে অপরাধের ফলে ধনে, জনে, প্রাণে সর্বনাশ হয়। শ্রীহরিদাস ঠাকুর 'বেনাপোল' ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের সঙ্গ লাভ করেন এবং 'ফুলিয়া'-নামক গ্রামে শ্রীনাম-ভজন করিতে থাকেন। কাজী 'অম্বুয়া' মুলুকের অধিপতির নিকটে গিয়া শ্রীহরিদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। মুলুকের অধিপতি শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দেয়। ঠাকুর শ্রীহরিদাসের দর্শন, বন্দন ও কৃপায় অন্যান্য অপরাধী বন্দিগণেরও মঙ্গলোদয় হয়।

শ্রীহরিদাস মুলুকের অধিপতির নিকট আনীত হইলে সে তাঁহাকে 'কলমা' উচ্চারণ করিয়া হিন্দুধর্মের আচার হইতে মুক্ত হইবার উপদেশ দেয়। শ্রীহরিদাস বলেন,—"খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ। তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥" (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৯৪)। ইহাতে মুলুকপতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া

কাজীরপরামর্শানুসারে শ্রীহরিদাসকে বাইশ বাজারে লইয়া গিয়া নির্মমভাবে প্রহার করিতে আদেশ দেয় এবং তদনুসারে যবনগণ তাঁহার উপর অকথ্য নির্যাতন করে। কিন্তু শ্রীহরিদাসনিজদ্রোহী সত্যবিরোধী পাপিগণের কল্যাণ কামনাই করেন। বাইশ বাজারে ভীষণ প্রহারের ফলেও শ্রীহরিদাসকে অক্ষতদেহ দেখিয়া যবনগণ তাঁহাকে 'পীর' বলিয়া মনে করে এবং শ্রীহরিদাসের প্রাণ বহির্গত না হইলে তাহাদিগকে মুলুকপতির নিকট দণ্ডিত হইতে হইবে,—ইহা শ্রীহরিদাসকে জ্ঞাপন করে। শ্রীহরিদাসযবনগণের উপকারার্থ সমাধিযোগে মৃতবৎ অবস্থান করিলে তাহারা শ্রীহরিদাসকে গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দেয়। শ্রীহরিদাস ভাসিতে ভাসিতে ফুলিয়া-নগরে উপস্থিত হইয়া পূর্ববৎ শ্রীকৃষ্ণনামভজনে অভিনিবিষ্ট থাকেন। ফুলিয়ায় শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজন গুহায় এক ভীষণ বিষধর সর্প বাস করিত; কিন্তু উহা নির্মৎসর শ্রীহরিদাসের প্রতি কোন হিংসা করে নাই। এক পরশ্রীকাতর 'ঢঙ্গ বিপ্র' শ্রীহরিদাসের অপ্রাকৃত ভাবের অনুকরণ করিতে গিয়া বিশেষভাবে নির্যাতিত হয়। ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য শান্তিপুরে "তুমি খাইলে হয় কোটি-ব্রাহ্মণ-ভোজন"—এই বলিয়া শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে পিতৃশ্রাদ্ধপাত্র প্রদান করেন। শ্রীহরিদাসের ফুলিয়ায় অবস্থান-কালে স্বয়ং মায়াদেবী এক জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে শ্রীহরিদাসকে মোহন করিতে আসিয়া স্বয়ংই শ্রীকৃষ্ণনাম প্রেমে দীক্ষিতা হইয়া পড়েন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদারের পুরোহিত শ্রীবলরাম আচার্যের গৃহে

অবস্থানকালে কতিপয় স্মার্ত-পণ্ডিত উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম-কীর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। গোপাল চক্রবর্তি-নামক এক ব্যক্তির শ্রীহরিদাসের চরণে অপরাধের ফলে গলিত কুষ্ঠরোগ হয়। শ্রীগৌরহরি যখন বাল্যলীলা করিতেছিলেন, সেই সময়ে শ্রীহরিদাস শ্রীনবদ্বীপে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সভায় এবং শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের সঙ্গে শ্রীহরিকথা আলোচনা করিতেন। গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীগৌরহরি শ্রীনিত্যানন্দ ও ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে শ্রীধাম-নবদ্বীপের দ্বারে-দ্বারে শ্রীহরিকীর্তন করিবার আদেশ প্রদান করেন। শ্রীহরিদাস বঙ্গদেশের নানা-স্থানে শ্রীহরিনাম প্রচার করেন। বর্ধমান-জেলার অন্তগত 'কুলীন গ্রামে' শ্রীরামানন্দ বসু প্রভৃতির গৃহে শ্রীহরিদাস এক সময় অবস্থান করিয়া শ্রীনামভজন ও কুলীনগ্রাম-বাসিগণকে প্রচুর কৃপা করিয়াছিলেন। কুলীন-গ্রামে এখনও শ্রীহরি-দাসের ভজনস্থান দৃষ্ট হয়। শ্রীহরিদাস শ্রীগৌরহরির প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই সহায়-স্বরূপ হইয়াছিলেন। মহাপ্রকাশ-দিবসে, শ্রীচন্দ্রশেখর-গৃহে অভিনয়কালে, কাজী উদ্ধারের জন্য নগর-সংকীর্তন-কালে শ্রীহরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রধান সেবক ছিলেন। শ্রীগৌরহরি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীনীলাচলে গমন করিলে শ্রীহরিদাসও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গলোভে শ্রীকাশী মিশ্রের গৃহের সন্নিকটে অবস্থান করিয়া একটী নির্জন কুটীরে অপতিতভাবে শ্রীনাম-ভজন করিতেন। বর্তমানে শ্রী ভজন-স্থান 'সিদ্ধ-বকুল' নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন শ্রীহরি-দাস ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible]সন্ধান

করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীহরিদাসের দ্বারা বিশ্বে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করাইয়াছেন, ঠাকুর শ্রীহরিদাস তাঁহার নির্যাণ লীলার শেষ দিনেও সংখ্যানামের মর্যাদা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ হৃদয়ে ধারণ, নয়নে তাঁহার দিব্যরূপদর্শন জিহ্বায় 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেবের সম্মুখে শ্রীপুরুষোত্তম ধামে শ্রীহরিদাস ঠাকুর নির্যাণ-লীলা আবিষ্কার করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীহরিদাসকে ক্রোড়ে করিয়া নৃত্য করেন এবং বিমানে চড়াইয়া কীর্তন করিতে করিতে সমুদ্রতীরে লইয়া গিয়া স্বহস্তে শ্রীহরিদাসের সমাধি দেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীমহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া শ্রীহরিদাসের তিরোভাব-উৎসব ভক্তগণের সহিত সম্পন্ন করেন।

৫। **শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত** :—পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরহরির শুদ্ধ ভক্ত-তত্ত্বের মুখপাত্র শ্রীল শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত। শ্রীশ্রীবাস, শ্রীশ্রীরাম শ্রীশ্রীপতি ও শ্রীশ্রীনিধি—এই চারি ভ্রাতা এবং ইঁহাদের আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত সেবক ও সেবিকা। শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিতের সহধর্মিণীর নাম 'শ্রীমালিনীদেবী' ইনি স্নেহে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের 'জননী' এবং সেবায় 'দাসী' অভিমানকারিণী। শ্রীশ্রীবাসেরই কোন ভ্রাতার কন্যা শ্রীনারায়ণী দেবী শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জননী। শ্রীশ্রীরামপণ্ডিত শ্রীহট্টে আবির্ভূত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে[illegible]বাস করিবার জন্য শ্রীনবদ্বীপে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহের [illegible]তিদূরে তিনি বাসস্থান নির্মাণ করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের

নবদ্বীপ লীলা পর্যন্ত শ্রীবাস তথাই বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাস-লীলার পরে তিনি 'শ্রীকুমারহট্টে' গিয়া বাস করিতে থাকেন। তদানীন্তন বহির্মুখপাষণ্ডী ব্যক্তিগণের অজস্র বাক্যবাণ এবং পাষণ্ডী হিন্দুগণের নানাপ্রকার অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য করিয়া তিনি শ্রীগৌরহরির সেবানিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে প্রতিরাত্র সপার্ষদ শ্রীগৌরহরিরসংকীর্তন বিলাস হইয়াছে। তাঁহার গৃহেই শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীব্যাসপূজার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবাসের ভ্রাতৃস্সুতা চারি বৎসরের বালিকা শ্রীনারায়ণী দেবী শ্রীগৌরহরির ভোজনাবশেষ লাভ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবাসের দাসী 'দুঃখী'র একনিষ্ঠ সেবাপ্রাণতা দেখিয়া শ্রীগৌরহরি তাঁহার 'সুখী' নাম রাখিয়াছিলেন। শ্রীবাসেরগৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুমহামহাপ্রকাশ লীলাপ্রকট করেন শ্রীবাসের বস্ত্রসীবনকারী যবন দর্জীপর্যন্ত শ্রী-গৌরহরির কৃপা লাভ করিয়া প্রেমিক মহাভাগবত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবাস বৈষ্ণব-গৃহস্থের আদর্শ-স্বরূপ ; শ্রীবাসের গৃহের দাস দাসী, কুক্কুর-বিড়ালের ভক্তিহইলেও শ্রীশ্রীবাসের শাশুড়ীর হৃদয়ে সরলতার অভাব থাকায় তিনি শ্রীগৌরহরির প্রীতিলাভ করিতে পারেন নাই। শ্রীশ্রীবাস শ্রীগৌরহরির সন্তোষচিন্তায় এতদূর অভিনিবিষ্ট ছিলেন যে, পুত্রশোক পর্যন্ততাঁহাকে স্পর্শ করে নাই শ্রীগৌরহরির কৃপায় শ্রীশ্রীবাসের মৃত বালকপুত্র তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন এবং তত্ত্বোপদেশদ্বারা [illegible]ের শোকাপনোদন করিয়াছিলেন। "ভগবানের ভক্ত যত [illegible] প্রধান তাঁহার চরণপদ্মে সহস্র প্রণাম।" (চৈঃ [illegible] আ [illegible]।৩৮।

৬। **শ্রীদামোদর-স্বরূপ** :—শ্রীগৌরসুন্দরের অত্যন্ত মর্মী ও তাঁহার দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীদামোদর-স্বরূপ বা 'শ্রীস্বরূপদামোদর' গোস্বামিপাদ। পূর্বাশ্রমে ইঁহার নাম ছিল—'শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য'। তিনি শ্রীগৌরহরির নবদ্বীপ-লীলাকালে তাঁহারই শ্রী-চরণান্তিকে অবস্থান করিতেন। শ্রীগৌরহরির সন্ন্যাস-লীলার পর শ্রীল পুরুষোত্তম বিরহোন্মত্ত হইয়া শ্রীকাশীধামে 'শ্রীচৈতন্যানন্দ'-নামক সন্ন্যাস-গুরুর নিকট হইতে কেবল শিখাসূত্র-ত্যাগ-রূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, কিন্তু যোগপট্ট, সন্ন্যাস-নাম বা দণ্ডাদি গ্রহণ করেন নাই, এজন্য তাঁহার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য সূচক 'স্বরূপ' নামটী থাকিয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপের সঙ্গীতবিদ্যায় অদ্ভুত দক্ষতা দেখিয়া পূর্বেই তাঁহাকে 'দামোদর' নাম দিয়াছিলেন। উভয় নাম মিলিয়া তাঁহার 'দামোদর-স্বরূপ' নাম হয়। শুনা যায়, 'সঙ্গীত-দামোদর'-নামক সঙ্গীত-শাস্ত্রের একটী মৌলিক গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীস্বরূপদামোদর গৌড়ীয়গণের নেতা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার্থ শ্রীস্বরূপদামোদর শ্রীনীলাচলে গিয়া বাস করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গীত, শ্লোক, গ্রন্থ, কাব্য-প্রভৃতি যাহা শুনিতেন, তাহা শ্রীস্বরূপদামোদর পূর্বে পরীক্ষা করিয়া দিতেন। সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসদুষ্ট কোনও গীত বা কাব্য মহাপ্রভু শুনিতে পারিতেন না। শ্রীস্বরূপদামোদরের কড়চায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর গূঢ় অন্ত্যলীলা এবং পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরহরির তত্ত্ব [illegible]কারে গুম্ফিত ছিল। তাহা শ্রীরঘুনাথ দাসগোস্বামি-পাদ [illegible]রিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথের কণ্ঠ হইতে

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাহা শ্রবণ করিয়া 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অন্ত্যলীলায় শ্রীস্বরূপ-দামোদর ও শ্রীরায়-রামানন্দের সহিত শ্রীচণ্ডীদাস ও শ্রীবিদ্যাপতির 'পদাবলী', শ্রীল বিল্বমঙ্গলের 'শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত', শ্রীজয়দেবের 'শ্রীগীতগোবিন্দ' ও শ্রীরামানন্দ রায়ের 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক'-প্রভৃতি অপ্রাকৃত কৃষ্ণতোষণপর কাব্য নিত্য আস্বাদন করিতেন। বলিতে কি, শ্রীগৌরহরির আবিষ্কৃত উন্নতোজ্জ্বল ভক্তিরসসিদ্ধান্ত, যাহা গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে প্রচারিত, তাহার মূলপুরুষ স্বরূপ-দামোদর। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—"অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত। স্বরূপ-গোসাঞি-মাত্র জানেন একান্ত॥ যেবা কেহ অন্য জানে, সেহো তাঁহা হৈতে। চৈতন্য-গোসাঞির তেঁহ অত্যন্ত মর্ম্ম যাতে॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৬০-১৬১)।

৭। **শ্রীরামানন্দ রায়**ঃ—'পুরী' হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ পশ্চিমে 'আলালনাথে'র অনতিদূরে 'বেন্টপুর' গ্রামে শ্রীভবানন্দ রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরামানন্দ রায় আবির্ভূত হন। শ্রীভবানন্দের পঞ্চ পুত্র—শ্রীরামানন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীকলানিধি, শ্রীসুধানিধি ও শ্রীবাণীনাথ। শ্রীরামানন্দ উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অধীন পূর্ব ও পশ্চিম গোদাবরীর শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি একাধারে শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিৎ, পণ্ডিত, কবি ও মহাভাগবতোত্তম ছিলেন। শ্রীনবদ্বীপের শ্রী-মহেশ্বর বিশারদের পুত্র বৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের

সহিত ও শ্রীনবদ্বীপবাসী শ্রীপুরুষোত্তম আচার্যের সহিত শ্রীরামানন্দের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের প্রার্থনায় শ্রীচৈতন্যদেব গোদাবরী-তীরে 'গোষ্পদতীর্থে' (বর্তমান 'কভুরে') শ্রীরায়রামানন্দের সহিত প্রথম মিলিত হইয়া সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-সম্বন্ধে আলাপ করেন। শ্রীরামানন্দ শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত নিত্য বাস এবং শ্রীকৃষ্ণকথালাপ ও রসাস্বাদনে কালযাপনার্থ রাজকার্য পরিত্যাগ করেন। তাঁহার বিষয়ি-প্রায় ব্যবহার এবং অসমোর্দ্ধ অপ্রাকৃত-ভজনলীলার মর্ম বুঝিতে না পারিয়া শ্রীহট্টবাসী শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র কিছু সন্দেহ প্রকাশ করিলে, শ্রীমন্মহাপ্রভু মিশ্রকে শ্রীরায়রামানন্দের মহত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়া, তাঁহার নিকটই শ্রীহরিকথা শুনিবার জন্য আদেশ করেন। মিশ্র রায়ের মুখে কৃষ্ণ-কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন,—"মনুষ্য নহে রায়, কৃষ্ণভক্তি-রসময়।" (চৈঃ চঃ অঃ ৫।৭১)। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রতিরাত্র শ্রীরায়-রামানন্দ ও শ্রীস্বরূপদামোদরের সহিত কৃষ্ণপ্রেমরস আস্বাদন করিতেন। "রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান। বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৬।৬)।

শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীগুণ্ডিচাবাড়ী ও শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের প্রায় মধ্যস্থলে 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ'-নামক একটী উদ্যানে শ্রীরায় রামানন্দ অবস্থান করিতেন। এই স্থানে শ্রীরায়রামানন্দ-কৃত 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক' অভিনীত হইত। গম্ভীরায় শ্রীমন্মহাপ্রভু যেরূপ, শ্রীবিল্বমঙ্গলের 'শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত' এবং শ্রীবিদ্যাপতি ও শ্রীচণ্ডীদাসের 'পদাবলী' নিত্য আস্বাদন করিতেন, সেরূপ

শ্রীরামানন্দ-রায়ের 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক'ও প্রত্যহ আস্বাদন করিতেন। শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক বা শ্রীরামানন্দ-সঙ্গীত-নাটক ব্যতীত শ্রীরামানন্দের 'ক্ষুদ্রগীতপ্রবন্ধ', শ্রীরূপগোস্বামিপাদ-সংগৃহীত 'শ্রীপদ্যাবলী'তে উদ্ধৃত কয়েকটী শ্লোক এবং 'শ্রীচৈতন্য-চরিত-মহাকাব্য' ও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' উদ্ধৃত ব্রজবুলি-ভাষায় রচিত একটী গান দৃষ্ট হয়।

৮। **শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ**ঃ—শ্রীচৈতন্যদেবের মনো-ঽভীষ্ট-সংস্থাপক ষড়্গোস্বামীর সর্বজ্যেষ্ঠ শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুপাদ কর্ণাটাধিপতি 'সর্বজ্ঞ'-নামক ভরদ্বাজগোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণের বংশে শ্রীকুমারদেবের আত্মজরূপে আবির্ভূত হন। শ্রীসনাতন ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরূপ গৌড়েশ্বর হোসেন্ শাহের সভায় যথাক্রমে 'সাকর্-মল্লিক্' ও 'দবির্খাস্' উপাধি লাভ করিয়া মন্ত্রিত্বপদে ও উচ্চ রাজকার্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'গৌড়ে'র 'রামকেলি' গ্রামে শ্রীগৌরহরির দর্শন লাভ করিয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন বিষয়ত্যাগের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন। রামকেলিতেই শ্রীমন্মহাপ্রভু দুই ভ্রাতার 'সাকর্-মল্লিক্' ও 'দবির্খাস্' নাম মোচন করাইয়া 'শ্রীসনাতন' ও 'শ্রীরূপ'—এই দুই নাম রাখেন। শ্রীসনাতন অসুস্থতার ছল করিয়া রামকেলিতে স্বগৃহে পণ্ডিতগণের সহিত নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিতে থাকেন। এই সময়ে অকস্মাৎ একদিন বাদ্শাহ্ হোসেন্ শাহ্ শ্রী-সনাতনের গৃহে আসিয়া তাঁহাকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিতে পা'ন এবং শ্রীসনাতনের আর রাজকার্য করিবার ইচ্ছা নাই জানিয়া

তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। শ্রীরূপ পূর্বেই রামকেলি হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি শ্রীসনাতনকে গুপ্তচরের দ্বারা এক পত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-গমনের সংবাদ ও যে কোন উপায়ে রাজবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমনের পরামর্শ জ্ঞাপন করেন। রাজবন্দী শ্রীসনাতন কারাগার-রক্ষককে সাত হাজার মুদ্রা উৎকোচ প্রদান করিয়া ছদ্মবেশে 'কাশী'তে শ্রীমহাপ্রভুর নিকট চলিয়া আসেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের দরবেশ বেশ পরিত্যাগ করাইয়া তাঁহাকে বৈষ্ণবোচিত বেশ ধারণ করান এবং তাঁহাতে শক্তি সঞ্চার করিয়া 'দশাশ্বমেধ-ঘাটে' 'সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব' শিক্ষা দেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের উপর চারিটী সেবার ভার প্রদান করেন ঃ—(১) শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-স্থাপন, (২) শ্রী-মথুরামণ্ডলের লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার ও লীলাস্থান-নিরূপণ, (৩) শ্রী-বৃন্দাবনে শ্রীবিগ্রহ-প্রকটন ও (৪) বৈষ্ণবস্মৃতি-সঙ্কলন ও বৈষ্ণব-সদাচার-প্রবর্তন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীসনাতন শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া অত্যন্ত দৈন্য, আর্তি ও কৃষ্ণবিরহময় বৈরাগ্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণভজন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট প্রচার করেন। শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনার্থ শ্রীনীলাচলে আগমন করিয়া শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সহিত একত্র বাস এবং প্রভুর আজ্ঞায় পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপাল-ভট্ট প্রমুখ নিজজনগণের সহিত ঐকান্তিক-শ্রীহরিভজনলীলার আদর্শ প্রকট করেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীযমুনার তীরে 'আদিত্য টিলা'-নামক স্থানে শ্রীমদনগোপাল-

দেবের সেবা প্রকট করেন। শ্রীসনাতনের রচিত গ্রন্থের মধ্যে,—(১) 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত' ও তাহার 'দিগ্‌দর্শিনী' টীকা, (২) 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' ও তাহার 'দিগ্‌দর্শিনী' টীকা, (৩) 'শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব' বা 'শ্রীদশমচরিত' এবং (৪) শ্রীমদ্ভাগবত-দশমস্কন্ধের টীকা 'শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী' বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।

৯। **শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ**ঃ—গৌড়ের 'রামকেলি' গ্রামে 'দবির্‌খাস্' (শ্রীরূপ) শ্রীগৌরহরির দর্শন লাভ করিয়া বিষয়ত্যাগের জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন। শ্রীরূপ 'রামকেলি' হইতে 'ফতেয়াবাদে' স্বগৃহে নৌকা পূর্ণ করিয়া বহু ধন লইয়া আসেন এবং সেই ধনের অর্ধ ভাগ ব্রাহ্মণের সেবার্থ, একচতুর্থাংশ কুটুম্ব-ভরণার্থ ও অবশিষ্ট চতুর্থাংশ ভাবী বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণের নিকট গচ্ছিত রাখেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅনুপমের সহিত শ্রীরূপ 'প্রয়াগে' শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হন। তথায় তিনি শ্রীবল্লভ ভট্টের সহিত পরিচিত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপকে প্রয়াগের 'দশাশ্বমেধ-ঘাটে' শক্তি-সঞ্চার করিয়া দশদিন কৃষ্ণতত্ত্ব, কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেইসকল শিক্ষাই শ্রীরূপপাদ স্বরচিত বিভিন্ন গ্রন্থে গুম্ফিত করেন এবং শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া ভজন-লীলা প্রকট করেন। শ্রীঅনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তির পর শ্রীরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনার্থ শ্রীনীলাচলে গমন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উচ্চারিত "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোকে প্রভুর হৃদ্গতভাব বুঝিতে পারিয়া শ্রীরূপ তদনুরূপ একটী শ্লোক ("প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ"

ইত্যাদি) রচনা করেন। শ্রীরূপের ভজন-কুটীরের চালার মধ্যে গোঁজা তালপত্রে লিখিত ঐ শ্লোকটী দেখিয়া শ্রীরূপের চিত্তবৃত্তি যে তাঁহার সহিত এক,—ইহা জানিতে পারিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বড়ই উল্লসিত হন। নীলাচলে শ্রীরূপের 'শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটক'-রচনা-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপের মুক্তার পংক্তির ন্যায় হস্তাক্ষর এবং "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং" শ্লোকটী দর্শন ও শ্রবণ করিয়া শত-মুখে তাহার প্রশংসা করেন। 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক'-রচয়িতা শ্রীরায়রামানন্দকে লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপের 'শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটক' ও 'শ্রীললিতমাধব-নাটকে'র বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচার ও আস্বাদন করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকেশিতীর্থোপ-কণ্ঠে 'শ্রীগোবিন্দদেবে'র শ্রীবিগ্রহ প্রকট করেন। শ্রীরূপের রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ প্রচারিত আছে :—(১) 'শ্রীহংসদূত,' (২) 'শ্রীউদ্ধব-সন্দেশ,' (৩) 'শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথি-বিধি,' (৪-৫) 'শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা' (বৃহৎ ও লঘু), (৬) 'শ্রীস্তব-মালা,' (৭) 'শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটক,' (৮) 'শ্রীললিতমাধব-নাটক,' (৯) 'শ্রীদানকেলিকৌমুদী' (ভাণিকা), (১০) 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু,' (১১) 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি', (১২) 'প্রযুক্তাখ্যাত-চন্দ্রিকা,' (১৩) 'শ্রীমথুরা-মাহাত্ম্য,' (১৪) 'শ্রীপদ্যাবলী,' (১৫) 'শ্রীনাটক-চন্দ্রিকা,' (১৬) 'শ্রীসংক্ষেপ-(লঘু) ভাগবতামৃত,' (১৭) 'সামান্য-বিরুদাবলী লক্ষণ,' (১৮) 'শ্রীউপদেশামৃত'।

১৫। **শ্রীরঘুনাথ দাসগোস্বামিপাদ** :—হুগলী জেলার 'সপ্তগ্রামে'র অন্তর্গত 'কৃষ্ণপুর' গ্রামে কায়স্থকুলোদ্ভূত সম্ভ্রান্ত ও

ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী 'মজুম্‌দার'-উপাধিযুক্ হিরণ্য ও গোবর্ধন দাস-নামক দুই ভ্রাতা বাস করিতেন। শ্রীগোবর্ধন দাসের পুত্রই শ্রীরঘুনাথ দাস। হিরণ্য-গোবর্ধনের পুরোহিত শ্রীবলরাম আচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কৃপাপাত্র ছিলেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীবলরাম আচার্যের গৃহে অবস্থান-কালে, শ্রীবলরামের গৃহে অধ্যয়নার্থ আগত বালক শ্রীরঘুনাথ প্রত্যহ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সঙ্গ ও কৃপা লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। হিরণ্য-গোবর্ধনের গুরু-পুরোহিত শ্রীযদুনন্দন আচার্য শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভুর অন্তরঙ্গ শিষ্য ও 'কাঞ্চনপল্লী'-নিবাসী শ্রীবাসুদেব দত্ত-ঠাকুরের প্রিয়পাত্র ছিলেন। শ্রীযদুনন্দন আচার্যের দীক্ষিত শিষ্যই শ্রীল রঘুনাথ দাস। শ্রীরঘুনাথ যৌবনকালেই ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য ও অপ্সরা-সমা ভার্যা পরিত্যাগের লীলা প্রকট করিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপাভিষিক্ত হইয়া 'পুরী'তে গমনপূর্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-স্বরূপ 'স্বরূপের রঘু' হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ-সেবাধিকার-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদত্ত শ্রীগোবর্ধনশিলারূপী শ্রীগিরিধারী ও গুঞ্জামালারূপিণী শ্রীবার্ষভানবীর সেবাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীগৌরবিরহে ব্যাকুল হইয়া শ্রী-গোবর্ধনে ভৃগুপাতের দ্বারা দেহ বিসর্জন করিতে সঙ্কল্প করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন এবং তথায় শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের কৃপামৃতে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহাদের তৃতীয় ভ্রাতার ন্যায় অতিমর্ত্য সুতীব্র বিপ্রলম্ভ-বৈরাগ্যের সহিত 'শ্রীরাধাকুণ্ডে' শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ভজনযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদান করেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-

গোস্বামিপাদ শ্রীরঘুনাথের ব্রজবাসকালীন দৈনিক কৃত্যের কথা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—"অন্ন-জল ত্যাগ কৈল, অন্য কথন। পল দুই-তিন মাঠা করেন ভক্ষণ ॥ সহস্র দণ্ডবৎ করে,' লয় লক্ষ-নাম। দুই সহস্র বৈষ্ণবের নিত্য পরণাম ॥ রাত্রি-দিনে রাধা-কৃষ্ণের মানস-সেবন। প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র-কথন ॥ তিন-সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান। ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে আলিঙ্গন-দান ॥ সার্ধ-সপ্ত-প্রহর করে' ভক্তির সাধনে। চারিদণ্ড নিদ্রা, সেহ নহে কোন দিনে ॥" (চৈঃ চঃ আঃ ১০।৯৮-১০২)। শ্রীল-রঘুনাথ-দাসগোস্বামিপাদের রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ প্রসিদ্ধ ঃ—(১) 'শ্রীস্তবাবলী,' (২) 'শ্রীদানচরিত' (দানকেলি-চিন্তামণি), (৩) 'শ্রীমুক্তাচরিত'। এতদ্ব্যতীত শ্রীল দাসগোস্বামীপ্রভুর নামে আরোপিত কয়েকটী বাঙ্গালা-পদ শ্রীবৈষ্ণবদাস-সঙ্কলিত 'পদকল্প-তরু'-নামক পদসংগ্রহ-গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

১১। **শ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামিপাদ** ঃ—শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে 'শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে' শ্রীব্যেঙ্কট-ভট্ট-নামক এক শ্রীবৈষ্ণবের গৃহে চাতুর্মাস্যব্রতের চারিমাস কাল অবস্থান করেন। শ্রীনরহরি চক্রবর্তি-ঠাকুর-কৃত 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে'র মতানুসারে এই ব্যেঙ্কট ভট্টের পুত্রই শ্রীগোপাল ভট্ট। বালক শ্রীগোপাল ভট্ট সেই সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাসৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবার প্রাক্কালে শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টকে বলিয়া যান,—"তুমি ইহাকে সুপণ্ডিত করিবে এবং বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ করিবে না।" শ্রীগোপাল ভট্ট কিছু

কাল মাতা-পিতার সেবা করিয়া মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে শ্রীবৃন্দাবনে গমনপূর্বক শ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গে অবস্থান করেন। শ্রীগোপাল ভট্ট 'গণ্ডকী' নদী হইতে দ্বাদশটী শালগ্রাম সংগ্রহ করিয়া নিজ-ভজনকুটীরে স্থাপন করেন। মথুরার কয়েকজন ধনী শেঠ অযাচিতভাবে বহুমূল্য বসনভূষণ, অলঙ্কারাদি প্রদান করিয়া গেলে শ্রীগোপাল ভট্ট শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের উপযোগী সেই-সকল বসন-ভূষণ কিরূপে শ্রীশালগ্রামকে পরিধান করাইবেন, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি অতিবাহিত করেন। প্রত্যূষে দেখিতে পা'ন, দ্বাদশ শালগ্রামের মধ্যে একটী শালগ্রাম ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম দ্বিভুজ মুরলীধর মধুর ব্রজকিশোর শ্যাম-রূপে প্রকট হইয়া শোভা পাইতেছেন। শ্রীগোপাল ভট্ট শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদির সহিত ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে বৈশাখী পূর্ণিমা-তিথিতে সেই 'শ্রীরাধারমণ' বিগ্রহের অভিষেক-মহামহোৎসব সম্পন্ন করেন। শ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামিপাদের রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থ প্রসিদ্ধ :—(১) 'শ্রী-হরিভক্তিবিলাস' (শ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামিদ্বারা সমাহৃত এবং শ্রীসনাতন-গোস্বামিপাদ-কর্তৃক গুম্ফিত ও 'দিগ্ দর্শিনী' টীকাসহ বিরচিত), (২) ষট্ সন্দর্ভের কারিকা (শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার ষট্ সন্দর্ভের প্রারম্ভে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন)। 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে'র 'শ্রীকৃষ্ণবল্লভা' টীকা শ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামিপাদের রচিত বলিয়া কেহ কেহ বলেন। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামি-পাদ তাঁহার 'সারঙ্গরঙ্গদা'-নামিকা 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে'র টীকায় উক্ত টীকার কোন উল্লেখ করেন নাই এবং ঐ টীকায় শ্রীকৃষ্ণ-

চৈতন্যদেবের নমস্কার-সূচক কোন শ্লোক নাই বলিয়া এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা' এবং 'সংস্কার দীপিকা' গ্রন্থও ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামী পাদের রচিত নহে, তাহা অন্য কোন গোপাল ভট্টের রচিত। *

১২। **শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামিপাদ**ঃ—কাশীবাসী শ্রীতপন মিশ্রের গৃহে যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীতে কৃপাপূর্বক দুইমাস ভিক্ষা স্বীকার করিয়াছিলেন, তখন শ্রীতপনমিশ্রাত্মজ বালক শ্রীরঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট-মার্জন ও পাদ সম্বাহন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। বড় হইয়া শ্রীরঘুনাথ নীলাচলে শ্রী-মন্মহাপ্রভুর নিকটে গিয়া আট মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন স্বহস্তে রন্ধন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মধ্যে-মধ্যে ভিক্ষা করাইতেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট রন্ধন-সেবায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথকে বৃদ্ধ মাতাপিতার জীবিতকাল পর্যন্ত তাঁহাদের সেবা করিবার এবং বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ না হইবার জন্য উপদেশ দিয়া কাশীতে পাঠাইয়া দেন। মাতাপিতার কাশী-প্রাপ্তির পর শ্রীরঘুনাথ শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে পুনরায় উপস্থিত হন এবং এবারও আট মাস পুরীতে বাস করিবার পর প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীরঘুনাথ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নিকটে গিয়া বাস এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীকৃষ্ণ-নাম ভজন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করিয়া শ্রীরঘুনাথকে শ্রীজগন্নাথের 'চৌদ্দহাত তুলসীর মালা' ও 'ছুটা পান-বিড়া'

* বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থকারের 'ষড়্‌ গোস্বামী' নামক বৃহদ্‌গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের আশ্রয়ে থাকিয়া স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ সুকণ্ঠে বিভিন্ন রাগরাগিণীতে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকসমূহ শ্রীরূপগোস্বামি-পাদের সভায় কীর্তন করিতেন। শ্রীরঘুনাথ নিজের কোন ধনাঢ্য শিষ্যের দ্বারা শ্রীগোবিন্দের শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের ভূষণাদি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামীর রচিত কোন গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় না।

১৩। **শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপাদ**ঃ—শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅনুপমের (নামান্তর শ্রীবল্লভের) একমাত্র আত্মজ শ্রীজীব গোস্বামিপাদ 'বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে' আবির্ভূত হন। বাল্য-কাল হইতেই শ্রীজীব শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। অতি অল্পকাল-মধ্যেই তিনি সমস্ত শাস্ত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের ব্রজবাস-লীলা ও শ্রীগৌর-হরির অপ্রকট-লীলার পরে শ্রীজীবের হৃদয় শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনের জন্য অত্যন্ত আর্ত হইয়া উঠে। স্বপ্নযোগে শ্রীমহাপ্রভুর দর্শন পাইয়া শ্রীজীব 'বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ' হইতে 'ফতেয়াবাদ' হইয়া 'শ্রীনবদ্বীপে' আগমন করেন এবং শ্রীনিত্যানন্দের অনুগমনে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রম করেন। ইহার পরে শ্রীজীব কাশীতে শ্রী-সার্বভৌম ভট্টাচার্যের শিষ্য শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীজীব শ্রীকাশীধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং শ্রীব্রজমণ্ডলেই ভজন করিতে থাকেন।

শ্রীসনাতন শ্রীজীবের ভক্তিসিদ্ধান্তে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়া স্বকৃত 'শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণী'র সংশোধনের ভার তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীরাধাদামোদর শ্রীবিগ্রহ প্রকট করিয়া সেই সেবা শ্রীজীবকে প্রদান করেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিপাদগণের অপ্রকটলীলা-আবিষ্কারের পরে শ্রীজীবপাদ গৌড়, ব্রজ ও ক্ষেত্রমণ্ডলের গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সার্বভৌম আচার্যপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপাদের রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থমালা বৈষ্ণব-সমাজে সুপ্রসিদ্ধ :—(১) 'শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ,' (২) 'শ্রী-গোপালবিরুদাবলী,' (৩) 'শ্রীভক্তিরসামৃতশেষ,' (৪) 'শ্রীমাধব-মহোৎসব,' (৫) 'শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম,' (৬) 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা-পঞ্চমাধ্যায়-টীকা,' (৭) 'শ্রীদুর্গমসঙ্গমনী' (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-টীকা), (৮) 'শ্রী-লোচনরোচনী' (শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-টীকা), (৯) 'শ্রীগোপালচম্পূ' (পূর্বচম্পূ ও উত্তরচম্পূ), (১০-১৫) 'শ্রীভাগবতসন্দর্ভ' নামান্তর 'ষট্‌-সন্দর্ভ'—'শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ,' 'শ্রীভগবৎসন্দর্ভ,' 'শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ,' 'শ্রী-কৃষ্ণসন্দর্ভ,' 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' ও 'শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ,' (১৬) 'ক্রমসন্দর্ভ' (সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা), (১৭) 'সর্বসম্বাদিনী' (ষট্‌সন্দর্ভের অনু-ব্যাখ্যা), (১৮) 'শ্রীসুখবোধিনী' (শ্রীগোপালতাপনী-টীকা), (১৯) পদ্মপুরাণস্থ 'শ্রীযোগসারস্তোত্র-টীকা,' (২০) অগ্নিপুরাণস্থ 'গায়ত্রী-ব্যাখ্যা-বিবৃতি,' (২১) 'শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা,' (২২) 'ধাতু-সংগ্রহ,' (২৩) 'সূত্রমালিকা,' (২৪) 'ভাবার্থসূচক-চম্পূ' ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট

‘শ্রীশিক্ষাষ্টকম্’ *

১। চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরব চন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্॥

—শ্রীপদ্যাবলী, ২২

চেতোদর্পণমার্জন (চিত্তরূপ দর্পণ-পরিমার্জনকারী) ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং (সংসাররূপ মহাদাবানল-নির্বাপণকারী), শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকাবিতরণং (পরম-মঙ্গলরূপ কুমুদের বিকাশক জ্যোৎস্না-বিতরণকারী), বিদ্যাবধূজীবনং (পরবিদ্যারূপা বধূর প্রাণস্বরূপ), আনন্দাম্বুধি-বর্ধনং (আনন্দসমুদ্র বর্ধনকারী), প্রতিপদং (পদে পদে), পূর্ণামৃতাস্বাদন (পূর্ণামৃতের আস্বাদপ্রদানকারী), সর্বাত্মস্নপন (নিখিল জীবাত্মার নির্মলতা ও স্নিগ্ধতা সম্পাদনকারী), পর (অদ্বিতীয়) শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন (শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন) বিজয়তে (বিশেষভাবে জয়যুক্ত হউন)।

সংকীর্তন হৈতে পাপ-সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সব ভক্তি-সাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোল্লাস, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥

—চৈঃ চঃ অঃ ২০।১৩-১৪

* শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের স্বরচিত ও শ্রীমুখারবিন্দবিগলিত ‘শ্রীশিক্ষাষ্টকম্’ শ্রীকবিরাজ-গোস্বামি-বিরচিত পদ্যানুবাদ-সহ।

২। নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

—পঃ, ৩১

ভগবন্ (হে ভগবান্!) [ভবতা আপনাকর্তৃক] নাম্নাং (নাম-সমূহের) বহুধা (বহুপ্রকার) অকারি (প্রকট হইয়াছে), তত্র (সেই শ্রীহরিনামে) নিজসর্বশক্তিঃ (আপনার সমস্ত শক্তি) অর্পিতা (অর্পিতা হইয়াছে); স্মরণে (শ্রীনামস্মরণে) কালঃ (কোন কাল) ন নিয়মিতঃ (নিরূপিত হয় নাই)। তব (আপনার) এতাদৃশী (এবম্বিধা) কৃপা (দয়া), মম অপি (আমারও) ঈদৃশং (এতাদৃশ) দুর্দৈবম্ (অপরাধ, দোষ), ইহ (এরূপ হরিনামে) অনুরাগঃ (প্রীতি) ন অজনি (জন্মিল না)।

অনেক লোকের বাঞ্ছা— অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিলা অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে, শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল, দেশ, নিয়ম নাহি, সর্বসিদ্ধি হয়॥
সর্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দৈব,— নামে নাহি অনুরাগ॥

— চৈঃ চঃ অঃ ২০।১৭-১৮

৩। তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

—পঃ, ৩২

তৃণাৎ অপি (তৃণাপেক্ষাও) সুনীচেন (অতিশয় নীচ হইয়া), তরোঃ অপি (বৃক্ষের অপেক্ষাও) সহিষ্ণুনা (সহিষ্ণু হইয়া), অমানিনা

(নিজে অমানী হইয়া), মানদেন (অপরকে মানদান-পূর্বক) সদা (নিরন্তর) হরিঃ (শ্রীহরি) কীর্তনীয়ঃ (কীর্তিতব্য অর্থাৎ হরিনাম কীর্তন করা কর্তব্য)।

উত্তম হঞা আপনাকে মানে' তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে' বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন-ধন।
ঘর্ম-বৃষ্টি সহে, আনেব করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হ'বে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি' 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয়॥

—চৈঃ চঃ অঃ ২০।২২-২৬

৪। **ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং**
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

—পঃ, ৯৪

জগদীশ ! (হে জগন্নাথ !) [অহং—আমি] ধনং (ধন) ন কাময়ে (কামনা করি না), জনং ন [কাময়ে] (জন কামনা করি না), সুন্দরীং (কামিনী) বা কবিতাং (অথবা কাব্য ও পাণ্ডিত্য) ন [কাময়ে] (কামনা করি না) ; ঈশ্বরে ত্বয়ি (পরমেশ্বর তোমাতে) জন্মনি জন্মনি (জন্মে জন্মে) মম (আমার) অহৈতুকী (অকিঞ্চনা) ভক্তিঃ (ভক্তি) ভবতাৎ (হউক)।

ধন, জন নাহি মাগোঁ কবিতা, সুন্দরী।
'শুদ্ধভক্তি' দেহ' মোরে, কৃষ্ণ কৃপা করি'॥

—চৈঃ চঃ অঃ ২০।৩০

৫। **অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং, পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।**
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥

—পঃ, ৭১

অয়ি নন্দতনুজ! (হে নন্দনন্দন!) বিষমে (ভয়ঙ্কর, দুষ্পার) ভবাম্বুধৌ (সংসার সমুদ্রে) পতিতং (পতিত) কিঙ্করং (ভৃত্য আমি) মাং (আমাকে) কৃপয়া (কৃপাপূর্বক) তব (আপনার) পাদপঙ্কজ-স্থিতধূলীসদৃশং (পাদপদ্মস্থিত-ধূলীতুল্য) বিচিন্তয় (জ্ঞান করুন)।

তোমার নিত্য দাস মুই, তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা॥
কৃপা করি' কর' মোরে পদধূলী-সম।
তোমার সেবক, করোঁ তোমার সেবন॥

—চৈঃ চঃ অঃ ২০।৩৩-৩৪

৬। **নয়নং গলদশ্রুধারয়া, বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।**
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা, তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥

—পঃ, ৯৩

[হে গোপীজনবল্লভ!] কদা (কবে) তব (আপনার) নামগ্রহণে (নামগ্রহণকালে) নয়নং (আমার নেত্রদ্বয়) গলদশ্রুধারয়া [যুক্তং] (দরদর অশ্রুধারাযুক্ত), বদনং (বদন) গদ্গদরুদ্ধয়া (গদ্গদভাবে রুদ্ধা) গিরা [যুক্তং] (বাগ্‌যুক্ত), [এবং] বপুঃ (শরীর) পুলকৈঃ (পুলক-সমূহে) নিচিতং (ব্যাপ্ত) ভবিষ্যতি (হইবে)?

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন!
'দাস করি' বেতন মোরে দেহ' প্রেমধন॥

—চৈঃ চঃ অঃ ২০।৩৭

৭। যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥

—পঃ, ৩২৪

গোবিন্দবিরহেণ (গোবিন্দের বিরহে) মে (আমার) নিমিষেণ যুগায়িতং (নিমেষকাল যুগতুল্য), চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং (চক্ষুঃ বর্ষার ধারার ন্যায় অশ্রু-প্লুত হইতেছে); সর্বং জগৎ (সর্ববিশ্ব) শূন্যায়িতম্ (শূন্য বোধ হইতেছে)!

উদ্বেগে দিবস না যায়, 'ক্ষণ' হৈল 'যুগ'-সম!
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন!
গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন!
তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন ॥

—চৈঃ চঃ অঃ ২০।৪০-৪১

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো, মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥

—পঃ, ৩৩৭

পাদরতাং (পাদসেবানিরতা) মাং (আমাকে) আশ্লিষ্য (আলিঙ্গন করিয়া) বা পিনষ্টু (পেষণই করুন), অদর্শনাৎ (দর্শন না দিয়া) মর্মহতাং (মর্মাহতই) বা করোতু (করুন), লম্পটঃ (সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র কৃষ্ণ) যথা তথা বা বিদধাতু (যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুন), তু (তথাপি) স এব (তিনিই) মৎ-প্রাণনাথঃ (আমার প্রাণনাথ), অপরঃ ন (অপর কেহ নহে)।

আমি—কৃষ্ণপদ দাসী, তেঁহো—রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে' আত্মসাথ।
কিবা না দেয় দরশন, না জানে মোর তনুমন,
তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ ॥
সখি হে, শুন মোর মনের নিশ্চয়
কিবা অনুরাগ করে', কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ্বর—কৃষ্ণ, অন্য নয় ॥

ছাড়ি' অন্য নারীগণ, মোর বশ তনুমন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া ।
তা-সবারে দেয় পীড়া, আমা সনে করে' ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাঞা ॥
কিবা তেঁহো লম্পট, শঠ, ধৃষ্ট, সকপট,
অন্য নারীগণ করি' সাথ ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে' ক্রীড়া,
তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ ॥
না গণি আপন-দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ—আমার তাৎপর্য ।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য ॥

—চৈঃ চঃ অঃ ২০।৪৮-৫২

—:*:—

শ্রীপদ্যাবলী *

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা ।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥

আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় রাজা নই, বৈশ্য নই বা শূদ্রও নই । আমি ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীও নই , কিন্তু নিত্য স্বতঃপ্রকাশমান নিখিল-পরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্রস্বরূপ শ্রীগোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপদ-কমলের দাসানুদাস-দাসানুদাস ।

* পদ্যাবলী গ্রন্থে ৭৪, ১৩২, ১৪৩ সংখ্যায় শ্রীচৈতন্যদেবরচিত, গীত শ্লোকত্রয় ।

দধিমথননিনাদৈস্ত্যক্তনিদ্রঃ প্রভাতে
নিভৃতপদমগারং বল্লবীনাং প্রবিষ্টঃ।
মুখকমলসমীরৈরাশু নির্বাপ্য দীপান্
কবলিতনবনীতঃ পাতু মাং বালকৃষ্ণঃ॥

প্রভাতে (শ্রীযশোমতীর) দধিমন্থন-শব্দ-শ্রবণে নিদ্রাপরিত্যাগপূর্বক ব্রজ-গোপীগণের গৃহমধ্যে নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে প্রবিষ্ট হইয়া ও শ্রীমুখ-পদ্মের বায়ুর দ্বারা প্রদীপসমূহ শীঘ্র নির্বাপিত করিয়া নবনীত-ভক্ষণরত বালকৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করুন।

সব্যে পাণৌ নিয়মিতরবং কিঙ্কিণীদাম ধৃত্বা
কুব্জীভূয় প্রপদগতিভির্মন্দমন্দং বিহস্য।
অক্ষ্ণোর্ভঙ্গ্যা বিহসিতমুখীর্বারয়ন্ সম্মুখীনা
মাতুঃ পশ্চাদহরত হরির্জাতু হৈয়ঙ্গবীনম্॥

একদা কিঙ্কিণীধ্বনি নিয়মিত করিবার জন্য বামহস্তে কিঙ্কিণী-দাম-ধৃক্, কুব্জদেহে পাদাগ্রভাগাবলম্বনে গতিশীল, মৃদুমন্দ-হাস্যবদন শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকনপূর্বক সম্মুখস্থিতা গোপীগণ হাস্য করিতে থাকিলে, শ্রীহরি নেত্রভঙ্গী-দ্বারা তাঁহাদের হাস্য নিবারণ করিতে করিতে মাতার পশ্চাদ্ভাগে স্থিত সদ্যোজাত নবনীত হরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নির্ঘণ্ট

[শব্দসমূহের পার্শ্বে পত্রাঙ্ক দ্রষ্টব্য।]